শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রণীত

প্রবন্ধ

তারুণ্য

ভ্রমণকাহিনী

পথে প্রবাসে

উপন্যাস

অসমাপিকা

আগুন নিয়ে খেলা

কবিতা

রাখী

একটি বসন্ত

যার যেথা দেশ
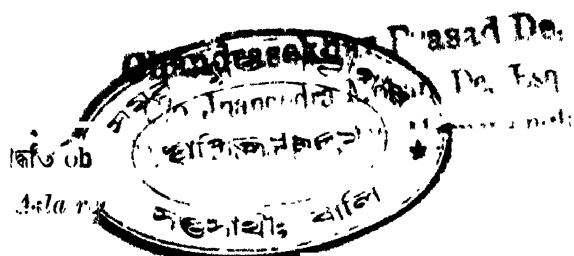
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
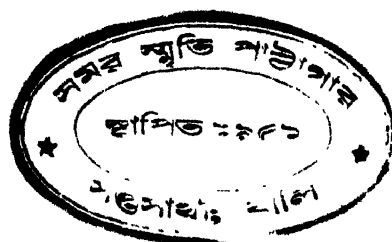
ডি. এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট. কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রে
প্রিণ্টার—প্রভা
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রী

ভূমিকা
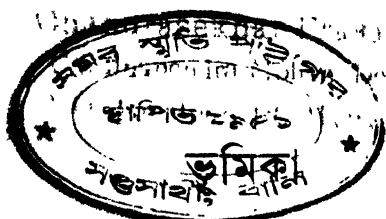
বিশ্বব্যাপারের সর্ব্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্ব্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস্ লষ্ট্ রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।

গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক করব, কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ... গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখতুম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু ... কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী ও বাদল। ...র্জ্জিত হলেই ভাল হত। কিন্তু নায়িকাহীন কাব্য হয় না। অতএব ...য়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় ...বে। সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা। "সত্যাসত্য" এপিক তথা ...ক হবে।

...আইডিয়াটিকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল ... উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মত যা খুসী ..., যা খুসী করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে ...র চরিত্র বদ্‌লে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে ...হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হ'ল, গঙ্গা ধাবিত তৃতীয় দিকে। কোথায় রইল তাদের বিরোধ, সুধী হ'ল বাদলের ...। কোথায় রইল তাদের প্রেম, বাদল উজ্জয়িনীকে টান্‌ল না. ...ও তার প্রতি নিরনুরাগ। এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়্‌ল ...নদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের ...বাঁধা করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়—ব্যক্তি।

রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাবনিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানবসংসার নয়, নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়পারম্পর্য্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়কনায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইনটুইশনের মার্গ, বাদল ইনটেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিন জনেরই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়কনায়িকা হ· র যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পুরা মাপের মানুষের চাইতে মা· য় উঁচু।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, এই যদি হয় এপিক, উপন্যাসের সঙ্গে প্রভেদ কোথায়? উত্তর, এপিকমাত্রেই উপন্যাস, হয় পদ্যে নয় কিন্তু উপন্যাসমাত্রেই এপিক নয়। অর্থাৎ উপন্যাস বহুপ্রকার। এক প্রকার হচ্ছে এপিক। এপিকের লক্ষণ নায়কনায়ি লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব; তাদের জগতের বিস্তার ও জীবে অতিমর্ত্ত্যতা। এর উদাহরণ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্। আর এক প্র হচ্ছে চরিত্রচিত্রশালা। বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, জনতার কলকোল এর উদাহরণ ডস্টইয়েভস্কির যে-কোনো উপন্যাস। আর এক প্র হচ্ছে ঘটনাচক্র। নায়কনায়িকার ভাগ্য ঘটনার সঙ্গে ঘুরতে থা কি হবে কি হবে করে পাঠকের মনটা ব্যাকুল। পাঠিকা হলে শেষ পাতাটা উল্টে ধাঁধার জবাব দেখে রাখেন, নায়ক নায়ি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন, বিবাহের বিলম্ব নেই। উদাহরণ রেলওয়ে বুকষ্টলে অগুনতি। বড় বড় লেখকেরও এই প্রক উপন্যাস আছে। উদাহরণ "Three Musketeers". আর এ ক হচ্ছে বিশ্বকোষ। তার পাত্রপাত্রী অবান্তর। সেটি যাবতীয় তি

বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তার চিন্তার পরিশীলন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওয়েল্‌সের উইলিয়াম ক্লিসোল্ড্‌। আর এক প্রকার হচ্ছে প্রচারপত্রী। তারও পাত্রপাত্রী অবান্তর, তাদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার ধর্ম্মপ্রচার করেন, সমস্যার সমাধান বলে দেন, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক উদাহরণ Upton Sinclair-এর যাবতীয় উপন্যাস। আরো অনেক প্রকার আছে, তাদের মধ্যে একটি প্রকার সম্প্রতি বহুল আলোচিত হচ্ছে। তাকে বল্‌তে পারা যায় সন্দর্ভ অথবা থীসিস্‌। লেখকের উদ্দেশ্য প্রচার নয়, প্রতিপাদন। তাঁর মনের ছাঁদ বৈজ্ঞানিকের, পদ্ধতি objective. উদাহরণ জেমস্‌ জয়্‌সের "Ulysses", মার্সেল প্রুস্তের "*A la recherche du temps perdu.*"

এর পূর্বে বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। নতুবা ঐ [illegible] উপন্যাস পদ্যে লিখিত হয়ে কাব্য নাম ধারণ করত। প্রাচীন [illegible]হতো তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। তবে উপন্যাস বলে সাহিত্যের কোনো নির্দ্দিষ্ট বিভাগ সেকালে ছিল না। এখনো উপন্যাসের সীমানা নিয়ে [illegible] বাধে। সমালোচক মানা দিয়ে বলেন ওটা উপন্যাস নয়, [illegible]শক পাঠক পাক্‌ড়াবার ফন্দীতে মলাটের উপর ছেপে দেন [উপন]্যাস। লেখক বলেন আমি লিখেই খালাস, শ্রেণী-বিভাগ অপরে [illegible]ক; পাঠক প্রকাশকের চাতুরীর জন্য লেখককে দায়ী করেন। আমার এই উপন্যাসের বেলা তাই হয় সেজন্য একটা অযাচিত [illegible]দিহি করে রাখ্‌লুম।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কিম্বা সীমানা-নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, বেদব্যাস তা করেন নি। তবে তাঁর মহাভারত থেকে আমার [illegible]" পর্য্যন্ত উপন্যাসরূপে গণ্য হবার দাবী রাখে এমন যত গ্রন্থ হয়েছে তাদের প্রাণবস্তু হচ্ছে গল্প। প্রক্ষিপ্ত কিম্বা বিক্ষিপ্ত

গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোট গল্পের একত্রীকরণও নয়, সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্ব্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাক্‌লে চল্‌বে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ কর্‌তে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ কর্‌তে পার্‌ল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ কর্‌তে পার্‌ল না, তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্‌ প্রভেদ থাক্‌ত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁট্‌লে সে ছো হয় না, ছোটগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত কর্‌লে সে উপন্যাস হয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়।" ছোটগ বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় বলে, "পাঠক, যথেষ্ট দেখ্‌লে, আর দেখ্‌তে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতা ছাড়্‌তে থাকেন, মাছকে অনে ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙ্গায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল (তখুনি তুলে নেন। ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সম তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে। ্তি

উপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিম্বা ছোটগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য্য, ঘটনার ঘূর্ণী চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাক্‌বে কি থাক্‌বে না, যদি থাকে কতখানি থাক্‌বে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। "সত্যাসত্য" সম্বন্ধেও ঐ তর্ক বাধ্‌তে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, "কই, বাদলের মত কাউকে ত দেখিনি ?" বাদল ছাড়া বাদলের মত কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। এই বাদলকে আমি দেখেছি, হয়ত একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে থারও প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্র্যাফলগার ্কায়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহুস্থানে বহু বস্থায় দেখেছি। ট্র্যাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি, ট্র্যাফলগার ্কোয়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও থানুপাতে দেখালে এমন জিনিষ নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের ্খে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective ্ক যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে ্মার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে ্তে অনেককিছু পাঠকের মনে ধর্‌বে না অনেককিছু ধর্‌বে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে থাকি তবে ও জগৎকে এ জগতের মত স্বীকার করে নিতেই হবে।

্ষ প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? ভগবান তাঁর

গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোট গল্পের একত্রীকরণও নয়, সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্ব্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাক্‌লে চল্‌বে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ কর্‌তে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ কর্‌তে পার্‌ল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ কর্‌তে পার্‌ল না, তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যা[illegible] প্রভেদ থাকৃত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁট্‌লে সে ছোট[illegible] হয় না, ছোটগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত কর্‌লে সে উপন্যাস হয়[illegible] উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবে[illegible] খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়।" ছোটগ[illegible] বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায়[illegible] বলে, "পাঠক, যথেষ্ট দেখ্‌লে, আর দেখ্‌তে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতো ছাড়্‌তে থাকেন, মাছকে অনে[illegible] ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙ্গায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল তখুনি তুলে নেন। ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে, [illegible] দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সম[illegible] তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।

ত্তি

উপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিম্বা ছোটগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য্য, ঘটনার ঘূর্ণী চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে কতখানি থাকবে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। "সত্যাসত্য" সম্বন্ধেও ঐ তর্ক বাধতে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, "কই, বাদলের মত কাউকে ত দেখিনি ?" বাদল ছাড়া বাদলের মত কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। শুধু বাদলকে আমি দেখেছি, হয়ত একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে থারও প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্র্যাফলগার ায়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নিজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহুস্থানে বহু বস্থায় দেখেছি। ট্র্যাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি, ট্র্যাফলগার য়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও থানুপাতে দেখালে এমন জিনিব নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের খে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective ক যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে ার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে তে অনেককিছু পাঠকের মনে ধরবে না অনেককিছু ধরবে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে তবে ও জগৎকে এ জগতের মত স্বীকার করে নিতেই হবে।

প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? ভগবান তাঁর

জগৎ কি জন্য সৃষ্টি করলেন প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে উত্তরের আশা রাখি।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উপন্যাস আর্টের শাখা। বিচার করতে হয়, আর্টের উদ্দেশ্য কি। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা (holding the mirror up to Life)। তাই যদি হয় তবে কাজটা ছেলেখেলা। আয়নায় যাকে ধরা যায় সে প্রতিচ্ছায়া, আয়না হচ্ছে ছায়াধরা ফাঁদ। সোজাসুজি জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে আয়নায় তার আদল দেখব কেন? আসল থাকতে নকল কি হবে? কেউ কেউ বলেন, তা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য জীবনের ব্যাখ্যা করা, আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। অর্থাৎ জীবন অতি দুর্বোধ্য পুঁথি, আর্টিষ্ট ব্যতীত অপরে তার অর্থ করতে অপারগ। আর্টিষ্ট হলেন জীবন-শঙ্করাচার্য্য। কিন্তু আর্টিষ্টের ঐ দাবী দার্শনিকের দাবীর সঙ্গে সমান মামলা বাধলে বিচারকের রায় দার্শনিকের পক্ষে যাবে।

তৃতীয় এক দলের ধারণা, আর্টের অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে মানবের জীবন হবে দেবতার জীবন। আর্টিষ্ট হবেন apostle; তি উপনিষদের ঋষির মত উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করতে থাকবেন, বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ”—যতক্ষণ শ্রোতার কর্ণপটহ অবিভক্ত থাকে। র এই যে, কোনো সত্যকার আর্টিষ্ট কোনো দিনই এ ব্রত স্বীকার করেননি যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আর্টিষ্ট বলে গণ্য করা হয়নি।

আমি বলি, জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনি মানবের সৃ জীবনের উদ্দেশ্য যা, আর্টের উদ্দেশ্যও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আ প্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদান। জীবন বড়, না আর্ট বড় এমন প্রশ্নও উঠেছে। শুনে হাসি পায়। রাধা বড়, না কৃষ্ণ ব এ সম্বন্ধে শুকশারীর কলহ সুপরিচিত। আমি বলি আর্ট না থাকি

জীবনমহীরুহ পুষ্পপল্লবহীন, রিক্ত। জীবন না থাকলে আর্ট আকাশ-কুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি। পরস্পরের অনুকৃতি ওদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য হ্রাস করে, পরস্পরকে উন্নত করা ওদের চোখের অগোচরে ঘটে, পরস্পরের কাছে ওরা অর্থসমন্বিত।

"সত্যাসত্য" লেখবার অভিপ্রায় আমার বহুদিন থেকে ছিল, কিন্তু বিশ্বাস ছিল না যে, লিখে উঠতে পারব। ধারাবাহিকভাবে "বিচিত্রা" মাসিকপত্রে প্রকাশিত "পথে প্রবাসে" বন্ধ হলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে একখানি উপন্যাস দাবী করেন ও এইটুকু মাফ দেন যে, দাবীর পরিমাণ কিস্তিবন্দীভাবে দিলে চলবে। তাঁর আগ্রহের আনুকূল্য না পেলে বোধ করি এতদিন এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হত না, মনোরথ মনের অতলে উত্থিত হয়ে বিলীন হত। এখনো যে সমস্তটা লিখিত হয়েছে তা নয়। যেটুকু হয়েছে সেটুকু পাঠকের হাতে স্থায়ীভাবে দিতে প্রস্তুত ছিলুম না, কিন্তু প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার প্রস্তুত করিয়ে নিলেন, কালক্ষেপ করতে দিলেন না। "যার যথা দেশ" নামে "সত্যাসত্যে"র প্রথম সর্গ প্রকাশিত হ'ল। পাঠক যদি পড়তে পাবার সুযোগ লাভ করেছেন বলে অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন তবে সেই কৃতজ্ঞতা উপেন্দ্রবাবুর ও গোপালবাবুর প্রাপ্য।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
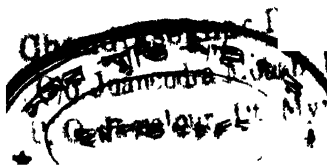
এই খণ্ডের রচনাকাল

১৯৩০—৩২
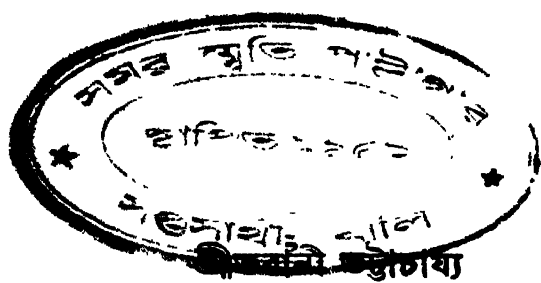
যার যেথা দেশ

যার যেথা দেশ

যাই যাই

১
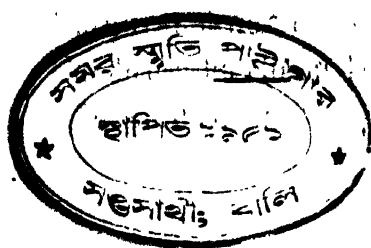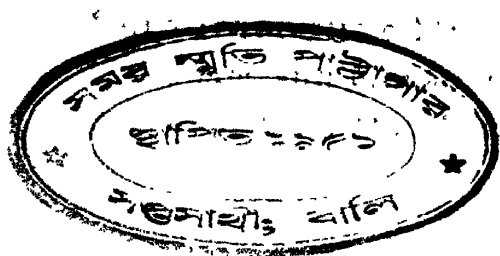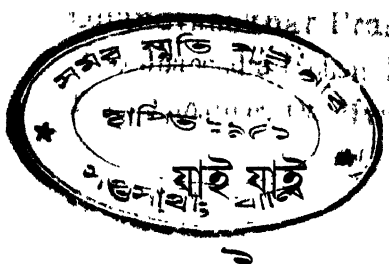
বাদল তার পড়ার ঘরে বসে এক মনে কি লিখে যাচ্ছিল। চোখ না তুলে বল্ল, "এই যে সুধীদা, তোমা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি লেখা।"

সুধী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌ল। কৌতূহল প্রকাশ কর্‌ল না।

বাদল লেখা বন্ধ না করে বলে যেতে লাগ্‌ল, "শুন্‌লে ত বাবার যুক্তিটা? বৌ না রেখে বিলেত গেলে পাছে বৌ নিয়ে দেশে ফিরি সেই জন্যে কর্‌তে হবে বিয়ে। বাবাকে বল্লুম, বিয়ে কর্‌তে হয় ত দুই বন্ধুকে এক সঙ্গে কর্‌তে হবে, নয় ত কারুকেই না। এক বন্ধুর বিয়ে হলে অপর বন্ধু পর হয়ে যায় সে কি আমি জানিনে!"

সুধী শুধু বল্ল, "সে হয় না।" বাদলের মনে আঘাত দিতে তার মুখ মূক হয়ে যাচ্ছিল।

বাধা পেয়ে বাদল মাথা তুল্ল। কলম ফেলে দিয়ে অধৈর্য্যের প্রশ্ন কর্‌ল, "হাউ ডু ইউ মীন্?"

সুধী উত্তর কর্‌ল, "মাদ্রাজ থেকে ফরাসী জাহাজে আমি রওয়ানা বিয়ের পরে পি এণ্ড্ ও' তে তুই যাবি। তোকে আমি লণ্ডনে কর্‌ব।"

ল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। কি ভেবে বল্ল, "তোমার কথার কর্‌ছি। ফরাসী জাহাজে আমিই চল্লুম। বিয়ের পরে ও' তে তুমিই যেয়ো। তোমাকেই আমি লণ্ডনে রিসিভ্ কর্‌ব।"

আমার পুত্র কন্যা স্বাধীন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র হল না, পুত্রকামনা থেকে গেল।

ডাক্তার সাহেব এত অল্পবয়স্ক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে চাইতেন না, যদি না তাঁর পুত্র-আদর্শ বাদলের মধ্যে মূর্ত্তি খুঁজ্‌ত। তাঁর অন্য জামাতারা অধিকবয়স্ক। কৌশাম্বীর স্বামী সিম্‌লার বড় চাকুরে। কাঞ্চীর স্বামী কল্‌কাতার ব্যারিষ্টার। তাঁরা আর একটু হলেই শ্বশুরের সমসাময়িক হতেন, আপাতত শ্বাশুড়ীর সমবয়সী। তাঁদের দেখ্‌লে যোগানন্দের পুত্রভাব সঞ্চার হয় না। অথচ মিসেস্ গুপ্ত বেছে বেছে তাঁদেরকেই জামাতারূপে নির্ব্বাচন করেছেন, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত এবং অত্যন্ত উপার্জ্জনক্ষম।

বাদলের প্রতি মিসেস্ গুপ্ত কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু যোগানন্দ ধরে বস্‌লেন, কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ আমিই স্থির কর্‌ব। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার মায়ের তেমন বনে না। সে তার দিদিদের মত নয়। তাকে নিয়ে তার বাবা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে আস্‌ছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। সেইজন্য তার মায়ের কিম্বা দিদিদের সঙ্গে তাকে বেশী মিশ্‌তে দেননি, নিজের কাছে কাছে রেখেছেন। কৌশাম্বী ও কাঞ্চী লোরেটোতে লালিত। নিত্য নূতন পোষাক ও নিত্য নূতন পার্টি এই নিয়ে তাদের জীবন। তাদের বাল্যকাল কেটেছে কল্‌কাতায় মায়ের সঙ্গে ও দিদিমায়ের বাড়ীতে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল কেটেছে বাপের সঙ্গে ও বাংলার নানা সহরে। মাতে বাবাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হয়নি। তবু মা ভালবাস্‌তেন কল্‌কাতা এবং বাবা যখন সরকারী চাকুরে তখন তাঁকে ক্রমাগত বদ্‌লি হতে হয়। উজ্জয়িনীর জন্মের কয়েক বছর পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে স্থায়ীভাবে বাংলায় অন্তরিত হন।

মিসেস্ গুপ্ত নিজে বিলেত না গিয়ে থাকুন, বিলেত ফের্ত্তার মেয়ে, স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী। চাকর বেয়ারার মুখে মেমসাহেব ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি অন্য দশজন বাঙালীর মেয়ের থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বামীর সাহেবিয়ানার শৈথিল্য দেখে তাঁর লজ্জা কর্‌ত। স্বামীর ত্রুটী ঢাক্‌বার জন্য তিনি অতিরিক্ত রকম মেমসাহেবিয়ানা ফলাতেন। তাঁর বস্‌বার ঘরে ইংরেজী ধরণে কয়লার আগুন জ্বল্‌ত। অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যাণ্টেল্‌পীসে একরাশ পুরাতন ক্রস্‌মাস কার্ড ও নিউইয়ার ক্যালেণ্ডার শোভা পেত এবং দেয়ালে আঁটা একখানি প্রতিকৃতির চতুঃপার্শ্বে ফুল-পাতার Wreath জড়ান থাক্‌ত। প্রতিকৃতিটি পঞ্চম জর্জ্জের স্বর্গত কনিষ্ঠ পুত্রের।

এমন যে মিসেস্ গুপ্ত তাঁরই কন্যা উজ্জয়িনী হল তার বাপের মত কাল, যাকে সাধুভাষায় বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই এক অপরাধে মেয়েটি মায়ের মমতা হারিয়ে বাপের হাতে গিয়ে পড়্‌ল। বাপের যৌবনকালের মানসী নারী ছিল নার্স, আতুরকে ক্লান্তকে মুমূর্ষুকে যে নারী সেবা ও সঙ্গ দেয়, শুশ্রূষা ও শান্তি দেয়। মেয়েকে তিনি চাইলেন সেই আদর্শে দীক্ষিতা কর্‌তে। বিবাহ না করে উজ্জয়িনী সেবা-সদন কর্‌বে এইরকম কথা দিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে। উৎসাহ ও রক্ত একই সঙ্গে শীতল হয়। যোগানন্দ ভাব্‌লেন বিবাহটা করে রাখা মেয়েমানুষের পক্ষে ইন্‌শিওরান্সের মত। ওটাতে জীবনের ব্রতভঙ্গ হবেই এমন কোনো কথা নেই। স্বামীটি যদি উদার হয় তবে উজ্জয়িনী বিবাহ করে যত কাজ কর্‌তে পার্‌বে বিবাহ না করে তত পার্‌ত না। মিশনারী ওল্ড মেড্‌দের শুষ্ক নীরস চেহারা ও ধারা তাঁর বিভীষিকা হয়েছিল। অতএব এমন একটি জামাতা চাই, যে উজ্জয়িনীর সমমনস্ক। "ইংলিশম্যান" কাগজে "A Youngman Looks at the

World” নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তাঁকে অবাক করেছিল। কে এই পাটনার বি সি সেন? স্বনামধন্য দাড়ু সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। পত্রের উত্তরে দাড়ু সেন মশাই জানালেন, ছোকরা খুবই গিফ্‌টেড্, এবারকার বি এ-তে ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে, কিন্তু ওর বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নন্।

যোগানন্দ নিজে নাস্তিক মানুষ, সমাজে কোনোদিন যান না। উপরন্তু বৈদ্য জাতটার প্রতি তাঁর অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাতও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মহিম সেন তাঁর কলেজের সহপাঠী। বছর কয়েক আগে মহিমের স্ত্রী কি এক ব্যাধিতে ভুগে কল্‌কাতায় মারা যান। তখন যোগানন্দ মেডিক্যাল কলেজে একটিনি কর্‌ছিলেন, মহিম কোথা থেকে উপস্থিত হয়ে বল্লেন, ভাই, বাঁচাও। যোগানন্দের মনে পড়ে গেল এই সেই মহিম যার টিকি কেটে তিনি ফাইন গুনেছিলেন। সেই মহিমে ও এই মহিমে অনেক তফাৎ। সে ছিল ভয়ানক গরিব, চটি পায়ে ও চাদর গায়ে দিয়ে কলেজে আস্‌ত, ভাল ইংরেজী উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌ত না, কিন্তু বই মুখস্থ করে নম্বর আদায় কর্‌তে পারত অসাধারণ। এ নাকি বেহারের কোন মহকুমা-হাকিম, রায়সাহেব উপাধি পেয়েছে, উপাধি সাহেব বলে সাহেব সেজেছে।

যোগানন্দ মহিমচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন। রায়বাহাদুর ত হাতে স্বর্গ পেলেন। একৃস্ গুপ্তের নাৎনী ও আই-এম্-এস্ অফিসারের মেয়ে, এই যথেষ্ট। সেটি কাল না সুন্দর, ভাল না মন্দ, ষোড়শী না ষষ্ঠী—এসবের দিক দিয়েই গেলেন না। প্রথম চিঠিতেই পাকা কথা দিলেন। এক-খানা ফটো পর্য্যন্ত চেয়ে পাঠালেন না। মেয়েটিকে অবশ্য একদা তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তার বয়স দুই কি আড়াই বছর। তখন বাদলের বয়স ছয় কি সাত। এরা যে একদিন বিবাহের উপযুক্ত হবে

এমন উদ্ভট কল্পনা কোনো কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের মনে স্থান পায় না। কোলের ছেলের সঙ্গে সম্ভবপর মেয়ের সম্বন্ধ করা স্ত্রীলোকদেরই মধ্যাহ্ন বিনোদনের বিষয়। এমনি একটি সম্বন্ধ বাদলের মা হয়ত করেছিলেন, কেবল উজ্জয়িনীর মায়ের সঙ্গে কেন, কত মেয়ের মায়ের সঙ্গে। তাঁর সেইসব পাতান বেয়ানদের স্মরণশক্তি এখনো সজাগ হয়নি এইজন্য যে এখনো বাদল যথেষ্ট বড় এবং উপার্জ্জনক্ষম হয়নি। বিলেতটা ঘুরে এসে মস্ত একটা চাক্‌রী জুটিয়ে জাঁকিয়ে বস্‌লে আর কয়েক বছর পরে মিসেস্ গুপ্তেরও কি হঠাৎ মনে পড়ে যেত না যে, তাই ত, বাদলের মাকে যে কথা দিয়েছিলুম, পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য এই বিবাহ প্রয়োজন।

মিসেস্ গুপ্ত আপত্তিও কর্‌লেন, সম্মতিও দিলেন। জান্‌তেন উজ্জয়িনীর রং ও ঢং বাঙ্গালী সাহেবদের পছন্দ হবে না। ও মেয়ের বিয়ের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে মেয়ে দিতে তাঁর মেমসাহেবী প্রেষ্টিজে বাধ্‌ছিল। তবু ছেলেটি ভবিষ্যতে বাপকে ছেড়ে শাশুড়ীকে গুরু কর্‌বে, যদিও বিলেত ঘুরে আস্‌বে বাপেরই টাকায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস।

৩

কৌশাম্বী ও কাঞ্চী এই পিতৃদত্ত নাম দুটোকে তাদের মা লোকমুখে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন। তাদের নাম রটে গেছে লিলি গুপ্ত ও ডলি গুপ্ত। অধুনা লিলি চ্যাটার্জী ও ডলি মিটার। তারা এখন সিম্‌লায় ও কলকাতায় নিজের নিজের বাড়ীতে থাকে, মিসেস্ গুপ্ত মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছুকাল যাপন করে আসেন, বাকী সময়টা কাটান

বহরমপুরে, স্বামীর কর্ম্মস্থলীতে। যখন বহরমপুরে থাকেন তখন ব্রেকফাষ্টের টেবিলে চা ও চিঠি দুই-ই পরিবেশন করেন।

একদিন চাপরাশীর হাত থেকে সেদিনকার ডাক নিয়ে দেখেন উজ্জয়িনীর নামে একখানি খাম, ঠিকানাটা অপরিচিত হাতে লেখা। গুপ্ত সাহেব তখন খবরের কাগজে ডুবেছিলেন, উজ্জয়িনী চিল দেখতে উঠে গেছে। চাপ্রাশী চলে গেলে মিসেস্ গুপ্ত চিঠিখানাকে বুকের কাছ দিয়ে ব্লাউসের ভিতর ঝুপ করে ফেলে দিলেন এবং শাড়ীটাকে আর একটু উপরের দিকে টেনে দিলেন। স্বামীর চিঠিগুলো স্বামীর একপাশে রেখে দিয়ে বল্লেন, "আমাকে এবার অনুমতি দাও ত উঠি।"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপার থেকে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়।"

"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে?"

"না, থাক্।"

"আর একটু চা?"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপাশ থেকে মাথা নাড়লেন। মিসেস গুপ্ত ওটা না দেখতে পেয়ে ঠাওরালেন মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। স্বামীর পেয়ালা থেকে পানাবশিষ্ট পৃথক কর্লেন ও তাতে নূতন চা ঢেলে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক গুপ্তসাহেব পেয়ালাটি তুলে নিলেন।

সিঁড়ি ভেঙ্গে মিসেস্ গুপ্ত সোজা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে উঠ্লেন। শুয়ে পড়ে খামখানা বের কর্লেন। ছিঁড়ে দেখ্লেন আগাগোড়া ইংরেজী। ইংরেজী তিনি বল্তে পার্তেন ভাল। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের ইংরেজী তাঁর দুরস্ত ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক ইংরেজী বুঝ্বেন কেমন করে? তবু অদম্য কৌতূহল বশত চিঠিখানাকে উল্টে পাল্টে দেখ্লেন। কোথাও দন্তস্ফুট না করতে পেরে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে আর একবার চেষ্টা

কর্‌বার অভিপ্রায়ে ওখানাকে বালিশের নীচে চাপা দিলেন। যখন ঘর থেকে বেরলেন তখন দূর থেকে শুন্‌লেন উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বাবার কথা হচ্ছে।

উজ্জয়িনী বল্‌ছে, "আচ্ছা বাবা, চিলের মত ডানা মেলে দিয়ে ওড়া কি খুব শক্ত ?"

তার বাবা হাস্‌ছেন।—"তুই একবার চিলের সঙ্গে উড়ে গিয়ে দেখে আয় না, খুকী !"

উজ্জয়িনী আপন মনে দুই বাহু তুলে চিলের মত এলিয়ে দিচ্ছে ও ঝট্‌পট্‌ কর্‌ছে। তার অধ্যবসায় দেখে তার বাবা হাসি চেপে বল্‌ছেন, "মন্দ এক্‌সারসাইজ্‌ নয়, খুকী। রোজ কর্‌লে সাইজও বাড়্‌তে পায় না তোর মার মত।"

তাঁদের বাড়ীর কুতব মিনারী সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস গুপ্ত প্রবেশ কর্‌লেন। শ' খানেক বছরের পুরান বাড়ী। এক একখানা ঘরের বহর এমন যে পাশাপাশি পাঁচটা হাতীর পিঠে পাঁচটা জিরাফ দাঁড়ালে তাদের মাথা সিলিং-এ ঠেক্‌বে না।

মিসেস্‌ গুপ্ত কোথা থেকে এক জোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা পেড়ে এনে গম্ভীরভাবে রিফু কর্‌তে বস্‌লেন। এটাও মেমসাহেবিয়ানার অঙ্গ। অবশ্য মোজা জোড়া কারুর কোনো কাজে লাগ্‌বে না, খুব-সম্ভব বেয়ারা কিম্বা চাপ্‌রাশীকে দান করা হবে। ধৈর্য্যের সঙ্গে মোজা রিফু করা চল্‌তে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু কান দুটি খাড়া রইল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দের জন্য ওৎ পেতে।

যোগানন্দ একখানা চিঠিকে লক্ষ করে বল্লেন, "মহিম লিখেছেন।"

যোগানন্দজায়া একবার চোখ তুলে স্বামীর চোখের সঙ্গে মিলালেন। তখনই নামিয়ে সূচিকর্ম্মে মনোনিবেশ কর্‌লেন। কে কি লিখেছে শোন্‌বার জন্য কৌতূহল দেখালে তাঁর মর্য্যাদাহানি হয়।

অগত্যা যোগানন্দই একতরফা বলে গেলেন, "লিখেছেন ছেলে অক্টোবরের আগে বিলেত পৌঁছতে চায়, জাহাজে জায়গা রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, ভারি তাড়াহুড়ো বাধিয়েছে—"

যোগানন্দজায়া আর একবার চোখ তুলে চোখাচোখি কর্‌লেন। ভাবটা এই যে, তাতে আমার কি!

কৈফিয়তের সুরে যোগানন্দ বল্লেন, "তা আমাদের দিক থেকেও ত আপত্তি নেই। খুকীর আপত্তি না থাক্‌লেই হল। কি বলিস্ রে খুকী?"

খুকীর মা খুকীর দিকে কটমট করে তাকালেন। খুকী তার বাবার দিকে শুধু বিস্ময়সূচক দৃষ্টি ফিরিয়ে রইল।

যোগানন্দ এতদিন কথাটা উজ্জয়িনীর কাছে পাড়েন্‌নি। পাড়্‌তে তাঁর সংস্কোচ বোধ হচ্ছিল। এত সকাল সকাল বিয়ে কর্‌তে উজ্জয়িনীর আপত্তি হবেই ত। তার বাবাই ত তাকে কবে থেকে শিক্ষা দিয়ে আস্‌ছেন যে, দেশের সোশ্যাল সার্ভিস্ বিদেশিনীদের হাতে। এক্ষেত্রে কি আমরা কোনো দিন স্বরাজ পাব না?

একে বিবাহ, তায় অল্পবয়সে বিবাহ—যোগানন্দ নিজেই ইতস্ততঃ কর্‌ছিলেন। সাহস করে বল্লেন, "আচ্ছা খুকী, একটি সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌তে চাই, তা হলে তোর কি আপত্তি থাক্‌তে পারে?"

উজ্জয়িনীর গালে কে রং মাখিয়ে দিল। সে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাইল, মা যেন দুর্জ্জয় ক্রোধ জোর করে চাপ্‌ছিলেন। তারপরে খবরের কাগজ গুছাতে বস্‌ল। মেয়েকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে মিসেস্ গুপ্ত বুঝ্‌লেন কি একটা বল্‌তে চাইছে, তাঁরই ভয়ে বল্‌ছে না। তাই তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন

তেমনি সশব্দে মোজা-সেলাইয়ের পুঁজিপাটা সমেত প্রস্থান করলেন। অবশ্য বেশী দূর গেলেন না। আড়ালেই কোথায় কান পাতলেন।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বাবা, তুমি আজকাল কি সব ভাব, আমাকে বল না ত!"

যোগানন্দ বল্লেন, "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেত চলে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার বুকে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হস্?"—এই বলে সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে তাকালেন।

উজ্জয়িনী কাঁপ্‌ছিল। এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনায় আনেনি। মনে মনে একটা ব্রত বেছে নিয়েছিল, আদর্শও। বহুদিন থেকে সে স্থির করে রেখেছিল সিষ্টার নিবেদিতার মত সিষ্টার উজ্জয়িনী হয়ে গরিবদের খুকীদের নিয়ে একটা ইস্কুল চালাবে। ইস্কুলের সঙ্গে ক্রমে জুড়ে দেবে একটি হাঁসপাতাল। অনাথাশ্রম কথাটা তার বিশ্রী লাগে। তাতে দীনতার উৎকট গন্ধ, সে দীনতা দয়ার পীড়নে বাড়ে। সিষ্টার উজ্জয়িনীর সঙ্গে যারা থাক্‌বে তারা তার বোন, হলই বা তারা পিতৃমাতৃহীন, হলই বা তারা নিঃস্ব। "ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া" একা তাদের অভাব মেটাবে।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?"

যোগানন্দ একটু দমে গেলেন।—"হাঁ, না, বিয়ে ঠিক্ নয় মা, বাগ্‌দান। লোকে ঐটেকেই বিয়ে বলে বটে। বলুক না, তুই যেমন আছিস্ তেম্‌নি থাক্‌বি, লাভের মধ্যে একটি সহকর্ম্মী পাবি। হ্যাট-কোট-পরা বাঁদর নয়, নিজের মত করে বাঁচ্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে।"

মিসেস্ গুপ্ত আর সইতে পার্‌ছিলেন না। পাশের ঘর থেকে

উঁচু গলায় বলে উঠ্‌লেন, "আমার জামাইদের যে বাঁদর বলে সে নিজে বাঁদর।"

কঠিন বাধা পেয়ে গুপ্তসাহেব থাম্‌লেন। উজ্জয়িনীও লজ্জায় নীরব রইল।

৪

সেদিনকার কথাবার্ত্তার ঐ শেষ। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পিতাপুত্রীতে ওবিষয়ে শেষ কথা হয়ে গেল। উজ্জয়িনী অনেক ভেবে রাজি হল। বাদলকে সহকর্ম্মীরূপে পাবার আশায় সে তার ব্রতের খানিকটা ভাঙ্‌ল ও বাকীটাকে বাদলের উপযুক্ত করে গড়্‌ল। এই তার জীবনের প্রথম আদর্শচ্যুতি। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রথম সে রফা কর্‌ল। এতে তার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হতে লাগ্‌ল। কিন্তু কাকে বোঝায়! তার কৌমার্য্য রইল না। সকল মেয়ের মত তারও পতন ঘট্‌ল। সিষ্টার উজ্জয়িনী হবার স্বপ্ন অকালে টুট্‌ল। ভারতবর্ষের একটী মেয়েও বিদেশিনীদের সমকক্ষ হল না। সকলের মত তারও জীবনে ঐ খাড়া বাড়ি থোড়, স্বামী শাশুড়ী শ্বশুর।

যাক্‌, স্বামীটি তবু বড়দি ছোড়দির স্বামীদের মত হবে না, ভাবুক ও কর্ম্মী হবে। দুজনে মিলে ইস্কুল খুল্‌বে, খোকা ও খুকী দুই নেবে। একলা মানুষ বড় অসহায় বোধ কর্‌ত, দুটি মানুষ পরস্পরের কাছে বল পাবে।

উজ্জয়িনীর বন্ধুতালিকা ছোট। তাতে একটিমাত্র নাম—তার বাবা। এইবার আর একটি নাম—তার স্বামী। নতুন বন্ধুটি বিলেত

যাচ্ছে, অতএব বিলেতে তার একটি বন্ধু থাকুল। ভাব্‌তে বেশ লাগে যে দেশে দেশে তার বন্ধু আছে। শিশুকাল থেকে বিলেত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলেতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আস্‌বে কোথায় Little Nellএর দোকান ছিল, কোথায় কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কোথায় কাজ কর্‌তেন, ইংরেজদের পার্লামেণ্ট কেমন। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছে, তাতে তার কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। এইবার তার বন্ধু যদি বিলেতে থাকে ত সে বিলেতে গিয়ে পথ ভুলে যাবে না, অসাধু গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিয়ে ফেল্‌বে না। তার বন্ধু তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

উজ্জয়িনী যদি বাদলের চিঠি পেত তবে নিশ্চয় চিঠির জবাব দিত। সম্ভবতঃ সব কথার অর্থ বুঝ্‌ত না, বাবার কাছে বুঝে নিত। বিবাহভঙ্গের কথায় চমকে উঠ্‌ত—মা গো, তা নাকি হয়! কিন্তু খুসী হয়ে আলাপ কর্‌ত। জিজ্ঞাসা কর্‌ত, আপনি ওদেশে গিয়ে কি পড়্‌বেন, দেশে ফির্‌লে কি কর্‌বার স্বপ্ন দেখ্‌বেন, সোশ্যাল সার্ভিসে জীবন ব্যয় কর্‌তে আপনার মন যায় কি না। হয়ত আপনি স্বাধীনতার উপাসক, সুভাষবাবুর মত আই-সি-এস্ পাস করে ছেড়ে দেবেন। এমনি কত কথা। বাবার বন্ধুত্বে তার অতৃপ্তি ছিল, কারণ বাবার জীবনে নব নব সম্ভাবনা আশা করা যায় না, বাবাকে নিয়ে তার কল্পনা আকাশে আকাশে উড়্‌তে পারে না, বন্দরে বন্দরে ভিড়্‌তে পারে না। বাদলের সমস্ত জীবনটাই সাম্‌নে পড়ে। বাদলের বন্ধুত্ব তাকে কত নদীর কত সমুদ্রের সংবাদ দেবে, কত বিস্তার কত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাবে। হয়ত ভারতবর্ষের ভাবী নেতা হবে তার বন্ধু, অথবা কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার।

এইসব আকাশচুম্বী কল্পনার দ্বারা তার ভূমিসাৎ কল্পনার ক্ষতিপূরণ হ'ল। ক্রমে ক্রমে ওতেই সে রস পেতে আরম্ভ কর্‌ল। অন্যান্য মেয়েদের মত সে পুতুল নিয়ে খেলা করেনি, লুকিয়ে প্রেমের গল্প পড়েনি, যেখানে ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়ে খুসী হয়েছে—যেমন পার্টি বা অভিনয়—সেখান থেকে সরে গিয়ে সে মুক্ত আকাশের তলে তারা চিন্‌তে বসেছে। সে যে কোনোদিন সামাজিক জীব হবে এ আশা তার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পাগ্‌লী বলে তার দিদিরা তাকে ক্ষেপাত এবং নিজেদের দলবল থেকে বাদ দিত। ইস্কুলে যায়নি বলে মেয়ে-বন্ধু তার হয়নি। তার বাবা যেখানেই বদলি হন্‌ সেখানেই পাশের বাড়ীর বাসিন্দেরা ইংরেজ, তাদের মেয়েরা বিলেতে কিম্বা পাহাড়ে পড়াশুনা করে, কাজেই বিদেশী কোনো মেয়ের সঙ্গে উজ্জয়িনীর সচরাচর আলাপ হয় না এবং যদি বা কোনো সুযোগে কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে যায় তেমন দুর্ল্লভ বান্ধবীর পিতা কোথায় বদলি হয়ে যান্‌।

বিবাহের সম্ভাবনা উজ্জয়িনীকে অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল যে তার জীবন অদ্যাবধি অর্দ্ধাশনে কেটেছে, জীবনের বড় একটা রস তার পাতে পড়েনি। বাদলের সঙ্গে সম্বন্ধ তাকে কত অপূর্ব্ব স্বাদ দিতে পারে একথা কল্পনা কর্‌তে গিয়ে সে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা" খুলে বস্‌ল। এবার তার বাবাকে তার পড়ার সাথী করতে তার লজ্জায় বাধ্‌ল। মনের কথার ভাগ দিতে না পার্‌লে মনের অসুখ করে। তার মধ্যে একটা সদা-সচকিত ভাব এসে পড়্‌ল। রয়ে রয়ে অকারণে সে চমকে ওঠে, যেন কেউ তার মনের ভাবনা পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছে, যেন তার মনের ভাবনাগুলি চোরাই মাল।

৫

মিসেস্ গুপ্ত বিবাহের আয়োজনে গা করলেন না। তাঁর দলের লোক যোগানন্দকে খেয়ালী ও বিষয়বুদ্ধিহীন বলে গাল পাড়লেন। লিলি-ডলিরা গালে হাত রেখে বা হাতে গাল রেখে থ হয়ে রইল। বল্ল, "ও ডিয়ার! বেবীর যে এখনো পুতুলখেলার বয়স যায়নি। একটা ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে।" মিসেস্ গুপ্তর বোন মিসেস্ দাশ দুটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সমেত প্রত্যেক নিমন্ত্রণে গিয়ে থাকেন, ঐ তাঁর নিত্যকর্ম্ম। উজ্জয়িনীর বিবাহের বার্ত্তা পেয়ে তাঁর মনে হল ওটা যেন তাঁর কন্যাদের অবমাননা। কেবল দু চারজন উদারচরিত আত্মীয় সুখী হয়ে বল্লেন, কাল মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট ভাল। এক্ষেত্রে সবুরে মেওয়া ফলে না।

অর্দ্ধ হিন্দু ও অর্দ্ধ ব্রাহ্ম মতে এক দিন উজ্জয়িনীর বিবাহ হয়ে গেল। বাদলকে প্রথম দৃষ্টিতেই তার ভাল লাগল। বিবাহের পূর্ব্বে একবার বাদলের কিম্বা তার প্রতিকৃতিকে দেখতে চায় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে লজ্জায় মাথা নেড়েছিল। তার মা গোড়া থেকেই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন। একটা রায়বাহাদুরের ছেলে যে গোরু ছাড়া আর কিছু হতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস করেন-নি। তাকে দেখলেই কি তার জন্মদুর্ভাগ্য খণ্ডে যাবে? তার বাবা জোর করে বলেছিলেন, আমি জানি সে সুন্দর। সুন্দরকে যাচাই না করলেও সে সুন্দরই থাকে।

উজ্জয়িনী বাদলকে দেখে পিতার মতে মত মিলাল। প্রত্যেক কুমারীই নিজের বলে যে মানুষটিকে পায় তাকে প্রথম দেখাতেই রূপবান ভেবে থাকে। উজ্জয়িনী বাদলকে বাদল বলে কি স্বামী

বলে—কি বলে রূপবান ভাব্‌ল সেই জানে। বাদলের কিশোরতুল্য লাবণ্যময় মুখচ্ছবি মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে নিল। যেন বহুবর্ষের ব্যবধানে মুছে না যায়। একথা ভাব্‌তে তার কষ্ট হচ্ছিল যে বাদল সপ্তাহকাল পরে সমুদ্রপারে চলে যাবে। তার চক্ষুর বিরহ কতকাল ঘুচ্‌বে না।

কে আগে কথা বল্‌বে—বাদল, না, উজ্জয়িনী? বহুকাল নীরবে কাট্‌বার পর বাদল ভাব্‌ল, ওটা পুরুষমানুষেরই কর্ত্তব্য। পুরুষেই ত প্রপোস্‌ করে। বল্ল, "এক্‌স্‌কিউস্‌ মি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে কি?"

উজ্জয়িনী বিষম ব্যগ্রতার সহিত উত্তর দিল, "না, না, কিছুমাত্র না।"

"তবে আপনি বসে আছেন যে?"

"ঘুম পায় নি।"

কথা জম্‌ল না। বল্‌বার মত কিছু কোনো পক্ষই খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যেই কখন এক সময় বাদল ঢুল্‌তে সুরু করেছে। একবার সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়তেই সে লজ্জিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, "আই বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌।"

উজ্জয়িনী নীচু গলায় বল্ল, "হয়ত আমিই ব্যাঘাত কর্‌ছি।"

বাদল সংকোচের হাসি হেসে বল্ল, "ইন্‌সম্নিয়ার রুগীর আপনি ব্যাঘাত কর্‌বেন কি করে?"

উজ্জয়িনী এর উত্তরে বল্ল, "অভয় দেন ত বলি অনিদ্রার লক্ষণ দেখ্‌ছিনে।"

উজ্জয়িনী তার চিঠির জবাব দেয়নি বলে তার উপর বাদলের রাগ ছিল। এই সুযোগে বল্ল, "আমাকেও অনুমতি দেন ত জিজ্ঞাসা করি আমার চিঠির জবাব দিলেন না কেন?"

উজ্জয়িনী আকাশ থেকে পড়ল।—"কোন চিঠি?"

"জবাবের জন্য দেড় মাস অপেক্ষা করছি। পান্‌নি সে চিঠি?"

"সত্যি পাইনি আমি"—উজ্জয়িনী মিনতির সুরে বল্ল।

বাদল সান্ত্বনার সুরে বল্ল, "যাক্। খানকয়েক বই দিয়ে যাব, চিঠির কাজ করবে।"

বাদল তার জন্য বুক কোম্পানীর দোকান ঘেঁটে ইবসেন, অলিভ শ্রাইনার ও ডি এইচ্ লরেন্সের একরাশ বই কিনে আন্‌ল। তার সবগুলিতে স্বহস্তে উজ্জয়িনীর নাম লিখে দিল—কিন্তু উজ্জয়িনী সেন নয় উজ্জয়িনী গুপ্ত।

আলাপ করতে করতে কখন তাদের জড়তা কেটে গেলে। মেলামেশা সহজ হয়ে এসেছে। উজ্জয়িনী অনুযোগ করল, "ভুল লিখেছেন মিষ্টার সেন। দেশ ছাড়্‌বার আগে শুধ্‌রে দিয়ে যান।"

বাদল বেশ সপ্রতিভভাবে বল্ল, "ভুল লিখিনি, মিস্ গুপ্ত। বইয়ের ভিতরটা পড়লেই উপরটার সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করবেন।"

উজ্জয়িনী কখনো এতগুলি নাটক উপন্যাস চোখে দেখেনি। আলাদিন সেই পাতালপুরীতে আনন্দে ও বিস্ময়ে পথ হারিয়েছিল। উজ্জয়িনীর মনে হল এইবার বুঝি কল্পরাজ্যে পথ হারাবে। ছেলেমানুষীর সুরে আব্দার জানিয়ে বল্ল, "বিলেত গিয়ে আমাকে আরো—আরো—বই পাঠাবেন?"

বাদল যেন তার দাদা! দাদা-সুলভ বীরত্বের ভঙ্গীতে বল্ল, "অল্-রাইট্। বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু। পাস হলে পুরস্কার।"

৬

বাদলকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলে দিতে সপরিবারে গুপ্তসাহেব এলেন।

বাদলের সঙ্গে যোগানন্দের বড় বড় বিষয়ে তর্ক হয়ে গেছে। বাদল প্রমাণ করতে চায় যে, সে সব বিষয়ে অথরিটী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধেও তার নিজস্ব থিওরী আছে। কিন্তু যোগানন্দ তাকে সংস্কৃতে হার মানালেন। বাদলের মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে সে সংস্কৃত "উত্তররামচরিত" পড়েনি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা সমালোচনা পড়ে তর্কে নেমেছে। এতে বাদলের মনটা যোগানন্দের প্রতি বিরূপ হয়ে গেল।

বিলেত সম্বন্ধে তাই তাঁর অযাচিত পরামর্শগুলো বাদল গণনায় আনল না। বল্ল, "পোষ্টওয়ার ইংলণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা। আপনার সেকালের গুরু ও বন্ধুরা কোথায় তলিয়ে গেছে, আপনার সেকালের রুটিওয়ালা বা নাপিতের ঠিকানা জানেন ত বলুন, হয়ত তারা এখন পার্লামেণ্টের মেম্বার।"

বাপের সাম্‌নে যার মুখ খোলে না শ্বশুরের সাম্‌নে যে সে বিপিন পাল হয়ে উঠল এর কারণ যোগানন্দের ব্যবহারের যাদু। তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হতে জানেন, ছাত্রের সহিত সহপাঠী। তাঁকে সমবয়স্ক বলে ভ্রম করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল।

যোগানন্দ বল্লেন, "কি বল বাদল, বম্বে অবধি তোমার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? তর্ক কর্‌বার লোভটা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠ্‌ছে যে।"

বাদলের হৃদয় অজানার প্রতীক্ষায় আনন্দে উদ্বেগে দোলায়িত হচ্ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে কারুর কথায় মন দেবার মত মন তার ছিল না, কারুর প্রতি আসক্তি তার চোখে জল এনে দিচ্ছিল না। সে টাইমটেবলের পাতা উল্টান নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গাড়ী কখন রায়পুরে পৌছবে, কখন নাগপুরে, কখন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে, তাই যেন সে মুখস্থ কর্‌ছিল। উজ্জয়িনী তার জিনিষপত্র বার বার গুন্‌ছিল, একটা জিনিষ ভুলবশত

অপরের বার্থের নীচে রয়েছিল, সেটাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না, অকারণে কুলি-গুলোকে বারম্বার দৌড় করাচ্ছিল।

মিসেস্ গুপ্ত তাঁর বিলিতী মুরুব্বি ও কুটুম্বগণের কাছে বাদলের পরিচয়পত্র লিখে এনেছিলেন। চেল্‌টেনহ্যামের এক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান দম্পতি, এবারডিনের এক মিশনারী বুড়ী মিস্, এক পিস্‌তুত বোনের জামাই, এক ননদের দেওরের ছেলে ইত্যাদি জনকয়েকের কাছে লেখা বাদলের পরিচয়পত্র আসলে তার শ্বশুরকুলের পরিচয়পত্র। পত্রের মধ্যে ঢের বাজে কথাও ছিল। যথা, "দেশে গিয়ে আর আমাদের মনে পড়ে না বুঝি।" "শত যুগ হল চিঠি পাইনি।" "দুষ্টু পিটারটাকে তার ভারতীয় খুড়িমার অনেক অনেক চুমু।" "আমরা হতভাগারা এই গরম দেশে পড়ে রইলুম।"

বাদলকে বল্লেন, "পৌঁছেই এঁদের সঙ্গে দেখা কোরো, বাছা। এঁরা হলেন কিনা আমাদের আপনার লোক।"

বাদল মনে মনে বল্ল, "চেল্‌টেনহ্যাম আর এবারডিন লণ্ডন থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা কিনা, পৌঁছেই ধন্না দেব!"—ভাব্‌ল, মাদার-ইন্-ল'কে ইংরেজরা শতহস্ত দূর থেকে পরিহার করে, আমি ত এঁকে পরিত্যাগই কর্‌ব। কা তব কান্তা, কা তব শ্বাশুড়ী! এই হল আমাদের নব নীতি-শাস্ত্রের বচন।

দয়া করে চিঠিগুলোকে জানালার কাছে স্তূপাকার কর্‌ল, ট্রেন ছাড়্‌লেই ইংলণ্ডের উদ্দেশে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

ট্রেন ছাড়্‌বার সময় হয়ে এলে উজ্জয়িনী বাদলের পায়ের ধূলো নিতে গেল। কার কাছে সে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অন্-ইঙ্গবঙ্গ কুসংস্কারটা পেল সেই জানে। বাদল বল্ল, "এ কি!"

উজ্জয়িনীর হৃদয়ে সঞ্চিত বাষ্প মেঘরূপে বর্ষণের ছল খুঁজ্‌ছিল,

মুষলধারে ঝরে পড়্‌ল। বাদল ত অবাক! উজ্জয়িনী যে তাকে এই ক'দিনে ভালবেসে ফেলে থাক্‌তে পারে এমন সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও আনেনি। তার নিজের দিক থেকে যখন ভালবাসা নেই তখন অপরের দিক থেকে থাক্‌বে কেন? অতি অকাট্য যুক্তি।

তবু তার মনটা ঈষৎ ভিজ্‌ল। সে বল্ল, আপনাকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী দিয়ে যাই—Go farther, always go farther."

উজ্জয়িনী প্রণাম করে নেমে গেল। যোগানন্দ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লেন, "আমারও মন উড়ু উড়ু করছে, বাদল। ছুটী পেলে তোমার সঙ্গেই দৌড় দিতুম ওদেশে। যাক্‌, তোমার মনের সঙ্গে আমারও মন ইউরোপ বেড়াতে চল্ল। যত পার চিঠি লিখো।"

ভাসমান পুরী

জাহাজের সিঁড়িতে এক পা রেখে ভারতবর্ষের মাটি থেকে আর-এক পা তুলে নেবার সময় বাদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্‌ল। রেলপথ নর্ম্মদা-তাপ্তির বন্যায় ভেসে যায়নি, ট্রেন বিলম্বে বম্বে পৌঁছায়নি, জাহাজ ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়নি। এবার জাহাজডুবি না হলে সে নির্ঘাত ইউরোপে পৌঁছে যাবে। আপাতত ইংলণ্ডের জাহাজ ত ইংলণ্ড।

জাহাজে উঠে বাদলের বাবার প্রথম উক্তি হল, "এরই নাম জাহাজ! বেশ বানিয়েছে ত? ইংরেজের মাথা আছে।"

জীবনে কখনো জাহাজে চড়েননি। কল্‌কাতার প্রথম এসে ট্রামে চড়্‌বার সময় পল্লীগ্রামের লোকের মনের ভাব যেমন হয় তাঁরও হল তেমনি। তিনি উচ্ছ্বসিত বাক্যে সেই বিরাট জলদুর্গের বন্দনা কর্‌তে থাক্‌লেন। প্রায় একুশ হাজার টন্ বইতে পারে সেই জাহাজ। তাতে ডাক্তার আছে, নাপিত আছে, ধোপা আছে। তার প্রকাণ্ড ভাণ্ডারে চর্ব্ব্য এবং পেয় প্রচুর পরিমাণে মজুত। তার নিজস্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রত্যহ বেতার বার্ত্তা প্রকাশিত হয়। তার নিজস্ব প্রেস আছে। ধন্য ইংরেজ! বলিহারি যাই! হতভাগা দেশী লোকগুলো বলে কিনা স্বরাজ চাই!

নিজের ক্যাবিনটা একবার দেখে নেবার জন্য বাদল ছটফট কর্‌ছিল। কিন্তু সেই গোলোকধাঁধার মধ্যে কোনটা যে ৩৭১ নম্বর বার্থ কে তাকে বলে দেবে? সে ইতস্ততঃ কর্‌ছে। তার বাবা জাহাজের এক ষ্টুয়ার্ডকে

মস্ত একজন কেষ্টবিষ্টু ঠাওরে এক সেলাম ঠুকে বল্লেন, "সার্, আমি পাটনার রায়বাহাদুর এম্ সি সেন, য়াডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্। এটি আমার পুত্র মিষ্টার বি সি সেন, ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্ত আই-এম্-এস্, যিনি প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক এক্স গুপ্তের পুত্র, এটি তাঁরই জামাতা। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে বিলেত যাচ্ছে।"

ষ্টুয়ার্ডটা কি বুঝ্‌ল কে জানে। তার কাজের তাড়া ছিল। সে পিতাপুত্রকে জাহাজের এন্‌কোয়ারী অফিসে পৌঁছে দিয়ে "গুড্‌ মর্ণিং, সার্" বলে টুপীতে আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিল। রায়বাহাদুর এন্‌কোয়ারী অফিসে উপরোক্ত উক্তির পুনরুক্তি কর্‌লেন। অফিসের লোক বল্ল, "আপনার জন্য কি কর্‌তে পারি?" রায়বাহাদুর একগাল হেসে বল্লেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনি কি না কর্‌তে পারেন! আমার একমাত্র সন্তান কত দূর দেশে চলে যাচ্ছে…(আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল)… একটু দেখ্‌বেন শুন্‌বেন জাহাজে যে ক'দিন থাকে। গোমাংসটা যেন না খেতে হয়, হিন্দুর ছেলে।"

বাদলকে ঘোর লজ্জা থেকে বাঁচাল একটি অপরিচিত যুবক। বাদলকে ইসারায় ডেকে বল্ল, "ক্যাবিন খুঁজে পেয়েছেন? পান্‌নি? ৩৭১ নম্বর ত? আপনাকে ও আমাকে একই ক্যাবিনে দিয়েছে। আর একটি ভদ্রলোককেও দিয়েছে। মিষ্টার রামমূর্ত্তি।"

বাদলের খুব স্ফূর্ত্তি বোধ হচ্ছিল। স্ফূর্ত্তি গোপন করে বল্ল, "কোন রামমূর্ত্তি? সেই প্রসিদ্ধ পালোয়ান নয় ত?"

যুবকটি হেসে বল্ল, "না বোধ হয়! কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস নেই। রামমূর্ত্তিকে দিয়েছে ঠিক আপনার বার্থের উপরের বার্থটা। ভেঙ্গে পড়্‌লে আপনার ঘাড়ে পড়্‌বে কিন্তু।"

বাদলদের ক্যাবিন E ডেকে। পাঁচতলা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে যেমন উপরে উঠ্‌তে হয় জাহাজের তেমনি নীচে নাম্‌তে হয়। লিফ্‌ট্‌ ছিল। রায়বাহাদুর লিফ্‌ট্‌ দিয়ে নেমে যাবার সময় আর একবার ইংরেজ-স্মরণ কর্‌লেন।

"এই তোদের ক্যাবিন! বেশ ত। খুব বুদ্ধি খাটিয়েছে কিন্তু। হাত মুখ ধোবার ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম জল অনবরত হাজির। ওটা কি?" (চাকরকে ডাক্‌বার বেল্‌-এ হাত দিলেন। বহুদূরে কোথায় ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হল। অমনি একটা ষ্টুয়ার্ড ছুটে এল। গোয়ানিস্‌।)

রায়বাহাদুর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন। ভাগ্যবান! ক্রমাগত বিলেত যাওয়া আসা কর্‌ছে। ওর বংশপরিচয় নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ও তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বল্ল, "এখনি জাহাজ ছেড়ে দেবে। আর দেরি কর্‌বেন না।"

রায়বাহাদুর কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন, "য়্যাঁ?"

বাদলের দিকে অনিমেষচোখে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর একমাত্র সন্তান বিদেশ যাচ্ছে। কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে শ্রীভগবানই জানেন। তার কুশলের জন্যে ভারতবর্ষের যেখানে যত দেবতা আছেন সকলের কাছে মনে মনে প্রার্থনা কর্‌লেন। কালীঘাটের কালী, কাশীর বিশ্বেশ্বর, পুরীর জগন্নাথ।

এদিকে ভয়ও হচ্ছিল পাছে তখনি জাহাজ ছেড়ে দেয়, তিনি জাহাজে থেকে যান্‌। চাক্‌রীটি খোয়াতে হবে। বাদলকে টেনে নিয়ে তিনি উপরের ডেক্‌-এ চল্লেন। লিফ্‌ট্‌ওয়ালাকে মোটা বথ্‌শিষ দিলেন। তখনো অনেক সময় ছিল। তাঁর মত অনেকে তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে গল্প কর্‌ছে, বিদায়ের ব্যথাকে পিছিয়ে রাখ্‌ছে। রায়বাহাদুর রুমাল দিয়ে ভাল করে চোখ মুছ্‌লেন। জোর করে একটু হাসলেনও।

"তারপর, বাদ্‌লা। এডেন থেকে চিঠি দিস্‌। সুয়েজ থেকে চিঠি দিস্‌। পৌঁছে টেলিগ্রাম করিস্‌। সুধী এতদিনে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে, ওর হেফাজতে থাকিস্‌। সাবধান হয়ে রাস্তা পারাপার করিস্, মোটর গাড়ীর সাম্‌নে বাহাদুরি দেখাস্‌নে। বুঝ্‌লি? আর ঐ যে মাংসটা ওটা কখনো মুখে দিস্‌নে। আর খবরদার কখনো বোল্‌শেভিকদের ছায়া মাড়াস্‌নে।"

সময় আছে শুনে আশ্বস্ত হয়ে রায়বাহাদুর বাদলের জন্য এক ইংরেজ মুরুব্বি পাকড়াও কর্‌লেন। কিন্তু বাদল কখন সেখান থেকে সরে পড়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াল। তার উত্তেজনার অবধি ছিল না। এতকাল পরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চল্ল! ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্য্যের মত দ্যুতিমান করেছে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়। কত কীর্ত্তি কত কাহিনী কত ঘটনা কত আন্দোলন কত তত্ত্ব কত সন্ধান কত সালোঁ কত ক্লাব—ভাব্‌তে বাদলের মাথা ঘোরে। বাদল যেন মঙ্গলগ্রহে চলেছে। এইবার সকলকেই সে স্বচক্ষে দেখ্‌বে। পথের ভিড়ে একদিন গায়ে গা ঠেকে যাবে। কে? না, অল্‌ডুস্ হাক্সলি। ট্রেনে যেতে যেতে কি সূত্রে আলাপ হয়ে যাবে। কে? না, মিড্‌লটন ম্যারি। দুর্যোগে কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে দেবে। কে? না, ভার্জিনিয়া উলফ্‌।

২

আর-একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি।—"চিন্‌তে পারেন, বাদল বাবু?"

"বড় দুঃখিত হলুম।"

"আমি নওলকিশোর প্রসাদ। পাটনার ছেলে।"

"কলেজ কি? লণ্ডন না কেম্ব্রিজ না অক্সফোর্ড—কোথায় পড়্‌বেন?"

যুবকটি সলজ্জভাবে বল্ল, "আমি শুধু একজনকে তুলে দিতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে এঁকে দেখেন শোনেন। মিষ্টার বাদলচন্দর সেন—মিসেস মিথিলেশকুমারী দেবী।"

বাদল bow পূর্ব্বক 'হাউ ডু ইউ ডু' কর্‌ল। মহিলাটি বেশ সপ্রতিভভাবে সু-উচ্চারিত ইংরেজীতে প্রতিধ্বনি কর্‌লেন।

বাদল যেন নিজের লোক পেয়ে গেল।—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুসী হলুম।"

"আমিও।"

"জাহাজে আর-কারুর সঙ্গে ভাব আছে কি?"

"না। একমাত্র আপনার সঙ্গেই।"

বাদলের ভারি আহ্লাদ হচ্ছিল। একে ইউরোপ চলেছে। তায় ইতিমধ্যে একটি মেয়ে-বন্ধুর মুরুব্বি। কিছু উপদেশ দিয়ে ফেল্ল।—"দেখুন, আপনার সী-সিক্‌নেস্ হতে পারে। এইবেলা কিছু কলা খেয়ে নিন্। আমার সঙ্গে অনেক আছে।"

"কই, কোথাও ত একথা শুনিনি যে কলা খেলে সী-সিক্‌নেস্ ছাড়ে!"

"শুন্‌বেন কি করে? ও যে আমাদের পেটেণ্ট মেডিসিন। আমার এক প্রোফেসারের প্রেস্ক্রিপশন।"

জাহাজ ছাড়্‌বার আগে বাইরের লোকদের নেমে যাবার সংকেত জানাবার ঘণ্টা বাজ্‌ল। নওলকিশোরকে নামিয়ে দেবার জন্য বাদলের সঙ্গে মিথিলেশকুমারী সিঁড়ি অবধি গেলেন। নওলকিশোর দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেমে যাবার পর

যতক্ষণ জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ নীচে থেকে মিথিলেশকুমারীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলেই হোক কি বিদায়-বেদনাতেই হোক নওলকিশোরের চক্ষু ঝাপ্‌সা হয়ে এল। চোখে রুমাল দিলে পাছে বন্ধুকে শেষ দেখা দেখ্‌বার মেয়াদটুকু সংকীর্ণ হয়ে যায় এই মনে করে নওলকিশোর রুমাল বের কর্‌ল না। তার গণ্ড বেয়ে জলের স্রোত বয়ে গেল।

কে কার দিকে তাকায়! সকলেরই অনুরূপ অবস্থা। যেমন জাহাজের উপরে তেমনি জাহাজ-ঘাটে। বাদলের পিতা যুগপৎ কাঁদছেন ও হাস্‌ছেন। হাসিটাও করুণরসাত্মক। বোধ করি মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ওটুকুর ভাণ কর্‌ছেন। ইংরেজরা প্রস্থানোন্মুখ বন্ধুদের উদ্দেশে বল্‌ছি, চীয়ারিও জ্যাক্, চীয়ারিও ওল্ড বোয়। রায়বাহাদুর তাদের অনুকরণে বল্‌ছেন, “চীয়ারিও বাদল, চীয়ারিও Sonny Boy.” রায়বাহাদুরের বম্বে-প্রবাসী বন্ধু ডাক্তার মিত্র পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ এড়াতে না পেরে ছলছল চোখে বাদলের উদ্দেশে রুমাল নাড়্‌ছেন।

সিঁড়ি সরিয়ে নিল। ঘাটের উপর যে দু’একটা চিঠির বস্তা তখনো অবশিষ্ট ছিল সেগুলিকেও ক্রেন্-এর সাহায্যে উঠান হল। জাহাজ খানিকটা চলে আবার থাম্‌ল। তখন রায়বাহাদুর নওল-কিশোর প্রভৃতি যাঁরা জাহাজের সঙ্গ ধরে হাঁট্‌ছিলেন তাঁরা বিদায় কালের এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধিতে পুলকিত হলেন। এবার তাঁরা সত্যিই হাস্‌লেন।

কিন্তু বাদল অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌ছিল। সুধীদা চলে গেছে ক-বে! বাদল যেতে পার্‌ছে না আজও! সুধীদা এতদিনে পৌঁছে জমিয়ে বসেছে ওদেশে। বাদল যাবার বেলায় বাধা পাচ্ছে।

অবশেষে জাহাজ পূরো দমে চল্ল। ইতিমধ্যে কেউ কেউ জাহাজ ঘাট ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। যাঁরা বাকী ছিলেন তাঁরা জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না। জাহাজ হঠাৎ মোড় ফিরল এবং কূল ধরে না ছুটে অকূলের দিকে ছুটল। জাহাজ ক্রমশঃ অদৃশ্য হচ্ছে দেখে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাট ছাড়লেন। দু চারজন নাছোড়বান্দা শেষ চিহ্নটি যতক্ষণ না মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যান্ত দাঁড়িয়ে থেকে রুমাল নাড়্তে থাকল। তারা বোধ করি নবপরিণীত স্বামী কিম্বা পরম উত্যোগী প্রণয়ী। নওলকিশোর তাদের সবাইকে লজ্জা দিল। সে পলক ফেল্ল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, পাছে তার বন্ধুকে সে কম দেখ্তে পায়। বেচারা জান্ত না যে ইতিমধ্যে কখন মিথিলেশকুমারী ডেক থেকে খাবার ঘরে নেমে গেছেন।

বাদল নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। গেট্ওয়ে অব্ ইণ্ডিয়া দেখা যাচ্ছিল তখনো। ওটা কেবল আস্বার দ্বার নয় যাবারও। ভারতবর্ষের সিংহদ্বারকে বাদল মনে মনে প্রণাম জানাল। হয়ত ফিরে আস্বে, হয়ত বিদেশে মর্বে। বিদায়! যে দেশ তাকে বিশ বছর কোল দিয়েছে বিদায় তার কাছে, বিদায়!

৩

"মিষ্টার সেন, লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ে গেছে। খেতে আস্বেন না?" —এই বলে কুবেরভাই বাদলের পিঠের দিকে দাঁড়াল। বাদল ঘাড় না ঘুরিয়ে বল্ল, "না, ধন্যবাদ। গা বমি বমি কর্ছে।"

বাদল জাহাজে উঠ্বার প্রাক্কালে পেট ভরে শুধু কলা-ই খেয়েছিল!

"তবে উঠুন, আমার হাত ধরুন, ক্যাবিনে নিয়ে যাই। শুয়ে

থাকাই এ রোগের একমাত্র ওষুধ।"—কুবেরভাই বাদলকে উত্তর দেবার অবকাশ দিল না, টেনে নিয়ে গেল। ক্যাবিনে শুইয়ে দিয়ে ফ্যান খুলে দিল। বল্ল, "ক্ষিদে পেলেই বেল্ টিপে ষ্টুয়ার্ডকে হুকুম কর্‌বেন। আমি চল্লুম খেয়ে খানিকটে ছুটোছুটি কর্‌তে।"

"তাতে আপনার অসুখ কর্‌বে না?"

"হাঃ হাঃ হাঃ। আমার সী-সিক্‌নেস্? শুয়ে থাক্‌লেই আমার অসুখ করে। ঘুরে বেড়ালে করে না। কতবার জাহাজে চড়েছেন আপনি?"

"আমার এই প্রথম।"

"আপনি বাঙ্গালী। না?"

"কায়ায় বাঙ্গালী—মনোবাক্যে ইউরোপীয়।"

"বলেন কি! যাদের আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি আপনি তাদের দলে? ধিক্ ধিক্।"

"কেন ঘৃণা করেন?"

"একশ কারণ। ওরা মাংস খায়।—"

"আপনি বুঝি নিরামিষাশী?"

"নিশ্চয়। নিরামিষ খাওয়াটা একটা সিম্বলিস্‌ম্ ছাড়া কি? আমরা ভারতবর্ষের লোক কারুর মাংস খাইনে, কারুর রক্ত চুষিনে।"

বাদলের মাথা ঘুর্‌ছিল। সে তর্ক কর্‌ল না। কুবেরভাই বুঝ্‌তে পেরে বল্ল, "আমি কি নির্ব্বোধ! আপনি শোন্। আমি আস্‌ছি।"

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। বাদল সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে। কুবেরভাই তাকে দুতিন ঘণ্টা অন্তর একবার দেখা দিয়ে ডেকের গল্প বলে গেছে ও রাতের বেলা তার খাতিরে অধিক রাত্রি করে ফিরেছে।

রাত্রি একটার সময় বাদল দেখে ঘরে আলো জ্বলছে। —"কে? কুবেরভাই?"

"এই যে, সেন। এখনো জেগে?"

"ঘুম আস্‌ছে না যত চেষ্টা কর্‌ছি।"

"একপাল মেষ একটির পর একটি যাচ্ছে—চোখ বুঁজে এই ধ্যান কর দেখি।"

বাদল অনেক কষ্টে হেসে বলে, "কতবার ভেড়া গুণেছি। গোলোক ধাঁধার কেন্দ্র খুঁজেছি। মানসাঙ্ক কষেছি। আরো কত কি করেছি। মাঝখান থেকে আমার স্মরণশক্তি বেড়ে গেল, যা পড়ি তাই মনে থাকে, কিন্তু ঘুম আর হল না।"

কুবেরভাই এমন মানুষ দেখেনি। বিস্ময়ের সহিত রসিকতা মিশিয়ে বল্ল, "আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে আমার উপর নজর রাখ। ছাখ কেমন করে আমি পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ি। দেখ্‌লে শিক্ষা হবে।"

কুবেরভাই সত্যসত্যই কথা রাখ্‌ল। এক ঘরে অন্যের সঙ্গে শুতে বাদলের বিশ্রী লাগে। ঘুম ত আসেই না, তিলপরিমাণ নাসিকাধ্বনি তালপরিমাণ শোনায়। তবু তার সৌভাগ্য রামমূর্ত্তি অন্যত্র একটা খালি ক্যাবিন পেয়ে সরে গেছে।

পরদিন কুবেরভাই রাত্রি দুটোর পর এল। বেশ বুঝ্‌ল বাদলের ঘুম আসেনি। তবু তাকে জাগাবার ভয়ে আলো না জ্বালিয়ে নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়্‌ল। বাদল ভাবছিল কি ভাগ্যবান এই কুবেরভাই, নিদ্রা দেবী এর ইচ্ছাদাসী।

তিনদিন তিনরাত্রির পর কুবেরভাই বল্ল, "তোমার অসুখ অমন কর্‌লে সার্‌বে না, সেন। এস আমার সঙ্গে খেতে ও খেল্‌তে। জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে ও একবার ওদিকে

হেল্‌তে পার যদি, তবে কিছুতেই গা বমি বমি কর্‌বে না। সাইকেল চড়্‌তে জান ত ?”

“খুব জানি।”

“তবে আর কি ! ব্যালান্সের ঐ একই প্রিন্সিপ্‌ল্‌।

প্রিন্সিপ্লের নাম শুনে বাদল লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়্‌ল—চোখ বসে গেছে, গাল ধ্বসে গেছে, নোনা হাওয়া লেগে মুখমণ্ডল চট্‌চট্‌ কর্‌ছে, স্নান না করায় চুলের চেহারা পুরান কম্বলের মত। কুবেরভাই তাকে ধরাধরি করে স্নানের ঘরে পৌঁছে দিল।

জাহাজে এই প্রথম বাদল খাবার ঘরে বসে ব্রেকফাষ্ট খেল। কোথায় মিথিলেশকুমারী ? বাদলের চোখ একে একে সব ক'টা টেবিল খানাতল্লাসী কর্‌ল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছুরি কাঁটা চামচ সমান বেগে চালাচ্ছে। তাদের পেয়ালা ও প্লেট থেকে টুং টাং ধ্বনি উঠ্‌ছে। ওয়েটারদের চাঞ্চল্যে সমস্ত ঘরটা তোলপাড়। একজন এসে বাদলের হাতে সেইদিনকার একখানা ছাপান মেন্যু বাড়িয়ে দিল।

কুবেরভাই বল্ল, “মেন্যুতে নেই এমন অনেক জিনিষ চাইলে পাওয়া যায়। চাও ত ডাল ভাত ও নিরামিষ তরকারি দিয়ে যাবে। বল্‌ব ?”—কুবেরভাই নিজের জন্য তাই আন্‌তে দিল।

বাদল বল্ল, “যে দেশে যাচ্ছি সেদেশে যা খায় তাই আমার খাদ্য।” এই বলে 'পরিজ' ইত্যাদির ফরমাস দিল।

ব্রেকফাষ্টের পর কুবেরভাই তাকে বস্‌বার ঘরে নিয়ে যেতে চায়। বাদল বলে, “একজনের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্ত্তব্য।”—অনিচ্ছাসত্ত্বে কুবেরভাইকে সঙ্গে নিল।

মিথিলেশকুমারীর ঘরে টোকা মার্‌তেই ভিতর থেকে অনুমতি এল। বাদল বল্ল, "গুড্‌ মর্ণিং, মিসেস্‌—"

মিথিলেশকুমারী বল্লেন, "গুড্‌ মর্ণিং। ইনি?"

যথারীতি পরিচয়ের পর মিথিলেশকুমারী বাদলকে বল্লেন, "মরেছি কি বেঁচে আছি একবার খবরও নিলেন না। কোথায় ছিলেন এতদিন? এ যে একটা যুগ!"

বাদল অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করে বল্ল, "আমি নিজেই শয্যাগত ছিলুম।"

"তারপর, আপনি কেমন ছিলেন?"

কুবেরভাই বল্ল, "আনন্দে ছিলুম। ধন্যবাদ।"

মিথিলেশকুমারী কৃত্রিম হাস্যভরে বল্লেন, "ভাগ্যবান।"—তিনি সেদিন বেশ সুস্থই ছিলেন। কেবল ভয়ে ভয়ে উপরে উঠ্‌ছিলেন না। তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীটি তাঁকে টানাহেঁচ্‌ড়া করে নড়াতে পারেন নি। ছোটখাট হস্তিনী বিশেষ। কিন্তু দুটি যুবকের অনুরোধ তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকের উপর ঠেলে নিয়ে চল্ল।

জাহাজের ভিতরে কেমন একরকম গন্ধ! ডেকে ও-গন্ধ নেই। প্রচুর বাতাস অনবরত হু হু কর্‌ছে। বাদল বুঝ্‌ল গা-বমিবমির প্রধান কারণ ঐ জাহাজী গন্ধটা। এবং তার প্রধান প্রতিষেধক সমস্ত আকাশের রাশীকৃত নিঃশ্বাসের মত ঐ বাতাস। মরি মরি কি আকাশ! যেন একটা বিশাল গোলাকার বৃন্তহীন ছত্র সমুদ্রকে আবরণ করেছে। "দশ দিক" বলে একটা কথা আছে বটে। তার থেকে একটা দিকে ত সমুদ্র। বাকী নয়টা যে কোথায় বাদল খুঁজে পেল না।

ডেকের উপর ইতিমধ্যে বেশ জনসমাগম হয়েছে। কারা ডেক-টেনিস্‌ খেল্‌ছে। কারা দড়ির চাকৃতি ছুঁড়ে একটা বিশেষ বৃত্তের ভিতর

ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। নিজ নিজ চেয়ারে বসে অনেকেই কিছু পড়্‌ছে বা সেলাই কর্‌ছে। বেশীর ভাগ লোক পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে এখানে ওখানে ভিড়ে যাচ্ছে, রেলিংএর উপর ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছে—হয় ত উড়ুক্কু মাছ দেখ্‌তে।

বাদলের ইচ্ছা কর্‌ছিল তাদের দু'একটির পথরোধ করে বাহু মেলে দাঁড়ায়; বলে, থাম থাম থাম, আমাকে তোমাদের সঙ্গী করবে না? কুবেরভাইকে কানে কানে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "একটিকে আট্‌কাব?"

কুবেরভাই সাতঙ্কে বল্ল, "কক্‌খনো ও-কর্ম্ম কোরো না। ওদের বাপ মা-রা ঘ্যাঁক করে তেড়ে আস্‌বে। কিম্বা ভাব্‌বে আমাদের বাচ্চাদের একটি পুরুষ-আয়া জুটেছে। সাদাতে কালাতে এত মাথামাখি কিসের?"

বাদল ভাব্‌ল কুবেরভাইয়ের বড় ছোট মন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ পিছিয়ে দিল।

মিথিলেশকুমারী রেলিংএর উপর ঝুঁকে ফেনলীলা নিরীক্ষণ কর্‌ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি যুবক। সকলে মিলে আলাপ পরিচয় হল। মিস্ জাকারিয়া (দেশী খ্রীষ্টান)। মিষ্টার আচারিয়া (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ)। নাম শুনে কুবেরভাই রসিকতা করে বল্ল, "Rhyming Couplet"—সকলে হেসে উঠ্‌ল।

মিস্ জাকারিয়া বল্লেন, "বা মিসেস্ দেবী, ডেক্‌-এ আস্‌তে এত সাধ্‌লুম, তখন এলেন না!"

মিসেস্ দেবী মিষ্টি হেসে বাদলের প্রতি কটাক্ষপাত কর্‌লেন। কিন্তু বাদলটা এমন নির্ব্বোধ যে রস গ্রহণ কর্‌ল না। আপন মনে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে কখন গিয়ে সেইখানে উপনীত হল যেখানে টাইপ্‌-করা সংবাদপত্র দেয়ালের গায়ে আঁটা থাকে।

৪

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়্‌তেই ভয়ঙ্কর গরম পড়্‌ল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা কুবেরভাই দেশী পোষাক পরে ডেক্‌-এর উপর জুট্‌ল। সে ভেবেছিল ইংরাজেরা তার এই বেশ দেখে মূর্চ্ছা যাবে, কিন্তু ইংরাজেরা অনেকেই তাকে লক্ষ করল না, যারা লক্ষ করল তারা চুপ করে থাকল। এদিকে ভারতীয় মহলে সোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ ত তাকে সকলেই করল, জনকয়েক গায়ে পড়ে তার সৎসাহসের প্রশংসা ও বাড়াবাড়ির নিন্দা করে গেল। ফলে তার আলাপীর সংখ্যা বাড়্‌ল এবং তার দেখাদেখি কেউ কেউ দেশী পোষাক বের করে পরল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার টেবিলে বাদল দেখে কুবেরভাই অনুপস্থিত। কি হল তার! বাদল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কুবেরভাইকে খুঁজ্‌তে বেরল। দেখ্‌ল সে ডেক্‌-এর এক প্রান্তে মুখ ভার করে বসে আছে।

"কি হয়েছে কুবেরভাই? অসুখ করেছে?"

কুবেরভাই বল্ল, "বস।"

পীড়াপীড়ির পর সে যা বল্ল তার মর্ম্ম এই। সে ডিনার খাবার জন্য খাবার ঘরে প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছে এমন সময় প্রধান ষ্টুয়ার্ড তাকে আট্‌কিয়ে বল্ল, একটা কোট গায়ে দিয়ে আস্‌তে পারেন না? সে বল্ল, এই বা মন্দ কি? ষ্টুয়ার্ড বল্ল, না, না। ওটা একটা উত্তম প্রাচীন প্রথা। ওর ব্যতিক্রম কেন হবে তার কারণ দেখ্‌ছিনে। কুবেরভাই বল্ল, বেশ। তবে আমি ডিনার খাব না আজ।

এই বলে ডেকে এসে বসে আছে। এই তার সত্যাগ্রহ।

বাদল বল্ল, "ত্যাখ, ইংরেজের জাহাজে যখন যাচ্ছ ইংরেজী কায়দা মান্‌তে হয়। লোকটা তোমাকে হিংসা বশত বাধা দেয়নি, কর্ত্তব্যবোধে বাধা দিয়েছে।"

কুবেরভাই তর্ক কর্‌ল। "ভারতীয়দের দেশে ওরা ভারতীয় কায়দা ভারি মানে কিনা!"

"পরে ও-কথা হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমার জঠর জ্বলে যাচ্ছে। তারই আঁচ লেগে মনও।"

বাদল তাকে ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে নিজের ফলের ঝুড়িটি উপহার দিল। বল্ল, "আমার বাবা সঙ্গে দিয়েছিলেন। এতদিন মনে ছিল না। য়্যাঁ, পচে গেছে?"

"সবটা পচে যায়নি। চমৎকার কমলালেবু ত? টাকায় ক'টা করে?"

কুবেরভাই আহার করে ঠাণ্ডা হল। তখন ডেক্‌-এ গিয়ে তর্কটা নতুন করে স্বরু কর্‌ল। "তুমি লক্ষ করেছ কি না জানিনে, এ জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝখানে জাতিভেদ আছে। খাবার টেবিল ওদের আলাদা, আমাদের আলাদা।"

"সেটা কি খুব দোষের কথা কুবের ভাই? গোরুখোরদের কাছে বসে তুমি খেতে রাজি হতে?"

"তা যদি বল, আমার পাশের লোকটি মুসলমান। সে রোজ গোমাংস চেয়ে নেয়। কই, তাকে ত সাদা গোরুখোরদের সঙ্গে বস্‌তে বলে না?"

"তার কারণ সে শুধু গোরু খায় না, ভারতীয় খাবার ভালবাসে, ডাল ভাত কারি।"

"তা বুঝি সাদা মহাপ্রভুরা খান না? একবার খবর নাও না?

ওঁরা সর্ব্বভুক্। হিন্দুর গোরু, মুসলমানের শূওর, সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য কোনোটাতেই ওঁদের অরুচি নেই।"

"যাক্, মিস্ জাকারিয়াকে আমি তাদের টেবিলে খেতে দেখেছি।"

"ঐ সব উচ্ছিষ্টভুক্ বিশ্বাসঘাতকের জন্যই ত ভারতবর্ষের এই দশা। উনি ভাবেন ওঁর নামটা ও ধর্ম্মটা বিদেশী বলে উনিও বিদেশিনী।"

এই সময় পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবকটি এসে বল্লেন, "আমি মিসেস্ দেবী ও মিস্ জাকারিয়ার কাছ থেকে আস্ছি। আপনারা কি দয়া করে আমার সঙ্গে আস্বেন ?"

বাদল ও কুবেরভাই গিয়ে দেখ্ল মিসেস্ ও মিস্ তাঁদের পারিষদ্-গণকে নিয়ে সভা কর্ছেন। মিসেস্ অনুযোগ করে বল্লেন, "আপনারা দু'জনে কোথায় হারিয়ে গেছ্লেন ? আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আজও কি গান চল্ছে নাকি ?"

"না, আজ অভিনয় ও আবৃত্তি। মিষ্টার আলী নিয়েছেন শাইলকের ভূমিকা। মিষ্টার আচারিয়া তাঁর স্বরচিত সনেট শোনাবেন। আপনারাও যোগ দেবেন কি ?"

বাদল লাজুক মানুষ। চুপ করে রইল। কুবেরভাই বল্ল, "উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজীতে বাক্যালাপ কর্তে হয় এই যথেষ্ট লজ্জা। এর উপর আমি পরের ভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি করে পরকে হাসাব না। মাফ কর্বেন।"

সকলে অপ্রস্তুত ও আহত হল। আনন্দের সভায় নিরানন্দ। মিসেস্ দেবী বল্লেন, "তবে আপনি নীরব শ্রোতাই হবেন—কেমন ? আর আপনি ?"

"আমিও।" বাদল বল্ল।

আচারিয়ার কবিসুলভ চেহারা। ঝাঁক্ড়া চুল, রিবন্-এর মত করে

বাঁধা টাই, সোনার শিকল-বাঁধা রিম্‌লেস্ চশমা, চশ্‌মার নীচে থেকে তার চোখের মিটি মিটি চাউনি দেখা যায়। কবি হতে হলে যত কিছু তোড়জোড় আবশ্যক আচারিয়ার সমস্ত আছে। হাত উঠিয়ে নামিয়ে বুকে রেখে মাথা হেলিয়ে গদগদ ভাবে আচারিয়া সনেট গুলি পড়েন আর বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বারম্বার বাহ্‌বা দেয়।

আলীর শাইলক হল আর এক কাটি সরেশ। সে কখনো খেঁকী কুকুরের মত গর্ গর্ করে, কখনো মাথায় চোট্ লাগা মানুষের মত নির্ব্বাক বেদনায় টলে পড়ে, পর মুহূর্ত্তে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে। "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" বলে শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলে আলী সবিনয়ে bow করেও আবার সুরু করে। শাইলকের ভূমিকা নেহাৎ শেষ হয়ে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে সে মার্ক য়্যাণ্টনীর ভূমিকা নিল।

৫

জাহাজের জীবন এমন যে, পায়ের তলায় সমুদ্র আছে না মাটী আছে তাও কারুর মনে থাকে না। এবং জাহাজটা যে চল্‌ছে একথা মনে হয় জাহাজ যখন একটা না একটা বন্দরে দাঁড়ায়। বাদলের মন থেকে ভারতবর্ষ ত মুছে গেলই, তার বদলে ইউরোপও জাজ্বল্যমান হল না।

বাদল জাহাজী সুখ দুঃখ, দলাদলি ও পরচর্চ্চাতে মেতে গেল। আলী, আচারিয়া, কিষণলাল, নবাব সিং ইত্যাদি তাকে লুফে নিল। এদিকে কুবেরভাই হঠাৎ ভোল বদ্‌লে ফেলে ইংরেজদের সঙ্গে দু'বেলা খেল্‌ছে ফির্‌ছে সাঁতার কাট্‌ছে ও—অসাধারণ তার দুঃসাহস—নাচ্‌ছে! তা নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাস কর্‌তে লেগেছে বটে,

কিন্তু ভাগ্যবান বলে ঈর্ষাও কর্‌ছে। কেউ কেউ বল্‌ছে, "ও কি যে সে লোক নাকি? গবর্ণমেণ্টের স্পাই। ওর মুখে ইংরেজবিদ্বেষ শুনে ভাগ্যিস্‌ মন খুলিনি!"

একদিন আলী বল্ল, "মিষ্টার সেন, কেম্ব্রিজে যদি আপনি পড়েন তবে আমার একটু উপকার কর্‌তে হবে। আমি ইণ্ডিয়ান মজ্‌লিশের সেক্রেটারী পদের জন্য দাঁড়াব। আপনার ভোট আজ থেকে আমার। রাজি?"

বাদল হেসে বল্ল, "কেম্ব্রিজে এ বছর জায়গা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমার। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমারো নেই। তবু দৈব বলে ত একটা কথা আছে? দৈবাৎ যদি আমরা দু'জনেই কেম্ব্রিজে জায়গা পাই তবে আপনার ভোট আমার। কেমন?"

"বেশ!" দৈব কথাটা শুনে বাদলের গা জ্বালা কর্‌ছিল। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান ভারতবর্ষের লোকগুলো দৈবের মুখ চেয়ে অসম্ভব কল্পনার পথে অধঃপাতে গেল। আল্‌নস্করের মত উদ্ভট স্বপ্ন দেখা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিষণলাল সম্প্রতি টিকি কেটেছে। তার চুল দেখ্‌লে টিকির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দী বলে, তাই মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। প্রায়ই ফরমাস খেটে বেড়ায়। মুখের ভাবটা যেন সর্ব্বদা বিরক্ত হয়ে আছে। বাদলকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলে, "বাঙ্গালীবাবু, চিংড়ি মাছের সের কত?"

বাদল জবাব দেয়, "বলেন কেন! মাছের দর দেখে ছাতু ধরেছি। ছাতু খাই আর ভজন গাই আর হনুমানজীর আখ্‌ড়ায় মুগুর ভাঁজি।"

"সেই জন্যই ত অমন ফড়িংএর মত চেহারা।" এই বলে সে

বাদলকে ধরে কাঁধে তুলতে যায়। বলে, “গায়ে জোর নেই, বাঙ্গালী বাবু। চালাবেন কি করে ?”

“গায়ের জোরওয়ালা দারোয়ান রাখ্‌ব, বেয়ারা রাখ্‌ব। তা বলে একটা ভাবরাজ্যের ঝাঁকামুটে হব কি কর্‌তে ?”

“ইস্‌ ! বাঙ্গালী বাবুর intellectual arrogance কত ! হবেন ত কেরাণী কিম্বা ইস্কুলমাষ্টার !”

“যেমন জগদীশ কিম্বা রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের দেশের লোক বলে বিদেশে আপনি মান পাবেন, মিষ্টার কুলি।”

কুবেরভাইকে আস্‌তে দেখে কিষণলাল পালায়। কুবেরভাই হল কিনা স্পাই আর কিষণলাল ষ্টেট্‌ স্কলার। কুবেরভাই বাদলকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে বলে, “ঐ যে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি দেখ্‌ছ ওর ব্যাপার জান ?”

“য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নাকি ?”

“খুব বেশী নয়। ওর সবাই ইংরেজ, কেবল ঠাকুমা না দিদিমা মাদ্রাজী।”

“তারপর ?”

“তারপর ও ত মাদ্রাজ থেকে পাস হয়ে বিলেতে পড়্‌তে যাচ্ছে মাষ্টারি। কিন্তু শিকারী স্বভাব যায় কোথা ? একজনকে তাক করে পুষ্পবাণ ছেড়েছে—”

“থামাও অমন কথা।”

“শোনই না। তারপর সেই যে ইংরেজ পুরুষটি সে তোমাদের কল্‌কাতার না কোথাকার বেনে। ঐ যে বেঁটে মতন মোটাসোটা মানুষটি হে। মাথায় খুব কম চুল। প্লাস্‌ ফোর্স পরে।”

“হুঁ।”

“এখন সে পড়েছে কিনা আর এক জনের পাল্লায়। সেটি হচ্ছে

খাঁটি ইংরেজ মেয়ে। দুঃখের বিষয় তার একটি স্বামী আছে—তোমাদেরি চা বাগানে না কোথায়। স্বামীকে রেখে দেশে যাচ্ছে। তা একলাটি যাচ্ছে, পথে একটি সাথীর দরকার। পাকড়েছে আমাদের প্লাস্‌ফোর্স ওয়ালাকে।"

কুবেরভাই ছাড়্‌বার পাত্র নয়। শ্রোতা পেয়েছে, গল্প বল্‌বেই। "তারপর মহাযুদ্ধ বেধে গেছে!"

বাদল চম্‌কে শুধাল, "কি রকম?"

"একদিকে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস্, অন্যদিকে ইংরেজ মিসেস্। চোখে চোখে ঝগ্‌ড়া চল্‌ছে।"

"তুমি এত কথা জান্‌লে কি করে?"

"আমি কি না জানি? জান্‌তে চাও ত তোমাদের মিসেস্ দেবীর ইতিহাস বল্‌তে পারি।"

বাদল আঁৎকে উঠ্‌ল। বল্ল, "আমি শুন্‌তে চাইনে।"

"কিন্তু আমি শোনাতে চাই। সেই যে ছেলেটি ওঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল সেটি একটি বিবাহিত যুবক এবং উনি একটি বালবিধবা।"

"শুনে আমি খুসীই হলুম, কুবেরভাই। আমি ফ্রি-লভ্‌কে শ্রদ্ধা করি।"

"তা তুমি যখন ছদ্মবেশী ইউরোপীয়ান তুমি কর্‌বেই ত। আমি কিন্তু ঘৃণা করি।"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা কর্‌তে তোমার ঘেন্না করে না?"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা কি? মানুষ আমরা, সামাজিক জীব। আমরা দশজনের খবর রাখ্‌ব না? আমি কারুর রাস্তায় কাঁটা দিচ্ছিনে। আমি পুরাদস্তুর অহিংস। আমি জৈন।"

৬

বাদলের ঘুম ভাঙ্‌বার আগেই জাহাজ ভিড়েছে। সে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে দেখ্‌ল জাহাজ ঘাট। জল ছলছলের বদলে জন কলরব কানে এল। অশ্রুতপূর্ব্ব ফরাসীভাষা। অদৃষ্টপূর্ব্ব জনসঙ্ঘ। কুলি, দোভাষী, গাইড্, "money changer", যাত্রীদের ঘরের লোক বা বন্ধু।

অদৃষ্টপূর্ব্ব মাটী।

বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লণ্ডন পর্য্যন্ত। কিন্তু বাদলের মন ধৈর্য্য ধর্‌ছিল না। চোদ্দ পনের দিন জাহাজে থেকে থেকে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল মাটীতে নেমে খুব খানিকটা ছুটাছুটি করে। তার পা যেন শৃঙ্খলের ভারে অবশ হয়েছিল, মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর হল।

বাদল তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেল্ল জিনিষপত্র সেই জাহাজে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে মার্সেল্‌সে নেমে যাবে। গোটাকয়েক দরকারী জিনিষ সুটকেসে পুর্‌তে তার পনের মিনিটও লাগ্‌ল না। ষ্টুয়ার্ড্‌কে ডেকে একটা পাউণ্ড ধরে দিল—বখ্‌শিষ। পার্সারের কাছে গিয়ে ক্যাবিন ট্রাঙ্কের চাবি বুঝিয়ে দিল, লণ্ডনের ঠিকানা লিখে দিল। তার বদলে পেল একখানা চিঠি—সুধীদার লেখা।

সুধীদা জান্‌তে চায় বাদল জলপথে না স্থলপথে বাকীটা পথ কোন্ পথে যাচ্ছে। লিখেছে, "লণ্ডনের বাইরে হেণ্ডনে আছি। ফাঁকা জায়গা, সেইজন্য আমার পছন্দ। দোষের মধ্যে সময়ে অসময়ে এরোপ্লেনের উচ্চ গুঞ্জন। তোর জন্য এই বাড়ীর একটা ঘর রাখ্‌তে বলেছি। তোর যদি না পোষায় ছেড়ে দিস্। আমি কিন্তু এইখানেই থেকে যাব, আমার ত কিছুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।"

বাদলের মন এক লম্ফে লণ্ডনের মাটীতে গিয়ে পড়্‌ল। জাহাজ

তার অসহ্য বোধ হল। পথ তার দুস্তর বোধ হল। সুধীদা ভাগ্যবান, সে লণ্ডনে পৌঁছে গেছে, বাদলের এখনো অনেক বাধা।

বাদল পাস্‌পোর্ট দেখিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে, তার এক হাতে সুটকেস্ অন্যহাতে কম্বল, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, "সেন।"

বাদলের মনের নীচের তলায় নিতান্ত বাঙ্গালীসুলভ কতকগুলো কুসংস্কার চাপা পড়েছিল। বাদল চটে গিয়ে মনে মনে বল্ল, "পিছু ডাকে কোন্ উল্লুক?"

কুবেরভাই তার কাঁধে হাত রেখে বল্ল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের? ট্রেন ত সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।"

জাহাজে যে দুটি মানুষ এক ক্যাবিনে থেকেও প্রায় পর হয়ে পড়েছিল মাটীতে তাদের ছাড়াছাড়ি আসন্ন বলে বুক দুলে উঠ্‌ল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত তাদের মুখে বন্ধুত্বের হাসি।

"এস তোমাকে কাষ্টম্‌সের পরীক্ষা পাস করিয়ে দিই। মাশুল দেবার মত কিছু আছে? সিগার সিগ্রেট মদ সুগন্ধি দ্রব্য—"

"ওসব নেই। পায়জামা, অন্তর্বাস, ক্ষুর—"

"ক্ষুর! বা রে ছেলে। দাড়ি নেই, তার ক্ষুর। দাড়ি কাট্‌বার, না, গলা কাট্‌বার?"

ফরাসী ফাক্‌তর (facteur) এসে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ নিয়ে যেতে চায়, ভাঙ্গা ইংরেজীতে কি যে বলে। কুবেরভাই ও বাদল অতিকষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে কাষ্টম্‌স্ ঘরে পৌছায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ল, তবু মহাপ্রভুদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়্‌ল না। এদিকে ফাক্‌তরদের সাহায্য যারা নিয়েছিল তারা পরে এসে আগে বেরিয়ে গেল। মিথিলেশকুমারী ও কিষণলাল বাদলদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আর সেই যে ইংরেজ মিসেস্ তার দুটি হাত দুটি পুরুষের

কাঁধে। দেশের নিকটস্থ হবার আনন্দে সে লাফ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার টান সাম্‌লাতে না পেরে পুরুষ দুটি দৌড়িয়ে পাল্লা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশেষে কাষ্টম্‌সের কর্ম্মচারী বাদলের কাছে এসে দুই একটা প্রশ্ন কর্‌ল ও জিনিষের উপর চক্‌খড়ির দাগ দিল। বাদলরা বের হয়ে আস্‌তেই সম্মুখে ট্যাক্সি। কুবেরভাই বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। বাদল চেপে বস্‌ল। অগত্যা কুবেরভাইও।

বাদল বল্ল, "কুকের দোকানে গিয়ে চেক্ ভাঙ্গাতে হবে, টিকিট কিন্‌তে হবে, তার কর্‌তে হবে।"

এখনো কুকের দোকান খোলেনি। ব্রেকফাষ্ট খায়নি বলে বাদলের ক্ষুধাও লেগেছে। বাদল বল্ল, "চল না একটা কাফেতে কিম্বা রেস্তোরাঁয়।" কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মন টেঁকে না। কখন কুকের দোকান খুল্‌বে, টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসা যাবে, লণ্ডনে পৌঁছে সুধীদার সঙ্গে দেখা হবে।

কুকের দোকান খুল্‌ল। কুকের লোক বল্ল, "এখুনি একটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু সেটাতে গেলে চেঞ্জ কর্‌তে কর্‌তে কাল যে সময় লণ্ডনে পৌঁছবেন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে গেলেও সেই সময়।"

বাদল হতাশ হয়ে কুবেরভাইয়ের দিকে তাকায়। কুবেরভাইয়ের ভাব থেকে বোধ হয় সে বল্‌ছে, কেমন? বলেছিলুম কি না?

কুকের প্ররোচনায় বাদলরা কুকের বাস্-এ করে সমুদ্রতটবর্ত্তী Bandol গ্রামে গেল। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করে সেই বাস্-এই ফির্‌ল। সমস্তক্ষণ বাদল ছট্‌ফট্ কর্‌তে থাক্‌ল, চেয়ে দেখ্‌ল না কেমন দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়ে সে গেল ও এল, যেখানে বসে খেল সে ঘরের জানালা থেকে তালী বনের ভিতর দিয়ে সূর্য্যভাস্বর আকাশ ও মন্ত্রশান্ত সাগর পরস্পরের মুকুরের মত প্রতিভাত হচ্ছিল।

রাত্রে একটা পুরা বার্থ পেয়ে ঘুমতে পারবে ভেবে বাদল ফাষ্ট´ ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। তার খেয়াল ছিল না যে ইউরোপের ট্রেনে সাধারণ ফাষ্ট´ ক্লাস শুধু বস্‌বার জন্য। শোবার জন্য অতিরিক্ত দিয়ে sleeping Car-এর টিকিট কিন্‌তে হয়। হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। অনিদ্রারোগীর অনিদ্রাকে বড় ভয়।

যাক্, বেশ আরাম করে বসা যাবে। বাদল পায়ের উপর পা রেখে ঠেস্ দিয়ে বসে Daily Mail-এর Paris Edition পড়ছে। জাহাজে দেখা এক আধা পাগলা বুড়ো এসে হা হা করে হেসে উঠল। কি ব্যাপার? বুড়ো বল্ল, "এই সীট্ আমার রিজার্ভ করা।" বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্ল, "য়্যাঁ?"

কুবেরভাই ছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। বাদল তাকে খুঁজে বের করে প্রায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডাক্‌ল, "কুবেরভাই!"

"কি হয়েছে, সেন? কি ব্যাপার!"

"ও-হো-হো! ফাষ্ট´ ক্লাসে মোটে একটি সীট্ খালি ছিল, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মাথা-পাগ্‌লা বুড়ো বন্ধু বল্‌ছে ওটা তার রিজার্ভ করা।"

"ওঃ সেই বুড়ো? প্লাস্-ফোর্স্‌ওয়ালাকে হস্তান্তরিত হতে দেখে মেয়েটি যাকে শিকার করেছিল? সে আবার ফাষ্ট´ ক্লাসে চড়্‌তে যায় কোন্ সাহসে?"

কুবেরভাই গিয়ে বুড়োর টিকিট দেখ্‌তে চাইল। বুড়ো বল্ল, "নিগার্!" কুবেরভাই তাকে ঠেলা দিয়ে বল্ল, "এটা ইণ্ডিয়া নয় যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফাষ্ট´ ক্লাসে উঠ্‌বে, দাদু! তোমাকে আমি কুকের দোকানে টিকিট কিন্‌তে দেখিনি?"

ধরা পড়ে গিয়ে বুড়ো ফিক্ করে হেসে উঠ্‌ল। বল্ল, "একটু তামাসা কর্‌ছিলুম।" এই বলে কুবেরভাইয়ের সঙ্গে নেমে গেল।

গাড়ী চল্‌বার পর দেখা গেল বাদলের পাশের সীটের মালিক গাড়ীতে ওঠেননি। বাদল বিনা বাক্যব্যয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটুকু দখল কর্‌ল। সবটা শরীর আঁটে না, তবু যথালাভ।

অন্ধকার রাত্রি। দিব্য শীত। বাদলের সীট ও তার পার্শ্ববর্ত্তিনীর সীটের মাঝখানে একটি ছোট বেড়া ছিল। বাদল তার উপর মাথা রাখ্‌ল। শীতের ভয়ে জানালা দরজা বন্ধ। অন্ধকার রাত্রিতে দেখাও যায় না ত্ন'ধারের দৃশ্য। হয় ত ঘুম এসেছিল। হয় ত তন্দ্রা। হঠাৎ এক সময় তার মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে মাথা রেখেছে। কার মাথার চুল যেন তার কপাল ছুঁচ্ছে। সে উঠে দেখ্‌ল কামরা অন্ধকার। বারান্দার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একজন বুকের উপর তুই বাহু বেঁধে দেয়াল ঠেস্‌ দিয়ে বসে ঘুমচ্ছে। আর একজন পায়ের উপর পা রেখে ঘুমচ্ছে। আর একটি পুরুষ; সেও ঘুমন্ত। বাদলের পাশের মহিলাটি বাদল যেখানে মাথা রেখেছিল সেইখান ঘেঁসে একটি বালিশ পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

ফ্রান্সের মধ্যভাগ দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুরীতে সেই একা প্রহরী জেগে। তার একান্ত নিকটে নিদ্রিতা নারী। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত কর্‌ল। তারপর বালিশের একাংশ বেদখল করে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরদিন প্রভাতে উঠে দেখে তার আগে অন্যেরা উঠেছে। মহিলাটি তাকে বালিশটা ছেড়ে দিয়েছেন।

৭

প্যারিসে কুবেরভাই নেমে গেল। বাদলকে বল্ল, "কখনো যদি

এদিকে আস আমাকে খবর দিয়ো, সেন। আমার কাকার এখানে মণিমুক্তার কারবার। ঠিকানা লিখে রাখ।"

কুবেরভাইয়ের অন্তর্ধানে বাদলের একটু দুঃখ হল। কিন্তু সে যাকে পিছনে রাখে তাকে মনে রাখে না। ট্রেন Gare de Lyon ছাড়্‌ল। বাদলও কুবেরভাইকে ভুল্‌ল।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটেছে। ফ্রান্সের ট্রেন হাল্‌কা ও ভূমি মোটের উপর সমতল। প্রধানত চাষের জমি। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ঝর্ণা। ঝোপ। নামমাত্র পাহাড়। মাঝে মাঝে নতুন গড়া বাড়ী। বিজ্ঞাপনের ফলক।

ক্যালে। সমুদ্রকে বাদল ইতিমধ্যেই ভুলেছিল। আবার সমুদ্র দেখা দিচ্ছে। ট্রেন থামল, যাত্রীরা নাম্‌ল। ফাকতর! ফাক্‌তর! বাদল এবার ফাক্‌তরের কবল থেকে বাঁচ্‌ল না। জিনিষগুলি নিয়ে ফাকৃতর যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বাদল চিন্তিত হয়ে জাহাজে উঠ্‌ল।

জাহাজে উঠে দেখে ডেক-চেয়ার ভাড়া করে খোলা ডেকের উপর অনেক লোক বসে গেছে। বন্ধ ডেকের বেঞ্চিতে বাদল জায়গা করে নিল। কিন্তু কোথায় ফাকৃতর? জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় ফাক্‌তর মশাই একগাল হেসে মাল সমেত উপস্থিত। "আপনাকে কোথায় না খুঁজেছি? সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্ষ্ট ক্লাস, নীচের ডেক, উপরের ডেক।"—বলে হাত পাত্‌ল। তার ইংরেজী শুনে বাদলের যা হাসি পাচ্ছিল! মজুরি পেলেও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। বখ্‌শিষ চায়। রসিক লোক। আশাতিরিক্ত পেয়ে কপালে হাত ঠেকাল।—"বঁ জুর মঁসিয়ে।"

নাঃ! ফরাসী ভাষাটা না শিখ্‌লে নয়। লণ্ডনে পৌঁছেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে। ফরাসী না জানা থাকায় ট্রেনে ভাল করে খাওয়া

হয়নি, খাবার জল চেয়ে খনিজ জল (সোডা ওয়াটার) পেয়েছে। ফরাসী না জানায় কুলির অনুসন্ধান করতে পারেনি, স্যুটকেস্‌টার মমতা ত্যাগ করেছিল।

ইতিমধ্যে জাহাজ চল্‌তে সুরু করেছে। মেঘ্‌লা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষাও টিপ টিপ পড়্‌ছে। স্যুটকেস্‌ ফেরৎ না পেলেও বাদলের চল্‌ত। কম্বলখানা ফিরে পেয়েছে বলে ফাক্‌তরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

ইংলিশ চ্যানেলটুকু এক ঘণ্টার পথ। গারট্রুড্‌ ইডার্ল সাঁত্‌রে পার হয়েছে। কিন্তু জাহাজে করে পার হতে গিয়ে বাদল যত কষ্ট পেল নিশ্চয়ই তত কষ্ট পায়নি। সকলের সাম্‌নে তার বার বার বমি হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তার টুপি উড়ে গেল, চুল সজারুর মত হল, মুখ অপরিষ্কার, পোষাক নোংরা। মাথা ভারি, চোখ লাল, গা ঘিন্‌ ঘিন্‌।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—দূর দিগ্বলয়ে অস্পষ্ট তটরেখা। ইংলণ্ড এসেছে—white chalk cliffs of Dover! না; না, পাহাড় ত নয়! এক রাশ বাড়ী। যাই হোক, ইংলণ্ড ত?

বাদল মনে মনে জানুপাত করল। ব্রিটানিয়ার দক্ষিণ করপৃষ্ঠে একটি চুম্বন অর্পণ করে মনে মনে বল্ল, বন্দে প্রিয়াম্‌।

৮

ফরাসী ফাক্‌তরের মত গুঁফো খ্যাকশিয়ালী নয়। ইংরেজ পোর্টার ষণ্ডা, গোঁফদাড়ি কামান, নীরব স্বভাব। ডোভারে এত মানুষ নাম্‌ল, এত পোর্টার ছুট্‌ল, কিন্তু মাসেল্‌স্‌ ও ক্যালের সিকি পরিমাণ গোলমাল নেই।

"আপনার জিনিষ নামিয়ে নেব, সার ?"

"নাও।"

পাসপোর্ট ও কাষ্টম্‌সের ঝুঁকি পুইয়ে বাদল বোট-ট্রেনে চড়ে বস্‌ল। ফার্ষ্ট ক্লাসে কেউ নেই বল্লেও চলে, তার কামরায় সে একা। পোর্টারকে একটা শিলিং ফেলে দিতেই সে টুপিটাকে বেশীরকম উঠিয়ে ধন্যবাদ ও শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেল।

বাদলের মন উড়ু উড়ু। কখন লণ্ডনে পৌছবে? সুধী নিতে আস্‌বে কি না। ভিক্টোরিয়া থেকে হেণ্ডন কত দূর?

ট্রেন ছাড়্‌লে দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, সূর্য্যাস্তের আভা সমতল মাঠের উপরকার দৃঢ়মূল ঘাসের উপর পড়েছে। পর পর অনেকগুলো সুড়ঙ্গ। চকখড়ির পাহাড় সাদা নয়, দিব্য সবুজ।

কত ছোট ছোট শহরের ছোট ছোট ষ্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন এক দৌড়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌছল। তখনো গোধূলির আমেজ আছে। ইংলণ্ডের গোধূলি দীর্ঘস্থায়ী।

বাদল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দুদিকে চাইল। অমনি দেখ্‌ল সুধী সেকেণ্ড ক্লাসে তার খোঁজ কর্‌ছে।

বাদলের মন উল্লাসে অধৈর্য্য হল। সে ভব্যতার মাথা খেয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল, "সুধীদা—।"

সুধী ও তার সঙ্গে কে একটি ভারতীয় যুবক পিছু ফিরে দেখ্‌ল—বাঁদরটা ফার্ষ্ট ক্লাসে। দু'জনে হাসাহাসি কর্‌তে কর্‌তে বাদলের কামরার কাছে যখন উপস্থিত হল বাদল তখন সুট্‌কেস্‌ হাতে করে নাম্‌ছে। সুট্‌কেস্‌ মাটীতে রেখে করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেই সুধী তাকে একরকম বুকের উপর নিয়ে ফেল্ল। কিছুক্ষণ দু'জনেরই বাগ্‌রোধ। ইতিমধ্যে নূতন ভারতীয়টি বাদলের সুট্‌কেস্‌ হাতে করে শুধাচ্ছে, "এই? না, আর আছে?"

বাদলকে সুধী তার সঙ্গে পরিচিত করে দিল। "ইনিই বাঁদর, আর ইনি কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।"

প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দে সরকার বল্ল, "দেখুন, মিষ্টার সেন, আমার এখানে দু'রকম পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানরা জানে আমি কুমার কে ডি সরকার, নিশ্চয় জমিদারের ছেলে। আর নেটিব্‌রা জানে আমি মঁসিয়ে ছ সারকার।"—এই বলে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বাদল হেসে বল্ল, "দুটো পরিচয়ই সমান য়্যারিষ্টক্র্যাটিক।"

সুধী বল্ল, "এখন সমস্যা হচ্ছে ট্যাক্সি করা যাবে, না, য়্যারিষ্টক্র্যাটরা টিউবে করে যাবেন? হেণ্ডন অবধি ট্যাক্সি করে গেলে প্রায় পাউণ্ড-খানেক লাগে। আর বাদল যে রকম চেহারা নিয়ে এসেছে টিউবে চড়্‌লে মূর্চ্ছা যাবে।"

ট্যাক্সিই করা গেল। তখন দে সরকার বল্ল, "আজকের মত বিদায় হই ভাই চক্রবর্ত্তী আর সেন।"

বাদলের এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বিশেষ ভাল লেগেছিল। শুধাল "কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আস্‌বেন না?"

"আমি? কুমার বাহাদুর থাক্‌বেন Suburbiaয়? কেন? Mayfair কি নেই? Belgraviaয় স্থানাভাব?"—সুরটা নামিয়ে কারুণ্যের সঙ্গে বল্ল, "আমি ব্লুম্‌স্‌বেরীতে থাকি, ভাই।"

১০

লণ্ডন! গোধূলির শেষে অন্ধকার নাম্‌ছে। অসংখ্য আলোকের টুক্‌রা আকাশে ও মাটীতে। রাস্তার পর রাস্তা ডাইনে ও বামে সম্মুখে ও পশ্চাতে রেখে ট্যাক্সি ছুটেছে। বাদলের সাধ্য কি যে চিনে রাখে। সত্য সত্যই সে লণ্ডনে পৌঁছেছে। তার আবাল্যের অলকা

অমরাবতী লণ্ডন! কোন সহরকেই বা সে এত ভাল করে চেনে? সেই রোমান যুগ, স্যাক্সন যুগ, নর্মান যুগ, ডিক হুইটিংটন, টাওয়ার অব্ লণ্ডন, মারমেড্ ট্যাভার্ন, নেল্ গুইন্, ডাক্তার জনসন, ক্রাইষ্টস্ হস্‌পিট্যাল, সোহো…ক্রমান্বয়ে কত স্মৃতি যে তার মনের পর্দার উপর বায়স্কোপের ছবির মত উদয় হবামাত্র অস্ত গেল। বাদল ভাব্‌ল, পূর্ব্ব জন্ম হয় ত মিথ্যা নয়।

সুধী একটি কথাও বল্‌ছিল না। তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। পূর্ণ কলসের শব্দ নেই। কেবল ড্রাইভার যখন হেণ্ডনের কোন্ রাস্তায় যাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল সুধী বল্ল, "টেণ্টারটন ড্রাইভ্।"

ট্যাক্সি থাম্‌তেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে একটি ষোল সতের বছর বয়সের মেয়ের হাত ধরে ও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিকে বিদায় করে সুধী ও বাদল বাগানের গেট বন্ধ কর্‌ল। সুধী বল্ল, "কি রে মার্সেল্, তুই এখনো ঘুমতে যাস্‌নি?"

সুজেৎ (Suzette) সলজ্জভাবে বল্ল, "আপনার বন্ধুকে দেখ্‌বে বলে বায়না ধর্‌ল। বিছানায় কিছুতেই থাক্‌তে চাইল না।"

সুধী ও বাদল পা-পোষে জুতো মুছে হ্যাট-ওভারকোট রাখ্‌বার ষ্ট্যাণ্ডে হ্যাট রাখ্‌ল। তখন সুধী বল্ল, "পরিচয় করিয়ে দিই। মিষ্টার সেন, ম্যাদ্‌মোয়াজেল্ সুজেৎ—।" যথারীতি অভিবাদন ইত্যাদি।

"আর ইটি হল আমাদের ছোট্ট মার্সেল, লক্ষ্মী মার্সেল, Jolie petite Marcelle."

মার্সেল ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল। "না, petite না।"

তখন সুধী হেসে বল্ল, "তবে আমার ভুল হয়েছে। Jolie grande Marcelle" এই বলে মার্সেলকে দুই হাতে তুলে উঁচু করে ধর্‌ল। "ইস্,

আমার চেয়েও বড়! সুজেতের চেয়ে, বাদলের চেয়ে, সকলের চেয়ে মার্সেল বড়! plus grande Marcelle !”

বাদলকে নিয়ে উপর তলায় যাবার সময় সুধী সুজেৎকে বল্ল, “তোমার মাকে বোলো আমরা হাত মুখ ধুয়ে আস্‌ছি। আর মার্সেলকে ঘুম পাড়াতে দেরি কোরো না।”

বাদলের ঘর। একখানা লোহার খাটে বিছানা তৈরি। একটা পড়ার টেবিলের উপর ফুলদানী ও ফুল। একটা হাত মুখ ধোবার টেবিলের উপর চীনামাটীর কুঁজো ও বেসিন, একটা আয়না-লাগান আলমারি। অগ্নিস্থলীতে বাদল আস্‌বে বলে কয়লার আগুন জ্বালান হয়েছে।

সুধী বল্ল, “লণ্ডনে শীত এখনো পড়েনি। গরম দেশ থেকে আস্‌ছিস্, তোর একটু বেশীরকম শীত বোধ হতে পারে ভেবে তোর ঘরে আগুনের ব্যবস্থা হয়েছে। গরম জল দরকার হবে? দাঁড়া, আমিই নিয়ে আস্‌ছি।”

বাদলের মুখ হাত ধোয়া হয়ে গেলে সুধী তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একই আকারের একই রকম ঘর—কেবল ওয়ালপেপারের নক্সা আলাদা। এবং পড়ার টেবিলের উপর পরিপাটী করে সাজান বই ও পত্রিকা।

“দেখি দেখি কি বই কিনেছ?—ওঃ, Spenglerএর সেই বইখানা? ‘Decline of the West’—বাজে কথা, ইউরোপের কখনো বার্দ্ধক্য আস্‌তে পারে? ইউরোপ চিরযৌবন।”

“পাছে বাইরেটা দেখে মোহাবিষ্ট হই, সেই ভয়েই ত এই মোহমুদ্গর আনান। কিন্তু কিনিনি বাদল, Mudieর লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে ধার করেছি।”

"ওঃ! হাউ ক্লেভার! আমাকে মেম্বার করিয়ে দেবে সুধীদা?"

"তুই চল্। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'। বিশ্রাম কর্। Mudie ত পালিয়ে যাচ্ছে না, তুইও কয়েক বছর থাক্‌ছিস্।"

জাহাজে মনের মত খোরাক না পেয়ে গ্রন্থকীট উপবাসী ছিল। স্পেংলারখানাকে বগলদাবা করে খাবার ঘরে চল্ল।

চিঠির জবাব

১

দুই বন্ধুর মাঝখানে দুই মাসের ব্যবধান। মনের কথা জমে গেছে দুইশত বছরের। কোন্‌খান থেকে কে আরম্ভ কর্‌বে স্থির কর্‌তে পার্‌ল না। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখ্‌ল।

পরদিন রবিবার। সেদিন মধ্যাহ্নে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভোজনের পর তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

"এই দে সরকার ভদ্রলোকটি কে, সুধীদা? ব্লুম্‌স্‌বেরীতে থাকেন—বোহিমিয়ান নাকি?"

"স্কুল অব্‌ ইকনমিক্‌সে পড়েন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আলাপ।"

"বাই জোভ্‌। এরি মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভর্ত্তি হয়েছ? আমি কবে হব, সুধীদা?"

"অনেক নিয়ম কানুন। একটু বেগ পেতে হবে।"

ব্রেকফাষ্টের পর বস্‌বার ঘরে এসে দু'জনে বস্‌ল। রবিবারে সুধীর জন্য "অব্‌সার্ভার" ও বাড়ীর লোকের জন্য "নিউস্‌ অব্‌ দি ওয়ার্লড" লওয়া হয়। বাদল সমান আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগ্‌লে বস্‌ল। কোনোখানা হাতছাড়া কর্‌তে চায় না।

মার্সেলের সঙ্গে খেলা ও পড়া সুধীর নিত্যকর্ম্ম হয়ে গেছে। মার্সেল এসে নীরবে তার এক পাশে দাঁড়াল। সুধী বল্ল, "আয়! তোর ছবির বই কোথায়?"

মার্সেল তার শতচ্ছিন্ন ছবির বই ও ছবিওয়ালা ছোটদের কাগজগুলি

হাতে করে এনেছিল। ঐ কয়টিই তার সম্বল। প্রথম প্রথম সুধী অনুযোগ করে বল্‌ত, "মার্সেলকে নতুন বই কাগজ দাও না কেন?" সুজেৎ উত্তর দিত, "দু'দিনেই ছিঁড়ে ফেলে। দস্যি মেয়ে।" ক্রমশ সুধী বুঝ্‌তে পারল এদের অবস্থা ভাল নয় এবং মার্সেল অতি শান্ত মেয়ে, এত শান্ত ও এত গম্ভীর যে তার বয়সের মেয়ের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। তারপর একটু একটু করে সুধী জান্‌ল, মার্সেল সুজেতের আপন বোন নয়। এমন কি দূর সম্পর্কের কেউ নয়।

মার্সেলরা ফরাসী, সুজেৎরা বেল্‌জিয়ান। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা-বাবা তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে, তখন থেকেই ইংলণ্ডে তারা আছে। সুজেৎরা শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যুদ্ধের পরে যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ী পাওয়া যায় তখন এই বাড়ীখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রী, মা ঘর সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করে কোন একটা দোকানে কাজ পেয়েছে। পেয়িং গেষ্ট না নিলে তাদের চলে না, ট্যাক্স যে অনেক।

কয়েক বছর আগে তাদের পরিচিত একটা ফরাসী কুমারী লণ্ডনের কোন এক সাধারণ সুতিকাগার থেকে বেরিয়ে নবজাত কন্যাটিকে তাদের জিম্মা দেয় এবং মাসে মাসে কন্যাটির জন্য নিজের রোজগারের অংশ পাঠাতে থাকে। কন্যাটির পিতাও খবর পেয়ে কন্যাটিকে দেখে যায় ও মাসে মাসে নিজের রোজগারের অংশ পাঠায়। অবশ্য মা-বাবা যা পাঠায় তা সামান্যই এবং মাঝে মাঝে বেকার হয়ে পড়্‌লে সেটুকুও পাঠাতে অক্ষম হয়।

মার্সেল জানে না ওরা তার কে। সে জানে মাদাম তার মা, মঁসিয়ে তার বাবা, সুজেৎ তার দিদি। এরা তাকে যথার্থ ভালবাসে, কিন্তু তার প্রয়োজনমত ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনে দেওয়া এদের

অবস্থায় কুলয় না। বুড়ীর বয়স বাড়ছে, বুড়োর চাকরী কোন্ দিন যায়, সুজেতের বিয়ের যৌতুক সঞ্চয় করতে হয়।

সুধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ করব। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেব।"

মাদাম বলে, "তা হলে ওর বাবাটি মারা যাবে। বুড়োমানুষ— মার্সেলকে ছেড়ে থাকতে পারে না বলে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

সুজেৎ বলে, "কিরে মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি?"

মার্সেল্ যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মত অচঞ্চল। পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত ওজনে ভারি। মেয়েটি অতি প্রিয়দর্শন। তাকে না ভালবেসে থাকা যায় না। তার প্রতি করুণা ত হয়ই।

সুধী তাকে আরও টেনে নিয়ে বল্ল, "তোর জন্য নতুন বই কিনে আনব রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আনবেন।"

তারপর সুধী ও মার্সেল একই বই সুর করে পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and jill
Went up a hill"

তারা কেমন করে পাহাড়ে উঠল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল্ হাতেকলমে শিখতে ভালবাসে। সুধী যেমন করে যা করে সেও তেমনি করে তাই করে। জ্যাক ও জিল সেজে দু'জনে সোফার উপর আছাড় খায়। ওর নাম পাহাড় থেকে পড়া।

টাইম্‌পিস্ ঘড়ির আড়ালে মুখ রেখে সুধী বলে,

"Dickory dickory dock
It is bath-time, says the clock".

মার্সেল ভাবে সত্যিই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কইছে। সেও বলে "ডিকরি ডিকরি ডক্…" কিন্তু বাকীটা বল্‌তে না পেরে থেমে যায়। তারপর সুজেৎ এসে তাকে পাকড়াও করে। এবার সত্যি সত্যি স্নান করতে হবে—It is bath-time, says the clock! মার্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। মার্সেল যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে নয় সেটা তার স্নানের সময় ধরা পড়ে।

২

বেল্ বাজ্‌ছে শুনে সুধী দরজা খুলে দিতে উঠে গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটে এসেছে।

দে সরকার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন কর্‌ল।

"আরে আসুন আসুন। বাড়ী খুঁজে পেলেন কি করে?"

"কোন্ মুল্লুকে বাড়ী করেছেন, মশাই। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজ্‌ছি। গাইড্ বুকে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপরে তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প পোষ্ট পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও—ওঃ! মাফ করবেন। আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি।"

"তাতে কি? আপনি কি মসিয়ে দ্য সারকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম—?"

দে সরকারকে দেখে বাদল বই ফেলে উঠ্‌ল। করমর্দ্দনের পর দে সরকার বল্ল, "তারপর কি খবর! বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

বাদল বল্ল, "বেশ। তবে ইংলণ্ডে এসে কন্টিনেণ্টালদের সঙ্গে থাক্‌তে উৎসাহ বোধ কর্‌ছিনে।"

"তা যদি বলেন, নেটিব পরিবারে বড্ড খরচ, মিষ্টার সেন।"

নেটিব কথাটার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে বাদল বল্ল, "বিজ্ঞাপন দিলে ভাল ইংরেজ পরিবারে জায়গা পাইনে ?"

"কেমন করে পাবেন ? যাদের পয়সা আছে তারা পেয়িং গেষ্ট্‌ নেবে কেন ? ওতে তাদের প্রাইভেসী নষ্ট হয়। পরের মন জোগানর হাঙ্গামও আছে।"

"ধরুন যদি কোনো পরিবারে বন্ধুতা হয়ে যায় ?"

"হলেও সুবিধে নেই। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ফ্ল্যাটে কিম্বা আধ-খানা বাড়ীতে বাস করেন। সাময়িক অতিথির জন্য অতিরিক্ত ঘর রাখ্‌তে এত খরচ যে কদাচিৎ কেউ রাখেন।"

বাদল ভেবেছিল রোম্যান্টিক ভাবে কত পরিবারে প্রবেশ পাবে, কত ঘরে ঘরের একজন হবে। তার কল্পনায় ঘা লাগ্‌ল। সে বল্ল, "তবু এমনো হতে পারে যে আমারি জন্য তাঁরা ফ্ল্যাট বদ্‌লাবেন। ছোট ফ্ল্যাট থেকে বড় ফ্ল্যাটে যাবেন।"

দে সরকার খুব একচোট হেসে নিল। বল্ল, "আপনি মশাই বিদেশে এসেছেন না শ্বশুরবাড়ী এসেছেন ? ভুল ভাঙ্গ্‌তে বেশী দেরি হবে না কিন্তু।"

সুধী মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল। বাদলের জন্য তার দুঃখ হচ্ছিল। কল্পনায় ও বাস্তবে অনেক গরমিল।

সুজেৎ এসে সলজ্জভাবে দাঁড়াল। বল্‌তে চায় খাবার দেওয়া হয়েছে। সুধী বুঝ্‌তে পার্‌ল। বল্ল, "আসুন খেতে যাই। মিষ্টার দে সরকার, ম্যাদমোয়াসেল সুজেৎ।"

খেতে বসে দে সরকার বাদলের কানে কানে বল্ল, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলা-দপি। এইখানেই থেকে যাও না, সেন ?"

বাদল বল্ল, "কোথাও তিনমাসের বেশী থাক্‌ব না ভাই দে সরকার। লণ্ডনের সব ক'টা পাড়া দেখ্‌তে চাই।"

"তা হলে সব রকম লোকের সঙ্গে থাক্‌তে প্রস্তুত হও। সব পাড়াতেই ভদ্র নেটিব শ্বশুরবাড়ী অতি বড় ভাগ্যবানও আশা করতে পারে না। এমন কি নেটিব্‌রাও আশা করে না।" এই বলে দে সরকার অতি কষ্টে হাসি চাপ্‌ল। ইংরেজদের দেশে তার ছ'বছর কেটেছে। সে ভারতবর্ষে বসে বসে বিলাতী নভেল পড়েনি।

আহার শেষ হলে লাউঞ্জে বসে দে সরকার কফি ও সিগ্‌রেট প্রচুর ধ্বংস করল। লোকটি আলাপ জমাতে অসাধারণ পটু। মঁসিয়ে এবং মাদাম তাকে ছাড়্‌তেই চায় না। তার কাছে যত রাজ্যের খোস গল্প শুনে মুগ্ধ। চালও তার রাজারাজড়ার মত। তাকে সিগ্‌রেট দিতে আস্‌বার আগেই সে তার হাতীর দাতের সিগ্‌রেট কেস্‌ খুলে মসিয়েকে সিগ্‌রেট দিতে উঠে গেছে। মাদাম সিগ্‌রেট খায় না বলে মাদামের সঙ্গে করেছে মধুর রসিকতা। সুজেৎ তাকে gallantryর সুযোগ না দিয়ে রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছে বলে তার যে আক্ষেপ! এমন কি ছোট্ট মার্সেলকেও সে উপেক্ষা করেনি। পকেট থেকে এক গাদা টফি বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

পরণে তার ছাইরঙ্গের সুট্‌, নিখুঁৎ কাট। তার লম্বা গড়ন ও সুন্দর গায়ের-রং-এর সঙ্গে এত ভাল মানায় যে একমাত্র ঐ পোষাকই যেন তার জন্মগত গাত্রাবরণ। ময়ূরের যেমন পেখম কিম্বা মেষের যেমন পশম। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের যেমন গোঁফ এবং প্যাণ্টলুন, হ্যারল্ড লয়েডের যেমন চশমা, দে সরকারের তেমনি ছাই রং-এর সুট্‌।

কফির পেয়ালায় সিগ্‌রেটের ছাই ফেল্‌তে ফেল্‌তে দে সরকার বল্‌ছিল, "হ্যাঁ কি বল্‌ছিলুম মসিয়ে। আমি যখন Marble Archএর কাছে সার্ভিস ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকতুম তখন একদিন এক বেলজিয়ান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। দেশে ফির্‌বার সময় সে

আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতেই যা বাকী রেখেছিল। এতদূর বন্ধুতা! নিমন্ত্রণপত্র যে কতবার লিখেছে, এই সে দিনও একখানা পেয়েছি। যাই বলুন, বেলজিয়ানদের মত মিশুক জাত আমি আজো দেখ্‌লুম না।"

এই বলে দে সরকার সিলিংএর দিকে মুখ তুলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়্‌ল। অতঃপর অবশ্য মাদাম চা-এ থাক্‌তে আব্দার ধর্‌ল এবং মসিয়ে চল্ল আর এক বাক্স সিগ্‌রেট আন্‌তে। দে সরকার কিন্তু কিছুতেই থাক্‌তে পারে না, অন্যত্র তার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আগামী সপ্তাহে আস্‌তে পার্‌বে কি? না, মনে করে দেখে আগামী সপ্তাহটার সবটাই তার আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা। আচ্ছা, সে টেলিফোন করে জানাবে দু'একদিন পরে—অকস্মাৎ যদি এন্‌গেজমেণ্ট পিছিয়ে যায়।

সুধী ও বাদলকে নিয়ে দে সরকার রাস্তায় নেমে পড়্‌ল।

৩

দে সরকার লণ্ডনের ঘুঘু। কোথায় পাঁচ গিনি দামে চলনসই সুট পাওয়া যায় এবং কোথায় সাতগিনি দামে, কোন্ দোকানের ওভার-কোট কিন্‌তে হয় এবং কোন্ দোকানের ড্রেসিং গাউন—লণ্ডনের চাঁদনি ও চৌরঙ্গী দুই তার নখদর্পণে। বাদলকে একদিন টিউব্-এ চড়িয়ে, বাস্-এ বসিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে ক্যালিডোনিয়ান রোডের ওধারে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল হাটে নিয়ে গেল। সেখানে সস্তার চূড়ান্ত। কুৎসিৎ পোষাক পরা কুৎসিৎ চেহারার যৌবনে স্থবির কতক-গুলো স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিষের নাম ও দাম হাঁকছে। বাদল ত্রাহি ত্রাহি করছে দেখে দে সরকার বল্ল, "এই

বুঝি তোমার লণ্ডন দেখার সংকল্প! এস এস, ক' নম্বরের মোজা চাই, এঁকে বল।”

এক সপ্তাহের মধ্যে দে সরকারের তৎপরতায় বাদল শীতের জন্য যা কিছু দরকার সবই কিনে ফেল্ল। তার নতুন স্যুট্, নতুন জুতো, নতুন হ্যাট্। দে সরকার পই পই করে বলে দিয়েছে কোন্ টাইয়ের সঙ্গে কোন্ মোজা ও কোন্ রুমাল মানায়। ওভারকোট কিনে দিয়েছে স্যুটের সঙ্গে ও হ্যাটের সঙ্গে মিলিয়ে। পকেটে এক সেট আয়না-চিরুণী সব সময় রাখ্‌তে শিখিয়েছে। দে সরকার না থাক্‌লে বাদল কেমন করে জেণ্টলম্যান হত? সুধীদা এ বিষয়ে অকর্ম্মণ্য। বড় জোর জানে কোথায় নিরামিষ রেস্তোরাঁ ও Mudieর লাইব্রেরী। তার পোষাক বল্‌তে দেশে তৈরি মোটা খদ্দরের গলা-বন্ধ কোট ও প্যাণ্টলুন, মোটা খদ্দরের টুপী। ফরমাস দিয়ে একটা দেশী পশমের গলা-বন্ধ ওভারকোট করিয়ে এনেছে! টাই মাফলার ইত্যাদির বালাই নেই তার। সুধীদা লণ্ডনের ফ্যাসানের ধার ধারে না। সুধীদা পুরাদস্তর বিদেশী। বাদল সুধীদার সঙ্গে ঘর কর্‌ল বটে, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে বাইরে ঘুর্‌ল।

দে সরকার বলে, “চাল দেওয়া জিনিষটাকে নেটিবরা একটা আর্ট করে তুলেছে, সেন। পোরো পাঁচ গিনির স্যুট, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে অম্লানবদনে বোলো আট গিনির। থেকো সপ্তাহে দু'গিনি খরচ করে, কিন্তু চাল থেকে যেন সকলে ঠাওরায় সাউথ কেনসিংটন কিম্বা সেণ্ট জন্‌স্ উডের বাসিন্দে। না, না, মিথ্যা কথা বল্‌তে বল্‌ছিনে। কিন্তু Snobকে যে সমাজে উঁচু আসন দিয়েছে সে সমাজে একটু আধটু অত্যুক্তি কর্‌লে বিবেকে বাধে না।”

বাদল বলে, “তুমিও খুব অত্যুক্তি কর বুঝি?”

"সকলের কাছে নয়। আমি এ বিষয়ে একান্ত সায়েন্টিফিক্। যে রকম লোকের কাছে যে রকম advertise করলে ম্যাক্সিমাম ফল পাওয়া যায় সে রকম লোকের কাছে সে রকম চাল দিই। বেঁচে থাক্‌লে একদিন লর্ড নর্থক্লিফ কিম্বা গর্ডন সেল্‌ফ্‌রিজ হব।"

দে সরকার আরো বলে, "আর ছাখ কাউকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরো না। যখন কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে তখন তাকে চা খাওয়াতে চাও ত Tea Roomsএ নিয়ে যেয়ো, লাঞ্চ খাওয়াতে চাও ত রেস্তোরাঁতে দেখা করতে বোলো। কিন্তু বাড়ীতে ডেকে দারিদ্র্য দেখিয়ো না।"

দে সরকার এও বলে, "কেম্ব্রিজে ত এ বছর জায়গা পেলে না। এ বছরটা অপেক্ষা করবে, না এখানকার কোনো কলেজে ভর্ত্তি হবে? আমি বলি, ব্যবসা শেখ।"

বাদল বলে, "ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না ভাই দে সরকার, যদিও খুব কৌতূহল জাগায়। এক একটা ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর কেমন করে চালায় জানতে এত ইচ্ছা করে। সেদিন যখন সেল্‌ফ্‌রিজের দোকানে নিয়ে গেলে আমি ভাব্‌ছিলুম আমাদের পাটনা সেক্রেটারিয়াট তার তুলনায় কি! এককালে আমার খেয়াল ছিল লর্ড সিংহের শূন্য সিংহাসনটা পূর্ণ করব। এখন মনে হচ্ছে কি ক্ষুদ্র অভিলাষ!"

"লাটগিরিও চোখে লাগে না, সেল্‌ফ্‌রিজগিরিও ধাতে সয় না, অথচ সেনগিরি যে কি তাও আমাদের বলনি।"

"আমি নিজেই জানিনে ভাই। আমার মনে হয় আমি যেন একটা নেবুলা। হতে হতে কি যে হয়ে উঠ্‌ব আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।"

বাস্তবিক বাদল ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিল না। লণ্ডনের বি-এ

ডিগ্রির জন্য আবার সেই সমস্ত পুরান বইয়ের পাতা উল্টাতে ও পরীক্ষা দিয়ে মর্‌তে তার বিশ্রী লাগ্‌ছিল। পি-এইচ-ডি'র থিসিস্ লিখ্‌বার অনুমতি পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থকীট হয়ে নতুন দেশের দৃশ্যরাশিকে উপেক্ষা করা তার বিবেচনায় অপরাধ। অথচ সুধীদা দিনের পর দিন তাই করে যাচ্ছে। সুধীদা যদি ডিগ্রীর জন্য পড়্‌ত তা হলে বাদলও পড়্‌বার উৎসাহ পেত, কিন্তু সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্য্যাদা মানে না। সে যদি চাকুরী করে ত দেশী ডিগ্রীর জোরেই কর্‌বে। তার অভাব অল্প ; আয় অধিক না হলেও চলে।

বাদল বলে, "আমার মন চায় মনে প্রাণে ইংরেজ হতে, ইংরেজের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ কর্‌তে, ইংরেজ যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজ্‌ছে সেই সেই সমস্যার সমাধান খুঁজ্‌তে। কলেজে পড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হতে পারি বল ? ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখ্‌ব, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশ্‌ব, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাক্‌ব এই আমার মনস্কামনা।"

দে সরকার এমন পাগল দেখেনি। বিলেতে এত ছেলে আসে কেউ ব্যারিষ্টার কেউ আই-সি-এস্ কেউ চার্টার্ড য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কেউ এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফেরে। সকলেরই একটা না একটা লক্ষ আছে। এমন কি যারা ফুর্ত্তি কর্‌তে আসে তাদেরও একটা উপলক্ষ থাকে, তারা পড়ুক না পড়ুক পড়ার ফীটা দেয় এবং পরীক্ষায় অলিখিত খাতা দাখিল করে। অবশ্য বাড়ীর লোক জানে ছেলের হঠাৎ অসুখ করেছে কিম্বা ইংরেজ পরীক্ষক ইণ্ডিয়ান ছাত্রকে পাস হতে দিচ্ছে না কিম্বা ফল আরো ভাল হবে বলে ছেলে এ বছরটা হাতে রেখেছে। এই সব নিষ্কর্ম্মা ধনী সন্তানদের সকলেই রেপাব্লিকান ন্যাশনালিষ্ট, কেউ কেউ দুর্দ্ধর্ষ কমিউনিষ্ট। সকলেই নিখুঁৎ ইংরেজী বল্‌তে চেষ্টা

করে, নিখুঁৎ ইংরেজী পোষাক পরে, ইংরেজ বন্ধু পেলে ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কি এই পাগ্‌লাটাব মত মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চায়?

দে সরকার বলে, "আমি স্বদেশী নই, আমি সব-দেশী। ভারতবর্ষই আমার দেশ নয়, ভারতবর্ষও আমার দেশ। ও দেশের মধ্যে তুমি এমন কি দেখ্‌লে যার দরুণ ওকে একেবারে অস্বীকার কর্‌লে?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলে, "দশটা পথের থেকে একটা পথ বেছে নিলে অন্য নয়টা আপনিই উপেক্ষিত হয়। পথিকের মনে উপেক্ষা ভাব কেন জন্মাল সে প্রশ্ন কেউ করে না। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে, পথিক তার লক্ষের পক্ষে যে পথ অনুকূল সেই পথ বেছে নিয়েছে কি না।"

দে সরকার তর্কে পরাস্ত হয়ে বল্ল, "জানি, মশাই, জানি! বাড়ী থেকে যতদিন টাকা আস্‌তে থাক্‌বে ততদিন ওদের যেমন কমিউনিস্‌ম তোমার তেমনি anglicism! বাপের ব্যাঙ্ক ফেল কর্‌লে কিম্বা হঠাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি হলে বড় বড় মিঞারা দেশে ফিরে মাথা মুড়িয়ে কাল মেয়ে বিয়ে করে নগদ কয়েক হাজার টাকার মূলধন হস্তগত করে যা করে থাকেন তুমিও তাই কর্‌বে। লম্বা চওড়া কথা কেন আওড়াও, যাদু? চোস্ত ইংরেজী বল্‌তে চাও, শেখ। Correct পোষাক পর্‌তে চাও, পর। রোষ্ট বীফ খেতে চাও, খাও। কিন্তু 'মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চাই' (দে সরকার বাদলের স্বরের নকল কর্‌ল)—অতখানি মৌলিকতা আমি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না, কারণ পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন অতখানি মৌলিক হয়নি।"

বাদলের মুখকান লাল হয়ে গেল। সে তোৎলাতে তোৎলাতে অনেক কষ্টে যা বল্ল তার মর্ম্ম—পৃথিবীতে সে এর আগে জন্মায়নি; কাজেই সে অভূতপূর্ব্ব; ভূতপূর্ব্বদের সঙ্গে তার মেলে না। দে সরকার

যেন নিজের সংকীর্ণ মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপ কর্‌বার ধৃষ্টতা ত্যাগ করে। ছাতা চেনা জুতো চেনার মত মানুষ চেনা অত সোজা নয়, ক্যালিডোনিয়ান্ মার্কেট পর্য্যন্ত যার দৌড় সে যেন সেইখানেই দাঁড়ি টানে।

এরপর দে সরকার দে চম্পট। বাদলের সঙ্গে আর তার দেখা হয় না। বাদলও লায়েক হয়ে গেছে। একলা লণ্ডনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি যেতে পারে। পথ হারালে নিকটস্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলষ্টেশন কোথায়, তার খোঁজ করে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বারকয়েক ট্রেন বদল করে হেণ্ডনে উপস্থিত হয়। ভারি ফুর্ত্তি! পথ ভোলাই ত পথ চেনা। বাদল অতি সহজে এই তত্ত্বটা আবিষ্কার করে ফেল্ল।

৪

বাদল পৌঁছে অবধি বাড়ীতে কিম্বা শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি লেখেনি, কেবল দুটো cable করেছিল। সে যে কোনোদিন ভারতবর্ষে ছিল এ ধারণাকে তার ইংলণ্ডগত মন একদণ্ড স্বীকার কর্‌ছিল না। বর্ত্তমানকে ভোগ কর্‌তে হলে অতীতকে ভুলে থাকা দরকার। অতীতের স্মৃতির একটি কণাও যদি বর্ত্তমানের চেতনায় লেগে থাকে তবে সেইটুকু উচ্ছিষ্ট সমস্তটা ভোজ্যকে অপবিত্র করে দিতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভারতবর্ষকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু স্বপ্নে ত মনে হয় ভারতবর্ষেই আছি—সেই কতকাল পূর্ব্বের দিদিকে দেখ্‌ছি তিনি হঠাৎ উজ্জয়িনী হয়ে কলকাতার বাড়ীর ছাদে বড়ি দিচ্ছেন।

এরূপ স্বপ্ন বাদলকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এত কষ্ট করে এত সহস্র ক্রোশ দূরে এলুম, তবু এদেশের স্বপ্ন না দেখে সেই কোন্ পূর্ব্বজন্মের

স্বপ্ন দেখ্‌ছি। বাদল স্থির করল দিনের বেলা কোনো ভারতীয়ের সংস্রবে আস্‌বে না, কোনো ভারতীয় বই বা চিঠি পড়্‌বে না, বাসা বদ্‌লিয়ে সুধীদাকে এড়াবে এবং প্রতি সপ্তাহে দেশের চিঠি এলে সুধীদাকে দিয়ে পড়াবে ও উত্তর লেখাবে।

শনিবার রাত্রে দেশের ডাক এলে অন্যান্য বার সে পড়ে তুলে রাখ্‌ত, উত্তর দেবে দেবে করে দেবার সময় পেত না। সেবার যখন ডাক এল বাদল সুধীকে বল্ল, "সুধীদা কাল ত রবিবার। আমার চিঠিগুলো পড়ে জবাব লিখে দিতে পার?"

সুধী বল্ল, "সে কিরে! আমার জবাব ওঁরা চাইবেন কেন? উজ্জয়িনীরা ত আমার নামও শোনেননি বোধ করি।"

"শুনেছেন হে শুনেছেন। পোর্ট সৈয়দ থেকে তুমি কি একটা বিয়ের উপহার পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কে এ কথা না জানে!"

"তা বলে আমি তোর প্রাইভেট চিঠির জবাব দেব? ছি! ছি!"

"প্রাইভেট চিঠি কাকে বল্‌ছ? মিস্ গুপ্তর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তোমারও ধর্‌তে গেলে তাই। Mere acquaintance! সাত দিনে সাত ঘণ্টাও আলাপ হয় নি।"

সুধী সস্নেহভাবে বল্ল, "পাগ্‌লা!"

কিন্তু সত্য সত্যই বাদল চিঠি খুল্‌ল না, তুলে রাখ্‌ল না, সুধীর ঘরে ফেলে রেখে ভুলে গেল। বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের ডাক যাবার সময় অতিক্রান্ত হলেও যখন জবাব দিল না তখন সুধী ভীত হয়ে বল্ল, "বাদল, কাকামশাই অত্যন্ত ভাব্‌বেন। কাজটা ভাল করিস্‌নি।"

বাদল বল্ল, "চিঠির জবাবের কথা বল্‌ছ? তুমি দাওনি? বা রে! এই নিয়ে চার সপ্তাহের চিঠি জম্‌ল।"

"চা-র স-প্তা-হে-র! করেছিস্ কি? আমার আজকাল দেখাশুনা করবার সময় হয় না বলে তুই অমানুষ হয়ে গেছিস্? কাল সকালেই একটা cable করে দিতে হবে। কাকামশাই বড্ড ভাবেন।"

"ভাল কথা সুধীদা, তোমার মাদামকে সাত দিনের নোটিশ দিলে চল্‌বে, না আরো বেশী দিনের? আমি Putneyতে উঠে যাচ্ছি।"

সুধী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে রইল। বল্ল, "হেণ্ডন থেকে পাট্‌নী লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তা জানিস্?"

"ম্যাপে দেখেছি।"

"তবে তোর সঙ্গে রবিবারেও দেখা হবে না—শুধু যেতে আস্‌তেই চারটি ঘণ্টা লাগে।"

"ধরে নিয়ো আমি কেম্ব্রিজে আছি।"

"হুঁ। এদিকে যে কলেজগুলো খুলে গেল। ভর্ত্তি হবিনে?"

"নাঃ! ভেবে দেখ্‌লুম আইন পড়্‌ব। তার মানে বার-ডিনার খাব এবং টো টো করে বেড়াব। Called যদি হই ত English Bar-এই প্র্যাকটিস্ করব। ইণ্ডিয়ায় আমি ফির্‌ছিনে, ভাই সুধীদা।"

সুধীর প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ল। যেন বাদল চিরকালের মত পর হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তাকে পক্ষীমাতার মত পক্ষপুটে রেখেছিল; এখন সে বড় হয়েছে, উড়্‌তে চাইছে।

সুধী বল্ল, "সম্ভব হলে আমিও Putneyতে উঠে যেতুম। কিন্তু মার্সেলকে নিয়ে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির এক্সপেরিমেণ্ট কর্‌ছি। সেও আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

বাদল বল্ল, "সেই বেশ। আমি যে পরিবারে থাক্‌ব তাতে একজনের বেশী বাইরের লোক নেবে না। তাদের জায়গা নেই, এর আগে বাইরের লোক নেয়ওনি। কেমন করে তাদের আবিষ্কার কর্‌লুম, জান সুধীদা?"

"বল্।"

"অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে একটা এজেন্সী আছে, তারা ভদ্র পরিবারে স্থান করিয়ে দেয়। আমি যেই ঢুকেছি আমাকে বল্ল, ইণ্ডিয়ান ত? আমি বল্লুম, হ্যাঁ। মেয়েটি বল্ল, দুঃখিত হলুম। 'Mother India' পড়ে কেউ ইণ্ডিয়ানদের ঘরে নিতে রাজি নয়। আমি মুখ শুকিয়ে ফিরে আস্‌ছিলুম। মেয়েটি পিছু ডেকে বল্ল, দেখুন, বেশী দূরে ও বেশী দরে থাক্‌তে প্রস্তুত আছেন? আমি বল্লুম, যদি আমাকে নেয়। মেয়েটি ফোন কর্‌ল, মিসেস্ উইল্‌স্ বাড়ী আছেন?…আছেন? আমি হার্ভে এণ্ড হার্ভে থেকে কথা কইছি। আপনারা একটি ইণ্ডিয়ান যুবককে নিতে রাজি আছেন?…রাজি আছেন! তাঁকে আপনার ঠিকানা দেব? …ধন্যবাদ। তারপর আমি ডাকঘরে গিয়ে নিজেই একবার ফোন কর্‌লুম। ভারি মোলায়েম গলা। বল্লেন, আমরা এই প্রথম বাইরের লোক নিচ্ছি বলে কিন্তু একটি সর্ত্ত করেছি। আমি বল্লুম, কি সর্ত্ত? তিনি বল্লেন, সেটি এই যে আমাদের যদি আপনাকে ভাল না লাগে আমরা আপনাকে একমাসের বেশী রাখ্‌ব না। সর্ত্তটা দু'তরফা। আপনার যদি আমাদেরকে ভাল না লাগে আপনিও একমাসের বেশী থাক্‌তে বাধ্য নন্। আমি বল্লুম, সেই ন্যায়সঙ্গত।"

"বাড়ী না দেখেই কথা দিয়ে ফেল্লি?"

"একমাসের জন্য একটা অভিজ্ঞতা হয়েই যাক না? অন্তত লণ্ডনের আরেকটা পাড়া দেখা হবে।"

৫

বাদল চলে গেলে পরে বাদলের বাবাকে চিঠি লেখ্‌বার ভার সুধী বিনা দ্বিধায় নিল। কাকামশাই তারই হাতে বাদলকে সঁপে দিয়েছেন।

তার চিঠির উপর তাঁর যতটা আস্থা বাদলের চিঠির উপর ততটা নেই। তিনি ভালই জান্‌তেন যে বাদল সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী ও অজ্ঞ। দরকারী টেলিগ্রামকেও সে ছেঁড়া কাগজের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে থাকে, রেজিষ্ট্রী করে রসিদ নিতে ভুলে যায়, বাজার কর্‌তে পাঠালে দোকানদার যে দর হাঁকে সেই দর দিয়ে আসে—ওসব কথা দূরে যাক্, ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কিন্‌তে জানে না। কোনোবার বাদল যদি বা ট্রেনে ওঠে তার জিনিষ ওঠে না। কোনোবার তার জিনিষপত্র যদি বা ট্রেনে ওঠে সে নিজে ওঠে না। প্রায়ই তার চশমা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলে, "সুধীদা, তুমি দেখেছ?" সুধী তার কান দুটো মলে কান থেকে চশমাটাকে টেনে বের করে। তখন বাদল বলে, "How funny! চশমাটা সারাক্ষণ চোখেই ছিল, তা নইলে সেটাকে খুঁজে বেড়াবার মত দৃষ্টিশক্তি যে থাকৃত না।"

এই অসহায় ছেলে বিরাট লণ্ডন শহরে অপরিচিতদের সহিত একাকী বাস কর্‌বে! সে সরকারকে যতক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুর্‌ত ততক্ষণ মোটর চাপা পড়্‌বার সম্ভাবনা ছিল না। এখন নিষ্কর্ম্মার মত টো-টো করে বেড়াবে—আইন পড়া ত তিন মাসে ছয়দিন ডিনার খেয়ে আসা?

সৌভাগ্যক্রমে সুধী ও বাদল উভয়েরই বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। সুধী প্রত্যহ একবার করে রাত্রে ফোন করে খবর নেয়। "দিনটা কেমন কাট্‌ল?"—"বেশ, চমৎকার। আজ গেছলুম Gray's Innএ ভর্ত্তি হতে। কিছুতেই নিতে চায় না। ইণ্ডিয়ান কম নিয়ে থাকে। বল্লুম, আপনিও যেমন ব্রিটিশ আমিও তেমনি ব্রিটিশ। এই দেখুন পাসপোর্ট। এই Innএর উপর আমার জন্মগত অধিকার। পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করে বল্ল, আপনার বাবা ম্যাজিষ্ট্রেট্? তবে ত আইনের চর্চ্চা আপনার বংশগত। তারপর ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেলুম। চেক লিখে দিয়েছি।"

"দিনটা কেমন কাট্‌ল ?"—"খুব ভাল, ধন্যবাদ। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটিয়েছি। Devon, glorious Devon—সেইখানে তাঁর ও তাঁর স্বামীর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন। কতরকম অবস্থা পর্য্যায়! ওঃ সে অনেক কথা। আজ আমাকে এক্সকিউস্ কর! গুড্ নাইট।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্যবাদ' ও 'এক্সকিউস্ কর!' এই তার আত্মীয়তম বাদল। সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। তার নিজের দিক থেকে বাদলের প্রতি স্নেহ কমেনি ত? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাকে না দেখিয়ে মাসিকপত্রে লেখা ছাপিয়েছিল বলে বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করেছিল বল্লে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "কিরে আমার উপর রাগ করিস্‌নি ত ?"—"না, রাগ কর্‌ব কেন ? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি বলে বল্‌ছ ? রোসো, আগে মিউজিয়ামে ভর্ত্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আস্‌তে চাইছ ? অনেক দূর—অনেকগুলো চেঞ্জ। কাজ কি এত কষ্ট করে ?"

এর পর সুধী বাদলকে ফোন করা কমিয়ে দিল। কাকামশাইকে চিঠি লেখ্‌বার সময় এলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বল্‌বার আছে ?"—"কিছুই বল্‌বার নেই, ধন্যবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি নিয়ে সুধী মুস্কিলে পড়্‌ল। বাদল চলে যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুল্‌তে সংকোচ বোধ কর্‌ল। কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তখন সুধী ভাব্‌ল উজ্জয়িনীর ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুল্‌ল।

বেশী নয়, ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। তাতে আছে, গুড্‌মর্ণিং

মিষ্টার সেন, বিলেতে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগ্‌ছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হল? শুনেছি ওখানে একটা ভাল চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি পড়ে ভাল বুঝ্‌তে পারিনে। অলিভ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইব্‌সেন থেকে কি উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভাল আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রী উজ্জয়িনী।

পুনশ্চ:—ওখানে কি বড় শীত? বরফ পড়্‌ছে বুঝি? বেশী বাইরে বেরবেন না। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে সময়মত প্রতিকার না করলে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাক টিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্বাদ জান্‌বেন।

৬

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলেনি। সুধীও জিজ্ঞাসা করেনি। সুধী জান্‌ত ব্যাপারটা যদি সুখের হত তবে বাদল আপনা থেকেই বল্‌ত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়েছে, তাকে দেখ্‌তে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয়নি। মনে মনে তার একটি প্রতিমা গড়্‌বার পক্ষে মালমস্‌লা তার চিঠি। সুধী কল্পনা কর্‌ল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তের চোদ্দ, দেখ্‌তে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। সুজেতের মত মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মত চিড়িয়াখানার কৌতূহলী অথচ বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কি লিখ্‌বে? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখার থেকে কঠিন। দু'জনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতি-সম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে।

"দিনটা কেমন কাট্‌ল ?"—"খুব ভাল, ধন্যবাদ। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটিয়েছি। Devon, glorious Devon—সেইখানে তাঁর ও তাঁর স্বামীর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন। কতরকম অবস্থা পর্য্যায়! ওঃ সে অনেক কথা। আজ আমাকে এক্সকিউস্ কর! গুড্ নাইট।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্যবাদ' ও 'এক্সকিউস্ কর!' এই তার আত্মীয়তম বাদল। সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। তার নিজের দিক থেকে বাদলের প্রতি স্নেহ কমেনি ত? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাকে না দেখিয়ে মাসিকপত্রে লেখা ছাপিয়েছিল বলে বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করেছিল বল্লে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কিরে আমার উপর রাগ করিস্‌নি ত?"—"না, রাগ কর্‌ব কেন? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি বলে বল্‌ছ? রোসো, আগে মিউজিয়ামে ভর্ত্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আস্‌তে চাইছ? অনেক দূর—অনেকগুলো চেঞ্জ। কাজ কি এত কষ্ট করে?"

এর পর সুধী বাদলকে ফোন করা কমিয়ে দিল। কাকামশাইকে চিঠি লেখ্‌বার সময় এলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বল্‌বার আছে?"—"কিছুই বল্‌বার নেই, ধন্যবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি নিয়ে সুধী মুস্কিলে পড়্‌ল। বাদল চলে যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুল্‌তে সংকোচ বোধ কর্‌ল। কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তখন সুধী ভাব্‌ল উজ্জয়িনীর ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুল্‌ল।

বেশী নয়, ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। তাতে আছে, গুড্‌মর্ণিং

মিষ্টার সেন, বিলেতে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগ্‌ছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হল? শুনেছি ওখানে একটা ভাল চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি পড়ে ভাল বুঝ্‌তে পারিনে। অলিভ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইব্‌সেন থেকে কি উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভাল আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রী উজ্জয়িনী।

পুনশ্চ :—ওখানে কি বড় শীত? বরফ পড়্‌ছে বুঝি? বেশী বাইরে বেরবেন না। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে সময়মত প্রতিকার না কর্‌লে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাক টিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্ব্বাদ জান্‌বেন।

৬

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলেনি। সুধীও জিজ্ঞাসা করেনি। সুধী জান্‌ত ব্যাপারটা যদি সুখের হত তবে বাদল আপনা থেকেই বল্‌ত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়েছে, তাকে দেখ্‌তে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয়নি। মনে মনে তার একটি প্রতিমা গড়্‌বার পক্ষে মালমস্‌লা তার চিঠি। সুধী কল্পনা কর্‌ল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তের চোদ্দ, দেখ্‌তে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। সুজেতের মত মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছে না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মত চিড়িয়াখানায় কৌতূহলী অথচ বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কি লিখ্‌বে? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখার থেকে কঠিন। দু'জনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতি-সম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে।

সুধী লিখ্‌ল :—

কল্যাণীয়াসু,

আমি বাদলের জ্যেষ্ঠ—অতএব আপনারও। বাদল নানা কাজে ব্যস্ত। তার চিঠিপত্র আমাকেই পড়্‌তে হয়। আমি তার কেবল অগ্রজ নই, সচিব ও সখা। উপরন্তু সেক্রেটারী। সেই অধিকার এ পত্র লিখ্‌ছি। এটি আপনার পত্রের উত্তর।

বাদলের শারীরিক কুশল। সে থাকে দক্ষিণ পশ্চিমে, আমি উত্তর পশ্চিমে। সম্প্রতি কিছুকাল দেখা হয়নি, কিন্তু প্রায়ই ফোন-যোগে কথাবার্ত্তা হয়। উদ্বেগের কারণ নেই। সে ভাল জায়গাতেই আছে।

চিড়িয়াখানা এখনো দেখ্‌তে যাইনি। আমার বোন মার্সেল টিউবে কিম্বা বাসে চড়্‌লে অসুস্থ হয়ে পড়ে, জানিনে তার কি অসুখ আছে। তাকে না নিয়ে একা গেলে সে মনে কষ্ট পাবে। ভেবেছি একদিন তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যাব। কিন্তু লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ী বড় একটা দেখ্‌তে পাইনে।

ফরাসী ডাকটিকিট কাছে নেই, আনিয়ে দেব। উপস্থিত বেলজিয়ান ডাকটিকিট পাঠাচ্ছি।

আমার পত্র যদি আপনার পছন্দ হয় ত ভবিষ্যতে যে পত্র লিখ্‌ব তাতে সাহিত্যের কথা থাকবে। আপনার বাবাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আপনি আমার প্রীতি নমস্কার জান্‌বেন। ইতি।

নিবেদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সুধী ভাব্‌ল কনিষ্ঠাকে আপনি বলাটা ঠিক হল না। কিন্তু প্রথম চিঠিতেই বা 'তুমি' লিখি কি করে? একে ত

সে বাদলের চিঠির বদলে আমার চিঠি পেয়ে বিষম অভিমান করবে। বাদলটা এমন পাগলা। নিজের মন নিয়ে ব্যাপৃত, পরেরও যে মন বলে কিছু আছে সে খবর রাখে না। বিয়ে করলে বদলাবে ভেবেছিলুম। কই, কোনো পরিবর্ত্তন ত দেখলুম না। যে কে সেই। কিন্তু চিরদিন সে এমন থাকবে না, থাকতে পারে না। ইংলণ্ডের মোহ টুটলে দেশের টান দুর্ব্বার হবেই। তখন তার স্মৃতিকে ও স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করবে দেশরূপিণী একটি নারীমূর্ত্তি। তখন উজ্জয়িনীর আর কোনো ক্ষোভ রইবে না। দীর্ঘ সঞ্চিত অভিমান আনন্দাশ্রুপ্রবাহে ধৌত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সুধী তার নিজের পড়া ও পড়ানতে মন দিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে শীতপ্রধান দেশে গেলে গরম পোষাক পরতে হয়, গরম ঘরে থাকতে হয়, যে খাদ্য থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায় তেমন খাদ্য খেতে হয়। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে দেহের একটা বনিবনা ঘটাতে হয়। সুধী ভাবল, শুধু তাই? এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে এলুম। এ দেশের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পশু-পক্ষী-ওষধি-বনস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে না? শকুন্তলা আশ্রমতরু ও আশ্রমমৃগদের কাছে বিদায় নিয়েছিল, আমি আগমন সংবাদ জানাব। তোমরা ছিলে, আমি এলুম। তোমরা আমাকে স্বীকার কর, আমি তোমাদেরকে স্বীকার করি।

সুধীর পড়ার ঘরের জানালা খুললে দৃষ্টিপথে পড়ে বহুদূরবিস্তৃত মাঠ। ওর উপর উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ইংলণ্ডের সকল মাঠের মত এটিও অসমতল। কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপত্যকা। একটি সেতু। Asphalt পিহিত রাজপথের দ্বারা যেন মাঠের কোমল গাত্র ছড়ে গেছে।

সুধী মনে মনে বল্ল, "তোমরা প্রতিদিন একটু একটু করে আমার

অঙ্গ হবে, আমি প্রতিদিন একটু একটু করে তোমাদের অঙ্গ হব। আমি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাব তখন যাব অথচ যাব না। যেখানেই যাই তোমরা আমার সঙ্গে চল্‌বে।

৭

কয়েক দিন থেকে অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়্‌ছে। রবিবার। বের হবার তাড়া নেই, বের হয়ে সুখ নেই। সুধীর ঘরে কয়লার আগুন জ্বল্‌ছিল, সুধী চেয়ারটাকে আর একটু টেনে নিয়ে আগুনের উপর হাত রাখ্‌ল। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত জমে গেছে। কলম ধরে লিখ্‌তে বস্‌লে কলম চলে না।

কাল রাত্রে উজ্জয়িনীর আর একখানি চিঠি এসেছে। উজ্জয়িনী উত্তরের জন্য দেড়মাস অপেক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত নয়। উত্তর ত যথাকালে পাবেই, এই ভরসায় সে যখন তার লিখ্‌তে ভাল লাগে তখন লিখ্‌বার অনুমতি চায়। অবশ্য বাদলের কাছে।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সুধীকে আকুল করেছিল। তন্ন বিন্ধ্যা যন্ন দীয়তে। সুধী প্রতিদিন যা আহরণ কর্‌ছে তাকে মনের রসায়নে স্বকীয় করে কারুর কাছে ধরে দেবার তাড়না অনুভব কর্‌ছিল। আগে ছিল বাদল। বাদলের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় তার চিন্তা তার কাছে স্পষ্ট হত। মুখ কি বলে কান তা শোন্‌বার জন্য লালায়িত। হাত কি লেখে চোখ তা দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব। নিজের ভিতরে কেমন মৌচাক বাঁধা হচ্ছে মন সে বিষয়ে কৌতূহলী।

উজ্জয়িনীকে লিখ্‌বার দ্বারা ডায়েরী লিখ্‌বার অপ্রীতিকর দায় এড়ান যায়! ডায়েরীতে মাত্র একটি মন আপনাকে মন্থন করে অবসন্ন হয়। চিঠিপত্র দুটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত। তোমার ভাবের করাঘাতে আমার

ভাবের ঘুম ভাঙ্‌বে। আমার ভাবনার ঢিল লেগে তোমার ভাবনার মৌচাক থেকে মধু ক্ষর্‌বে।

সুধী কিছুক্ষণের জন্য নীচে নেমে গেল। বল্ল, "মাদাম, মার্সেলকে সুজেৎ পিয়ানো বাজাতে শেখাচ্ছে, ভালই। যেন উপরে উঠ্‌তে দেয় না। আমার এখন অন্য কাজ।"

উজ্জয়িনীর চিঠিখানা আর একবার পড়্‌ল। সাদা কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়ে রুল টানা। হাতের লেখাটি ঝর্‌ঝরে। অক্ষরগুলি কাঁচা। উত্তরের অপেক্ষা না করে মাঝে মাঝে চিঠি লিখ্‌বার সংকল্প জানিয়ে উজ্জয়িনী লিখ্‌ছে :—

লরেন্সের বইগুলো গোড়া থেকেই বেহাত হয়েছে। দিদিরা পড়্‌তে নিয়ে ফেরত দেয়নি। মেজদি নাকি মাকে লিখেছে, লরেন্সের বই খুকীর হাতে দেওয়া যায় না। তার বদলে ওকে আমি Fairy tales কিনে দেব। ইস্‌! তবু যদি আমার বয়স সতের না হত। আচ্ছা বলুন দেখি কেন ওরা আমাকে খুকী বলে ক্ষ্যাপায়। কেউ কেউ বলে পাগ্‌লী। আমি বাবাকে বলে দিই। বাবা বলেন, যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস্‌নে কিছু। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমি পাগ্‌লী?

এতগুলো নভেল নাটক দেখে বাবার চক্ষু স্থির। বল্লুম, বাবা বুঝিয়ে দাও। বাবা বল্লেন সময়ের অপব্যয়=আয়ুক্ষয়। এবং নাটক-নভেল পড়া =সময়ের অপব্যয়। তখন তিনি স্লেট পেন্‌সিল নিয়ে অঙ্ক কষ্‌ছিলেন। তাঁর অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ভাবলুম এখুনি বল্‌বেন, খুকী, বোস। সেদিন যে বল্‌ছিলুম্‌ একটা সাদা মোরগের সঙ্গে একটা কাল মুর্‌গীর যদি বিয়ে হয় আর তাদের যদি আটটা ছানা হয় তবে ছানাগুলোর রং কি কি হবে, সেই ধাঁধার জবাব দে।

কাজ নেই বাবা মুরগীর ছানার রংএর আঁক কষে। পড়্‌ছিলুম ইবসেনের "A Doll's House." পালিয়ে এসে বাগানে বসে শেষ করা গেল। কিন্তু অর্থ?—

উজ্জয়িনী আরো কিছু লিখে চিঠিখানার যথাবিধি ইতি করেছিল।

সুধী লিখ্‌ল:—

কল্যাণীয়াসু,

মিউজিয়ামের পাঠাগারে সে দিন বাদলের সঙ্গে দেখা। কখন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লুম, কথা আছে, মিউজিয়ামের বাইরে চল্। তার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক ছিল। বাদল বল্ল, এঁর নাম আলী। ইনি খবর এনেছেন এঁর ও আমার বন্ধু মিথিলেশকুমারীর অসুখ। দেখ্‌তে যাচ্ছি। তুমি আমাকে টিউব অবধি এগিয়ে দিতে পার?

পথে চল্‌তে চল্‌তে বল্লুম, বাদল, উজ্জয়িনী তোরই চিঠি চান, আমার চিঠি না। তোর কি সত্যিই সময় নেই? বাদল বল্ল, সত্যিই সময় নেই। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে তর্ক করা, বাজার করা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। মাঝে মাঝে ট্রেনে ও বাসে করে শহরে আস্‌তে কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা। এর পরে যেটুকু সময় থাকে সেটুকুতে বই কাগজ ঘাঁটা। আমি বল্লুম, সাতদিনে একখানা চিঠি লেখা। সত্যিই সময় নেই? বাদল বল্ল, বা রে। আজ Poppy day; তোমার গায়ে Poppy কই? একটি মেয়ের বাক্সে ছ'পেনী ফেলে বাদল বল্ল, এঁর কোটের বাট্‌ন্‌হোল্-এ একটি পপি পরিয়ে দিন্। মেয়েটি সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা বিদেশী পথিক দেখ্‌লে তার ইংরেজীজ্ঞান পরীক্ষা কর্‌বার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এগিয়ে আসে, বল্‌তে পারেন ক'টা বেজেছে? বাদলের মুখে ইংরেজী শুনে তাকে পরীক্ষার পাস নম্বর দিল। আমার

রবিঠাকুরী টুপীটি দেখে আমার ইংরেজীজ্ঞান সম্বন্ধে তার সন্দেহ দৃঢ় হল। বল্ল, এঁর কোটে বাটন্‌হোল্ ই নেই। এইখানে বলে রাখি আমার ওভারকোট খাস বিলিতী নয়।—আমি বল্লুম তবে পাপটি আমি আপনাকেই উপহার দিলুম।

টট্‌নহ্যাম কোর্ট রোড। টিউব ষ্টেশনে বাদলকে পৌছে দিয়ে আমি মিউজিয়ামে ফির্‌লুম। তারপরে আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল আপনার দ্বিতীয় পত্র এল। দেশ ছাড়্‌বার আগে যদি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আস্‌তুম তবে আপনার পত্রের যেখানে যেখানে পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে সেখানে সেখানে চোখ পড়বামাত্র মনের পর্দ্দার উপর ছবি জ্বলে উঠ্‌ত। দেখ্‌তে পার্‌তুম ইনি আপনার মেজ্‌দি, ইনি আপনার মা, ইনি আপনার বাবা। পত্রের উত্তর লিখ্‌বার সময় আঁধারে ঢিল ছুঁড়্‌বার মত হত না।

তবে আপনাকে আমি চিনি। পত্রের বাতায়নপথে দেখেছি, কল্পনায় বাকীটুকু বানিয়ে নিয়েছি। প্রতি পত্রে আপনি স্পষ্টতর হচ্ছেন। যেন একটি চেনা মানুষ দূর থেকে নিকটে আস্‌ছেন।

ইব্‌সেনের ডল্‌স্ হাউসের অর্থ কি? আমি যতদূর বুঝি, ঘর ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ঘর, বাহির ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাহির। তাঁতী তার বাড়ীতে বসে কাপড় বুন্‌ত, তাঁতিনীর সাহায্য নিত। এখন তাঁতী যায় কারখানার মজুর হয়ে, তাঁতিনী কুটীরে পড়ে থাকে। সমাজ ছিল গৃহের সমবায়। গৃহের দুটি চরণ—গৃহস্থ ও গৃহিণী। এক সময় দেখা গেল যে গৃহস্থ গৃহের ত্রিসীমানায় নেই, গৃহিণী গৃহ আগ্‌লে পড়ে আছে। পুরুষ আপিসে আদালতে পার্লামেণ্টে মিউনিসিপ্যালিটীতে স্ত্রীকে অর্দ্ধাসন দেয় না। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্তভঙ্গ হয়। স্ত্রী দাবী কর্‌ছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহধর্ম্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল।

যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে সেটা যেন একটা খেলাঘর। সেখানে পুরুষ একটু আমোদ কর্‌বার জন্য ক্লান্তি দূর কর্‌রার জন্য সেবা লাভ কর্‌বার জন্য আসে। স্ত্রীকে নিজের ভাবনায় ভাগ নিতে দেয় না; স্ত্রীর ভাবনার ভাগ নিতে বল্লে ক্লাবে বেরিয়ে যায়।

নারীর বিদ্রোহ মূলত এই নিয়ে। নারী সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গিনী হবে। পুরুষশূন্য গৃহে গৃহিণী হয়ে তার সার্থকতা নেই। আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ইব্‌সেন প্রমুখ মনীষীর মনের কথা।

দরজায় ছুটি টুক্ টুক্ করে টোকা মারার শব্দ শুনে সুধীর ধ্যানভঙ্গ হল। সে বল্ল, "আয়।" কিন্তু মার্সেল দরজা খুল্‌বামাত্র যে ঘরে ঢুক্‌ল সে মার্সেলের কুকুর "জ্যাকী।" ছুই পায়ে দাঁড়িয়ে জ্যাকী সুধীর কাঁধে ছুটি পা রাখ্‌ল। তার জিব লক্ লক্ কর্‌ছে, চোখ ছুটি একবার সুধীর মুখে একবার টেবিলের উপর রাখা চিঠিতে কি যেন অন্বেষণ কর্‌ছে। মার্সেল ছুটে এসে তাকে নামাবার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত হল। বল্ল, "যা, যা-আ, যা।" বিরক্তিতে তার কান্না পেতে লাগ্‌ল। কুকুরটা তার হুকুমে নীচে থেকে তার সঙ্গে উঠে এসেছে, তার বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকে মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর কোল জুড়ে বসেছে। "ওঃ! ওঃ! যায় না কেন? যা, যা—।" রীতিমত নরে বানরে যুদ্ধ।

নীচে থেকে সুজেৎ দৌড়িয়ে এল। খোলা দরজায় টোকা মার্‌তেই সুধী তার দিকে তাকাল। সুজেৎ তার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হেসে বল্ল, "মার্সেল আপনাকে খবর দিতে এসেছিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সুধী বল্ল, "ওঃ তাই? আমি ভেবেছিলুম সার্কাস দেখাতে এসেছে। আয় রে মার্সেল।"

জ্যাকী পথ দেখাতে দেখাতে চল্ল, সুধীরা তার অনুগমন কর্‌ল।

প্রথম শীত

১

বাদলের সঙ্গে কতকাল গল্প করা হয়নি। এতদিনে ত লণ্ডনের ধারা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে, নূতনত্বের আকর্ষণে ছুটে বেড়াবার তাগিদ তেমন প্রবল নয়, রয়ে সয়ে দেখ্‌লে শুন্‌লে কোনোকিছু পালিয়ে যায় না। সুধী একদিন ফোন করে বল্ল, "বাদল, সাম্‌নের উইকেণ্ডে এ বাড়ীতে থাক্‌বি? জায়গা আছে।" বাদল বল্ল, "মিসেস্ উইল্‌সের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।"

মিসেস্ উইল্‌স্ রাজি হলেন। অতএব বাদলও। শনিবার সন্ধ্যায় মাদামের সদর দরজার বেল্ বাজ্‌ল। "আমি খুল্‌ব", "আমি খুল্‌ব," বল্‌তে বল্‌তে মার্সেল ও সুজেৎ ছুটে এল।

বাদল পুরাতন কুটুম্বের মত নিঃসংকোচে পাপোষে জুতো ঝাড়্‌ল, ষ্ট্যাণ্ডে টুপি ওভারকোট লট্‌কাল, লাউঞ্জে প্রবেশ করে একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ে আগুনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। তার সুটকেসটা নিয়ে মার্সেল ও সুজেৎ কাড়াকাড়ি কর্‌ছে, কেউ কাউকে সিঁড়িতে উঠ্‌তে দিচ্ছে না, দুজনেই স্বল্পভাষী বলে শুধু উভয়ের "উঃ" "আঃ" "না" ইত্যাদি অনুযোগ সূচক অব্যয় শব্দ কানে আস্‌ছিল।

সুধী সেই ঘরেই বসেছিল। বল্ল, "ভেবেছিলুম তুই এখানে চা খাবি।"

বাদল বল্ল, "খাবই ত। খাওয়াও না এক পেয়ালা? অবশ্য শুধু চা, আর কিছু না। কি ভয়ানক ঠাণ্ডা!"

সুধী চায়ের কথা মাদামকে বলে এল।

বাদল বল্ল, "জ্বালাতন করেছে সারাদিন। তর্ক আমি কর্‌তে ভালবাসি শুন্‌তেও ভালবাসি। কিন্তু কেবল বুলি, কেবল ধুয়ো, কেবল কুড়িয়ে পাওয়া ঘসা পয়সার মত বিশেষত্ববিহীন সর্ব্বজনব্যবহৃত বচন।"

সুধী জান্‌ত জিজ্ঞাসা না কর্‌লেও ব্যাপারটা কি তা বাদল আপনা থেকেই বল্‌বে। বাদল বল্ল, "কে বলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে! বি-এ এম্‌-এ পাস করার নাম শিক্ষিত হওয়া নয়। নেতি নেতি করে ভাব্‌তে শেখা চাই। লোকে যেটাকে সত্য মনে কর্‌ছে সেটা নাও হতে পারে সত্য।"

সুধী দেখ্‌ল আসল ঘটনাটা বাদলের মনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অনেকখানি মাটী খুঁড়্‌লে তবে ঘটনারত্নটি উদ্ধার হবে। সুধী ভাব্‌ল, এক কোপ মেরে দেখি যদি উদ্ধার হয়।

সুধী বল্ল, "মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে জোর তর্ক হয়ে গেল বুঝি?"

বাদল যেন ধরা পড়ে গেল। হঠাৎ ঘেমে বল্ল, "আগুনের এত কাছে বসা ঠিক হয়নি।" একটু দূরে সরে বসে বল্ল, "কি বল্‌ছিলে, না, মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে না। তাঁর একটি নূতন বাহনের সঙ্গে। হা-হা-হা। দেবীদের বাহনরা ত সাধারণত চতুষ্পদ হয়েই থাকে। ভুলে যাচ্ছি কি তাঁর নাম—বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কিম্বা সেই রকম কিছু। লোকটির বহিরঙ্গ ঠিক আছে, খুব স্মার্ট পোষাক পরিচ্ছদ। চোখে প্যাঁস্‌নে। কি পড়েন জানিনে।"

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাদল বল্ল, "ভাল কথা, একটা হাসির কথা তোমাকে জানাই। মিথিলেশকুমারী বব্‌ করেছেন। শুধু তাই নয়। ছিলেন মিসেস্‌ দেবী, হয়েছেন মিস্‌ দেবী। হা হা হা!"

মিথিলেশকুমারী কে তাই সুধী জান্‌ত না। শুধু নাম শুনেছিল। জান্‌বার আগ্রহ তার ছিল না।

বাদল বল্ল, "বিন্ধ্যেশ্বরীজীর ধারণা স্ত্রীস্বাধীনতা এদেশের মেয়েদেরকে মাতৃত্বের অযোগ্য করে তুলেছে। বলেন, How can a typist make a good mother? বেচারি টাইপিষ্টের অপরাধ সে হাঁড়ি ঠেলে সময় কাটায় না, টাইপরাইটার খট্‌খট্‌ করে সময় কাটায়। কিছুদিন আগে বাবুদের বুলি ছিল—সতীত্ব গেল গেল। এখনকার বুলি মাতৃত্ব গেল গেল!"

মসিয়ে রান্নাঘরে মাদামের সঙ্গে কথা বল্‌ছিল। বাদলের গলা শুনে বস্‌বার ঘরে এল। যথারীতি অভিবাদনের পর বল্ল, "মিস্‌তার সেনের শীতটা কেমন লাগ্‌ছে?"

বাদল উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্ল, "চমৎকার!"

"চমৎকার! এই দারুণ শীত বৃষ্টি কুয়াসা! কয়েকদিনের মধ্যে বরফ পড়্‌বে—"

মসিয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাদল বল্ল, "তবে ত আরো চমৎকার হয়। ইংলণ্ডে থেকে সুইটজারলণ্ডে থাকা যাবে। স্কেট করা যাবে, শী করা যাবে।" বাদলের কল্পনা সর্ব্বত্র বরফ দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বাদল অন্যমনস্কভাবে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হাঁ, ইংলণ্ডের শীতকালটা চমৎকার। খুব শীত করে বটে, কিন্তু কয়লার আগুন পোহাতে কেমন মিষ্টি লাগে! গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাক্‌লে বাইরে ভিজেও আরাম আছে। কুয়াশায় সাম্‌নের মানুষ দেখা যায় না, তবু আমি মাইল চারেক হেঁটে বেড়িয়েছি, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগাইনি।"

খাবার ডাক পড়্‌ল।

খেতে খেতে বাদল বল্ল, "শুন্‌বে মাদাম, আমার কতটা উন্নতি

হয়েছে ? ভারতবর্ষের মানুষ হাজার সাহেব সাজুক তার সাহেবিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে গোমাংস খাওয়া। সে পরীক্ষায় ফেল করাটাই নিয়ম, না করাটা নিপাতন। যার একে একে সব সংস্কার গেছে তার ঐ একটি সংস্কার যায় না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা লড়াই করেছি, তোমাদের এখানেও। কিন্তু জয়লাভ করলুম এই সেদিন, সেও অপরের ষড়যন্ত্রে। শুন্‌বে ঘটনাটা ?”

সুধীর মুখে খাবার রুচ্‌ছিল না। বাদল, তার বাদ্‌লা, গোমাংস খেতে শিখেছে! কখনো বিশ্বাস হয়! না খাওয়াটা হতে পারে কুসংস্কার, হতে পারে অযৌক্তিক। তবু ভারতবর্ষের অতি দীর্ঘ ইতিহাস ও অতি ব্যাপক লোকমত কি কিছুই নয়!

পরদিন উপরের ঘরে বাদল ও সুধী আগুন পোহাচ্ছে। অগ্নি-স্থলীর পার্শ্বে বাদলের পিতার চিঠি। কাল রাত্রের ডাকে এসেছে।

তিনি লিখেছেন, সুধী ও বাদল যেন পাশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যেন পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত হয় না। যাহা ভাল তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

বাদল বল্ল, “জগতের ইতিহাসে কি চিরকাল এই চল্‌তে থাক্‌বে ?”

সুধী বল্ল, “কি চল্‌তে থাক্‌বে ?”

বাদল নিজের চিন্তায় বিভোর থেকে ভাবে, সকলেই বুঝি সেই একই চিন্তায় বিভোর। সুধীদার পাল্টা প্রশ্ন শুনে তার কাণ্ডজ্ঞান ফির্‌ল। সে বল্ল, “আমি ভাব্‌ছিলুম প্রবীণের সঙ্গে নবীনের এই

যে ভাবনা-বৈষম্য, এই যে দুরকম ইডিয়ম ব্যবহার করা, এর কি প্রতিকার নেই ?"

বাদল কি উপলক্ষে অমন কথা পাড়্‌ল সুধী ধর্‌তে পার্‌ল না। বল্ল, "হঠাৎ একথা তোর মনে উঠ্‌ল কেন ?"

"দেখ্‌লে না, বাবা লিখেছেন, যাহা ভাল তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ? তুমি লিখ্‌লে লিখ্‌তে ও কথা ?"

বাদল অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌ল, "যাহা ভাল তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।" হঠাৎ খাড়া হয়ে আলস্য ভেঙ্গে বল্ল, "বাবা একটু কষ্ট করে একটা বাংলা অভিধান পাঠালে পার্‌তেন। 'ভাল' 'মন্দ' এ দুটো কথার অর্থ কি, সংজ্ঞা কি, সীমানা কতদূর—কে আমাকে বুঝিয়ে বল্‌বে ? বাংলা ভাষার উপর আমার তেমন দখল নেই।"

বাদল পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে চিন্তা ও তর্ক কর্‌তে ভালবাসে। কিছুক্ষণ বাদে বল্ল, "কোনো দুজন মানুষের পক্ষে একই জিনিষ ভাল নাও হতে পারে একথা আমরা তরুণরা দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এই ধর বৃষ্টি। চাষারা দুহাত তুলে আনন্দ জানাচ্ছে। বাবুরা গজ্‌ গজ্‌ কর্‌ছে। মসিয়ে খক্ খক্ করে কাশ্‌ছে আর আমি ত খুব খুসীই হয়েছি। কিম্বা ধর বরফ। অনেকে পা পিছ্‌লে পড়ে হাড়-গোড় ভাঙ্গ্‌বে। অনেকে পিছ্‌লাতে পিছ্‌লাতে নক্সা কাট্‌তে কাট্‌তে স্কেট্ কর্‌বে। মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প হচ্ছিল। তিনি বল্লেন কারুর পৌষ মাস কারুর সর্ব্বনাশ।"

সুধী বল্ল, "তথাপি স্বীকার কর্‌তেই হবে যে 'ভাল' ও 'মন্দ' এক নয়। এবং 'মন্দ'কে ছেড়ে 'ভাল'কে নিতে হবে।"

"নেমে আসুন, নেমে আসুন, মশাইরা। গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখ্ছেন নাকি ?

মাদাম বল্ল, "আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দিচ্ছিনে, মসিয়ে। এইখানে খেতে হবে, গল্প কর্তে হবে।"

মসিয়ে (মাদামের স্বামী) বল্ল, "হাঁ মসিয়ে, আজ আপনাকে আমরা ছাড়্ছিনে। কাল মিস্তার সেন এসেছেন, আজ আপনি।"

বাদল যে এ বাড়ীতে ছিল না দে সরকার সে কথা জান্ত না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ফাঁস করে দেওয়া দে সরকারের স্বভাব নয়। তার ওভারকোট খুলে দিতে মসিয়ে এগিয়ে এল, সুজেৎ তার টুপি চেয়ে নিল, দে সরকারের আপত্তি কেউ গ্রাহ্য কর্ল না।

মসিয়ের সঙ্গে সিগ্রেট বিনিময় হয়ে গেলে দে সরকার সুধীকে বল্ল, "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়। আমার কিছু বল্বার আছে।"

সুধী বল্ল, "বল্তে আজ্ঞা হোক্।"

"এমন দুর্যোগে দিশী খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের—না অন্তত আপনার—মন চায়। মিষ্টার সেন অবশ্য ইংরেজ।"

বাদল বল্ল, "মাঝে মাঝে মুখ বদ্লাতে ইংরেজেরও আপত্তি নেই।"

সুধী বল্ল, "কিন্তু খিচুড়ি পাই কোথা ?"

"সেই কথাই ত নিবেদন কর্তে যাচ্ছি। মশাইরা যদি দয়া করে গরীবের গ্যারেটে পদার্পণ করেন তবে আমি স্বহস্তে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াই। তবে আমার হাতে খেলে যদি জাত যায়—"

দে সরকারের দুষ্টুমি বাদলকে হাসাল। সে বল্ল, "তবে আমরা কিছু গোবরের জন্য ভারতবর্ষে চিঠি লিখ্‌ব।"

"তা যদি বলেন গোরু এদেশেও দেখা যায়। কিন্তু মিস

মেয়ো আমাদের বদ্‌নাম রটিয়েছে যে অপরে খায় গোরু আর আমরা খাই গোবর। সেই থেকে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করছে। যাক্ ও কথা। খিচুড়ি খাবেন গরীবের গ্যারেটে? এ বেলা নয় ও বেলা।"

বাদল বল্ল, "রাজি। আমার জীবনে এমন সুযোগ ত আসে না।"

সুধী বল্ল, "মাদামকে খবরটা দিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

দে সরকার বল্ল, "ফোন নম্বর জানা থাক্‌লে ফোন দ্বারা নিমন্ত্রণ কর্‌তুম। অবশ্য ত্রুটি মার্জ্জনা কর্‌তেন। এতখানি আসা কি কম হাঙ্গাম? টিউব, বাস্, শ্রীচরণ। কবে এরোপ্লেনের দাম কম্‌বে, আমাদের দুঃখ দূর হবে!"

বাদল দরদের সহিত বল্ল, "বাস্তবিক।" যদিও এরোপ্লেনের কর্কশ গুঞ্জন বাদলের হেণ্ডন ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল।

বাদল জান্‌ত না দে সরকার তার উপর রাগ করে তাকে এতকাল বর্জ্জন করেছিল, সুধীও জান্‌ত না। দে সরকারের সঙ্গে যে আর দেখা হয় না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। লণ্ডনে কে কার খবর রাখে? বিরাট শহর—কল্‌কাতার আটগুণ বড়। যার সঙ্গে একবার কোনো সূত্রে আলাপ হয়ে যায় তার সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয় না।

বাদল বল্ল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা মির্যাক্ল, মিষ্টার দে সরকার।"

দে সরকারের রাগ পড়ে গেল। সে বানিয়ে বল্ল, "আপনার সঙ্গে সন্ধি কর্‌বার জন্যই এতদিনে এ বাড়ীতে আসা। আগে আসিনি বলে মাফ কর্‌বেন।"

বোকা বাদল বুঝ্‌তে পারল না যে দে সরকারের সম্প্রতি বান্ধবীবিচ্ছেদ

ঘটেছে, তাই সে সুজেতের সন্ধানে এসেছে। বাদল বল্ল, "আগে এলে আমাকে পেতেন না। আমি পাট্নীতে উঠে গেছি।"

দে সরকার বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা দে সরকারের স্বভাব নয়। সে বল্ল, "ওঃ পাট্নী! চমৎকার জায়গা! পাট্নী হীথ্—খোলা ময়দান। সুখে আছেন। সেবার পাট্নী হীথে বেড়াতে বেড়াতে—"

৪

দে সরকার বিনয় বশত গ্যারেট বলেছিল বটে, কিন্তু ঘরখানি তার সুধীর ঘরেরই মত উপরতলার একটি ঘর।

দে সরকার বল্ল, "বসুন। অমন করে কি দেখছেন? এই ঘর-খানার প্রত্যেক ইঞ্চির একটি করে ইতিহাস আছে। ঐ চেয়ারখানিতে একজন বস্‌ত, ঐ ওয়ালপেপার একজনের পছন্দ মত বসান, ঐ টাইম্‌পীস্ একজনের উপহার।"

বাদল ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে পরে জিভ কাট্‌ল, "ঐ একজনটি কে?"

"সে কি একটি? তিনজনের উল্লেখ কর্‌লুম, মিষ্টার সেন। কিন্তু মিষ্টার সেন কেন বলছি? আপনাকে ত আগে 'সেন' ও 'তুমি' বল্‌তুম।"

বাদল সতর্ক হয়ে নিয়েছিল, কৌতূহল জ্ঞাপন কর্‌ল না। 'Sunday Times' উল্টাতে লাগ্‌ল। সুধী ও দে সরকার খিচুড়ির উদ্যোগ করতে বস্‌ল।

দে সরকারের কাবার্ডে ডাল চাল নুন ঘী (মাখন) ইত্যাদি মজুত ছিল। 'Barber's Bellatee Bungalow' থেকে খরিদ করা। কিছু বড়ী বেরিয়ে পড়্‌ল, দেশ থেকে প্রেরিত। দে সরকারের

ভাণ্ডারে আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি এত রকম রসদ ছিল যে বহুতর ভারতীয় আহার্য্য প্রস্তুত করা যায়।

সুধী শুধাল, "আপনি কি প্রায়ই এই সব করেন নাকি ?"

"প্রায়ই। ঐ একটা বিষয়ে আমি এখনো খাঁটি বাঙ্গালী আছি। দেশের ধর্ম্ম বদ্‌লাক্, সমাজ বদ্‌লাক্, স্বরাজ হোক্, সোভিয়েট্ হোক্, কিন্তু আমাদের সনাতন রন্ধনকলাটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"—সকলে হাস্‌ল।

দে সরকার পাকা রাঁধুনি। সুধীও মন্দ রাঁধে না। দুইজনে মিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে খিচুড়ি, আলুর দম ও পায়েস বানাল এবং বড়ী ভাজ্‌ল। পড়ার টেবিলটা খাবার টেবিলে রূপান্তরিত হল, ওর উপর তিন গ্লাস জল রইল, কোথা হতে একটা ফুলদানীতে করে কিছু carnation ফুল উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল। কাবার্ড থেকে চাট্‌নী নাম্‌ল।

দে সরকার বল্ল, "সেনের খুব অসুবিধা হবে জানি—ছুরী কাঁটা নেই। তবে হাত ধোবার সময় গরম জল জোগাতে পার্‌ব।"

বাদলের অসুবিধা হচ্ছিল না বটে, কিন্তু খাবারের গায়ে আঙ্গুল ছোঁয়াতে কেমন-কেমন লাগ্‌ছিল, যেন আঙ্গুল অশুচি হয়ে যাচ্ছে। খোসগল্প কর্‌তে কর্‌তে খাওয়া যখন শেষ হল তখন সুধী বল্ল, "এমন তৃপ্তির সহিত ভোজন বহুদিন থেকে হয়নি।"

দে সরকার বল্ল, "এবার দক্ষিণা দিতে হবে নাকি, ঠাকুর ?"

"দিন্। এদেশে দক্ষিণা দিয়ে ভোজন কর্‌তে হয়, দক্ষিণা নিয়ে ভোজন করা ইংলণ্ডের মাটীতে আমিই প্রবর্ত্তন করি।"

দে সরকার একটি তিন-পেনী-মুদ্রা বাক্স থেকে বের কর্‌ল। আমাদের দুয়ানি আকারের রজতখণ্ড। বল্ল, "ঠাকুর, গত বড়দিনের নিমন্ত্রণে একজনদের বাড়ী থেকে এইটি অর্জ্জন করে এনেছিলুম—আমার ভাগ্যে

উঠেছিল। সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে এটিকে। আসল মানুষটিকেই যখন হারালুম তখন এটিকে কাছে রেখে কেন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাক্‌ব? আমি স্মৃতিভারমুক্ত হতে চাই।"—এই বলে তিন-পেনী-খণ্ডটি সুধীর হাতে গুঁজে দিল।

ঘরের ইলেক্‌ট্রিকের আলো হঠাৎ নিবিয়ে দিয়ে সুধী বল্ল, "বলুন আপনার কাহিনী।" সুধী বুঝ্‌তে পেরেছিল দে সরকার নিজের কাহিনী কারুকে বল্‌তে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাস কর্‌ছে।

দে সরকার বল্ল, "ভয়ে বল্‌ব, না, নির্ভয়ে বল্‌ব?"

"নির্ভয়ে।"

"তবে এই সর্ত্তে বল্‌ব যে আপনারাও আপনাদের কাহিনী বল্‌বেন।"

"উত্তম।"

দে সরকার আরম্ভ কর্‌ল :—

"আমার জীবনে একটার পর একটা প্রেম আসে আর আমাকে ধরাশায়ী করে রেখে যায়। আমার কাজকর্ম্ম যায় চুলোয়, আমার জীবনের ব্রত হয় ভঙ্গ, আমাকে আবার গোড়া থেকে গড়্‌তে হয়।

"ভাঙ্গা মেরুদণ্ড নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান কল্পনা কর্‌তে পারেন? কি অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ সেই পুনরুত্থান! ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে, উঠে দাঁড়াই, চলি। আবার লগুড়াঘাত। আর পারিনে। তবু পারি। মানুষ যে কত পারে তার ধারণা তার নিজের নেই। এইজন্যই ত আমার সন্দেহ হয় যে মানুষ আত্মবিস্মৃত সর্ব্বশক্তিমান। আত্মবিস্মৃত ভগবান।"

বাদল বাধা দিয়ে বল্ল, "ঐখানে আমার আপত্তি। ভগবান একটা fallacy, যেমন জাম্ববান একটা myth."

দে সরকার বলে চল্ল :—

"স্কুলজীবনের প্রেমকে আপনারা বল্‌বেন calf-love. আমার ভাল মনেও পড়ে না। এক এক জনের জীবন কি দীর্ঘ! আমি যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আছি। নিজের বাল্যকাল নিজের কাছে সত্য যুগের মত পুরাতন।

"কলেজে পড়্‌বার সময় যাকে পেলুম তার আসল নাম বল্‌ব না, আপনারা বাঙ্‌লা মাসিক পত্রে প্রায়ই তার নাম দেখ্‌তে পান্—"

বাদল বাধা দিয়ে বল্ল, "আমি ত বাঙ্‌লা মাসিকপত্র ভুলেও পড়িনে, আমার কানে কানে বলুন না?"

"পড়েন না সেটা আপনার সেকেলে সাহেবিয়ানা, সেই প্রাঙ্-মাইকেল যুগের। লর্ড সিংহের মত লোক যা পড়েন আপনি তা পড়েন না; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা—যাতে থাকে আপনি তা পড়েন না। Shame!"

সুধী উদ্বিগ্ন হয়ে বল্ল, "বাদলকে ভুল বুঝ্‌বেন না, দে সরকার। বাঙ্‌লা সাহিত্য ওর বেশ ভাল করে পড়া আছে এবং রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই ওর লাইব্রেরীতে। কিন্তু বাঙ্‌লা মাসিকে ও চিন্তার খোরাক পায় না; বলে, 'জল-মেশান-চিন্তা'। বাস্তবিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবুকরা ভাল জিনিষ ইংরেজীতে লিখে খেলো জিনিষ বাংলাতে লেখেন। তা যাক্, আপনি আসল নাম নাই বা বল্লেন। ধরে নিলুম তাঁর নাম পদ্মিনী দেবী।"

দে সরকার হেসে বল্ল, "পদ্মিনী নারী বল্লে অত্যুক্তি হবে হয়ত। পদ্মিনী দেবীই বল্‌ব।…"

"পদ্মকে পেলুম আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। থার্ড ইয়ারটা ছাত্র সমাজের অলিখিত আইন মেনে scrupulously ফাঁকি দিয়েছি। ফোর্থ ইয়ারে ক্লাসের ধুরন্ধর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছি, কি হে,

বিশ্ববিদ্যালয় কি কি বই পাঠ্য নির্দ্দেশ করেছে? ভাব্ছি কেমন করে আরম্ভ করা যায়, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স্‌টা ত পেতেই হবে।…

"ক্লাসের শেষ সারির বেঞ্চির খানিকটে আমার রিজার্ভ করা। সেইখানে বসে আমি গল্প ও কবিতা লিখি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ আমার ষ্টুডিও। পাশের ছেলেরা আড্ডা দেবার সময় পরস্পরকে বলে, এই, আস্তে। দেখ্‌ছিসনে উনি লিখ্‌ছেন? প্রথম প্রথম ওরা চেষ্টা করেছিল আমার ধ্যান ভাঙ্গাতে। কিন্তু আমি বল্লুম, আড্ডা আমি দু'বেলা দিয়ে থাকি, প্রমাণ চান্‌ ত আসুন আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু কাজের সময় কানের কাছে ঢাক বাজালেও আমি টল্‌ব না। ওরা হাল ছেড়ে দিল। তারপর থেকে ওরা আমার বন্ধু।…

"আমাদের বেঞ্চিতে আমরা অন্য কারুকে বস্‌তে দিইনে। কিন্তু একদিন দেখ্‌লুম সাম্‌নের সারি থেকে একজন আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে জায়গা অদল বদল করেছেন। বল্লেন, এখন থেকে এইখানেই বস্‌ব, আপনার আপত্তি আছে? বল্লুম, থাক্‌লে আপনি শুন্‌বেন কেন? তিনি বল্লেন, ছি ছি রাগ কর্‌বেন না। আপনি সাহিত্যিক, আপনি তরুণ, আপনি বিদ্রোহী—শ্রদ্ধা করি বলেই ত কাছে এসেছি। ছেলেটিকে দেখ্‌তে বড় মধুর। লাজুক নয়, সপ্রতিভ; কিন্তু তার মনের স্বপ্ন তার দেহের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।…

"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম আপনার নামটি জান্‌তে পারি? সে বল্ল, অবশ্য। আমার নাম মৃত্যু।…বাপ-মায়ের রাখা নাম, না, নিজের দেওয়া নাম?…দুইই। ওঁরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়, আমি বলি মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় কর্‌তে পারে কেউ? মৃত্যুই জেতা।…

"একদিন মৃত্যু বল্ল, একখানা কাগজ বার কর্‌ছি। বার কর্‌ছি ঠিক না। আমাদেব পারিবারিক কাগজখানাকে জগতের [illegible]

মাতৃগর্ভে শিশু চিরকাল থাকে না, থাক্‌লে জগতের প্রতি অন্যায় হয়। আমি বল্লুম, অন্য সময় খুঁজে পেলেন না? পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপর ঝুল্‌ছে।...দুর্ভিক্ষের দিনেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্লাবনের রাত্রে ঘর ভেসে গেছে, গাছের উপর নারী আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে।...

"বাঙ্‌লা মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বার মাসের যে কোনো মাসে বেরতে পারে; এমন কি চৈত্র মাসেও কোনো কোনো কাগজের বর্ষারম্ভ হয়েছে জানি। মৃত্যুর কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরবে আশ্বিন মাসে— প্রথম থেকেই পূজার সংখ্যা। সেজন্য আমার লেখা চাই। আমি সাহিত্যিক, আমি তরুণ, আমি বিদ্রোহী। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, আর কার কার কাছে লেখা চেয়েছেন, মৃত্যুবাবু? উত্তর হল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ সেনগুপ্ত—আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, নরেশ সেনগুপ্ত তরুণ নাকি? মৃত্যু বল্লে, বয়সের ওই মুখোসখানা ত প্রকৃত নয়, প্রাকৃতিক। কুমারবাবু, আপনিও জড়বাদী হলেন?—

বাদল চুপ করে শুন্‌ছিল। আর থাক্‌তে পার্‌ল না। বল্ল, আপনি কি জড়বাদী, না, Vitalist, না অধ্যাত্মবাদী?"

দে সরকার রসিকতা করে বল্ল, "আমি বিসম্বাদী। অর্থাৎ আমি বাদী মাত্রেরই সঙ্গে বিবাদ বাধাই। আমি কিছু মানিনে, কিছুতে বিশ্বাস করিনে, আমার কোনো লেবেল নেই।"

[illegible]দল উচ্ছ্বাস গোপন কর্‌তে না পেরে বল্ল, "ঠিক আমার মত।"

[illegible] সরকার নির্দ্দয়ভাবে বল্ল "মোটেই না। আমি জাতীয়তাই [illegible]। আপনি স্বজাতীয়তা ত্যাগ করে বিজাতীয়তা বরণ করেছেন। [illegible] বাড়ী Cosmopolis, সে জায়গা কোথাও নেই। আপনার [illegible]গুন।"

বাদলের মুখখানা লাল হয়ে গেল কি কাল হয়ে গেল অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু সুধী ত বাদলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে অনুমানে বুঝে বল্ল "গল্পটা আমার বড় ভাল লাগ্‌ছিল। এইবার পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—সর্ব্বগুণান্বিতা অনবদ্য সুন্দরী। নিন্, খেই ধরিয়ে দিলুম।"

৫

দে সরকার বল্ল "আশ্চর্য্যি, তখন অনবদ্য সুন্দরীই মনে হত বটে; দয়াধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ ত আছে। মনটা এখনকার মত বিশ্লেষণশীল হয়নি। কিন্তু কি বল্‌ছিলুম? মৃত্যু আমাকে একদিন একরাশ লেখা দিয়ে বল্ল, 'দেখে দাও না!' মৃত্যুদের বাড়ীর সকলেই লেখক, মায় বেড়াল কুকুর পর্য্যন্ত। ঠাকুর পরিবারেও এমনটি দেখা যায় না। ইনি কে হে, মৃত্যু?···ওঃ। উনি? আমার পটল মামা; আমাদের বাড়ীতে থেকে ডাক্তারি পড়েন।···আর ইনি?···রাঙ্গা পিসির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? ওঁর জোরেই তো কাগজ বার কর্‌ছি। আমার সমবয়সী ও মন্ত্রী।···মৃত্যুদের বাড়ীর সকলের নাম-পরিচয় একে একে জান্‌লুম। তখন ওঁদের সঙ্গে মেশ্‌বার কৌতূহল জাগল। বল্লুম, মৃত্যু, এ সব মূল্যবান document আমার মেসে থাক্‌লে বেহাত হবে, নাম বদ্‌লে অন্যেরা ছাপবে। একটা আপিস্ কর। মৃত্যুদের বৃহৎ বাড়ীর এক কোণে আমাদের আপিস বস্‌ল। সাইন খাটান গেল—'কনীনিকা। বয়ঃকনিষ্ঠদের মুখপত্র।'"

এবার সুধী বাধা দিয়ে শুধাল, "কই, নাম শুনেছি বলে ম না ত?"

দে সরকার উত্তর কর্‌ল, "আমাদের প্রথম সংখ্যাই হল

সংখ্যা আর বর্ষারম্ভ হল বর্ষশেষ। তার কারণ মৃত্যু বেচারা মৃত্যু-মুখে পড়ল।”

বাদল বলে উঠল, “আঃ হাহা!”

দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে বল্ল “মৃত্যু যে দিন প্রথম তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গেল সেদিন আমাকে আপিস ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে প্রত্যেককে বল্‌তে বল্‌তে চল্ল, মা গো, সেই বিখ্যাত লেখক—(চা খেতে বল্) রাঙ্গা পিসি, সেই তরুণ লেখক—(সেই যিনি অশ্লীল লেখেন?) শৈলেন, সেই ষ্টাইলিষ্ট্ লেখক—(আচ্ছা, আমি আস্‌ছি তাঁর কাছে)।”

বাদল আন্দাজ করে বল্ল, “সেই রাঙ্গা পিসিটিই পদ্ম, না?”

“তিনিই। তবে তাঁর নাম পদ্ম নয় আসলে।

“ঘনিষ্ঠতার বিলম্ব হল না। দুএকদিন পরে তাঁর সঙ্গে যেই প্রথম দেখা হয়েছে ফস্ করে বলে বস্‌লুম, আপনার কাছে একটা নালিশ আছে। নালিশটা আপনারই নামে। পদ্ম একটু একটু কাঁপ্‌ছিল। কি নালিশ? আপনি নাকি বলেছেন আমি অশ্লীল লিখি? পদ্ম থতমত খেয়ে বল্লে, কে বলেছে? মৃত্যুঞ্জয়? তার পরে ক্রমশঃ তার লজ্জা ভাঙ্গ্‌ল। আমার কবিতা পড়ে সে প্রথম জান্‌ল যে তার মত সুন্দরী আর নেই, সেই এ যুগের হেলেন, ব[illegible]াত্রিচে, এমিলিয়া ভিভিয়ানী। পদ্মর স্বামী তাকে বিয়ে করেই [illegible] চলে যান্—সেই থেকে পদ্ম এতদিন তাঁর ফটো পূজা করে [illegible]ছিল। কিন্তু ফটো ত ফিরে পূজা করে না। পূজার ক্ষুধা [illegible] আমি মেটালুম। তখন আমার ফটো পদ্মর বাক্সে উঠ্‌ল।···

[illegible] ইতিমধ্যে বেচারা মৃত্যুর হল অকাল-মৃত্যু। কাগজ গেল সহমরণে। [illegible] সূত্রে ওদের বাড়ী যাই? তখন একটা ছল আবিষ্কার কর্‌লুম।

মৃত্যুর যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করে বই করে বার কর্‌ব। বাঙ্গলা সাহিত্যে মৃত্যুর স্মৃতি থাক্‌বে। পদ্ম লিখ্‌বে মৃত্যুর জীবন কথা। আমি লিখ্‌ব ভূমিকা।···

“ছমাসের মধ্যে আমরা পরস্পরের অন্তর্যামী হলুম; যতক্ষণ দেখা হয় না ততক্ষণ মরে থাকি; দেখা হলে এত খুসী হই যে সব সময়টা বাজে বকি; সেও মিষ্টি লাগে। নমো নমো করে বি-এ পরীক্ষা দিলুম, কোনোমতে ডিগ্রীটা পেলে বাঁচি।”···

“অবশেষে পদ্মকে লিখ্‌লুম, নী—, প্রেমকে স্থায়ী কর্‌বার উপায় পরিণয়। তার সময় আসেনি কি? পদ্ম জবাব দিল না। লিখ্‌লুম, নী—, আমাদের দুজনের জীবনকে করে তুল্‌ব একখানি উপন্যাস। দুজনে মিলে একখানি জীবনোপন্যাস লিখ্‌ব—নিখিলের কথা, বিমলার কথা, তোমার একটি পরিচ্ছেদ, আমার একটি পরিচ্ছেদ, এমনি করে অসংখ্য পরিচ্ছেদ। পদ্ম জবাব দিল না।···

“যে দিন তার সঙ্গে দেখা হল তার চোখে দেখ্‌লুম জল টলমল কর্‌ছে। তার কাঁচা সোনার মত রং, চাঁপা ফুলের মত শাড়ী, ঋজু তরুর মত গড়ন, শুকতারার মত চাউনি। সে আমার স্ত্রী; সে আমার ভবিষ্যৎ; সে আমার যশ ও লক্ষ্মী, সন্তান ও সার্থকতা। এক নিমেষে বহু দিবসের সৌধ টলে পড়্‌ল, তার কয় বিন্দু অশ্রুর মত।···

“পদ্ম বল্ল, আমার শ্বশুরের মাথা হেঁট হবে, আমার শাশুড়ী অভিসম্পাত দেবেন। তা ছাড়া আমাদের জাত এক নয়।···

“কানের ভিতর দিয়ে গলান সীসে মরমে প্রবেশ কর্‌ল। নিজের বাবা তার শ্বশুর নন্‌, আমার মা তার শাশুড়ী নন্‌, এঁদের তার কর্ত্তব্য নেই। জাত! আপনারা বাঙ্‌লা নভেল পড়েছেন—সেনও। তাতে নায়ক নায়িকার জাত লেখা থাকে না, তবু বাঙ্গ

সমাজে জাত প্রবলভাবে আছে। বাঙ্গলা খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে লেখে, 'জাতির অপমান,' 'জাতির সংকল্প'; তবু জাতি বলে কিছুই নেই। আছে জাত। ধর্ম্ম বদ্‌লাতে পারি, পেশা বদ্‌লাতে পারি, মিষ্টার সেনের মত দেশ বদ্‌লাতে পারি, কিন্তু জাত বদ্‌লান যায় না।...

"ইংলণ্ডে পালিয়ে এলুম। বাবা মোক্তার। ভাইবোন অনেকগুলি। বেশী পাঠাতে পারেন না। বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু পাঠায়। আর সাহিত্য নয়, আর প্রেম নয়, পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে, কাজ। Man of action হতে হবে—Cliveএর মত, Cecil Rhodesএর মত, Henry Fordএর মত, Leninএর মত।...

"কিন্তু মানুষ প্ল্যান করে, আর বিধাতা বলে যদি কেউ বা কিছু থাকেন তিনি প্ল্যান ভাঙ্গেন। অন্তত প্রেম সম্বন্ধে আমি destiny মানি গ্রীক্‌দের মত। প্রেম আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস নয়। সে আমার কথা না শুনে পালায়, আমায় খবর না দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কি আপনাদের সময় হবে, ভাই চক্রবর্ত্তী ও সেন? বারটার আগে না উঠ্‌লে টিউব্ পাবেন না। ট্যাক্সি করে বাড়ী ফির্‌তে হবে।"

৬

সুধী এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। হঠাৎ সে সরকারকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, ...র'র খবর পান?"

"মাঝে মাঝে। পদ্ম চিঠি লেখে, পদ্মদের বাড়ীর অনেকেই চিঠি ...খেন। আমি সর্ব্বত্র জনপ্রিয়।"

"টেন্টারটন ড্রাইভেও। কিন্তু আমাদের সুজেৎটিকে ভোলাবেন না, ...হাই আপনার।"

"পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন কি করবে?"

"না, না,। ওটি বড় নিরীহ, বড় সরল। ওকে একটু প্রশ্রয় দিলেই বিয়ের স্বপ্ন দেখ্বে, গৃহলক্ষ্মী হবার স্বপ্ন। যে স্বপ্ন ভাঙ্গ্বেই সে স্বপ্ন জাগাবেন না।"

সুধী একটু থেমে বল্ল, "মেয়েদের পক্ষে ষোল সতের ও ছেলেদের পক্ষে উনিশ কুড়ি বড় বিপজ্জনক বয়স। ও-বয়সে মানুষ বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পার্লে বাঁচে। পদ্মর বয়স যদি তখন ষোল-সতের হত আপনি হাত পেতে আশার অতিরিক্ত পেতেন। জাত কুল শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাঁর মনেই উঠ্ত না।"

দে সরকার বল্ল "Destiny !"

জল পড়ছিল না, কিন্তু আকাশ ঘোলাটে হয়ে রয়েছিল। মেঘ ও কয়লার ধোঁয়া মিশে ঐ অপরূপ রং। রবিবারের রাত্রি—সিনেমা হতে লোকজন বাড়ী ফিরছে।

মাটীর নীচে ষ্টেশন। টিকিট-উইণ্ডো পর্য্যন্ত গিয়ে দে সরকার টুপী তুল্ল।—"চীয়ারিও।"

সুধী বল্ল "পুনর্দ্দর্শনায় চ। মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় বিরক্ত কর্ব।"

"ওঃ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি বাড়ী না থাকি ল্যাণ্ডলেডীকে বল্লেই আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। কাল আস্বেন? বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। দেড়টার আগে আস্বেন, দয়া করে।"

বাদল চিন্তায় মগ্ন ছিল। কখন বিদায় নিয়ে কেমন করে ট্রেনে [illegible] তার নজর ছিল না। বাদল ভাব্ছিল, প্রিয়জনকে পাবার জন্য নিজের ধর্ম্ম বদ্লাতে পারে, পেশা বদ্লাতে পারে, কিন্তু জাত বদ্লাতে পারে? মৃত্যুকে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে জন্মসূত্রে তোমার জাত [illegible] হয়ে গেছে, সে নির্দ্দেশের উপর আপীল চলে না। Destiny [illegible] কর্ছি মানুষের এর চেয়ে অসহায়ত্ব আর কি হতে পারে। দে সরকার [illegible]।

Destiny! আমি হলে কি বলতুম? বল্‌তুম, কাপুরুষতা। পদ্মকে আমি জোর করে বিবাহ কর্‌তুম। বিবাহ? না, 'বিবাহ' কথাটা ওল্ড ফ্যাশন্‌ড। 'Mate' করতুম। কিন্তু জোর করে? জোর কর্‌লে ওর ইচ্ছা রইল কোথায়? ওর কি ইচ্ছা ছিল না? ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইচ্ছায় বাধাও ছিল—শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ইচ্ছা, জাতের লোকের ইচ্ছা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছার বাধা। ইচ্ছা Versu ইচ্ছা। কেমন? সেই সংগ্রামে পদ্মর ইচ্ছা পরাস্ত হল। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ইচ্ছা, জাতের লোকের ইচ্ছা জয়ী হল। কেমন? তা হলে তর্ক ওঠে:—পদ্মর ইচ্ছা যদি পরাস্তই হবে, তবে আমার ইচ্ছার দ্বারা হবে না কেন? জোরকে আমি মানিনে, কিন্তু পদ্ম মানে। যখন মানে তখন কোন্ জোর বড়? আমার জোর, না, দুটো ইডিয়টের ও একটা ষ্টুপিড প্রথার জোর?

পদ্মর বুদ্ধিবৃত্তি ও দে সরকারের পৌরুষ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বাদল পাশের বৃদ্ধটির গায়ে ঢুলে পড়্‌ল। বৃদ্ধটির তন্দ্রাভঙ্গ হল। বৃদ্ধটি উল্টো লজ্জিত হয়ে বল্ল, "Sorry."

বাদল তখন ভাব্‌ছিল, ঐ দুটো ইডিয়ট ত শীঘ্রই মর্‌বে, বুড়ো হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মৃত্যু বলে একটা ব্যাপার জগতে আছে। কিন্তু ঐ ষ্টুপিড প্রথাটা পদ্মকে যাবজ্জীবন বাধা দিতে থাক্‌বে। জাতিভেদকে দশ বৎস[illegible] [illegible]চ্ছন্ন করা যায় না? কামাল পাশা হলে একদিনে উৎপাটন [illegible]খা [illegible] আমরা ব্রিটিশরা দেড়শত বৎসর ইণ্ডিয়ায় রাজত্ব কর্‌ছি, এসের [illegible] [illegible]ম, জাতিভেদ তুলে দিতে পারলুম না। লজ্জার কথা। কুশিক্ষ[illegible] [illegible]বার [illegible] ইংলণ্ডে Laissez faire নীতির প্রচলন হয়েছিল। [illegible] হয় তুরে প্রবেশ [illegible] [illegible] তবু [illegible] দে[illegible] [illegible]াক্‌বে, সাক্ষীগোপালের মত। সমাজে ও বাণিজ্যে [illegible]কে কর[illegible] করবে।

[illegible]ছিল, নাঃ! অমন নীতি সকল সময় সমর্থন করা যায় না।

বাপ যদি ছেলেকে ঠেঙ্গায়, গবর্ণমেণ্ট ছেলের পক্ষ নিয়ে বাপকে ঠেঙ্গাবে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষ নিয়ে জাতিভেদের গোড়ায় কোপ মারা।

বাদল আর একবার ঢুলে পড়্‌তেই তার মাথা কারুর গায়ে বাধা পেল না ; গাড়ী অর্দ্ধেক খালি হয়ে গেছ্‌ল। আহত ও অপ্রস্তুত হয়ে বাদল খাড়া হয়ে বস্‌ল।

সুধী বল্ল "সবাইকে বলে বেড়াস তোর দারুণ অনিদ্রা রোগ।"

বাদল তর্ক করল, "কই আমি ত ঘুমইনি! ভাবছিলুম ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল Casteকে Unlawful association declare করা।"

৭

মিসেস্ উইল্‌সের বয়স ৩৭।৩৮ হইবে। নিঃসন্তান। চোখে কৌতুকের স্থির বিদ্যুৎ। শরীর দেখে মনে হয় না যে কিছুমাত্র বল আছে। কিন্তু একাকী সকল গৃহকর্ম্ম করেন, দাসী রাখেননি। পোষাক পরিচ্ছদে সৌখীন। অবসর পেলেই নূতন জামা তৈরী কর্‌তে বসেন কিম্বা পুরান জামাকে নূতন চেহারা দিতে।

বাদলের সঙ্গে latch key ছিল। সদর দরজা [illegible] উইল্‌সের কাছে হাজিরা দিতে গেলে মিসেস্ উইল্‌স বল্লে[illegible] কখন এলে?"

"এইমাত্র আস্‌ছি, মিসেস্ উইল্‌স্।"

"তারপরে? উইকেণ্ড সুখে কাট্‌ল?"

"মন্দ না। ধন্যবাদ। কেবল ঘুমটা—"

"জানি। ভাল হয়নি। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কেমন হল ?"—মুচকি হেসে বল্লেন, "ঐ ত তোমার প্রাণ।"

বাদল উৎসাহ পেয়ে বল্ল "শুন্‌বেন মিসেস্ উইল্‌স্ ? কাল থেকে ভাব্‌ছি কোন্ উপায়ে ইণ্ডিয়ার থেকে কাষ্ট্ উৎপাটন করা যায়। ভেবে দেখ্‌লুম ও হচ্ছে সেই শ্রেণীর গাছ যার শিকড়ে কুড়ুল মার্‌লে কুড়ুল ভেঙ্গে যায়। ক্যালিফর্ণিয়ার সেই বিরাট বনস্পতি আর কি।"

মিসেস্ উইল্‌স্ চোখে হেসে বল্লেন, "হাল ছেড়ে দিলে ?"

"মোটেই না। গাছের গোড়ায় উই পোকার চাষ কর্‌ব। ভিতর থেকে মাটী আল্‌গা হয়ে গেলে বনস্পতি চিৎপাত। শুনুনই না উপায়টা।"—বাদল আর গোপন কর্‌তে পার্‌ছিল না। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বল্‌বার মত ধৈর্য্য ছিল না তার। এক একজন ছাত্র থাকে মাষ্টার মহাশয় ক্লাসের অন্য কোন ছাত্রকে প্রশ্ন কর্‌লে অনাহূতভাবে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি বল্‌ব মাষ্টারমশাই ?" অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রশ্নের উত্তরটি বলে দেয়।

বাদল সোল্লাসে বল্ল, "Electrification !"—উত্তরটা ঠিক হল কি না জান্‌বার জন্য কান পেতে রইল।

মিসেস্ উইলস্ তাঁর সেলাই থেকে মুখ না তুলে বল্লেন, "Electrical engin[illegible]g পড়্‌তে যাচ্ছ নাকি ?"

[illegible]ছন ? কিন্তু সবটা শুনুন আগে। ইণ্ডিয়াতে যথেষ্ট [illegible]ষ্ট রেল্‌ওয়ে নেই, যথেষ্ট ফ্যাক্টরী নেই। ইংলণ্ড কিম্বা [illegible]তাড়ি ইণ্ড্রাষ্ট্রীয়ালাইস্‌ড্ হতে পার্‌ছে না। শুধু [illegible]টা দেশ জগতে পারিয়া হয়ে রয়েছে। অথচ জল [illegible]ার সুযোগ ও-দেশে অপরিশেষ।"

[illegible] আর অন্ধকার থাকল না দেখ্‌ছি !"

"কি করে থাক্‌বে? গ্রামে গ্রামে ফ্যাক্টরী। এখন মাত্র ৩৭ হাজার মাইল রেল্ লাইন। ভবিষ্যতে ৩৭ লক্ষ মাইল। যে পারিপার্শ্বিক জাতি-প্রথাকে লালন করেছিল সে মরে যাবে, কাজেই জাতিপ্রথাও।"

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে মিসেস্ উইলস্ বল্লেন "মা মরে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট। এখনো এদেশে শ্রেণীপ্রথা আছে।"

বাদল বলে ডাক্‌তে অস্বস্তি বোধ হয় বলে বাদলকে এঁরা বার্ট বলে ডাক্‌তেন। এই ইংরেজী নামকরণ বাদলের সম্পূর্ণ মনঃপূত হয়েছিল। 'সেন'-টাকে কোনমতে 'স্মিথ' করা যায় না বলে তার আক্ষেপ ছিল।

এক একটা আইডিয়া বাদলকে নেশা পাইয়ে দেয়। লোকে পাগল বলে ক্ষেপাবে, নতুবা সে ট্রেণে আস্‌বার সময় উপনিষদের মত ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ত, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...! মগজের চায়ের কেট্‌লিতে আইডিয়ার বাষ্প গর্জ্জন কর্‌ছে, সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে ভব্যতার ঢাক্‌না দিয়ে কতক্ষণ সায়েস্তা রাখা যায়? ষ্টেশন হতে বাস্, বাস্ হতে বাসা—বাদল অতি কষ্টে পা দুটাকে সংযত করে মিসেস্ উইল্‌সের work-roomএ পৌছল।

এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই তার অবাধ প্রবেশাধিকার। বাদলের বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়, তার মুখে বড় বড় কথা শুন্‌তে এই নিঃসন্তান দম্পতীর কৌতুক বোধ হয়। সে চোখ বুজে [illegible] সময়ে বিল্ মেটায়, অনুরোধ কর্‌বামাত্র কৃতার্থ হয়ে ফরমাস খেটে [illegible] উইল্‌সের সঙ্গে বাজার কর্‌তে গিয়ে বাজার বয়ে আনে, [illegible]বার জন্য নিজের ছুঁচে সূতা পরিয়ে দেয়। এমন মানুষকে ঘরের মানুষে [illegible]পারে মৃত্যুকে বিলম্ব হয় না। [illegible]মার [illegible]

আরো আশ্চর্য্যের কথা, বাদল মিসেস্ উইল্‌সের [illegible] কর্মচারী হয়ে তাঁর চিঠিপত্র লিখে দিত—সেই বাদল, যে [illegible] সমাচার [illegible]।

নিজের স্ত্রীকে চিঠি লিখ্‌বার সময় করে উঠ্‌তে পার্‌ত না। মিসেস্‌ উইল্‌সের ফোন ধর্‌তে ধর্‌তে কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেছে। চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তেও। একজন হবু ইংরেজের পক্ষে এ কি সামান্য লাভ?

বাদল দিবা-স্বপ্ন দেখত। দশ বৎসর কেটে গেছে, বাদল প্র্যাক্‌টিস্‌ জমিয়ে তুল্‌ছে, এতদিন অমুক K C'র জুনিয়ার ছিল, এবার স্বতন্ত্র হয়েছে। এখন Temple অঞ্চলে তার আফিস্‌, পিকাডিলী কিম্বা সেণ্টজেম্‌স্‌ অঞ্চলে তার ক্লাব—সেইখানে সে সোমবার থেকে শনিবার অবধি বাস করে। তার বাসার ঠিকানা জান্‌তে চাও ত Who's Who খুলে দেখ। ক্লাবের নাম পাবে। রবিবারটা সে Countryতে কাটায়, Dorsetshireএ তার কুটীর আছে—"far from the madding crowd". সেখানে সে আইন আদালত ভুলে বই লেখে, গল্‌ফ খেলে। ততদিনে Moth Aeroplane সস্তা হয়েছে—বাদল তার নিজের এরোপ্লেনে চড়ে গ্রামে যায় ও শহরে আসে।

উইলস্‌ গৃহিণীর কাছে তার শিক্ষানবীশী চল্‌ছে, সংসার সংক্রান্ত কোন শিক্ষাই সে বাদ দেবে না, অতিমাত্রায় প্র্যাক্‌টিকাল না হলে ব্যারিষ্টার হবে কি করে? এই ভেবে সে মিসেস্‌ উইল্‌সের রান্নাঘরে গ্যাসের উনুন ধরি[illegible]। তাঁর হাত হতে Vacuum Cleaner কেড়ে নিয়ে ঘর [illegible]যা [illegible]য়

এসে[illegible]

কুশিক্ষ[illegible]বার

হয় তবে প্রবেশ।

[illegible] তবু [illegible] দে[illegible]

[illegible]

বিরহিণী

বাদলকে বিদায় দিয়ে এসে উজ্জয়িনী চিন্তা করবার সময় পেল প্রথম।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলো যেন আপনা থেকে ঘটে যায় মানুষকে সাক্ষী করে। পরম মুহূর্ত্তগুলির উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব যেন কথার কথা। কোথায় ছিল উজ্জয়িনী, কোথায় ছিল বাদল। কেমন করে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সে কি সহজ কথা! একটি দিনে জীবনের এত বড় পরিবর্ত্তন কি আর আছে! বাইরের লোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাজি পুড়িয়ে ভালমন্দ খেয়ে ও খাইয়ে অন্তরের এই গভীর সত্যটাকে রূপক আকারে ব্যক্ত করতে চায়।

তবু উজ্জয়িনীর কেমন যেন মনে হতে লাগল বিয়ে তার হল না। অতলস্পর্শী পরিবর্ত্তনের ভাব তার অন্তরে কই? সে ত সেই উজ্জয়িনীই আছে, মোটের উপর। উৎসবের ত্রুটী হয়নি, রা[illegible]শি উপহার এসেছে, শাড়ী ও বই এত এসেছে যে পরে ও [illegible]ত্রেনে [illegible] করতে ছুটি বছর লাগবে। গহনা যা এসেছে তা নিয়ে [illegible]বার জন্য নিজের খোলা যায়।

[illegible] পারে মৃত্যুকে

যে মুহূর্ত্তে সে তার স্বামীকে দেখল প্রথম, সোনার [illegible] আকাশে উষারাগের মত কখন মিলিয়ে গেছে, [illegible] করছি ফুটেছে দিনের পর দিন বাদলের সঙ্গে পরিচয়ের দি[illegible] [illegible]।

ভাবত গম্ভীর, বাদল স্বভাবত লাজুক অথচ বাচাল। বাদলকে একবার দি কোনো উপায়ে কথা কওয়ান যায় তবে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একটানা ও একতরফা বাক্যালাপ চালায়। কেবল ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড। কতদিনে সেখানে পৌছবে, আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্মে থাকবে, কোন কোন ফ্যাক্টরীতে সখের এ্যাপ্রেণ্টিস্ হবে, পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড থেকে জন্ ও গ্রোট্‌স যাবে—এমনি হাজারো জল্পনা। বাদলের উচ্চাভিলাষ যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তুলনাতীত। একদিন বল্‌ছিল, "গায়ে যদি আর একটু জোর থাক্‌ত তা হলে ইংলিশ চ্যানেলটা পার হবার জন্য জাহাজের সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করতুম।" উজ্জয়িনী যখন চেপে ধর্‌ল, তখন বাদল চট্ করে উত্তর করল, "সাঁতার কেটে পার হব এমন কথা আমি বলিনি। খুব সম্ভব এরোপ্লেন চালিয়ে পার হতুম।"

বাদলের সঙ্গে এক ঘরে ও এক বিছানায় রাত কাটাতে উজ্জয়িনীর ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল। আশ্চর্য্যের ভাব পুরাতন হবার আগেই বাদল দেশ ছাড়ল। বাদলের দেশ ছাড়াতে উজ্জয়িনীর যে স্বাভাবিক বিষাদ সেই বিষাদের দ্বারা চাপা পড়লেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যের ভাব [illegible]নীকে অভিভূত করে। সে নিজেকে বারম্বার প্রশ্ন করে, [illegible]থা ে[illegible] সত্যি? সত্যি? সত্যি?..."

এসে[illegible] [illegible]্য। তবু কি অপরূপ আবেশ এনে দেয়। দিদিদের কুশিক্ষ[illegible]বার [illegible]তবার শুয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোধ হয়নি। [illegible]হয় তবে প্রবেশ। [illegible], বাদল অপরিচিত আর দিদিরা চিরপরিচিত? [illegible] তবু [illegible] দে[illegible] [illegible] স্বামী?

[illegible] কব[illegible]জি[illegible] [illegible]নে উচ্চারণ করতে উজ্জয়িনী সরমে শিহরিত

হয়। বন্ধু পাবে, সেই আশায় সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বন্ধুর কথা গেল ভুলে। মনে রইল যার কথা সে তার স্বামী।

উজ্জয়িনীর মনে হল এই ক'দিনে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল। যেন তাকে আর বোকা মেয়ে বলা চলে না, খুকী নাম বেমানান হয়। তার স্বামীর সান্নিধ্য তাকে কোন মন্ত্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে। এখন সে অনেক কিছুর অর্থ বোঝে। এই অতি-পরিচিত অতি-অবজ্ঞাত পৃথিবী যেন এই প্রথম তার চোখে পড়ছে। রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, কি একটা ভাষায় কি যেন লেখা রয়েছে, নেহাৎ হিজিবিজি নয়। তারাগুলো এক একটা হরফ।

কিন্তু কোনো এক বিষয়ে মন বসে না। তারার কথায় মনে পড়ে বাদলও জাহাজে বসে এই তারাই দেখছে। কিন্তু বাদল কি উজ্জয়িনীর কথা ভুলেও ভাবছে? তার লক্ষের দিকে সে যত দ্রুত গতিতে ছুটেছে উজ্জয়িনীকে পিছনে রাখ্‌তে রাখ্‌তে যাচ্ছে তত বেশী। বাদলের জীবনে কি বিয়ে ব্যাপারটা কিছুমাত্র দাগ কেটেছে? উজ্জয়িনী যেমন তাকে স্বামী বল্‌তে রোমাঞ্চিত হয় সেও কি উজ্জয়িনীকে স্ত্রী বল্‌তে পুলক পায়? প্রেম শব্দটা উজ্জয়িনী বইতে পড়েছে, তার যে কি অর্থ কেমন প্রকৃতি সেকথা উজ্জয়িনীর বোধগম্য হত না, এখন যেন কতকটা হয়—অন্তত তার একটা লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গ-কামনা। বাদলের প্রাণে অমন কামনা কথনো জাগে না কি? [illegible] ট্রেনে [illegible] গে না, জাগলে কি বাদল সারাক্ষণ ইংলণ্ডের ধ্যান কর্‌ত? [illegible]বার জন্য নিজের

বাদল যে উজ্জয়িনীকে স্ত্রী ভাবে না, ওক[illegible] সাত্রে পারে মৃত্যুকে জানিয়ে গেছে বইয়ের গায় উজ্জয়িনী গুপ্তের নামা[illegible] মার [illegible] দিন মিস গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনো নামে ডা[illegible] [illegible] করছি বাদল খোলাখুলি বলেও ছিল, "বিয়ে না কর[illegible]

না বলেই বিয়ে কর্‌ছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।"

অন্য কোনো মেয়ে হলে অভিমান কর্‌ত অথবা অপমানে কেঁদে ফেল্‌ত, কিন্তু উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি অনুকম্পাই হল। আহা বেচারা, বিয়ে না করে করেই বা কি! এত বড় প্রতিভাশালী যুবকের প্রতিভা যে বিলেত না গেলে খুল্‌বে না। রবি ঠাকুর, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু—ভারতবর্ষের প্রত্যেক মহাপুরুষের যৌবন বিলেতের বাতাস লেগে মঞ্জরিত হয়েছে।

বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একা কর্‌ল, বাদল নামমাত্র বর হল। উজ্জয়িনীর সিঁথেয় সিঁদুর উঠ্‌ল ও হাতে নোয়া। তবু অন্তরে সে কুমারীই থেকে গেল। কেবল অন্তরে কেন, দেহেও।

২

বাদল চিঠি লিখ্‌বে মাঝে মাঝে, এমন প্রত্যাশা উজ্জয়িনীর ছিল। তাদের সম্বন্ধটা দাম্পত্যের না হোক, বন্ধুত্বের না হোক, ভদ্রতার ত বটে।

উজ্জয়িনী বম্বে থেকে চিঠি না পেয়ে বিচলিত হল না। মনকে [illegible] যা [illegible]য়ের অভাব। বিদেশযাত্রার উত্তেজনা। ট্রেন থেকে এসে [illegible] ত হেলে দুলে কোঁচা সাম্‌লে ধীরে সুস্থে হবার কুশিক্ষা, [illegible]বার [illegible] উজ্জয়িনীরও বম্বে অবধি যাওয়া উচিত ছিল, [illegible] তরে প্রবেশ। [illegible]বাবার কিম্বা শ্বশুরের। তাঁরা যে যেতে চাননি [illegible] তবু [illegible] দে[illegible] তাঁদেরকে নিরস্ত করেছে, বলেছে ইংরেজের [illegible] কব্‌জি [illegible]সে সিবিলিয়ানী কর্‌তে কিম্বা ওর থেকে কম

বয়সে ব্যবসা করতে ভারতবর্ষে আসে তখন ওদেরকে এগিয়ে দেবার জন্য কেউ মার্সেল্স অবধি আসে না। কল্‌কাতা থেকে বম্বে এক দৌড়ের মামলা, সঙ্গে একটা চাকর যাচ্ছে সেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, অন্য কেউ যদি যান তবে বাদলের পৌরুষ লজ্জা পায়।

বাদল বম্বে পৌঁছে দুই গুরুজনকে দুখানা টেলিগ্রাম করল, কিন্তু উজ্জয়িনীকে না। অভিমান করা উজ্জয়িনীর স্বভাবের অঙ্গ নয়। উজ্জয়িনী হাস্‌তেও জানে না, কাঁদ্‌তেও জানে না, মনের দুঃখ নীরবে পারপাক করে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কি ভাবছে, কি ভুগছে। সেইজন্য ত তার সমবয়সিনীরা তাকে সন্দেহ করে। তারা সাধারণ মানুষ—হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, ঝগড়া যেমন করেও তেমনি ভোলেও। উজ্জয়িনীর মনের নাগাল পায় না বলে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উজ্জয়িনীটা কেবল যে বোকা তাই নয়, তার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে।

উজ্জয়িনীর মনের গড়ন জান্‌তেন একমাত্র তার বাবা। তাঁরই কাছে উজ্জয়িনীর গভীরতম ভাবনা-বেদনা-আবেগ-অভিলাষ ষ্টেথোস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মত ধরা পড়ে যেত। উজ্জয়িনীর মনের এ্যানাটমি তাঁরই একার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে উজ্জয়িনীর মনের আড়ালে যে সব কামনা ও যে-সব খেদ জন্মেছে [illegible] সে সকলের ডায়গ্নসিস্ যোগানন্দের সাধ্যাতীত। এরূপ ক্ষেত্রে [illegible] নিতান্তই হাতুড়ে। [illegible] বার [illegible] জন্য নিজের

তা ছাড়া উজ্জয়িনীও তাঁর কাছে তেমন প্রাণ [illegible] পারে মৃত্যুকে লজ্জা বোধ করে। অথচ লজ্জা ঢাকা না দিয়েও পারে [illegible] লজ্জার কথা। বাবার কাছে তার কিছুই গোপন [illegible] করেছি একটি বিষয়ে মিথ্যাচরণ হল। বাদল সম্বন্ধে [illegible]

অনুমান করে যোগানন্দ ভাব্লেন, আহা, নেহা ছেলেমানুষ। স্বামী কি জিনিষ বোঝে না বলেই কাঁদে না।

বলেন, "বাদল বোধ হয় এতদিনে এডেন পৌঁছে গেছে রে খুকী।"

উজ্জয়িনী অসংকোচে বলে, "সে কি করে সম্ভব? এই ত সেদিন গেলেন।"

যোগানন্দ ভাবেন, তাই ত। আমাদের বয়সে আমরা একটা দিনকে একটা যুগ মনে কর্তুম। শনিবার চিঠি আসার বার, বৃহস্পতিবার থেকে পোষ্টম্যানের পায়ের শব্দ শুন্তুম। রবিবারটা ছিল আমাদের সত্যিকারের Sabbath; সেদিন মেঘদূত ছাড়া অন্য কিছু পড়্তুম না খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। বিলেত যখন যাই তখন ত কতবার কত ছলে cable কর্তুম ও করাতুম। হায় রে! কত দুঃখই না পেয়েছি!

যোগানন্দের স্মৃতি বিশ বছর পেছিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর স্মৃতি গেল মাত্র সাতদিন পেছিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার বাদল ছিল। এখন যে সে কত দূরে, দশ হাজার মাইল দূরে কি দশ মাইল দূরে—তার হিসাব হয় না।

কাছে থাকা ও কাছে না থাকা, এই দুইয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান সে ব্যবধান এতই অসীম যে পরিমাপের দ্বারা তাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রমাণ কর[illegible]জনিত দুঃখ কমেও না বাড়েও না।

[illegible]যা [illegible] দেয়ালের দিকে চেয়ে টিক্‌টিকির শীকারপ্রণালী পর্য্যবেক্ষ[illegible] এসেছ। [illegible]গুরের প্রতি চোরা চাউনি ক্ষেপণ কর্‌ছে যোগানন্দ [illegible] কুশিক্ষ[illegible]ব। [illegible]তিনি ভাব্‌ছেন অল্প বয়সে বিয়ে করা দেহের পক্ষে [illegible]হয় তারপ্রবেশ। [illegible]নের পক্ষে তপস্যার কাজ করে। সেইজন্য বিবাহের [illegible] তব[illegible] দো[illegible] [illegible]র ব্যবস্থা দিতে হয়। আমাদের সমাজে এই [illegible]কে কর[illegible] [illegible] প্রচলিত ছিল, তখন এক বাড়ীতে থেকেও

স্ত্রী-পুরুষের কতখানি দূরত্ব ছিল আজকালকার স্বামীস্ত্রীরা শুনলে বিশ্বাস কর্‌বে না। সেই দূরত্বকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হত তবে ত বাল্যবিবাহনিরোধের প্রয়োজন থাক্‌ত না।

৩

বিয়ের পূর্ব্বাহ্ণ থেকে উজ্জয়িনীর জানা ছিল যে, বাদল বিদেশ-যাত্রী, উজ্জয়িনী তার যাত্রাপথের একটা মাইলষ্টোন মাত্র। সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া। সেইজন্য বিদায়কে সে যথাসম্ভব সহজ করে এনেছিল।

তবু তার বিশ্বাস ছিল না যে, বাদলকে বিদায় দিয়ে সে বিবাহপূর্ব্বের যুগে ফিতে যেতে পার্‌বে। কল্‌কাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যাওয়া ত বর্ত্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। উজ্জয়িনী দশ দিনে দশ বছর বেড়েছে, স্মৃতির থেকে মুছে গেলেও এই দশটি দিন বনাম বছর মনের অন্তরালে অক্ষয়।

বাদল চলে যাবার পর উজ্জয়িনী নিজের অনুভূতির খবর নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে মূর্চ্ছাও যায়নি, মরেও যায়নি, প্রিয়বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। তার জীবনে বাদলের থাকাটার স্থান পূরণ করেছে বাদলের না থাকাটা। সে এক হিসাবে ফিরেই গেছে বইয়ের রাজ্যে, তারার দেশে, পশুপাখীর সংসারে।

থেকে থেকে যখনি বাদলের সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগে [illegible]ত্রেনে [illegible] উতলা হয়। তারপরে যথাপূর্ব্বং। শুধু চিঠির বা[illegible]বার জন্য নিজের [illegible] ভোরের আগে ওঠে। ছল ছল চোখে সপ্তর্ষির [illegible]পারে মৃত্যুকে [illegible] হয় ত চিঠি আস্‌বে না। পুনরায় আশাভঙ্গ। দি[illegible] সাম্‌নে যে কান্না কাঁদ্‌তে পার্‌বে না শেষরাত্রের [illegible] কান্না সাঙ্গ করে রাখে।

কত সপ্তাহ কেটে গেল, চিঠি এল না। যোগানন্দের নামে cable এল দুই তিনবার, কিন্তু উজ্জয়িনীর নামে কিছুই না। কেবল শ্বশুরের চিঠিতে এল বাদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। মহিম লিখ্লেন, "মা গো, বাদলের সবিশেষ জানিয়ে আমাকে সুখী কোরো। তারের খবরে প্রাণ ভরে না।"

যোগানন্দও বিস্মিত হন্। বাদল কি তাঁর কন্যাকে ভালবাসে না? ভালবাস্লে ত এত মোটা চিঠি লিখ্ত যে চিঠিখানা নির্ঘাত বেয়ারিং হত। এবং বেয়ারিং চিঠি কখনো পথে হারায় না।

যোগানন্দ বাদলকে চিঠি লিখ্লেন ভালবাসা জানিয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার ছল খুঁজ্লেন, কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁকে সে অবসর দিল না। বল্ল, "তোমার এত উৎকণ্ঠা কেন বল ত বাবা। ভাল আছেন সে খবর ত পেলে। মামুলী চিঠি তাঁর কাছে তোমার আশা করাই অন্যায়। যখন প্রেরণা পাবেন তখন তিনি চিঠি লিখবেন দেখো।"

বাদলের প্রেরণার অপেক্ষায় যোগানন্দ অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন, মহিম প্রমাদ গণলেন, পরস্পরের মধ্যে যে পত্রবিনিময় চল্ল তার ধুয়া এই যে, ছেলেটা হয় ত বকেই গেল। এমন সময় তাঁরা পেলেন সুধীর চিঠি। আশ্বস্ত হলেন। যোগানন্দ ভাব্লেন, হাঁ, সাইলেণ্ট ওয়ার্কার বটে, চিঠিপত্র লিখে নিজেকে বিক্ষিপ্ত কর্তে চায় না। মহিম ভাব্লেন, কার ছেলে [illegible] মনে রাখ্তে হবে ত। বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অ[illegible] যা লে[illegible]কে প্রেমপত্র লেখে না।

এসের। [illegible] [illegible]ধ্য সুধীর পরিচয় পেয়ে যোগানন্দের তাকে সহজেই কুশিক্ষ[illegible]বার [illegible] সুধীর কতকালের কাকামশাই—সুধী তাঁর ছেলের [illegible] হয় তারপ্রবেশ। [illegible]ই তাঁর কাছে ছেলের দোসর। সুধী যে পরামর্শ [illegible] তবু [illegible] দো[illegible] যে কথা বলে তাই সত্য কথা।

[illegible] কব্জি [illegible]বাদলের চিঠি সুধীকেই লিখ্লেন, সুধীর চিঠিতে

বাদলের চিঠির স্বাদ মেটালেন। বাকী থাক্‌ল উজ্জয়িনী। বাদল যে সুধীকে দিয়ে তাকেও চিঠি লেখাবে এমন কথা তার মনে উঠ্‌ল না। বাদল যদি তাকে ভুলেই গিয়ে থাকে তবু সে বাদলকে দোষ দেবে না, বাদলের যদি কোনো দিন তাকে মন পড়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা কর্‌বে, তার প্রতি বাদলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হঠাৎ একদিন উজ্জয়িনীর নামে চিঠি এল। বাদলের হাতের লেখা উজ্জয়িনী চিন্‌ত। বাদলের হাতের লেখা নয়। সুধীর হাতের লেখাও উজ্জয়িনী দেখেছে। সুধীরই হাতের লেখা বটে।

উজ্জয়িনী চিঠিখানি খুল্‌বে কি না চিন্তা কর্‌ল। সে ত বাদল সংক্রান্ত সংবাদের প্রার্থী নয়। তবে কেন সুধীর চিঠি খুল্‌বে? সুধীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোন অধিকারেই বা সুধীর চিঠিকে স্বীকার করে নেবে?

কিন্তু জীবনে প্রতিদিন নতুন মানুষের আগমনী বাজে না। সুধীর হাতের লেখাই ত সুধীর পরিচয়-পত্র। গোটা গোটা অক্ষর, একটু ডান দিকে টান, কোনোটাতে কালির পরিমাণ বেশী-কম হয় নি, সমস্তটিতে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। উজ্জয়িনী এমনি হস্তাক্ষর আরো দেখ্‌বে এই আকাঙ্ক্ষায় চিঠিখানি অবশেষে খুল্‌ল

[illegible] ট্রেনে [illegible]

উজ্জয়িনী যদি স্বভাবত অভিমানিনী হত, [illegible] জন্য নিজের রাগ করে সুধীর চিঠি ছিঁড়ে ফেল্‌ত, ছুঁ[illegible] পারে মৃত্যুকে ঝেড়ে ফেল্‌ত। পৃথিবীর অন্য সবাইকে সে[illegible] জাত যায়, কিন্তু —মরি মরি কি রুচি!—স্ত্রীকেও! [illegible] করছি

কিন্তু উজ্জয়িনীর মান-অপমান-বোধ তেমন [illegible]

উপর তার কিসেরই বা অধিকার! বিয়েটা বাদলের পক্ষে বিলেত যাওয়ার সামাজিক পাস্‌পোর্ট্‌; না হলে চলে না বলেই সংগ্রহ কর্‌তে হয়েছে। বিলেতে নিরাপদে পৌঁছবার পর বাদল কি তার পাসপোর্টখানা কোন বাক্সে তুলে রেখেছে তা মনে করে রেখেছে? বিশেষত বাদলের যে ভোলা মন! অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে বাদলের এ দিকটা উজ্জয়িনীকে মাঝে মাঝে হাসিয়েছে—অবশ্য মনে মনে হাসিয়েছে। একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার আর একবার হাসি পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে কত কথা মনে পড়ে গেল!

যতই মনে পড়ে যায় ততই কান্না পায়। বাদলকে সে ভালবেসেছিল। অন্ততঃ বাদলকে তার ভাল লেগেছিল। ('ভাল-বেসেছিল'—একথা মনে মনে স্বীকার কর্‌তেও তার কি লজ্জা!) বাদল যখন তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকে অবতরণ করেছিল, তখনকার সেই দিনগুলি কত ছোট ছোট ঘটনা, কথোপকথন ও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে এক একটি বছরের মত সুদীর্ঘ ও সুপূর্ণ বোধ হয়েছিল। বাদল হয়ত পাথর, কিন্তু উজ্জয়িনী কুমারী মেয়ে। বাদলের সান্নিধ্য তাকে কখনো ভাবাবেশময়ী, কখনো সচকিতা, কখনো স্নেহমমতায় পরিপূর্ণা করে তুল্‌ত। সমস্তই বাদলের অজ্ঞা[illegible] বাদলের পক্ষে যা মামুলী কথা উজ্জয়িনীর কানে তাই কে[illegible] যা নে[illegible] করত। উজ্জয়িনী মনে মনে সেই সকল এলোমেলো এসে[illegible] রাখ্‌ত, বিস্মৃতির মর্‌চে ধরে নষ্ট হয়ে যেতে কুশিক্ষ[illegible]বার [illegible]হয় তারে প্রবেশ [illegible] চলে গেল সেদিন থেকে উজ্জয়িনীকে বিরহ- তবু দো[illegible] বাদলের সঙ্গে তার সেই মধুর অতীত তার [illegible]কে কবজি[illegible] ততই মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের
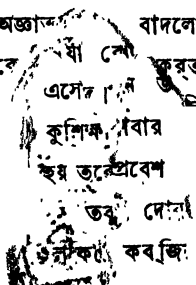
উপর আঙ্গুল লাগ্‌লে যেমন করে। প্রকৃতিগত আত্মরক্ষণেচ্ছা উজ্জয়িনীকে শেখাল বিস্মরণের কৌশল। উজ্জয়িনী অতীতকে চাপা দিতে লাগ্‌ল ভবিষ্যতের দোতলা তেতলা চারতলায় তলায়। বাদল কাল এডেনে পৌঁছবে, পৌঁছেই চিঠিখানা ডাকে দেবে, চিঠিখানা চলে আস্‌বে সেই দিনের বোম্বাই-মুখী জাহাজে। তা হলে একদিন দুদিন তিনদিন চারদিন···সাতদিনের দিন চিঠিখানা উজ্জয়িনীর হাতে এসে পড়্‌বে। আগ্রহাতিশয্যে উজ্জয়িনী দিনগণনায় গোঁজামিল দেয়। শনিবারের পর সোমবার, বুধবারের পর শুক্রবার, এই তার গণনার রীতি।

বার বার আশাভঙ্গের পর সে আশা কর্‌তে ছাড়্‌ল না বটে, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে আপোষ করে নিতে শিখ্‌ল। বাদলের চিঠি আসে ত ভালই, না আসে ত মন্দ কি! এমন ত একদিন ছিল যখন বাদল তার জীবনে ছিল না। এখন বাদল তার জীবন থেকে চলে গেছে ভাব্‌তে তার প্রাণে সয় না বটে, কিন্তু চলে যাবার অধিকার যে বাদলের আছে সে ত অস্বীকার করা যায় না।

বাদল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্ত্তে আছে এবং বেশ সুস্থই আছে। সুধীর চিঠি থেকে এটুকু জান্‌তে পাওয়া তার যথালাভ। এইজন্য চিঠিখানা খুলে সে অন্যায় করে[illegible] নইলে পরপুরুষের চিঠি খুল্‌তে তার সংস্কারে পীড়া লাগ্‌ত [illegible]নে [illegible]ন বাদলের অদ্বিতীয় বন্ধু। [illegible]র জন্য নিজের

সুধীকে সে মনে মনে সাধুবাদ দিল। [illegible] পারে মৃত্যুকে না স্থির কর্‌তে তার বহুদিন ও বহু রাত্রির [illegible]তে অনিদ্রা লাগ্‌ল। বাদলকে সে একরকম চো[illegible] করেছি সাহস পেয়েছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু না জানি [illegible]।

বেশী বয়স্ক। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম দেখান কি সহজ কথা! উজ্জয়িনীর চিঠিগুলি যে তিনি পড়েছেন এই ভাবতে উজ্জয়িনী ঘেমে ওঠে। পড়ে নিশ্চয়ই তুষ্ট হাসি হেসেছেন, ভেবেছেন কি ছেলে-মানুষ! কি নির্ব্বোধ! তাঁর অপরাধ কি! উজ্জয়িনী নিজেও ত তার একমাস আগের আমি'র সঙ্গে আজকের আমি'র তুলনা করতে কুণ্ঠিত হয়। এই দুএক মাসে সে কি কম বদ্‌লেছে, কম বেড়েছে! চেহারায় তার তেমন পরিবর্ত্তন হয়নি; তবে সিঁথিতে সিঁদুর ওঠা মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। তাতে কেবল কপালকে রাঙ্গায় না, কপোলকেও রাঙ্গায়। মুখাবয়বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি অনির্দ্দেশ্য শ্রী গড়িয়ে পড়তে থাকে, পারদের মত চঞ্চল। এই চোখে ত এইমাত্র চিবুকে, এইমাত্র ভুরূতে ত এইমাত্র অধরে।

সুধীর প্রথম পত্রের উত্তর দেবার আগে তার দ্বিতীয় পত্র এসে পড়ল। তাই নিয়ে উজ্জয়িনী হল আরো বিব্রত। বাদল যেন পণ করেছে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখবে না। না লেখে নাই লিখুক, কিন্তু সুধীকে দিয়ে লেখানর আবশ্যকটা কি ছিল! উজ্জয়িনী চেয়েছিল চিঠির ভিতর দিয়ে বাদলের সঙ্গ। বড় বড় সমস্যার মীমাংসা ত চায়নি, যদি বা চেয়ে থাকে তবে সে চাওয়াটা কেবল বাদলকে চিঠি লেখার একটা অবলম্বন [illegible] গ্যাতে; পাছে বিষয়ের অভাবে বাদল চিঠি লিখতে গা না কা[illegible] ধী সৌ[illegible] সমস্যার সমাধান ত এল, কিন্তু কই তার মধ্যে বাদলের এসে[illegible] [illegible] ডান হাতের মধ্যম আঙ্গুলটি দিয়ে মাথার চুল-কুশিক্ষ[illegible]বার [illegible] উপর নামান ইত্যাদি মুদ্রাদোষ? সুধীর পাকা [illegible] তবে প্রবেশ। [illegible] শান্ত সমাহিত মনের পরশ, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর [illegible] তবু [illegible] দে[illegible] উজ্জয়িনীর স্মৃতিকে সক্রিয় করল না। কে যে [illegible] কবজি [illegible] বক্তব্য—যেন চিঠি পড়ছে না, একখানা ভাল

লেখকের লেখা বই পড়্ছে ও বোঝবার চেষ্টা করছে। যেন এ চিঠি লাইব্রেরীতে বসে বাবার সাহায্যে পড়বার, শোবার ঘরে খিল দিয়ে বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দকে বালিশের উপর পিষ্তে পিষ্তে কখনো হাস্তে হাস্তে ও কখনো চোখের জলে ভাস্তে ভাস্তে পড়্বার নয়। এ চিঠির ক দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে না, হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়ে মন-কেমন করায় না এ চিঠি।

তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে এর জবাব লিখতে হবে। না লিখলে যেটুকু বাদলের খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুও পাওয়া যাবে না।

উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখ্তে বস্ল।

লিখ্ল :—

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার দুখানি পত্রই পেয়েছি। আপনার মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে আমার এ বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি কি ?

আপনার বন্ধু কেমন আছেন ? অবশ্য সেকথা আপনি প্রতি সপ্তাহে বাবাকে লিখ্ছেন। সেই একই কথা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকেও লিখুন এমন অনুরোধ করলে ছেলেমানুষী হবে। একে ত আমার ছেলেমানুষী আপনাকে নিশ্চয়ই কৌতুক দিয়েছে। আ[illegible] সম্বন্ধে আপনি কি যে ভেবেছেন, ভাব্তে গায়ে কাঁটা দেয়। ট্রেনে [illegible] ক- টিকিট সংগ্রহ করার কথা কেন যে লিখেছিলুম। [illegible]ার জন্য নিজের 'হবি' আজকাল নেই। [illegible]াত্রে পারে মৃত্যুকে

পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা [illegible]র জাত কোনোটাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অ[illegible] [illegible] করছি যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মত যে [illegible]

থান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের উপর সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার কর্‌বই বা কেন? পারি ত ভালোবাস্‌ব। না পারি ত ছায়া মাড়াব না। আমার বাবারও এই মত। মিষ্টার সেন কি বলেন জান্‌তে ইচ্ছা করে। একটা মজার কথা দেখুন, জানি বলেই জান্‌তে ইচ্ছা করে। মিষ্টার সেন গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জান্‌তে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-বশত আমাদের মত বিজাতীয়দের প্রতি বিমুখ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি?

আচ্ছা, বিলেত গিয়ে আপনারা ফটো তোলাননি? আমার ফটো দেখ্‌বার মত হলে নিশ্চয়ই পাঠাতুম। কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করুন না? আমি নিতান্তই কালা আদমী। এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ইস্কুলের সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাস। আমার বাবার পাঠাগারে আমার বয়সের মেয়ের পড়বার মত বই অল্প কিছু আছে, তাই পড়েছি। কিন্তু সেই যৌতুক নিয়ে কি আপনার বন্ধুর যোগ্য হওয়া যায়?

আচ্ছা, আপনি কি করেন? কি পড়েন? আপনি মাসিক পত্রে লেখেন না কেন? লিখ্‌লে আপনার মূল্যবান চিন্তা দেশের কত পিপাসুর পিপাসা মেটায়। না, আপনার বন্ধুর মত আপনিও এদেশের নন্? যে কেউ বড় হলেন তিনিই যদি বিদেশী হলেন তবে এ দুর্ভাগা দেশ কাকে নিয়ে [illegible] হবে? সত্যি বল্‌ছি, ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নে[illegible] আমি কিছুতেই হব না। আমার দেশের মহান্ [illegible] এবং তার বর্ত্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড়। [illegible]মি ভারতীয়া। আমার বাবাও এই কথা বলেন। [illegible]ক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

বিনীতা
শ্রীউজ্জয়িনী দেবী

চিঠিখানা অনেক কাটাকাটি করে অনেক রয়ে বসে লেখা। তবু যতবার পড়ে দেখে ততবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার নতুন নমুনা আবিষ্কার করে। ভাল কাগজে নকল করতে করতে বিলিতী ডাকের বার অতিক্রান্ত হল বলে। তখন উজ্জয়িনী মরীয়া হয়ে ডাকঘরে চিঠি পাঠায়। এবং যতক্ষণ না ডাক চলে যায় ততক্ষণ পোষ্ট মাষ্টারকে লিখে চিঠিখানা ফিরিয়ে আন্‌বে কি না ভাবে।

চিঠি পায় না সে এক দুঃখ। চিঠি লিখ্‌তে জানে না সে আরেক। সুধীন্দ্রবাবু ওচিঠি একা পড়্‌বেন না, বাদলকে পড়াবেন নিশ্চয়। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্বান লোক তার অন্তঃকরণকে হাতে মুঠার ভিতর পেয়ে হাস্য পরিহাসের হাতল কর্‌বেন। উজ্জয়িনী কল্পচক্ষুতে দুই বন্ধুর লণ্ডনস্থ বৈঠকখানার দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌ছে। বাদল সেই গৌরবর্ণ কৃশকায় চিরচিন্তিত অস্থির-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্‌পটু বালকটি। তার বয়স ষোল পেরিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর সুধীন্দ্রবাবুর বোধ করি চুলে পাক ধরেছে; বয়সের গাছ পাথর নেই। তাঁর সংযম ও গাম্ভীর্য্য সেকালের মুনিদের মত। তাঁর প্রতি অনায়াসে শ্রদ্ধা জন্মায়। আহা, পিতৃকল্প মানুষ যে!

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসে। হাসি পেলে মনে মনে হাসাটাই নিরাপদ। ধর সুধীন্দ্রবাবুর সাম্‌নে যদি হাসি পায় তবে [illegible] তার হাস্‌তে সাহস হবে? অথচ অদৃষ্ট তাকে এইসব মহাত্মনে[illegible] নিয়ে যাচ্ছে। একদিন হয় ত বিলেত যাবে তা[illegible]র জন্য নিজের এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বিষম সমস্যা মা[illegible] পারে মৃত্যুকে পত্রের সঙ্গে মেশা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। ঐ ক[illegible] জাত গেল। বুড় নয় ত কি। সাম্‌নের ফাল্গুনে [illegible] করছি এরি মধ্যে সে তার শৈশবকে ভুলেছে। অ[illegible]

স্মরণ করতে ভালও লাগে না। সেই সময়টা বাদলের চিন্তায় বিভোর থাক্‌তে প্রাণ চায়।

উজ্জয়িনীর দেহে এই প্রথম রং ধরছে। এত দিন সে নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। দেহ আছে কি না সে কথা লোকের মনে পড়ে প্রথমত যখন অন্নাভাব ঘটে, দ্বিতীয়ত যখন প্রেম জাগে। উজ্জয়িনীরা পুরুষানুক্রমে বড়লোক। এক্স গুপ্ত তাঁর তিন পুত্রকে নগদ তিনলাখ টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জ্জন, কেউ রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেউ বা রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার। সুতরাং উজ্জয়িনীরা অন্নাভাবের কথা খবরের কাগজের থেকে যেটুকু জানে সেইটুকু জানে। সেকথা শুনে মোটারকম চাঁদাও পাঠায়; দেশের অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়ে গীতাভিনয় কিম্বা নৃত্যাভিনয়ও করে। কিন্তু কিছুতেই দেহসচেতন হয় না, যতদিন না প্রেম জাগে।

প্রেম জাগে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবার পরে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এদিক দিয়ে উজ্জয়িনীরা গোঁড়া স্বদেশী। তাদের সেট্‌-এর কেউ যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এমন সংবাদ কদাচ শোনা যায়। তারা বিয়ে না করে, অন্ততঃ বাগ্দত্ত না হয়ে, প্রেমের নাম মুখে আনে না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশ্‌তে পারে এবং কার সঙ্গে মিশ[illegible]রে না এ সম্বন্ধে মেয়ের মা'রা তাঁদের অলিখিত মনুসংহিতা [illegible] উক্ত গ্রন্থের বার আনা অংশ জুড়েছে পদ ও উপার্জ্জন এসের [illegible] উ[illegible]য়।

[illegible] কুশিক্ষ[illegible]বার ঘ[illegible]সচেতন হবার সুযোগ উজ্জয়িনীদের জীবনে বিশ [illegible]হয় তুকে প্রবেশ। [illegible] আগে আসে না। উজ্জয়িনীর জীবনে তার [illegible] তবু [illegible] দে[illegible] মা[illegible]নী তার মা'র ঘরের বড় আয়নাটার সাম্‌নে [illegible]কে কবজি [illegible]ক্রমে তার মা তখন কল্‌কাতায়। নিজেকে

দেখে উজ্জয়িনীর বড় আশ্চর্য্য লাগে। সে ত সেই উজ্জয়িনী নয়। সে ত কোনো দিন এত সুদর্শনা ছিল না। এমন কি তার রংও যেন কিছু ফরসা হয়েছে। শীতকাল বলে কি? তার গাল দুটিতে মাংস লাগ্‌ছে ভাব্‌তে তার গাল দুটি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। তার চোখের পাতায় অকারণে জল চুইয়ে পড়্‌ছে ভাব্‌তে তার খেয়াল হল বালিশে মুখ গুঁজে ঘণ্টা খানেক খুব কাঁদে।

৫

একদিন সকালবেলা ডাক খুলে যোগানন্দ বল্লেন, "এ ত ভারি মুস্কিল হল!"

উজ্জয়িনী মুখে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ল না, কিন্তু চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, কেন? কি হয়েছে, বাবা?

যোগানন্দ চিঠিখানাকে আরো একবার পড়্‌লেন, পড়ে উজ্জয়িনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী হাতের লেখা দেখে বুঝ্‌ল তার শ্বশুরের চিঠি। পড়ে দেখ্‌ল তিনি উজ্জয়িনীকে নিতে আস্‌ছেন; যোগানন্দ এবারও যেন আপত্তি না করেন; যোগানন্দের আরো দুই সন্তান এই দেশেই আছে, যোগানন্দ অনায়াসেই তাদের আনাতে পারেন; কিন্তু মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান বিদেশে; [illegible]নীকে কাছে না পেলে তাঁর জীবন দুর্ব্বহ; বিশেষত তাঁ[illegible]নে [illegible] তাঁর প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার কর্‌ছে তাতে তাঁ[illegible]র কর্‌ছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস ক[illegible] পারে মৃত্যুকে [illegible] সুখ নেই রে ভাই" (ইংরেজীতে লেখা) [illegible] ভাগ্যবন্তঃ। আর ক'টা দিন বৈ ত নয়। [illegible] কর্‌ছি কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় না কর্‌লুম [illegible]।

নিউইয়ার্স উপাধি তালিকায় আমাকে উপেক্ষা করে জুনিয়ার অফিসারকে O. B. E. করা হল। এইরূপ অবিচারের উপর ব্রিটিশ এম্পায়ার টি'ক্‌বে ?”

দীর্ঘকাল একস্থানে থাক্‌তে কারই বা ভাল লাগে ? নতুন জায়গা দেখ্‌বার সখ, নতুন মানুষের সঙ্গে মেশ্‌বার সাধ, বিশেষ করে যে বাড়ীতে বাদল ছিল সেই বাড়ীতে থাক্‌বার সৌভাগ্য উজ্জয়িনীকে পাটনার দিকে টান্‌ল। তবু তার চিরকালের সাথীকে, তার বাবাকে, ছাড়্‌তে পারা যায় না। পিতা ও কন্যার মধ্যে আকর্ষণ সাধারণত নিবিড় হয়েই থাকে। যোগানন্দ ও উজ্জয়িনীর বেলা নিবিড়তর। শুধু নাড়ীর টান নয়, মনের মিল, মতের মিল। ওরা যেন দুটি সতীর্থ, দুটি সহাধ্যায়ী। লেখাপড়ায় যে ওদের মন বসে সেটা লেখাপড়ার খাতিরে ততটা নয় পরস্পরের খাতিরে যতটা। ছেলেরা ইস্কুলে যায় ছেলেদের সঙ্গ পাবার জন্য।

যোগানন্দ হাসির ভাণ করে বল্লেন, “মহিমকে O. B. E. না করে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি অত্যাচার কর্‌লেন।”

উজ্জয়িনী কিছু বল্‌বার মত কথা পেল না। চিঠিখানাকে আর একবার পড়্‌তে বস্‌ল। যোগানন্দ তাঁর খবরের কাগজে মন দিলেন, অর্থ[illegible]ন দেবার ভাণ কর্‌লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ পারেন না, মাঝে [illegible]মাঝে [illegible]ঠেন, “মহিমের ওখানে একেবারে অন্য চাল·· জবরদস্ত এসে[illegible] [illegible] বই ছাড়া অন্য বই রাখে না···ওর বাড়ীতে তোর কুশিক্ষ[illegible]বার ঘ[illegible]করে ?···খরচ করে পার্টি দেয় বিস্তর·· এও একটা ছয় তুরে প্রবেশ। [illegible] জম্‌বে ভাল যদি তুই থাকিস্‌··· হয়ত সম্রাটের [illegible] তবু [illegible] [illegible]কার উপরে নজর···সেইজন্য তোকে নেবার জন্যে [illegible] কবুজি [illegible]

উজ্জয়িনী কোনোদিন পিতার মুখে পরনিন্দা শোনেনি। শুধু পরনিন্দা নয়, বাদলের পিতার নিন্দা। পিতা যে কতখানি বিচলিত হয়েছেন অনুমান কর্‌তে পার্‌ল। কিন্তু কেমন করে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলে? বিয়ে কর্‌লে মেয়েরা পর হয়ে যায় এ জাতীয় একটা অমূলক জনশ্রুতি ত তার অশ্রুত নয়।

তবু বল্ল, "বাবা, শোন, ওঁর ছেলের জন্যে ওঁর মন-কেমন-করাটা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। ওঁর স্ত্রী নেই বলে ওটা আরো দুঃসহ। তুমি একবার নিজের অমন অবস্থা কল্পনা কর না?"

যোগানন্দ বিরক্তি চেপে বল্লেন, "মেয়ে হয়েছিস্, মেয়ের বাপ ত হস্‌নি! কল্পনা করে দেখিস্।" এই ব'লে তিনি উঠে গেলেন স্ত্রীকে টেলিগ্রাম কর্‌তে।

রাত্রের গাড়ীতে উজ্জয়িনীর মা এলেন। ব্যাপার শুনে উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, "যাবে বৈ কি। যাবে না? পাট্‌না isn't a bad place; একটা প্রভিন্সের ক্যাপিটাল। যদিও রায়বাহাদুর, তবু নেহাৎ কেউ কেটা নয়, য়্যাডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ওঁকে সমাজে তুল্‌তে হবে, সেটা ওঁর পুত্রবধূরই কর্ত্তব্য। ওঁর বাড়ী নিশ্চয়ই মিসম্যানেজ্‌ড্‌। ওসব কি আর পুরুষমানুষের কাজ! তবে বেবীকে যেমন অমানুষ করে তৈরি করেছ আর যা [illegible] বয়স তাতে একলা ওকে নিয়ে বেয়াই সুবিধা কর্‌তে পার্‌বেন [illegible]"

যোগানন্দ বক্তৃতার শেষে টিপ্পনি কর্‌লেন, "তাঁর [illegible] জন্য নিজের [illegible] পারে মৃত্যুকে চাও।"

মিসেস্ বল্লেন, "ভাল দেখায় না। জামাইএর [illegible] ছিল না, কিন্তু—। যাক্, বেবীর সঙ্গে একটি [illegible] করছি হবে, পাই কোথায়? মিসেস্ স্যামুয়েলসকে [illegible]

মেয়েটাকে কায়দা দুরস্ত রাখতে পারবেন। আহা, বেচারির এখন বড়ই দুর্দ্দিন যাচ্ছে। তবু পরের বাড়ী চাক্‌রী করতে রাজি হলে হয়!"

যোগানন্দ বল্লেন, "না হয় রাজি হলেন। কিন্তু মহিম ঠিক আমাদের ষ্টাইলে থাকেন না। শুন্‌তে পাই তাঁর বাড়ী ঠাকুর-দেবতাও আছেন। কলেজে পড়্‌বার সময় মহিমের যে কত বড় এক লম্বা টিকি ছিল গো! ঐ টিকি কেটে আমি কেমন বিপদে পড়েছিলুম তোমাকে বলিনি?"

উজ্জয়িনীর মা'র স্মৃতি পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেল যখন তিনি উজ্জয়িনীর বয়সী। কিন্তু দেখ্‌তে উজ্জয়িনীর চেয়ে বহুগুণ সুন্দর—সেকালের নাম-করা সুন্দরী। মহিমচন্দ্রের টিকি-কাটার গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করে সেই সেকালের মতো খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন কন্যার সাক্ষাতেই। বল্লেন, "রোসো, বেয়াই আসুন।"

বেয়াই যেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে নাম্‌লেন সেদিন টিকি-কাটার গল্প কারুর মনে ছিল না। তাঁর মাথা জোড়া টাক দেখে তাঁর টিকির কথা কারুর মনেই উঠ্‌ল না। যোগানন্দ ভাবছিলেন তাঁর আসন্ন কন্যা-বিরহের কথা; মহিম যতই হাসেন যোগানন্দ ততই কাঁপেন! এক জ[illegible] কারণে এত উল্লাস অপর জনের সেই একই কারণে এত [illegible]যা শো[illegible] [illegible]নন্দ-জায়া ভাবছিলেন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের কথা কোন্ এসে[illegible]। [illegible] উ[illegible]য়। আর উজ্জয়িনী? উজ্জয়িনী অকৃতজ্ঞ কন্যা। সে কুশিক্ষ[illegible]বার ঘ[illegible] বাদলের আদল খুঁজ্‌ছিল।

[illegible] হয় তবে প্রবেশ। [illegible]

৬

[illegible] তবু দে[illegible] মা[illegible] বাহাদুরের মস্ত বাড়ী। পুত্র পৌত্রাদি সহ হিন্দু ও [illegible]কে কবজি[illegible] [illegible]নে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের গৃহিণীরা

উজ্জয়িনীকে দেখ্‌বার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিল—বাদল বাবুয়া না জানি কেমন মেমসাব্‌ সাদী করে গেছেন। তারা বোধ করি কিছু হতাশ হল উজ্জয়িনীর রং ও পোষাক দেখে। কিছু খুসীও হল। আহা, বড় ছেলেমানুষ। বাদল বাবুয়ার সঙ্গে একটুও বেমানান হয়নি।

ঘরে তারা ভিড় করে রয়েছে, নড়্‌তে চায়। উজ্জয়িনীর বাঙ্গালী ঝি-টি বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, "তোমরা এখন যাও, বাছা। খুকী বাবা একটু বিশ্রাম কর্‌বেন।' কিন্তু ঝি-র ভাষা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। উজ্জয়িনী গোটা কয়েক হিন্দী ধমক জানে ; কিন্তু ব্যবহার কর্‌তে অনিচ্ছুক ; অগত্যা এই ময়লা কাপড় পরা হাস্যমুখরা কৌতূহলী নারীব্যূহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে বাড়ীর সমস্তটা পরিদর্শন কর্‌তে বের হল।

অনেকগুলো ঘর। দেশী ও বিলাতী আস্‌বাবের গুদামের মত দেখ্‌তে। স্থান অস্থান নেই, যেখানে সিন্দুক সেখানে সোফা। কার্পেটের উপর ষ্টোভ পড়ে রয়েছে। নববর্ষের ক্যালেণ্ডারগুলো দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান, রাধাকৃষ্ণের পট, বিলাতী রূপসীদের ছবি, রায়বাহাদুরকে কারা বিদায় সম্বর্দ্ধনা করেছিল তার ফটো ও সেই উপলক্ষে রচিত ইংরেজী কবিতা—উজ্জয়িনী যেন একটা আর্ট গ্যালারীতে পদার্পণ করেছে! এই সকলের মাঝখানে কোন কোণে বালক বাদল পুরস্কারে বই [illegible]য়ে দাঁড়িয়েছে দেখে উজ্জয়িনীর চক্ষু জলে ভরে উঠ্‌ল। [illegible]ট্রেনে [illegible]

আপাতত এই তার কাজ, এই সমস্ত ঘরকে ঝেড়ে [illegible]র [illegible] নিজের সাজান গোছান। তারপর দাসদাসীর দলকে যথ[illegible] পারে মৃত্যুকে ঢুক্‌তে না দেওয়া। সম্ভব হলে ওদের সবাইকে '[illegible]' [illegible] কিনে পরান। ওদের বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া [illegible] [illegible]ছি করে স্বাস্থ্যনীতি।

এই সব চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে উজ্জয়িনী একটি ছোট ঘরে তালা বন্ধ দেখ্‌তে পেল।

বেহারা বল্ল, "এটা বাবুয়াজীকী কামরা আছে।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "খোল, দেখ্‌ব।"

বাদলের পড়ার ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি ইংরেজী-বাংলা বই। টেবিলের উপর এখনো কালি ব্লটিং পেপার পড়ে আছে। তার কোথাও কি উজ্জয়িনীর নাম উল্টো করে ছাপা নেই? টেবিলের উপর একটি মহিলার ফটোগ্রাফ হেলান অবস্থায় রয়েছে। ও হরি, ও যে আনা পাভ্‌লোভা। বাদলকে তিনি স্বাক্ষরিত ফটো পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী বাদলের ড্রয়ার খুল্‌তে বসে গেল। তাড়া তাড়া চিঠি। পৃথিবীর কত দেশের কত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নামের স্বাক্ষর। সাধে কি বাদলের এমন আত্মবিশ্বাস। সে যে বাদলের যোগ্য নয় এজন্যে তার ক্ষোভ নেই। কোন্ মেয়েই বা যোগ্য?

বাদলের পড়ার ঘরের চাবী উজ্জয়িনী নিজের হাতব্যাগে পুর্‌ল। বাদলের শোবার ঘরে নিজের বিছানা পাত্‌ল। ও ঘরে একখানা বড় সাইজের ফটোগ্রাফে সুধী বসেছে, বাদল দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনী ওখানাকে এমন স্থানে রাখ্‌ল যেখানে ঘুমবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে আপ[illegible] চোখ যায়। ভাব্‌ছিল ফটোগ্রাফকে রোজ মালা গেঁথে পরাবে, [illegible] যে সে মালা সুধীকেও পরান হয়। উজ্জয়িনী জিভ্ এসে[illegible] যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। বেশ যুবা পুরুষ, কুশিক্ষ[illegible] বরঞ্চ বাদলেরই কপাল ঘেঁসে টাক পড়্‌বার লক্ষণ। [illegible]প্রবেশ। [illegible]কাল, কিন্তু ঢের বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। বাদলের [illegible] তবু [illegible]খের তারার দীপ্তিতে। সুধীর প্রতিভা সুধীর [illegible] কব্‌জি [illegible]ভয়কেই উজ্জয়িনী নমস্কার কর্‌ল

ছদিন পরে শ্বশুর মহাশয় যখন মিসেস্ স্তামুয়েল্সের প্রসঙ্গ পাড়্লেন উজ্জয়িনী বল্ল, "কাজ নেই বাবা, তাঁকে এ বাড়ীতে বেখাপ হবে। আমাদের অনেক পোষ্য, অনেক অতিথি, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি, আমার আর সমাজের জন্যে তৈরী হয়ে কাজ নেই।"

মহিম বল্লেন, "আঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি মা বুঝেছি। এই সরল সত্যটা না জানা থাক্লে হাকিমী করতে পার্তুম? মেয়েরা তাদের কর্তৃত্বে ভাগ কখনো কাউকে দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মা, তুমি যার স্ত্রী তার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাকে। সে আই-সি-এস্ হয়ে বছর ছুই পরে যখন ফির্বে তখন তার চোখে যেন তোমাকে আসল বিলিতী মেমের মত দেখায়।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "আমি খাঁটি বাঙ্গালী হতে চাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এক্স গুপ্তর নাত্নী বলে খাঁটি বাঙ্গালী হতে চাই। ওরে মেয়ে, তোদের তিন পুরুষ বিলেত ফেরৎ। তুইও একদিন হবি।"

"কিন্তু বাবা, এক্স গুপ্ত যে কত বড় স্বদেশপ্রাণ পুরুষ ছিলেন সে কি আপনি জানেন না? বিলেত গেছ্লেন সেই চোগা-চাপকান পরে।"

রায়বাহাছর গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "তবু আই-সি-এস্ অফিসারের স্ত্রী, আই-এম্-এস্ অফিসারের মেয়ে, সমাজে তোমার অবস্থার মেয়েরা যেমন, তুমিও তেমনি না হলে মানাবে কেন? গান্ধীর স্ত্রী খদ্দর পরেন [illegible]র সঙ্গে সঙ্গতি রাখ্বার জন্য।

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা কর্ছিল বলে, সঙ্গতির কথা [illegible] জই নিজের বাড়ীর খোল ও নল্চে ছুই বদ্লাতে হয়, মায় [illegible] পারে মৃত্যুকে আপনার স্যুটের সঙ্গে আপনার টাই বেমানান, [illegible] ইংরেজী পোষাকের সঙ্গে যায় না, আপনি স্নানের না[illegible] করছি লাগাও ঠাকুর ঘরে বসে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করে[illegible]।

নামমাত্র মুখে দিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারী খান, আপনি এডগার ওয়ালেসও রাখেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও রাখেন, সিগারেটও ফোঁকেন আলবোলাও গুড় গুড় করেন। মিসেস্ স্যামুয়েলস্ এ বাড়ীতে এসে কেবলি হাসি চাপতে থাক্‌বেন সে আমি হতে দেব না।

উজ্জয়িনী এতদিন পরে নিজের সংসার পেয়েছে, নিজের মনের মত করে সাজাবে। ও বাড়ীতে মার আধিপত্য, জোর করে কিছু চালাতে পার্‌ত না; তার প্রস্তাবগুলো তাব বাবার বেনামীতে মার দরবারে হাজির কর্‌ত, তাতেও ফল হত না। এতদিনে সে স্বরাজ পেয়েছে, তার শুভবুদ্ধি যা বলে সে তাই কর্‌বে, ফ্যাসান কিম্বা প্রথার শাসন মান্‌বে না। এক্স গুপ্তের নাত্‌নী সে এক্স গুপ্তের মতই সংস্কারক। যোগানন্দের কন্যা সে, যোগানন্দের মতই বৈজ্ঞানিক। বাদলের স্ত্রী সে, বাদলের মতই উচ্চমনা।

৭

উজ্জয়িনীদের বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর থেকে পাশের বাড়ীর একাংশ চোখে পড়ে। একদিন উজ্জয়িনী দেখ্‌ল একটি আঠার উনিশ বয়সের তরু[illegible] তার আপিস্-প্রত্যাগত স্বামীর জুতো খুলে নিয়ে ভিজে [illegible]যা [illegible]ছে দিচ্ছে। দৃশ্যটি উজ্জয়িনীর পক্ষে এমন অপূর্ব্ব যে এদের [illegible] উ[illegible] দেখ্‌তে দ্বিধা বোধ কর্‌ল না।

কুশিক্ষ[illegible] [illegible]বার ঘরে [illegible] বেশী নয়, সে ভারি লজ্জিত ভারি কুণ্ঠিত হয় ত[illegible]প্রবেশ। [illegible] মুখ ফুটে আপত্তি জানাচ্ছে না, জানে যে আপত্তি [illegible] তবু [illegible] দো[illegible] [illegible]

[illegible] কব্‌জি [illegible]য় স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে বস্‌ল। পাখার দরকার

ছিল না। শীতকাল। তবু স্বামীটি আপত্তি করতে পারে না, পাখার হাওয়া খেতে খেতে মৃদু মৃদু হাসে। সে যে আপিস থেকে অনেক খেটে অনেক কষ্ট পেয়ে ফিরেছে, স্ত্রীর মত বাড়ীতে বসে বসে আরাম করেনি ত। মুখ ফুটে না বল্লেও স্ত্রীর মনোভাবটা যেন এই।

উজ্জয়িনীর অন্যত্র কাজ ছিল বলে সে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। আবার যখন এল তখন দেখ্‌ল স্ত্রীটি স্বামীকে বাবু-বেশে সাজিয়ে বল্‌ছে, "বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে না গেলে ওঁরা যে কুণো বলে ঠাট্টা করবেন, বল্‌বেন বৌ-পাগলা, স্ত্রৈণ।"

স্বামী এর উত্তরে কি একটা বল্‌বার জন্যে ঠোঁট নাড়্‌ল। স্ত্রী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্ল, "চুপ।" কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্ল, "মা শুন্‌তে পাবেন যে। ছিঃ।"

একদিন উজ্জয়িনী মা-টিকেও দেখ্‌ল। স্বামীর মা শ্বাশুড়া। মেয়েটি তার শ্বাশুড়ীকে পাগল হরনাথের তত্ত্বকথা পড়ে শোনাচ্ছে। উজ্জয়িনী কান পেতে যতটুকু শুন্‌ল ততটুকু তার বিশেষ ভাল লাগ্‌ল। তাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতা নেই। তার বাবা ভগবান সম্বন্ধে সংশয়বাদী, তার মা ও দিদিরা বিপদে পড়্‌লে ভগবানের নাম করে বটে, কিন্তু তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত নেই। তাদের সমাজের লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন মানের উপাসক। যদিও নামে তারা কেউ [illegible] কেউ ব্রাহ্ম, কেউ কেউ বা খ্রীষ্টান। [illegible]

উজ্জয়িনীর মনের খোরাক থেকে যেন একটা [illegible] নিজের আস্‌ছিল, তাই তার মনের পুষ্টি তার মনের মত [illegible] পারে মৃত্যুকে যেন সে ভিটামিনের সন্ধান পেল। শ্বশুরের লা[illegible] হরনাথের বই পেল না, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ যা-কিছু [illegible] করছি রামায়ণ মহাভারত তার পড়া ছিল, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসা[illegible]

সভ্যতার বিশ্বকোষ বলে। কিন্তু "চৈতন্য চরিতামৃত", "ভক্তমাল গ্রন্থ", "রামকৃষ্ণ কথামৃত" ইত্যাদি তাকে অনাস্বাদিত রস দিল।

সেই মেয়েটির জীবন উজ্জয়িনীর লোভনীয় লাগে। আহা, উজ্জয়িনীরও যদি একটি শ্বাশুড়ী থাকত! আর উজ্জয়িনীর স্বামীটি যদি থাকত কাছে! কেমন অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসার। তাদের ত ঝি-চাকর অগুন্‌তি নয়, একটি মাত্র ঠিকে-ঝি। মেয়েটি রান্না করে নিজের হাতে। উজ্জয়িনী লুকিয়ে তার কাজ দেখে। উজ্জয়িনী যদি লেখা পড়া এত না শিখে রান্না কর্‌তে শিখ্‌ত! ফ্যান্সী সেলাইয়ের কাজ না শিখে যদি ফাটা বালিশ রিফু কর্‌তে শিখ্‌ত। পিয়ানো বাজাতে শেখার দুরন্ত দুশ্চেষ্টায় বহু সময় নষ্ট করেছে, সেই সময়টাতে বাজার হিসাবের খাতা লিখ্‌লে কাজ দিত।

মহিম দিনে আপিস করেন, রাত্রে সমপদস্থ দেশীয় চাকুরেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও তাস খেল্‌তে যান। তাঁর ইচ্ছা আছে পদমর্য্যাদা আর একটুখানি বাড়্‌লে ইউরোপীয় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে দেহপাত কর্‌বেন।

উজ্জয়িনী আহারের সময় ছাড়া শ্বশুরের সঙ্গ পায় না। সেজন্য ওর আফশোষ নেই। রবিবারে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করেন অমুক সাহে[illegible] বাড়ী সঙ্গে নিয়ে যেতে। সে বলে, আজ নয়, আর একদিন। [illegible] যা [illegible] আলাপ কর্‌বার সাধ নেই, আছে শুধু ঐ প্রতিবেশিনী এসের [illegible] উ[illegible] কিন্তু ওদের বাড়ী যে নিজের থেকে যাওয়া যায় না। কুশিক্ষ[illegible]বার ঘরে [illegible] নয়। কলেজের লেক্‌চারার। একটা পূরো [illegible] ত্রে প্রবেশ। [illegible] ভাড়া নিয়েছে। ওদের বাইরের ঘরে দরোয়ান [illegible] ধা দো[illegible] [illegible]া বন্ধু এলে হাঁক দেন, "কমল বাড়ী আছ হে?" [illegible] কবজি [illegible] এলে ডাক দেয়, "মাইজি!"

উজ্জয়িনীর ভারি হিংসা হয়। তাকে কেউ "মাইজি" বলে না? এত কাল ছিল "খুকী বাবা"। এখন "ছোটা মেম সাব্"। তা নইলে স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। মহিমকে সাহেব না বলে বাবু বল্লে তিনি কেবল মনে মনে নয় মুখেও বড় চটেন। একদিন কাকে যেন বল্‌ছিলেন, "রায়বাহাদুর উপাধিটা, মশাই, উপাধি ত নয় উপদ্রব বিশেষ। ওর চেয়ে, মশাই, রায়সাহেব উপাধি ভাল। তবু ত সাহেব।"

ও বাড়ীর মেয়েটিও এ বাড়ীতে পা দেবার কথা ভুলেই থাকে। ওর কিসের অভাব? ওর স্বামী যতক্ষণ থাকেন না ততক্ষণ শ্বাশুড়ী থাকেন। কোনো-কোনোদিন শ্বাশুড়ীকে নিয়ে সে তাদেরই সমান অবস্থার কোন উকীলবাবু বা ডাক্তারবাবুর বাড়ী গল্প করতে যায়। তাঁরা এলে তাদের বস্‌বার জন্য মেজেতে সতরঞ্চি পেতে দেয়, পান সেজে আনে। বেশীর ভাগ কথা ওঠে স্বামী সংক্রান্ত—কার স্বামী কত ভাল, কার স্বামীর আপিসের কাজ কত বেশী সময়সাপেক্ষ, উপর-ওয়ালাদের কেন মরণ নেই, কোথায় বদলি হলে দুধ-ঘির সুবিধে। বাজার খরচের কথা ওঠে। ঝি-চাকরগুলোকে বিশ্বাস কর্‌বার জো নেই, দোকানদারগুলো ভেজাল দেয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ থেকে আসে দেশের প্রসঙ্গ। গান্ধী মহারাজ কি করছেন, সি-আর-দাস মারা যাবার পর থেকে আন্দোলনটাও ম[illegible]য়েছে, সাহেবরা কি কিছুতেই রাজত্ব ছাড়বে, কেই বা নিজে[illegible] বিলিয়ে দিতে চায় বল? [illegible]জই নিজের

থেকে থেকে বেশ একটু অশ্লীল আলোচন[illegible]পারে মৃত্যুকে স্ত্রীর ক'মাস চলছে, অমুকবাবুর স্ত্রী আর পারে না, ভগবানের দান। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝে, ছার[illegible]কয়েছ "আচ্ছা, সকলের হয়, আমাদের বীণার কেন হয় ন[illegible]"

উজ্জয়িনী সেই থেকে জান্‌ল মেয়েটির নাম বীণা। মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠ্‌ল, মেয়েটি মুখ নীচু করে বল্ল "যাও!"

৮

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি ত। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি!

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগ্‌ল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতিবৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে কর্‌লেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব কর্‌ল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব কর্‌ল অমনি আশ্চর্য্য হল ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায় উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠ্‌ল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদসারা বাতায়নে দাঁড়ালে ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক কর্‌তেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

[illegible] দর্শন কর্‌তে কর্‌তে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। [illegible] এসে [illegible] উ[illegible]খি হতেই বীণা মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার [illegible] কুশিক্ষ[illegible]বার ঘরে। স্বামীর কলেজের বেলা হল। তিনি প্রাইভেট [illegible] প্রবেশ। [illegible] এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়্‌বেন। [illegible] দে[illegible] বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটীর দরখাস্ত [illegible] কবজি [illegible]টো কথা কই। স্বামিটি জানে প্রিন্সিপাল যদি [illegible] স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখ্‌তে দেবে না। অতএব
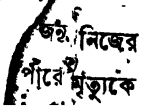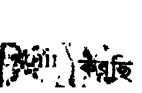
অন্যান্য দিনের মত আজকে রাশি রাশি কথা কইতে হবে, দিস্তা খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কি মনে কর্‌ছিল কে জানে! উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের ষ্টাডি'তে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ কর্‌বে। এত বড় উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয় ত এজন্য তাকে অশ্রদ্ধাও কর্‌তে পারে।

বাদলের ষ্টাডি'র দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙ্গান ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটি মটো। "Repentance is a sin." উজ্জয়িনী তার মানে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। পৃথিবীতে এত কথা থাক্‌তে বাদলের ঐ একটি কথা মনে ধর্‌ল কোন্‌ গুণে? সবাই ত ওর উল্টাটাই বলে। অনুতাপ কর্‌লে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ কর্‌লে পাপ হয়। এসম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখ্‌লে মন্দ হয় না। ভাল কথা সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল, একবারের বেশী পড়া হয়নি, অথচ বহুবার না পড়[illegible] ঠিক্‌ অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়[illegible]

সুধী লিখেছে :— [illegible]জই নিজের

প্রীতিভাজনাসু, [illegible]পারে মৃত্যুকে

বাদলের সংবাদ জান্‌বার জন্য আপনার

বলেও বটে, আবার দেশভাষায় কথা কয়ে আমিও [illegible] করছি

এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবছি

বৎসর ষ্টার্ট্ পেয়ে গেছে এবং সে ষ্টার্ট্ কোনো মতে হ্রস্ব হবার নয়। তথাচ বাদল উঠে পড়ে দৌড়াচ্ছে। ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ কর্‌ছে। ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বেয়ে চলেছে। ইংরাজশিশু জন্মলাভ করে দেখে ওর জন্য একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করে আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি ওকে নানা সূত্রে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরাজ করে তুল্‌ছে। কিছুটা সে কানে শুনে শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখে ও অবস্থায় পড়ে। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর ওর দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। টাকাকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থ লেখাকে মুছে আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত কর্‌তে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালী কখনো ইংরাজ কিম্বা ইংরাজ কখনো বাঙ্গালী হতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে বা বহুদিন হতে একত্র থেকে আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্ম[illegible]তে ও প্রকৃতিতে ইংরাজ হতে চাইছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের ম[illegible] [illegible]ঙ্গ ইংরাজীতে কথা কইত তবে দুঃখিত হলেও বিস্মি[illegible]
কোন দিন সে বলে বস্‌বে, "তুমি আমার ভারতবর্ষ[illegible]
প্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরি[illegible]

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা
শুভ্র আকাশ হতে রাশি রাশি শেফালী অ[illegible]

ঝর্‌ছে! জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু হাত কন কন করে না। অথচ ইংলণ্ডের বর্ষা বর্শার ফলার মত বেঁধে। বৃষ্টির ফোঁটা যে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা হতে পারে অনুভব করেন নি। কিন্তু বরফের থোপা বড় মোলায়েম ও ঈষৎ শীতল-স্পর্শ। যে বরফ খান্ সে বরফের কুচি জমাট ও কঠিন। এ বরফের পাউডার ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

এ বাড়ীতে একটি শিষ্ট বালিকা থাকে, তাহা নাম মার্সেল। বোধ করি তার পরিচয় দিয়েছি। লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে দেখ্‌তে চান ত মার্সেলকে দেখে যান। আজ রবিবার, আজ আমাকে বাইরে যেতে দেবে না, আমাকে তার ঘোড়া সাজাবে। থার্ডক্লাশ ঘোড়াকে সহজেই চেনা যায়, মেয়েদের স্বাভাবিক ইন্‌টুইশন বশত মার্সেল আরো সহজে চিনেছে। চিঠিখানাকে আর একটু দার্ঘ করে সেই অশ্বারূঢ়া ঝাঁসীর রাণীর মসীচিত্র এঁকে দেখাব ভেবেছিলুম। কিন্তু লাগামে টান লাগ্‌ছে। অগত্যা উঠ্‌তে হল। নমস্কার জানাই। ইতি। বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ

৯

…ব কাণ্ড পড়ে উজ্জয়িনীর কৌতুক বোধ হচ্ছিল। ইংলণ্ডের …বাঁদর নয়। সুধীবাবুর মত একজন দার্শনিক মানুষকে …দেয় সপাং করে এক চাবুক। সুধী না হয়ে …হত! (মার্সেল নয়, বাদল জব্দ হত!)

…দূরে, বীণা থাকে অদূরে। বীণার টানই প্রবল। …কি লিখ্‌বে ভেবে তাঁর চিঠিখানা খুলেছিল ভুলে …ক দেখে এলে হয় না? এবার কিন্তু খুব সন্তর্পণে,

বীণা যাতে টের না পায়। শুধু বীণা নয়। বীণার স্বামীও এতক্ষণে ফিরেছেন, তিনিও টের পাবেন আর মুচ্‌কি হাস্‌বেন। ভারি লাজুক ভদ্রলোকটি। সুন্দর চেহারা, ঋজু ও তনু গড়ন, সুকুমার স্বভাব। বীণার স্বামী না হয়ে বীণার স্ত্রী হলেন না কেন? অসাধারণ ফর্‌সা, তবু প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, নম্রতার অবতার। মৌনতারও। কলেজে বেশী বক্‌তে হয় বলে বাড়ীতে শক্তি সঞ্চয় করেন।

উজ্জয়িনীকে বীণার আকর্ষণ কি কমলের আকর্ষণ কোন্‌টাতে টান্‌ল বলা যায় না। উজ্জয়িনী এবার সযত্নে নিজেকে গোপন কর্‌ল। দেখ্‌ল স্বামীটি খাচ্ছে আর স্ত্রীটি এমন ভাবে তার থালার দিকে হাতের দিকে মুখের দিকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাকাচ্ছে যেন একটি সূর্য্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। যেন স্বামীর আহারলীলা নিরীক্ষণ করার মধ্যে স্ত্রীর নিজের আহারক্রিয়া উহ্য রয়েছে। বাদল উজ্জয়িনীকে কোনো দিন এমন সুযোগ দেবে কি? যদি দেশে ফেরে তবে দুদ্ধর্ষ জন্‌বুল্‌ হয়ে ফির্‌বে, স্ত্রীর সেন্টিমেণ্টের মর্য্যাদা বুঝ্‌বে কি? এমনি করে দিনের তুচ্ছ কাজগুলির ভিতর দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী আত্মনিবেদন কব্‌বার ছল খুঁজ্‌বে, কিন্তু পাবে না। উজ্জয়িনী না হয়ে বীণা হয়ে জন্মালেও বীণার ভাগ্য [illegible] বুঝি উজ্জয়িনীর ক্ষোভ থাকৃত না।

বীণার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে উজ্জয়িনী [illegible]
কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব? উজ্জয়িনীদের [illegible]
দুপক্ষেরই কোনো একজন বন্ধু বা আত্মীয়
দুজনকে আলাপ করিয়ে দেবেন। গায়ে পড়ে
এবং আকস্মিক আলাপ পরে অস্বীকার্য্য।

একদিন জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, ওবাড়ীর কেউ আমাদের এখানে আসেন না কেন?"

মহিম বল্লেন, "কমল বাবুদের কথা বল্‌ছ? কই কোনো দিন ত আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।"—এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল।

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য্য সিদ্ধ হল না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার তুপাঁচজন ডেপুটী মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের "ওঁদেরকে" একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে তুঃসাহসের কাজ করেননি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারুর "ওঁরা" একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘট্‌তে থাক্‌ল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার যা ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই বা চিন্তিতপূর্ব্ব? দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রে যে হাস্যবিনিময়টুকু হয় সেটাও কি আকস্মিক?

কেটে যেতে লাগ্‌ল। উজ্জয়িনী জানালার থেকে সরে
স্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না। আহা,
আরো কম হত! তখন হয় ত তুজনে একই
জায়গায় খেলা কর্‌ত। ইস্কুলের কথা মনে পড়ায়
হতে লাগল, কেন অবুঝের মতো অকালে ইস্কুল
ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে,
তার বন্‌ত না, ওরা তাকে মার্‌ত কিম্বা

ক্ষ্যাপাত অথচ সে কারো গায়ে হাতটি তুল্‌ত না কিম্বা মুখ ফুটে প্রতিবাদ কর্‌ত না। একদিন বাবাকে বল্ল, "আর ইস্কুলে যাব না।" বাবাও বাধ্য কর্‌লেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাষ্টারি কর্‌তে সুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে তাদের জগতে প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়্‌লে পড়াশুনা হত না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয় তাই হত—হত সখ্য, হত অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হল বাদলকে যে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌ল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে বল্‌তে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য্য আছে উজ্জয়িনীতে তা কই? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল এত একাগ্রভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা করত না। তার তপশ্চর্য্যায় বীণার মুখখানি হত ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয়ত তার জীবনের ব্রত হত বীণাকে সুখী করা, বীণাই হত তার ধন ও মান যশ ও কীর্ত্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কি দশা হত
বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমা
স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মার হাতে থে
হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে, উজ্জয়িনী f
না। বাদল যদি কমল হয়ে থাকৃত তবে উজ্জ
না, এক ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নি

পাওয়ার থেকে বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারা। উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণ খুলে এসব কথা না কইলে কাকে কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব করবে? বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না। বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের নয়। একটি সাথী তার চাই-ই চাই। এ যে অভাব, এর মত অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক্ করল বীণার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে যে সে কি ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সেকথা ভাবতে তার মাথা ঘোরে, সেকথাকে সে বলপূর্ব্বক চাপা দিল। না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আর কখনো এই জানালা খুলবে না এবং আর কখনো কারুর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জানবে যে তাকে পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া। পৃথিবীর কারুর কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীরাবাইয়ের মত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করবে এবং হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন করবার জন্য সংসার ত্যাগ করবে। তার বাবা ছাড়া অন্য [illegible] ক্রমশ ভুলে যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

৯০

[illegible]ত দিক থেকে সৌভাগ্য এল। বীণা নয়, [illegible]। একদিন মার সঙ্গে মহিমচন্দ্রের বৌমাকে [illegible]ল, "আমি আবার ত আসবই, এলে আপনাদের [illegible]। দেখবেন।"

পরিচয়ের ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক্।

মহিমচন্দ্রের উকীলবন্ধু সুবল একদিন দুপুরবেলা তাঁর স্ত্রীকে ও কন্যাদ্বয়কে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করে আস্‌বার অনুমতি দিলেন। গিন্নীটি বড় ভাল মানুষ। এসেই বল্লেন, "মা, রোজ আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না, জানই ত বৃহৎ পরিবারের অসুবিধে। নইলে তোমার এখানে মা নেই, বোন নেই, শাশুড়ী নেই শুনে অবধি প্রাণে যে উন্মাদনা বোধ কর্‌ছি, মা, সে আর কি বল্‌ব? তুমি আমার মেয়ের মত, তুমি ত সব বোঝ।" এক নিঃশ্বাসে এই পরিমাণ কথা বলে ধুঁক্‌তে লাগ্‌লেন। উজ্জয়িনী চট্ করে একখানা পাখা ও এক গ্লাস জল আনিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিম্ন স্বরে বল্লেন, "বাবা সিবিল সার্জ্জন?

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ভাই বোন ক'টি?"

"ভাই নেই, বোন দুটি।"

"আহা, ভাই নেই! একেবারেই নেই!"—ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হল তিনি পরম উন্মাদনা বোধ কর্‌ছেন। উজ্জয়িনীও যেন এই প্রথম একটি ভাইয়ের অভাব বোধ কর্‌ল। তার চোখ ছল ছল কর্‌ল।

মলিনা ও মিনতি মার কথাবার্ত্তার সেকেলে ধ
চটে গেছল। মাকে থামাতেও পারে না। অ
অপ্রসন্নভাবে তারা শুন্‌তে লাগ্‌ল মা বল্‌ছেন,
মেয়ে, রাজার মেয়ে। দেখে প্রাণ প্রফুল্লিত
মেয়ে দুটোর ছিরি ছাখ। এখনো বি-এ পাস
হাঁ মা, তুমি ত এম-এ পড়া মেয়ে—"

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বল্ল, "আজ্ঞে না, আমি ম্যাট্রিকও পড়িনি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার বিদ্যার দৌড় সিক্স্‌থ্‌ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

মলিনাদের মা টিপ্পনি কাট্‌লেন, "ভাখ্‌ তোরা, দেখে শেখ্‌, বিনয় কাকে বলে। কত জ্ঞান আহরণ করলে তবে বল্‌তে পারা যায় আমার বিদ্যার দৌড় লাষ্ট ক্লাস্‌ পর্য্যন্ত। কে যেন ইংরাজ কবি বলে গেছেন, আমি বেলা-ভূমিতে বালুকাখণ্ড সংগ্রহ করেছি?"—

মিনতি মার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "কবি নয় মা, scientist। স্যর আইজাক নিউটন, যিনি Laws of Gravitation আবিষ্কার করেন।"

মলিনা উজ্জয়িনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বল্ল, "আবিষ্কার করে কি result হল; আজ ত আইনষ্টাইন এসে সব explode করে দিলেন?"

উজ্জয়িনী সবিনয়ে বল্ল, "না, ঠিক্‌ উল্টে দেননি। দেখুন, এ সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও এত কম বোঝেন যে আমাদের এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনো রায় দেওয়া সাজে না।"—বলেই উজ্জয়িনী রেঙ্গে উঠ্‌ল।

মলিনার মা বল্লেন, "ঠিক বলেছ মা। দুপাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ঐ যে বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল, ম[illegible] বলে কত জল,' ওই হয়েছে আমাদের দশা। A little kr[illegible] [illegible]is dangering thing."

[illegible]প উজ্জয়িনীকে বল্ল, "She is a living proof of

[illegible]ould call her a veteran example and

[illegible]

[illegible]রুকেই উজ্জয়িনীর মনে ধর্‌ছিল না। সে টের

পেয়েছিল যে মাতে মেয়েতে বিদ্যা সংক্রান্ত ঈর্ষা ও অভিমান থেকে তাদের সম্বন্ধের স্বাভাবিক মধুরতাকে পরের পক্ষে অনুপভোগ্য কর্‌ছে, যেমন চিনির মধ্যে কাঁকর। মেয়েরা উজ্জয়িনীকে মার চেয়েও আপন মনে কর্‌ছে—কিন্তু কেন? সমবয়সীদের মধ্যে একটা দলগত চক্রান্ত আছে অসমবয়সীদের বিরুদ্ধে—তাই কি? প্রাচীন ও নবীন, একের গর্ভে অপরের জন্ম, তবু উভয়ে উভয়ের শত্রু। কথাটা সে কোন্ বইয়ে পড়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা কর্‌ল।

উজ্জয়িনী তাঁদের কিছু জলযোগ করিয়ে বাড়ীর নানা অংশ দেখিয়ে বিদায় দিল। তাঁরা বাদলকে ভাল করেই চিন্‌তেন, সুধীকেও। সুধী ও বাদল কেমন আছে, কি পড়্‌ছে, কবে ফির্‌বে ইত্যাদি প্রশ্ন কর্‌লেন। উজ্জয়িনীর ইচ্ছা কর্‌ছিল বীণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না, প্রথম দিনে অতটা ভাল দেখায় না।

মলিনা ও মিনতি দুই বোনেরই প্রধান দোষ তারা উজ্জয়িনীর উপর নিজেদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ কর্‌তে উৎসুক। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার বিবরণী দিল। মলিনা বি-এ দিচ্ছে আগামী বৎসর, মিনতি এইবার আই-এ দেবে। দুজনেই বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ে। পাটনায় মেয়েদের কলেজ নেই। মলিনার মধ্যে কিছু গভীরতা আছে। সে উজ্জয়িনীর লাইব্রেরী দেখে বল্ল, "আপনার স [illegible] ার রুচি খাপ খাবে। আমিও বিজ্ঞান ভালোবাসি কিন্তু শে[illegible] মাষ্টার পাওয়া যায় বলে দুজনেই হিষ্ট্রী ও সংস্কৃত পড়ি।"

মিনতি বল্ল, "আচ্ছা, আপনার কাছে এল্ মু[illegible] নোট্ আছে? নেই? আহা, ভুলে গেছলুম আপনি[illegible] আমি কিন্তু এইবার কল্‌কাতা গিয়ে ডাইওসিসানে ভ[illegible]

এমনি করে সুবলবাবুর দুই কন্যার সঙ্গে উজ্জ[illegible]

হল। এবং মলিনা আশা দিয়ে গেল যে সে শীঘ্রই একদিন আস্‌ছে। মিনতির ভাব দেখে বোধ হল সে উজ্জয়িনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ফির্‌ল। বিলেত-ফেরতের মেয়ে, অন্ততঃ ইংরেজীটা বল্‌তে পারা তার পক্ষে মাতৃভাষার মত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মিনতিরা যতবার চার ফেলে মাছটি কোনোবার ধরা দেয় না। উজ্জয়িনী একটিও ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ কর্‌ল। মিনতি বোধ হয় ভাব্‌ছিল যে বাদলটা যাকে তাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে, বিশেষ যখন এক পাড়াতেই মিনতির মত মেয়ে রয়েছিল। কেন, উজ্জয়িনীর চাইতে সে কিসে কম যায়? উজ্জয়িনীকে সে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার বাবা হাইকোর্টের ভকিল ও ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিক্‌। মেয়েকে তিনি বিলেত পাঠাতেও পারেন। তবে মাকে রাজি করান শক্ত। মিনতি যতক্ষণ বক্‌ বক্‌ কর্‌ছিল মলিনা ততক্ষণ তন্ময় হয়ে যোগানন্দ-প্রেরিত "Jesting Pilate" এর পাতা উল্‌টাচ্ছিল ও মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল। উজ্জয়িনী যে এ জাতীয় বই পড়ে বুঝ্‌তে পারে এ বিষয়ে তার হয়ত সন্দেহ ছিল, তবুও স্থানে সমঝদারের মত লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখে সে উজ্জয়িনীর বিদ্যার প্রতি মোটের উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। অন্তত তার ভাব থেকে উজ্জয়িনীর তেমন অনুমা[illegible] কারণ ছিল।

[illegible] গলে উজ্জয়িনী কতকটা আশ্বস্ত হল! মলিনা বীণা নয়, [illegible]িছু বোঝায় মলিনার মধ্যে তার অল্পই আছে, তবু [illegible]দি উজ্জয়িনীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে মলিনা তার [illegible]া হক্‌ মলিনার সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা ত করা যেতে পারে। [illegible] সম্প্রতি জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের প্রতি ঝুঁকে [illegible]াল্যকাল হতে অভিলাষ ছিল সিষ্টার নিবেদিতার

মত কোনোরূপ লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ কর্‌বে। হঠাৎ ভ্রান্তের মত বিয়ে করে বস্‌ল। বিয়ের স্বরূপ ত এই। উজ্জয়িনী তপস্বিনী হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এত শীঘ্র নয় অবশ্য। বছর তিন চার স্বামীর প্রতীক্ষা কর্‌বে। তার পরে একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি স্বামী না ফেরে কিম্বা না ডাক দেয়।

যদি ফেরে কিম্বা ডাক দেয় তবে?—ভাব্‌তে উজ্জয়িনী লজ্জায় থর থর করে কাঁপে। না, সে সুখের তুলনা নেই। উজ্জয়িনী ধন্য হয়ে যাবে। বীণার মত চব্বিশ ঘণ্টা পাগ্‌লামি কর্‌বে। বাদল যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু দূর হক্ এ সব বাজে চিন্তা। বাদল হয় ত এতদিনে কোনো 'স্বদেশিনীর' প্রেমে পড়েছে।

১১

মেল্‌-ডের একদিন আগে মহিমচন্দ্র বল্লেন, "বাদলকে কিছু লিখ্‌বে, মা? অবশ্য জবাব পাবে সুধীর।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "থাক্, বাবা। তাঁর ধ্যানভঙ্গ কর্‌ব না। সোজা সুধীবাবুকেই কিছু লেখ্‌বার আছে তাঁর পত্রের উত্তরে।"

মহিম খুসী হলেন। বাদলের এটা ব্রহ্মচর্য্যের বয়স [illegible]স্থ্যের দেরী আছে। তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসবান। যদিও [illegible] অবলম্বন করেননি তবু গৃহিণীর অভাবে তাঁর [illegible] তাঁর চিত্তে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র আ[illegible] শিক্ষার কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ কর্‌তে হচ্ছে কলির [illegible] দাবী কর্‌ছে বলে। নতুবা কামিনী কিম্বা কা[illegible] প্রেয়?

উজ্জয়িনী বাদলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে চায় না, এজন্য যোগানন্দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জাত হল। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা ত বহু পিতা দিয়ে থাকেন, এমন চরিত্রশিক্ষা এ যুগে বিরল।

উজ্জয়িনী সুধীকে লিখ্‌ল :—

"আমি পাট্‌না এসেছি, খবর রাখেন? যে সে সহর নয়, পাটলীপুত্র। তিনটি হাজার বছর এর বয়স। তার থেকে একটি হাজার বছর এ নগরী বিশাল ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীদের রাজধানী ছিল। আপনাদের লণ্ডনের এত দীর্ঘকাল এরূপ সৌভাগ্য হয়নি।

এর মাটী মাড়িয়ে চিরকালের জন্যে পবিত্র করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, আর রাজর্ষি অশোক। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, ইত্যাদি কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত দার্শনিক কত কবি, কত জ্যোতির্ব্বিদ এবং হিউয়েন্‌ৎ সাং ফাহিয়েনের মতো কত তীর্থযাত্রী। কল্পনাও পরাস্ত হয়, ইতিহাস ত স্মৃতির কঙ্কাল মাত্র। আমি অবসর সময়ে যতবার এই নগরীর অতীতচিহ্নহীন সিন্দূরকঙ্কণহীন বিধবা মাটীর দিকে তাকাই ততবার আমার সমগ্র সত্তা এর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। এর গায়ে পা ঠেকেছে, সেই কি কম অপরাধ? অথচ এমন কুৎসিৎ সহর আমি অল্পই দেখেছি। যারা একে কুৎসিৎ করে রে[illegible] [illegible]ই কুৎসিৎ। এই সব বালখিল্যের কল্পনা অল্প একটুখানি [illegible] ভবিষ্যৎ অবধি মোরগের মতো ওড়্‌বার ভাণ [illegible] পুণ্যভূমির কোনো অদৃশ্য স্থানে কোনো [illegible] রছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যাঁদের [illegible]রা ক্ষণজন্মা নন্‌, ক্ষণজীবী। আমার শ্বশুরের [illegible]ত্রে আসেন তাঁদের হয়ত অন্য সমস্ত [illegible]

আছে, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আশা ও কল্পনা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের সমতুল নয়।

এত অল্প দেখে এত বড় বিষয়ে মত জাহির কর্‌তে আমার সাহস হয় না, তবু আমার যা সত্য ধারণা তাই আপনাকে বল্লুম। ক্ষমা কর্‌বেন ত? দয়া করে দোষ ধর্‌বেন না।

আপনার বন্ধুর অসাধ্যসাধন তাঁর প্রতি আমাকে সশ্রদ্ধ করেছে। কিন্তু কিসে যেন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের হাত-খরচের টাকা, তার উপর অন্যের হাত খাটান অন্যায়। বিবাহসূত্রেও এক জনের হাত খরচের টাকা অন্য জনের হয় না, হওয়া অনুচিত। কাজেই তিনি তাঁর জীবনের যেমন খুসী বিলি ব্যবস্থা করলে আমার একটি কথা বল্‌বার অধিকার নেই।

আমার বিয়ে আমার জীবনের সমস্ত ওলট পালট করে দিয়েছে। আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলুম লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করব, যেমন সিষ্টার নিবেদিতা করেছিলেন। সে আদর্শ কোথায় উবে' গেছে। আমাকে টান্‌ছে নামপরিচয়হীন ভগবদ্‌ভক্তের জীবন। কিন্তু আপনার বন্ধুর প্রতি কি একটা কর্ত্তব্য আমার আছে—এ আমার সংস্কার থেকে বল্‌ছে। যুক্তি এক্ষেত্রে খাট্‌ছে না। একটি প্রতিবেশিনী মেয়েকে রোজ দেখি, আপনি হয়ত তার স্বামীকে চেনেন। থাক্ নাম কর্‌ব না। তার স্বামীই তার ভগবান। শাস্ত্রে লিখ্‌ছে শুধু তার কেন, সব মেয়ের [illegible]। এত বড় একটা কথা কি কখনো মিথ্যা হবে [illegible] সাহস হয় না ভাব্‌তে।

পড়েছি দোটানায়। যদি স্বামীর জন্যই প্রা[illegible] পিতা মাতা, আমার শ্বশুর, আমাদের সমাজ [illegible] হলে একদিন নিরাশ হব। স্বামী হয়ত ফির[illegible]

সন্ধানে বেরিয়ে দেখ্‌ব তিনি আমাকে চেনেন না ও চান না। পক্ষান্তরে যদি নিজের আদর্শ অনুসরণ করে পারমার্থিক জীবনে মনোনিবেশ করি তা হলেও একদিন বিপন্ন হব। স্বামী ফির্‌বেন ও জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কেন আমি তাঁর জন্য লৌকিক আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত থাকিনি।

এই সব ভাবি কিন্তু কাউকে বল্‌তে পারিনে। আপনাকে বলে মনটা হাল্‌কা হলও বটে, আবার এই সম্ভাবনাও থাক্‌ল যে আপনি প্রসঙ্গটা আপনার বন্ধুর কানে তুল্‌বেন। বাবাকে লিখেছিলুম কেন এতদিন তিনি আমাকে ভগবান ও ভাগবত উপলব্ধির কথা বলেননি। তিনি তার উত্তরে একখানি চটুল ও চাতুর্য্যপূর্ণ বই পাঠিয়েছেন—"Jesting Pilate". এবং লিখেছেন, তোর শ্বশুরের বয়সে যা স্বাভাবিক তোর বয়সে তা morbid. ভূত ছাড়ানর জন্য যেমন রোজার দরকার হয় ভগবানকে ছাড়াবার জন্য হয় বৈজ্ঞানিকের। এই লেখকটি বৈজ্ঞানিকের পৌত্র ও নিজেও বৈজ্ঞানিকমনা। ইনি যদি বিফল হন তবে আমাকে stethoscope নিয়ে পাটনা রওনা হতে হবে। তোর শ্বশুর নানা জাতীয় সাত্ত্বিক আহার্য্যের সঙ্গে তোর মস্তিষ্কটিতেও দন্ত-প্রয়োগ কর্‌ছেন নাকি? এই ত সেদিন এখান থেকে গেলি। এরি মধ্যে ভগবানে পেয়েছে! চলে আয়, চলে আয়।

যা কোনো দিন আশঙ্কা করিনি তাই ঘট্‌তে যাচ্ছে। পিতাপুত্রীর এসে[illegible] উ[illegible]! বাবা যে আমার কি ছিলেন কেমন করে তা কুশিক্ষ[illegible]বার ঘরে[illegible] তাঁর দেহের সৃষ্টি নই মনের সৃষ্টিও। তবু হয় তুরে প্রবেশ। [illegible]মাকে বিদ্রোহী হতে হবে।"

[illegible] তবু [illegible] ম[illegible]স্বরে ও মার্সেল সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করে [illegible]কে [illegible]খল, "চিঠিখানা বড়ই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল

এবং আমার বয়স স্মরণ করে আপনি এতে পাকামির গন্ধ পাবেন। কিন্তু জানেন, অল্প বয়স থেকে আমি সঙ্গীমাত্রহীনভাবে একা থেকেছি, তাই আমোদপ্রমোদে ও হাস্যপরিহাসে সময়ক্ষেপ না করে কেবল পড়েছি ও ভেবেছি। অন্যান্য অবয়বের তুলনায় মস্তিষ্ক যদি কিছু বেশী পরিণত পেয়ে থাকে তবে সেটা হয়ত আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেক্‌তেও পারে। তা বলে ভাব্‌বেন না যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র শীর্ণ শুষ্ক খর্ব্ব ক্ষীণ। মা গো দিনকের দিন এমন মোটা হতে লেগেছি যে আপনার বন্ধু দেখ্‌লে হয় ত এই এক দোষে চিন্‌তে দ্বিধাবোধ কর্‌বেন।"

তাড়াতাড়ি ডাকে না দিলে সে সপ্তাহে যেত না। ডাকে দেবার পর একে একে কত ত্রুটী উজ্জয়িনী স্মৃতিসমুদ্রে নেমে ডুবুরির মত উপরে তুল্‌ল। তাই নিয়ে তার অনুশোচনার অবধি রইল না। নিজের লেখার নিজেই যত কদর্থ কর্‌ল সব গুলি যে সুধীবাবুও কর্‌বেন তার আর সন্দেহ কি!

এই সময় বাদলের মটো তার চোখের ভিতরে দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ কর্‌ল। "Repentance is a sin. বটে? উজ্জয়িনী তাহলে পাপ কর্‌ছে? শাস্ত্রেও বলেছে গতস্য শোচনা নাস্তি। তবু এ দোষ উজ্জয়িনীর স্বভাব থেকে যায় না কেন?

বাদলের দেওয়া বীজমন্ত্রটিকে সে এখন থেকে জীবনের মূলধন স্বরূপ খাটাবে। বাদল তার দীক্ষাগুরু। সে প[illegible] ক্ষেপ করে দ্বিধাহীনভাবে এগোতে থাক্‌বে প্রতিদিন [illegible] কি মনে কর্‌বে সে কথা মনে করাই ত [illegible] কথা? আচ্ছা যে যা মনে করে করুক। উজ্জয়ি[illegible] ফেলে তবু অনুশোচনা কর্‌বে না, শুধু ভুলটার [illegible]

হয় তবে কর্‌বে এবং ভবিষ্যতে যাতে অমন ভুল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে।

১২

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বল্ল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাব।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! এর রক্ত মাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে স্তর-কে স্তর উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাব।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা! কে তোমাকে ও মতি দিল, মা? তোমার বয়সে আমরা কি খেতে বাকী রেখেছি? যে বয়সের যেটা। ও সব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখ, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা কর্‌তে পার্‌বে না, তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্য্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণ্‌লেন। সাহেবসুবোকে বাড়ীতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠ্‌বে না। স্বয়ং হোষ্টেস্ হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খে[illegible]ও ডাক্‌বে না। সবাই টিটকারী দেবে। বল্‌বে, আই-সি-এসের এ[illegible] উ[illegible]? যোগানন্দই বা কি ভাব্‌বেন। ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা[illegible]বার ঘরে খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে প্রবেশ। [illegible]ক্ষীর থাকে?

[illegible] তবু [illegible] মনে মনে খুসীও হলেন। এখন থেকে তাঁকে আর [illegible]কে [illegible]র সার্‌তে হবে না।

বল্লেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাক্‌লে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাক্‌ল। মহিম ভাব্‌লেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীরও হল।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়্‌তে না পারে গুছিয়ে ভাব্‌তে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাব।

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। বারম্বার পাশ ফির্‌ছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুলছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বসল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ কর্‌ল। উজ্জয়িনী চম্‌কে উঠে বল্ল, "কে?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেল্‌তে পার্‌ল না।

"কে?"

"আমি।" সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি? মাফ করবেন, চিন্‌তে পার্‌ছিনে।"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে ... এত

দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মত ভেঙ্গে পড়্‌ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ কর্‌ল। এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এল। তার চুলগুলিকে একত্র কর্‌তে কর্‌তে বীণা তার মনের কথা নিজের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে শুন্‌তে পাচ্ছিল এবং সেই সূত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল! কোনোপক্ষে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বল্ল, "কাল আস্‌ব।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মত আট্‌কে রাখতে। বীণার জন্যই ত তার এই দশা। এ কথা এখনো বীণাকে শোনান হয় নি। কাল? কাল-এর কত দেরী! সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আস্‌বে। অসহ্য। তবু উজ্জয়িনী নির্ব্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল। বল্ল, "বহু ধন্যবাদ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর উত্তরে যে কি বল্‌তে হয় তাও তার জানা ছিল না। তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প। কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে দিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেক সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি কর্‌ছিল। হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ। কপাটে টোকা দিয়ে "আস্‌তে পারি কি?" বল্‌তে হয় একথা [illegible] জানা ছিল না। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাং[illegible] ষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামাল।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বসুন।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বস্‌বে ঠিক্ বুঝ্‌তে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়্‌ল। বসে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থের পাতা উল্টাতে লাগ্‌ল। দুএকটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেল্ল। কিন্তু একটিও কথা বল্‌তে পারল না। "আপনি আজ কেমন বোধ কর্‌ছেন" পর্য্যন্ত না।

উজ্জয়িনীও কি বল্‌বে ভেবে পেল না। অতিথি এসেছেন। কিছু খেতে বলবে কি? বস্‌বার ঘরে নিয়ে যাবে? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভাল করে ধন্যবাদ জানাবে কি? অভাবনীয় ভাবে পরিচয় কার কাছে খবর পেলেন যে আমার অসুখ করেছে?—কিম্বা এমনি কিছু প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভরসা পেল না। উজ্জয়িনী ঘেমে উঠ্‌ল।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়্‌ল। বল্ল, "আপনি বাংলা বই পড়েন?"

উজ্জয়িনী বল্ল, "কেন ওকথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

বীণা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা।"

তবু বীণা কথা বল্ল না। উজ্জয়িনী দেখ্‌ল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বল্ল, "আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবীভাবাপন্ন?"

বীণা বল্ল, "লোকে ত তাই বলে।"

"এবার যখন বল্‌বে তখন বিশ্বাস কর্‌বেন না। কেমন?"

"বল্লে আমি বল্‌ব, উনি 'যোগ ও সাধন রহস্য' পড়েন।"

"না, না, ছি, ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না আমি বড় লজ্জিত হব।

"কেন, লজ্জা কিসের ? আমিও ত এই রকম বই পড়তে ভালবাসি। কতগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কি !"

"তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন ?"

"আমি ইংরেজী তেমন বুঝ্তে পারিনে, ভাই। থার্ড ক্লাশ অবধি পড়েছিলুম।"

"তবে ত আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্স্থ ক্লাশ অবধি।"—উজ্জয়িনী ভাব্ল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা কর্‌বে।

বীণা বল্ল, "তা হলেও ইংরাজী আপনাদের পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভাল জানে। উনি জানেন কিনা আপনার বাবাকে।"

"সত্যি ? বাবাকে লিখ্‌ব আমি এ কথা।"

এর পরে দু'জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্ত্তা। একজনের মুখে 'ভাই' সম্বোধনটি শুন্‌তে উজ্জয়িনীর কি যে ভাল লাগছিল।

দুই মার্গ

১

এদিকে উজ্জয়িনীর যেমন বীণা ওদিকে বাদলেরও তেমনি এক বন্ধু হয়েছে। ফ্রেড্ কলিন্স্।

ফ্রেড্ কলিন্স্ কখন এসে বাদলের পাশে দাঁড়িয়েছে বাদল লক্ষ করেনি। বাদল একখানা নতুন বইয়ের ব্যর্থ সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী যুবকটি বল্ল, "কোন্ বইখানি খুঁজ্‌ছেন জান্‌তে পারি কি?"

বাদল বল্লে, "নিশ্চয়। Molnar's Plays."

যুবকটি উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক বল্ল, "লাইব্রেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি ঢুঁড়লেও ও-বই পাবেন না। অত নতুন বই এরা রাখ্‌বে কেন?" একটু থেমে বল্ল, "কিন্তু আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। কবে চান?"

"সম্ভব হলে কাল। অজস্র ধন্যবাদ।"

সেই রাত্রেই যুবকটি বাদলকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আরো একজন কে থাকে। দুজনে থাকায় ভাড়া কম লাগে। যে অংশে যুবকটির অধিকার বাদল সেখানে বসে বইপত্র নাড়া চাড়া কর্‌ল। কিন্তু বই দেখে টের পেল না যুবকটি কিসের ছাত্র। বেশীর ভাগ বই Art সংক্রান্ত, কিছু rare books, কিছু মনোবিজ্ঞানের বই।

বাদল জিজ্ঞাসা কর্‌ল "যদি কিছু মনে না করেন জান্‌তে পারি কি আপনি কিসের ছাত্র?"

যুবকটী স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য সহকারে বল্ল, "আপনিই আন্দাজ করুন।"

"আমি ত ভেবেই পাইনে।"

"আমি ছাত্রই নই। আমি বুক্ সেলার। এতদিন অন্যের দোকানে কাজ শিখ্ছিলুম, সবে নিজের দোকান খুলেছি।"

বাদল বল্ল, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং!" বাদলের কল্পনা দপ্ করে জ্বলে উঠ্ল। আহা, তারও যদি একটি বইয়ের দোকান থাক্ত। দুনিয়ার বাছা বাছা বই সেখানে বিক্রী হত, বই বিক্রীর অবসরে সে নিজে সেই সব বই পড়ে শেষ কর্ত।

কলিন্স্ তাকে দোকানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখ্ল। বল্ল, "যদি কোনোদিন নষ্ট কর্বার মত সময় আপনার হাতে থাকে তবে আস্বেন আমার দোকানে। যত খুসী বই ঘাঁট্বেন। তর্ক কর্বেন। আরো অনেকে আসেন।"

সিটি অঞ্চলে দোকান। একটা ছোট গলির একপ্রান্তে basement-এর ভিতর। বাদল একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখ্ল কলিন্স্ একা বসে কাজ কর্ছে একটি কোণে। দুখানা ঘরে নূতন ও পুরাতন বই সযত্নে সাজান। কতক শেল্ফের উপর, কতক টেবলের উপর। এ ছাড়া শো-উইণ্ডোতে কিছু টাট্কা বই পথিককে হাতছানি দিচ্ছে।

এক সঙ্গে অনেক বই দেখ্লে বাদল শোকার্ত্ত হয়। জীবন ব্যর্থ গেল, পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চয় প্রায় আনাস্বাদিত রইল। প্রতিদিন মানুষের জ্ঞাতব্য স্তূপাকার হয়ে চলেছে, কিন্তু দিনে [illegible] সেই চব্বিশ ঘণ্টা।

বাদলকে দেখে কলিন্স্ ছুটে এ [illegible] হাতে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে তার কব্জির হাড়গুলোকে ম [illegible]র কি! রাহুর প্রেম।

ছ ফুট লম্বা ষণ্ডা ছেলে, অট্টহাসিতে ছাত ফাটায়, কথা বলে যেন গাঁক গাঁক করে। বাদলেরই সমবয়সী, কিন্তু ইয়া মোটা তার হাড়, ইয়া শক্ত তার মাংসপেশী, ইয়া চওড়া তার বুক। বাদলের কান্না পেতে লাগ্‌ল তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে।

কলিন্স্‌ বল্ল, "আমার সহকারীটি গেছে তার লাঞ্চ খেতে। তাই একা। আপনার খাওয়া হয়েছে?"

বাদল বল্ল, "না।"

কলিন্স্‌ বল্ল, "তবে এক সঙ্গেই খেতে যাওয়া যাবে। সহকারটী ফিরলে তাব উপর দোকানের ভার দিয়ে যাব।"

কলিন্স্‌ বাদলকে বই পেড়ে পেড়ে দেখায়। বইয়ের ভিতরটার চেয়ে বাইরেটারই সমালোচনা করে বেশী। কারা চেপেছে, কারা প্রকাশ করেছে, বইয়ের বাজার কেমন,—এই সব বলে। কলিন্সের অভিলাষ শুধু পুস্তক-বিক্রেতা নয় পুস্তক-প্রকাশকও হবে, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা। বাদলের দেশে—কল্‌কাতায়—শাখা স্থাপন কর্‌তেও পারে। সবই ক্রমে ক্রমে হবে। সকলেই সামান্য থেকে আরম্ভ করে। এই দেখ না কেন Ernest Benn এককালে কি ছিলেন, আর আজ কি হয়েছেন!

কলিন্সের বাহুতে যেমন বল, প্রাণে তেমনি অভিলাষ। নিজের হাতের জোরে সে একটা জিনিষ তৈরি করে তুল্‌ছে, তার ভাগ্যের বিধাতা সে নিজে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বিকাশ পাচ্ছে। কোনো একটা বড় দোকানের বড় চাকুরে হলে এমনটি হত না।

খেতে খেতে [illegible] কলিন্সের সঙ্গে বাদলের আলোচনা। কলিন্স বল্লে, "[illegible]রল "যদি [illegible]ক কোনোদিন আমি লিমিটেড্‌ কোম্পানী হতে দেব?" [illegible]টেড্‌ কোম্পানী হাওয়াটা ব্যবসায়ের

পক্ষে চরম অবস্থা। তার পরে সে হয় টিঁকবে, নয় ভাঙ্‌বে কিন্তু বৃদ্ধি তার ঐ পর্য্যন্ত। টাকা? টাকা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও যা চাই তা হচ্ছে কর্ত্তৃত্ব। বৃদ্ধি চাই বলেই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব চাই।”

বাদল বল্ল, “আপনি তা হলে ডেমক্রেসীতে আস্থাবান নন্ মিষ্টার কলিন্স্।”

রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস্‌দের প্রতি সম্মানবশত কলিন্স্ তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দাম হাসিকে অতিকষ্টে চাপ্‌ল। বল্ল, “ডেমক্রেসীর নমুনা দেখাতে পারেন?”

বাদল বল্ল, “কেন, ইংলণ্ড?”

কলিন্স্ আবার হাসি চাপ্‌ল। চাপাহাসি মুখের এক স্থানে বাধা পেয়ে মুখের সর্ব্বত্র চারিয়ে গেল। বল্ল, “ওটা আগে ছিল ছদ্মবেশী অলিগার্কী, এখন ছদ্মবেশী ব্যুরোক্রেসী। কন্‌সারভেটিব বলুন, লিবারল বলুন, লেবার বলুন যেই রাজত্ব করুক না কেন ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেমন চল্‌ছে তেমনি চল্‌তে থাক্‌বে। আমার মত উচ্চাভিলাষী লোক পলিটিক্সে গিয়ে বড় জোর ঠুঁটো প্রাইম মিনিষ্টার হত। তাতে আমোদ নেই, মিষ্টার সেন। আমোদ আছে সার আলফ্রেড মণ্ড্ হওয়ায়। ব্যবসায় জগতের মুসোলিনী হাওয়ায়।”

বাদল চিন্তা করতে লাগল।

কলিন্স্ বল্ল, “এদেশের পলিটিক্স এদেশের সর্ব্বনাশ করছে। এর মঙ্গল এর পলিটিক্সে নেই। জনকতক বড় ইকনমিষ্ট, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বিজ্‌নেস্ আইডিয়ালিষ্ট—যেমন মণ্ড্—এরাই একজোট হয়ে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। [illegible]।”

বাদল বল্ল, “কেন অমন কথা [illegible]ৎ দিন্ মিষ্টার কলিন্স্।”

কলিন্স্ তার প্রিয় খাদ্য রোষ্ট রীফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। উত্তর কর্‌ল না। কিন্তু বোঝা গেল কি একটা বল্‌তে তার মন আঁকু-পাঁকু কর্‌ছে।

বাদল সেই সুযোগে আরো একটি প্রশ্ন কর্‌ল। বল্ল, "অমন করে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে ক বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়; ইটালীর কথা আলাদা, ইটালী একটা বাজে নেশন, তাকে না করে কেউ ভয় না করে কেউ ভক্তি।"

কলিন্স্ এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠ হয়েছিল। বল্ল, "কিন্তু ইটালীর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা যে অসীম। বড় ইকনমিষ্ট বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় আদর্শবাদী বণিক যদি ইটালীর জোটে তবে কোনো ব্যুরোক্রেসী তাদের পদে পদে হোঁচট্ খাওয়াবে না। যদি আমাদের ভাগ্যে জোটে—জুটেছে আমাদের ভাগ্যে—তবে আমাদের শাসনযন্ত্র হবে তাদের প্রতিকূল। আর এদেশে যে-সব রাজ-নৈতিক দল আছে তারা যেমন নির্ব্বোধ তেমনি কল্পনাকুণ্ঠ এবং মেয়েমানুষের মত হিংসুটে।" এই বলে সে হাস্যবিদীর্ণ হতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে গেল।

নারীনিন্দা শুনে বাদল বিরক্ত হয়ে চুপ কর্‌ল।

২

কলিন্স্ মোটা গলায় গাঁক গাঁক করে গান কর্‌তে কর্‌তে কাজ করে। বাদল তার পা[illegible] চেয়ারে বসে বই পড়ে। ইচ্ছা করে কলিন্সের মত কা[illegible] কিন্তু দু একদিন সখের শিক্ষানবিশী করে দেখ্‌ল [illegible]র্‌ল "যদি [illegible]ন লাগ্‌ছে না, বই পড়ার নেশা দুর্ব্বার হচ্ছে।[illegible]তে দেব[illegible] কাজ শিখ্‌তে গেলে বাদল বোধ

হয় চুরি করে মিষ্টান্ন ধ্বংস কর্‌ত। কোনো সত্যিকারের ময়রা তা করে না।

বাদল বই পড়ে আর থেকে থেকে তর্ক করে। কলিন্স্‌ চতুর ব্যবসাদার, তার দোকানের আগন্তুকদের সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। তাঁরা বই কিনুন বা না কিনুন পড়ে দেখুন। পড়ে তর্ক করুন, গল্প করুন, চা খান। কলিন্স্‌ সবাইকে এ কথা বলে রেখেছে। নষ্ট কর্‌বার মত সময় যাঁর হাতে থাকে তিনিই একবার কলিন্সের দোকান হয়ে যান। তাঁদের কেউ বা প্রোফেসার, কেউ বা ব্যাঙ্কের কেরাণী, কেউ ছাত্র। কলিন্সের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ধাপ্পা দেবার কথা মনে আনেন না। কারণ একবার ধাপ্পা দিলে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে পারবেন না, তাতে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়।

কলিন্সের দোকান যেন জনকয়েক বন্ধুর যৌথ দোকান। এঁরা মূলধন খাটাননি, লভ্যাংশও পান্‌ না। কিন্তু এঁরা বই কেনার উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন সেটার বহু গুণ ফিরে পান বিনা মূল্যে আরো অনেক বই পড়্‌তে পাওয়ায় এবং দশজনে মিলে চিন্তা-বিনিময় করায়। কলিন্স্‌ সবাইকে খুলে বলে রেখেছে, "আপনারা এখানে যে টাকাটা খরচ করেন সেটার থেকে দোকানের খরচা ও দোকানদারের মজুরি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে আমি আরো বই কিনি, বইগুলিকে আরো বেশী জায়গা দিই এবং আপনাদের আরামের জন্যে আ[illegible] ভাল বন্দোবস্ত করি। দোকানটি বাড়্‌তে থাকুক এই আমার [illegible] সঙ্গে আমিও যেন নেহাৎ অনাহারে না মরি।"

কাজেই দোকানটির প্রতি সকল [illegible] একবার এসে

কেউ খালি হাতে ফিরে যান না, বড় একটা। অন্তত একখানা বই কি পত্রিকা কেনেন। কতকগুলি বাঁধা খরিদ্দার থাকায় কলিন্সের দোকান এই অল্প দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সে আরো মূলধন খাটাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরের কাছ থেকে সংগ্রহ করলে পাছে পরের মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হয় সেইজন্য মনের মত অংশীদারের প্রতীক্ষা করছে। সে চায় তারই মত বিজনেস্ আইডিয়ালিষ্ট, যে মানুষ নিজের স্বার্থের চেয়ে দোকানের স্বার্থকে বড় করবে।

বাদলের যদি টাকা থাকৃত তবে বাদল কলিন্সের অংশীদার হত। কিন্তু এখনো সে তার বাবার গলগ্রহ। এজন্য তার মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ হয়। তখন সে কি করবে ভেবে কাতর হয়, কিন্তু লজ্জার খাতিরে সুধীদাকে বলতে পারে না, পাছে সুধাদা বাবাকে জানায়। অনুশোচনায় খাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একবেলা কিছু না খেলে অন্যবেলা দুগুণ খায়! মনকে বোঝায়, ধার নিচ্ছি বৈ ত নয়। বাবার টাকার পাই পয়সা হিসাব করে বাবাকে ফিরিয়ে দেব, মায় সুদ। তিনি যদি না নেন ত তাঁর নামে একটা লাইব্রেরী করে দেব। এই ভেবে সে হিসাব করতে বসে অদ্যাবধি তার বাবা তার দরুণ কত খরচ করেছেন। জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত মাসে গড়পড়তা পঞ্চাশ টাকা করে ধরা যাক্। তা হলে দাঁড়ায় বিলেত আসার পূর্ব্বাহ্ন অবধি মোট বার হাজার টাকা। মাঝখানে কয়েক বছর সে স্কলারশিপ পেয়েছে। সেটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। তারপর আসার সময় ও [illegible]সার পর থেকে একুনে আঠার হাজার টাকা। সর্ব্বমোট [illegible] টাকা। Compound interest হিসাব করবার মত [illegible] "যদি [illegible]না। আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই না হয় সুদ স্বরূপ [illegible]ত দেব [illegible] হলে দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার টাকা।

এখনকার বিনিময়ের হারে তিন হাজার পাউণ্ড। ভবিষ্যতে যদি এই বিনিময় হার টেঁকে তবে মাত্র তিন হাজার পাউণ্ড তার মত ব্যারিষ্টারের এক বছরের আয় থেকে শোধ করে দেওয়া সম্ভব।

অপাতত কলিন্সের ব্যবসায় মূলধন ঢাল্‌তে হলে বাবাকে বিরক্ত কর্‌তে হয়। একে ত ভারতবর্ষীয় মূলধন "লাজুক"। তা ছাড়া ভারতবর্ষ নিজেই এখন মূলধনের অল্পতায় কষ্ট পাচ্ছে, ঘরের মূলধন বাইরে পাঠালে নিজের প্রতি অন্যায় কর্‌বে। ভারতবর্ষের প্রতি বাদলের দরদ অকৃত্রিম। তবু দে সরকার বলে, "আপনি মশাই ভারতবর্ষের কেউ নন্। ভারতবর্ষের electrification ইত্যাদির জন্যে মাথা ঘামান কেন? সেটা আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে বলে?"

বাদলকে ওরা ইচ্ছা করে ভুল বোঝে। ক্ষ্যাপায়। ব্যঙ্গ করে। বলে, "শাসিতের দল ছেড়ে শাসকের দলে ভর্ত্তি হয়ে অনেক সুবিধা আছে, সেন সাহেব। কিন্তু তাতে নূতনত্ব নেই। বছর পঞ্চাশ আগে জন্মালে বাহবা পেতেন। কিন্তু এটা গান্ধী-যুগ। এযুগে স্বয়ং সাদা চামড়ার অধিকারী অধিকারিণীরা ভারতীয় হতে পার্‌লে ধন্য হয়।"

বাদল যত বলে, "আমি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স থেকে ইংরেজ হচ্ছিনে, গভীরতম অভিরুচি থেকে হচ্ছি" ওরা ততই ক্ষ্যাপায়। বলে, "যদি বুল্‌গেরিয়ান হতেন, হাঙ্গেরিয়ান হতেন, চেক্ হতেন তবে প্রমাণ হত গভীরতম অভিরুচি বটে।"

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকা-ফেরৎ বাঙ্গালী ছাত্র ছিল। সে বলে, "সেন সাহেব কিন্তু ঘোড়দৌড়ের দিনে ভুল ঘোড়ার উপর বাজী রাখ্‌ছেন। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ... বিছে দেউটি। আর পঞ্চাশ বছর পরে ইংলণ্ড হবে একটা দ্বি... সময় থাকতে আমেরিকান হন, মিষ্টার সেন। তা যদি ... ধয়ান।"

বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ডপ্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিম্বা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ রইবে। Lafcadio Hearn যে কারণে জাপানী সেও সেই কারণে ইংরেজ। সেই কারণটি হচ্ছে মনের পক্ষপাত।

কলিন্সের সঙ্গেও তার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কলিন্স্ বলে, "ইংলণ্ডে বহু বিদেশী বাসা বেঁধেছে—ইহুদী, আর্ম্মিনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান। গত শতাব্দীতে যতগুলো বিপ্লব হয়ে গেছে ইউরোপের নানা দেশে, তার প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু পলাতক ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও অবশেষে ইংরেজ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে হল রাশিয়ায় বিপ্লব, ইংলণ্ডে আজ রাশিয়ান শরণাগত বহু সহস্র। ভারতবর্ষেও একটা বিপর্য্যয় অনিবার্য্য, ভারতবর্ষ থেকেও দলে দলে পলাতক আস্‌বে এবং তাদের আশ্রয় দিতে আমরা ধর্ম্মত বাধ্য।"

বাদল মর্ম্মাহত হয়ে বলে, "কিন্তু আমি ত পলাতক নই, আশ্রয় চাইনে। আমি প্রেমিক, আমি চাই গৃহ। ভারতবর্ষে থেকে আমি কর্ম্মী ও নেতা হতে পার্‌তুম, এখনো ফিরে গিয়ে হতে পারি। কিন্তু ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমি থাক্‌ব সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থলীতে। আমি বাসিন্দা হব সেইখানকার সেখান থেকে ও যেখানে এসে চিন্তা ও কর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ আরব্ধ ও অবসিত হচ্ছে। জীবনের প্রতি আমার মনোভাব ইংরেজের মনোভাবের সদৃশ। তাই আমি ইংরেজ।"

কলিন্স্ রসিক[illegible] [illegible]ক "সাবাস্। কিন্তু আমাদের এই খেয়ালী ওয়েদারকে বর[illegible] "যদি [illegible]র শেষকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরো না, সেন।" [illegible] দেব[illegible]" [illegible]

৩

কলিন্সের দোকানকে যাঁরা অনবরত যাতায়াতের দ্বারা আপনার করে নিয়েছেন তেমন অনেকের সঙ্গে বাদলের পরিচয় হল। আলাপের একটা বাঁধিগৎ এই যে, "ইংলণ্ড আপনার কেমন লাগ্‌ছে?" এই প্রশ্নের উত্তর বাদল এক এক জনকে এক এক রকম দেয়। নীচে শুধু বাদলের উত্তরগুলিই দেওয়া গেল।

"ভাল লাগ্‌ছে কি মন্দ লাগ্‌ছে ও কথা বল্লে সরাসরি রায় দেওয়া হয়। তাই আমি একটু বিশদভাবেই বিচার ফল বল্‌ব। ইংলণ্ডের মানুষ ছুটে চলে, তাহাদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার দেহের ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে, আমার দেহযন্ত্রের ব্যালান্স হয়েছে অন্যরকম। তাই এখন ইংলণ্ড ইংলণ্ডের মত লাগ্‌ছে এবং আমাকে লাগ্‌ছে ইংরেজের মতো।" (কলিন্স্ টেব্‌ল চাপ্‌ড়ে বল্ল "হিয়ার হিয়ার"।)

"ইংলণ্ডের শীতটাকে বৃষ্টিটাকে কুয়াশাটাকে আমি উৎসাহের সঙ্গে নিয়েছি। এই নিয়ে যখন ঘর কর্‌তে হবে তখন খুঁৎ খুঁৎ করাটা ছেলেমানুষী। নয় কি, মিষ্টার ওয়েগুড্?"

"ভদ্রতার খাতিরে বল্‌তে হয় ভাল লাগ্‌ছে, কিন্তু আসলে ভাল লাগা বলে কোনো জিনিষ থাক্‌তে পারে না।" (মিষ্টার মিল্‌ফোর্ড ভুরু কপালে তুল্‌লেন।) "লোকে যখন অন্তর থেকে বলে, এদেশ ভাল লাগ্‌ছে, তখন ধরে নিতে হয় দেশের আবহাওয়ায় বক্তার শরীর ভাল থাক্‌ছে, হজম ভাল হচ্ছে, ঘুম ভাল [illegible] মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা হচ্ছে, দেশের শিল্পসম্পদ ও [illegible] মনে ধর্‌ছে। এই যদি হয় ভাল লাগার সংজ্ঞা তবে [illegible] লাগ্‌ছে না—

অন্তর থেকে বল্‌ছি।” (মিষ্টার মিলফোর্ড সহানুভূতিদ্যোতক ঘাড় নাড়লেন।) “কিন্তু আসলে ভাল লাগা বলে কোনো জিনিষ আছে কি?” (মিলফোর্ড মশাই দুই কাঁধ তুলে shrug কর্‌লেন।) “মনের কথা স্পষ্ট করে বোঝাতে পার্‌ছিনে, মিষ্টার মিল্‌ফোর্ড, কিন্তু আমার কেমন ধোঁয়াটে রকম মনে হয় ভাল লাগা মন্দ লাগা বলে কিছু নেই, আছে সত্য লাগা মিথ্যা লাগা। ইংলণ্ডকে সত্য লাগ্‌ছে অর্থাৎ ইংলণ্ডকে ইংলণ্ডের মত লাগ্‌ছে। পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা নেই।”

“হাস্‌ছেন, মিষ্টার ডসন?” (মিষ্টার ডসনের প্রতিবাদ—“বিদ্রূপের হাসি নয়, মিষ্টার সেন। আমি অভয় দিচ্ছি, আপনি বলে যান্। আপনার কথায় মৌলিক্য আছে।) “দেখুন, প্রত্যেক ফলের যেমন একটি নিজস্ব স্বাদ প্রত্যেক ফুলের যেমন একটি নিজস্ব গন্ধ প্রত্যেক দেশের তেমনি একটি নিজস্ব অনুভূতি। দেশটাকে ইংলণ্ড-ইংলণ্ড লাগ্‌ছে। এই বল্লে মোটামুটি বলা হয়। এটা হয় ত খুবই মামুলি শোনাবে। কিন্তু আমি বল্‌ছি নিজের উপলব্ধি থেকে। অনেক কিছু ভাল লাগ্‌ছে, অনেক জিনিষ ভাল লাগ্‌ছে না বলে ভাল লাগাতে চেষ্টা কর্‌ছি, নতুন লাগ্‌ছে কতক বিষয়, কতক বিষয় সার্ব্বভৌম। তবু ইংলণ্ডে থাকার একটি বিশেষ অনুভূতি আছে যা তার নিকটস্থ ফ্রান্সে থেকে নেই।” (ডসন কৌতুকহাস্য কর্‌লেন।) “ফ্রান্সের সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যল্প। তবু ফ্রান্সে থাক্‌লে আমার রক্ত আরেক তালে নাচে।”

“ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমরা ছোটবেলা থেকে খোঁজ খবর রাখি, মিষ্টার মোরল্যাণ্ড। একটু [illegible] করেই খোঁজ রাখি, কেননা ইংরেজী ভাষা ও ইংলণ্ডের ইতিহ[illegible]-বিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য।” (“সত্যি?”—খাঁটি বিস্ময়ের [illegible]ল্‌ “যদি [illegible] কিন্তু ইংলণ্ড সম্বন্ধে এত খোঁজ খবর রেখেও যখ[illegible]ত দেখ[illegible]ন পদে পদে অবাক্ হয়ে যাই। বই

কাগজ থেকে একটা দেশের কতটুকু জানা যায়? গোলাপ জল থেকে গোলাপের বাগান অনুমান করতে পারেন? আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য। তবু ভারতবর্ষের অনেকের ধারণা অধ্যবসায়ের সহিত ইংরেজী বল্‌তে কইতে পার্‌লে ইংরেজী পোষাক পর্‌লে ও ইংরেজী কেতা দুরস্ত হলে ইংরেজ হওয়া যায়। ("বটে?") "বটে। ওরা বোঝে না যে ইংলণ্ডের বাইরে ইংরেজ নেই। ইংলণ্ডের বাইরে গেলে জন্ম-ইংরেজেরও স্বভাব বদ্‌লায়। এটা বায়োলজী দিয়ে বোঝান যায়। আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে এক আর হয়ে ওঠে।"

"আচ্ছা সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ইংলণ্ড আমার কেমন লাগ্‌ছে। আমি ভাব্‌ছি প্রশ্নকর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করব আমাকে ইংলণ্ডের কেমন লাগ্‌ছে।" (হাস্য।) "বাস্তবিক, আমারও জান্‌তে ইচ্ছা করে আমাকে পেয়ে ইংলণ্ডের বিরাট হৃদয়ে ঈষৎ আনন্দের আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে কিনা। আপনি হয়ত ভাব্‌ছেন আমি পাগল। না মিষ্টার—?" ("সেমুর-হিক্‌স্‌। না, না, তা কেন ভাব্‌ব?") "হয়ত ভাব্‌ছেন লোকটা funny, কিন্তু আমার ধরণই ঐ।" ("মন্দ কি?")

কারুর সঙ্গে আলাপ হলেই এই জাতীয় কয়েকটা প্রশ্নের জন্য তৈরি থাক্‌তে হয়। বাদল আগে থেকে উত্তর বানিয়ে রাখে। তাই উত্তরের অভাবে অপ্রস্তুত বা উত্তরের মামুলিত্বের দরুণ অবহেলিত হয় না। বাদলের সঙ্গে যেই আলাপ করে সেই সশ্রদ্ধ বা সোৎসুক হয়। কেউ মুখ ফুটে জানায়, ভারি চমৎকৃত হলুম, কেউ বা তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে বা রেস্তোরাঁতে।

এই সব আলাপের উত্তেজনায় [illegible] য়ে চেয়ারে বস্‌তে দেয় না, সে সারাক্ষণ ভঙ্গী বদল কর [illegible]

সে অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ী যায় [illegible] টিকিট কিনে

রেজকি নিতে ভুলে যায়। রাত্রে তার ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে কথাবার্ত্তার জাবর কাটে। কি বল্‌তে কি বলেছে, আরো কি বলা উচিত ছিল, কেমন করে বল্লে আরো impressive হত, আরেকবার দেখা হলে কোন কোন ক্রটী সংশোধন কর্‌বে। বাদলের স্মৃতি যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। বাদল ঐ রেকর্ড বারম্বার বাজায়। সঙ্গীতের দাপটে ঘুম ফেরার হয়। অনেক সাধ্য সাধনা কর্‌লে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু এমনি নিষ্ঠুর মিসেস্ উইল্‌স্ যে ঠিক সাড়ে আটটার সময় তাঁর ব্রেক্‌ফাষ্ট টেবিলে বাদলকে হাজিরা দিতে হবেই।

কাজেই এত বড় বিলাতপ্রেমিকের শরীর বিলাতে সার্‌ছে না। এমন একটাও দিন যায় না যেদিন সকালে উঠে তার বোধ হয় যে বেশ পরিতৃপ্তির সহিত ঘুমিয়েছি। অসন্তোষে তার দিনের আরম্ভ। সারাদিন ঘুম পায়, হাই ওঠে, অথচ ঘুমবার না থাকে সময় না থাকে অনুকূল অবস্থা। শীতে হাত পা জমে যায়, কান জ্বালা করে, নাক লাল হয়— এমনি ইংলণ্ডের শীতকাল। তদুপরি স্বল্পবিরাম বৃষ্টি, সন্নিপাত রোগীর মত আকাশ। দিনে সময় থাক্‌লেও বিছানায় যেতে প্রবৃত্তি হয় না, বিছানা যে বরফ জলের মত ঠাণ্ডা। রাত্রে হট্‌ওয়াটার বট্‌লে হাত পা চেপে শুতে হয়। তবু যদি দেশের শীতকালের মত আরাম হত। ভারতবর্ষের আর কিছু না মনে পড়ুক শীতকালের সুখটা বাদলের শোককররূপে মনে পড়ে।

শীতে অসাড় শরীরটাকে চাঙ্গা কর্‌বার জন্য ইংরেজ তরুণরা ঐ বৃষ্টির রাত্রেও ফুটপাথে ফুটপা[illegible]র প্রতিযোগিতা করে, তাতে তাদের শরীরও মজবুৎ হয় [illegible] ও শর্টস্‌-পরা গায় রবারের জুতো-পরা পায় ছুটোছুটি [illegible] যায়, কিন্তু লজ্জা করে। পুরু ও ভারি ওভারকোট [illegible]ল রোজ কিছুক্ষণ হাঁটে, জোরে

হাঁটে, জোরে হাঁট্‌লেই তার মননক্রিয়াও দ্রুত হয়। আবার, তার মনন-ক্রিয়া দ্রুত হলেই সে জোরে হাঁটে। তবু মনের সঙ্গে চরণের ঘনিষ্ঠতার ফল শরীর পায় না। অর্থাৎ দুবেলা হাঁটলে অন্যের শরীর চালনা হয়, বাদলের হয় মনের চালনা।

দিবারাত্র একটা অনবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে বাস কর্‌তে কর্‌তে বাদল সুধীকে ভুল্‌ল। সাতদিনে একবারও দেখা হয় না। সুধী ফোন কর্‌লে অন্যে ফোন ধরে, বাদল বাড়ী থাকে না। বাদল ফোন কর্‌লে কেবল বলে নতুন কার সঙ্গে আলাপ হল ও তাঁর সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক হয়ে গেল। এতে সুধীর সন্তোষ হয় না। সে বাদলকে আরো গভীর ভাবে জান্‌তে ও পেতে চায়।

আগের মতই সে বন্ধু-বৎসল আছে, দিনান্তে অন্তত একবার তার বাদলকে মনে পড়ে। বাদল আজ কি কর্‌ল কি ভাব্‌ল কি ভাবে দিনটির ও নিজের পরিচয় পেল—বাদলকে শুধাতে চায়, পাট্‌নার মত। বেশীদিন আগের কথা ত নয় যখন তারা পরস্পরকে নিজ নিজ জীবনের নূতনতম উপলব্ধির অংশ দিত। তখনকার দিনে তাদের জীবনে ত্বরা ছিল না, দুবেলা নব নব অতিথির আকস্মিক আগমন ঘট্‌ত না, তাদের জগতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দুই। বিলাতে এসে সুধী নিজের জগৎকে জনবহুল করে নি, তার পরিচিত ও আলাপী স[illegible]ধিক হলেও তার বন্ধু যেটি ছিল সেটিও আর নেই। ম[illegible]কৃত হয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে অমনি সে উজ্জয়িনী[illegible] তবু বাদলের স্থান পূরণ হয় না।

বাদলকে একদিন সুধী বহুকষ্টে পাকড়াও করল। সুধী জান্‌ত বাদল রবিবারে বেলা করে ওঠে। বাদলের বাড়ীর কাউকে খবর না দিয়ে সুধী এক রবিবারের সকালে সোজা গিয়ে বেল টিপ্‌ল। উইল্‌স্‌রা ঐ দিনটা একটু বাদসাহী ধরণে ঘুমায়, ওদের ঘুম ভাঙ্গল না। বেচারা বাদল তার ভাঙ্গা ঘুম জোড়া লাগ্‌বে এই আশায় একটা পুরান স্বপ্নের উপসংহার রচনা কর্‌ছিল, অগত্যা সেই অপ্রসন্ন মনে নীচে নেমে এল।

"তুমি!"

"চিন্‌তে পেরেছিস্ এই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

"তা হোক্, আজ দিনটা পরিষ্কার। আয়, বাসের মাথায় চড়ে সহর বেড়াই।"

ওটা একটা নতুন আইডিয়া। বাদল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল। কিন্তু মিসেস্ উইল্‌সের যখন ডাক পড়্‌বে তখন অনুপস্থিত থাক্‌লে যে মুস্কিল। সুধীর পরামর্শ অনুসারে বাদল মিসেস্ উইল্‌স্‌কে এক-খানা চিঠি লিখে রেখে গেল।

যে দিকে খুসী সে দিকে যাবে, যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ বেড়াবে, ক্ষিদে পেলে কোথাও নেমে খাবে, জল এলে বাসের ভিতর ঢুকবে—এই হল তাদের সেদিনের প্রোগ্রাম।

বাদল বল্ল, "কতকাল তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়নি, সুধীদা। আশ্চর্য্য, বাংলা এখ[illegible]স বল্‌তে পার্‌ছি। এই কয়েক সপ্তাহে ভয়ানক ইংরেজ[illegible]ারল "যদি [illegible]

সুধী বল্ল, [illegible] সঙ্গে আজ তর্ক কর্‌তে এসেছি, বাদল। তো[illegible] দিতে চাই বিলাত আসার আগে

তুই ও আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে বসে কি ব্রত গ্রহণ করেছিলুম।"

"অতীতকে মনে করে রাখ্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সুধীদা। অতীতকে মন থেকে না নড়াতে পার্‌লে বর্ত্তমানকে আসন দিতে পারিনে। আহূত অতিথির মত সে দরজার বাইরে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে কখন এক সময় সরে পড়ে অপমানের গ্লানিতে।"

"তবে কি তুই বল্‌তে চাস্‌ যে মানুষ তার অতীতের প্রতিশ্রুতি ভুল্‌বে, সংকল্প রক্ষা কর্‌বে না, ঋণ শোধ কর্‌বার সময় এলে বল্‌বে 'কিসের ঋণ'? তোর ইংরেজরাও এই কথা বলেন নাকি?"

বাদল ইন্‌ডিগ্‌ন্যাণ্ট্‌ হয়ে বল্ল, "ইংরেজ কখনও কথার খেলাপ করে না। রাশিয়া যেমন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ কর্‌ল, তারপর ঋণটি কর্‌ল অস্বীকার, ইংলণ্ড তেমন করে না, কর্‌তে পারে না।"

"অত উত্তেজিত হস্‌ কেন? আমি কি এমন আভাস দিয়েছি যে ইংলণ্ড আমেরিকার হাত পা ধরে ঋণের বহরটা লঘু কর্‌বার চেষ্টায় আছে এবং তার সেই কাকুতি মিনতির সপক্ষে রকমারি যুক্তি দেখাচ্ছে?"

বাদল রীতিমত ক্ষেপে গেল। সুধী বল্ল, "এই চুপ, চুপ, চুপ। পাশের বেঞ্চির লোকগুলো ভাব্‌বে কাল মানুষগুলো বাঁদুরে ভাষায় বিষম বচসা কর্‌ছে!"

বাদল বল্ল, "ভারি তোমার ভা[illegible]র আমেরিকা। সাইলকের অবতার। মানুষের বিপদে সাহা[illegible]ের ভড়ং কর্‌লেন। এখন চান মোটে একটি পাউণ্ড ম[illegible]

দিনটি সত্যিই স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্ব[illegible]শীতকালে এমনটি

হয় না। সুধী ও বাদল উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা পর্দা উঠে গেছ্‌ল।

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দুজনে দুদিকের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্ল। লণ্ডনের স্থলে স্থলে বহু পুরাতন পার্ক কিম্বা বাগান থাকায় ঋজু দীর্ঘ বীচ বার্চ ওক প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে পঞ্চাশবার দেখা হয়ে যায়। মানুষের তুলনায় ওরাই সূর্য্যের আলোর বেশী সমঝদার। সুধী ওদের দিকে ও বাদল পথিকদের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট কর্‌ল। একজনের পক্ষপাত প্রকৃতির প্রতি, অপরজনের পক্ষপাত মানুষের প্রতি। সুধী ভাবে, এই যে ওক্ ফার পাইন গাছগুলি এরা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়, দেশ এদেরও দেশ, হয়ত এদেরই বেশী, কারণ দেশের মাটীকে এরা সাতপাকে জড়িয়েছে এবং দেশের আলো হাওয়া সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশী করে এদেরি অঙ্গে ঝঙ্কার তোলে। মানুষের সংসারে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বড় বলে বিশ্বাস করুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশ্বসংসারে মানুষ অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতি এবং এই কথা মনে রেখে তার বিনয়ী হওয়া ভাল। বাদল ভাবে, জয় মানুষের জয়। যা-কিছু দেখ্‌ছি সব মানুষের হাতের ছোঁয়া ও মগজের ছাপ নিয়ে মূল্যবান হয়েছে, নইলে ঝুটা দলিলের মত তারা থেকেও থাকৃত না। এই দেশের মাটী জল আকাশ এদেশের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে যা-কিছু বিশেষত্ব পেয়েছে, নইলে আমি ইংলণ্ডে জন্মাতুমও না, আস্‌তুমও না।

রবিবারের সকাল। [illegible] উজ্জ্বল। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ পার্কের অভিমুখে চলেছে। [illegible] তারা কাল সমুদ্রকূলে গেছে; যারা পারে তারা [illegible] ...ল "যদি [illegible] পারে না তাদের যাবার মত জায়গা লণ্ডনের [illegible] দেব [illegible] সমতল উপবনগুলি। হ্যাম্পষ্টেড্‌

হীথ, কেন্‌উড, রিজেন্টস্‌ পার্ক, সাউথ কেনসিংটন, হাইড্‌ পার্ক। প্রত্যেকটাতে লোকারণ্য। তবু ঘাসের উপর ঝোপের ভিতর প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অর্দ্ধশয়ান রয়েছে এবং তাদেরই কাছ দিয়ে বয় স্কাউট্‌রা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দলে দলে সৈনিক শোভাযাত্রায় চলেছে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে। বাচ্চারা আগে ভাগে ও বুড়োবুড়ীরা পিছু পিছু চলেছে। ফুটপাথ দিয়ে ঠেলা গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছেন হাত-পা ভাঙ্গা দ কিম্বা নবজাত শিশু। সামরিক সংস্কার বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু থেকে শিশুতে সংক্রামিত হচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল সৈনিকের মত সার বেঁধে ও পা ফেলে কালো ইউনিফর্ম পরা বালিকার দল। ওরা গির্জ্জায় যাচ্ছে। ফুটপাথের খোঁড়া ভিখারী ও হাত-কাটা ভিখারী এতক্ষণ হাত দিয়ে ও পা দিয়ে ছবি আঁকছিল, কার্টুন আঁকছিল। শোভাযাত্রা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যমনস্ক হয়েছে। তাদের ছবি দেখার ভাণ করে কোনো দয়ালু ভদ্রলোক তাদের চিৎ-করে-রাখা টুপিতে দুটি পেনী ফেলে দিয়ে গেছেন।

৫

সুধী বল্ল, "বাদল, জীবনের সঙ্গে flirt করার নাম বাঁচা নয়। এ তুই কর্‌ছিস্‌ কি। জীবনের কাছে একদিন যে অঙ্গীকার করেছিস্‌ অন্যদিন তা মনেও আন্‌বি নে ?"

বাদল অবাক হয়ে বল্ল, "সুধীদা [illegible] কোন্‌ অঙ্গীকারের কথা বল্‌ছ ?"

এরূপ প্রশ্নের জন্য সে [illegible] Woolworth এর মুড়ি ও মুড়কির মত সব জিনি[illegible] করবার দোকান

দেখে চিন্তা করছিল, একই কোম্পানীর এক জাতীয় chain store আজ লণ্ডনের সর্ব্বত্র। কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাইবে। এই সব chain store বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে দ্রুতগতিতে একটা economic unit করে তুল্‌ছে। পৃথিবীকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার এ এক অভিনব শিকল। নাইবা থাক্‌ল এর পিছনে আদর্শ। বিনা আদর্শবাদে যদি জগতের প্রগতি হয় তবে কি দরকার আদর্শবাদের ?

ঐ শোভাযাত্রার কুফল ফল্‌বার আগে এই সব chain store-এর সুফল ফল্‌বে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি কর্‌তে কেউ রাজী হবে না। স্বার্থপরতা দিয়ে জগতের স্থায়ী মঙ্গল হবে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষণকালীন।

এমন সময় সুধীর খাপছাড়া প্রশ্ন শুনে বাদলের চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

সুধী বল্ল, "কথা ছিল আমরা দুই বন্ধু দুই স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী হব। তুই নিবি ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ, আর আমি ইনটুইশেনের মার্গ। এবং দুজনেই রইব শেষ পর্য্যন্ত অনভিভূত অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তার বদলে এ কি দেখ্‌ছি? দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে চোরা গলিতে পা দিয়েছিস্‌ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক মাদক ব্যবহার করছিস্‌।"

বাদল বল্ল, "থাম। চার্জ্জগুলো একে একে শোনাও এবং বোঝাও।"

"এক নম্বর চার্জ্জ এই, যে, ইংরেজ হবার জন্য আদা নুন খাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই —পথে চলা।"

"আমি নট-গিল্‌ '

"বেশ। ই

বাদল কিছু' .ষ্ট চেয়ে রইল। তার কাজের

কারণ নিশ্চয় আছেই, কিন্তু কাজের পর কাজ জমে উঠে কারণটাকে কোন পাতালে চাপা দয়ে fossilএ পরিণত করেছে। এখন স্তরের পর স্তর খুঁড়ে মৃত ও জীর্ণ কারণকে অবচেতনার "hades" থেকে চেতনার প্রাণলোকে উত্তীর্ণ করা যাক।

বাদল মনোরাজ্যের দিকে দিকে মোটর হাঁকিয়ে দিল। ফেরার কারণটাকে পাকড়াও করে আনা চাই-ই, নইলে মুণ্ডু নেবে।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তারপর বসে পড়ে বল্ল, "তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। ওর বিপরীত হচ্ছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জান্‌বার জন্য আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে কর, সুধীদা, যে ইংরেজী পোষাক ও ইংরেজী চাল এর প্রতি vulgar অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি?"

সুধী বাদলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্ল, "রাগ করিস্‌নে বাঁদর। কিন্তু পোষাকের বাঁদরামির চেয়ে আত্মার বাঁদ্‌রামি আরো শোচনীয়, আরো সাংঘাতিক। মনে কর হাতীর সাধ গেছে পাখীর জীবনের স্বরূপ দেখ্‌বে। সে কেমন মূর্খতা বল্ দেখি।"

বাদল সুধীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল্ল, "হাতীর অমন সাধ যায় না, যেহেতু সে অনিবার্য্যভাবে হাতী। তুমি কি জোর করে বল্‌তে পার, সুধীদা, যে তুমি ও আমি অনিবার্য্যভাবে ভারতীয়?"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমরা হিন্দু হয়ে জন্মিয়েছি বলে আমরণ আমরা হিন্দু থাক্‌তে বাধ্য? ভারতবর্ষে জন্মিয়ে [illegible] দেশের সিটিজ়ন্ হতে পারিনে? সমস্ত সভ্য দেশে na[illegible] ব্যবস্থা আছে, এই ইংলণ্ডেই কত বিদেশীকে ইংর[illegible] যাচ্ছে, প্রাচীন ও

আধুনিক ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যাপার ভূরি ভূরি। সমস্ত সভ্যদেশে বিদেশিনীকে স্বামীর ন্যাশনালিটী দেওয়া হয়, এর পিছনে কি একটা সহজ সত্য নেই, সুধীদা ?"

সুধী হেসে বল্ল, "ওগুলো সম্পত্তির ও সন্তানের খাতিরে। আত্মার খাতিরে যে নয় তা জোর করে বল্‌তে পারি, বাদল। তুই তেমন ইংরেজ হলে আমি আপত্তি কর্‌তুম না রে। তবে শ্রীমতী উজ্জয়িনীর দশা ভেবে বিচলিত হতুম। সে যে ক্রমেই 'কট্টর' স্বদেশী হয়ে উঠ্‌ছে।"

বাদল কৌতূহল চেপে গম্ভীরভাবে বল্ল, "তাঁকে আমি নিষ্কৃতি দেব, সুধীদা।" তারপরে কৌতূহলের উপর থেকে চাপ তুলে নিল। বল্ল, "তাঁর কাছ থেকে খুব চিঠি পাও বুঝি ?"

"পাই বৈ কি। তবে চিঠিগুলো আমাকে উপলক্ষ করে যাকে লেখা তার হাতে দিতে পার্‌লে খুসী হই।"

"না, না, না।" বাদল সাতঙ্কে বল্ল। "ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়্‌বার সময় বা সখ নেই আমার। জবাব যখন লিখ্‌তে পার্‌ব না তখন শুধু পড়েই বা কর্‌ব কি! একটা কথা তোমাকে বলি, সুধীদা, আমি ওঁর পাতিব্রত্যকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর রাগ করে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"

সুধী বল্ল, "কিন্তু বাদল, ওর দিকে যা আছে তা পাতিব্রত্যের চেয়ে সরস।"

"না, না, না, সুধীদা। তাকেও আমি প্রশ্রয় দিতে পার্‌ব না। আমি ভালবাসা টালবাসা জানিনে, সুধীদা। ওটা খুব সম্ভব একটা glandular action. কার শরীরের [illegible] ক্রিয়া চল্‌ছে সে খবর নিয়ে আমার কি লাভ ? আমার [illegible] 'বে ?"

আহত হয়ে [illegible] -হয়েছিস্ বটে ঠিক্। দোকান-

দারের মত লাভ লোকসান ওজন করতে শিখেছিস্ দয়া মায়া স্নেহ প্রীতিরও।"

বাদল তখনও ভাব্ছিল বিশ্বব্যাপী chain storeএর দ্বারা মানব ঐক্যের কথা। বল্ল, "ব্যঙ্গ কর আর যাই কর এ এক মহৎ সত্য যে দোকানদারদের দিয়ে পৃথিবী যতটা ঐক্য পাবার ততটা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। ইউরোপীয় দোকানদারেরা ঘা মেরে এশিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে ও আফ্রিকাকে মানুষ করেছে। এই আজ রেল জাহাজ এরোপ্লেন দেশে দেশে মানুষকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে স-তার ও বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে আমাদের সংবাদপত্রগুলি সারা দুনিয়ার তাজা খবর দুবেলা আমাদের দিচ্ছে, এ সব ত দোকানদারেরই স্বার্থপরতার দ্বারা সম্ভব হল।"

সুধী তার পিঠ চাপ্ড়ে দিয়ে বল্ল, "সাধু, সাধু। আর কিছুদিন এই ধরণের ট্রেনিং পেলে রদারমীয়ার কি বীভারব্রুক তোকে লুফে নেবে দেখিস্। যেমন পাকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠ্ছিস্ ভয় হয় পাছে লাট হয়ে বাঁকীপুরেই যাস্।"

সুধীদাও তাকে ভুল বোঝে! অভিমানে বাদলের মুখ ফুট্ছিল না। সুধী তার মনোভাব আন্দাজ করে বল্ল, "তোর sense of humour নেই, তুই কিসের ইংরেজ? চল্, কোথাও খেতে যাই।"

ভোজনের পরে বাদলের মনে পড়্ল সুধীদার তার নামে আরো একটা চার্জ্জ আছে। বল্ল, "তোমার দুনম্বর চার্জ্জ কোথায় সুধীদা?"

সুধী বল্ল, "থাক্, থাক্, এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছি। একেই ত আমার ছায়া মাড়াস্ নে, [illegible] ত আমাকে দেখে চিন্তে দ্বিধা বোধ করবি।"

বাদল জেদ ধরে বল্ল, "না, [illegible] ড়া হয়ে যাক্।

নইলে তোমার ঐ কথাগুলো আমার স্মরণে খচ্ খচ্ করবে যে জীবনের সঙ্গে আমি flirt করছি।”

সুধী বল্ল, “ক্ষমা প্রার্থনা করি, বাদল; কথাগুলো একটু কটু হয়ে গেছে।”

বাদল অধৈর্য্য হয়ে বল্ল, “যাক্ সে কথা। এখন আস্তিন থেকে বার কর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ।”

সুধী দুষ্টুমি করে তার আস্তিন দুটো ঝাড়্ল। তার ফলে বাদল আরো চট্ছে অনুমান করে সে গম্ভীর হয়ে বল্ল, “এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসা সহস্র জনের জীবনে ঘট্ছে। কেই বা তোর মত নেচে বেড়াচ্ছে শুনি?”

বাদল বল্ল, “ঐখানেই ত গলদ। ওরা আসে ‘এক দেশ থেকে অন্য দেশে।’ আমি আস্ছি আপনার মনোমত দেশে। উত্তেজনা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মোহ বল্ছিলে কাকে?”

“কোনো জিনিষকে বাড়িয়ে দেখার নাম মোহ।”

“নিজের জিনিষকে মানুষ একটু বাড়িয়ে দেখেই থাকে। তা ছাড়া আমার ইংলণ্ড ত একটা আইডিয়া। যেমন তোমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। আপন মনের সৃষ্টির সম্বন্ধে সব মানুষের দুর্ব্বলতা আছে।”

“কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া নয়, বাদল। সেখানে আমার রক্তমাংসের প্রিয়জন আছে। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সেই টানে ওরা আমাকে এই মুহূর্ত্তেই টান্ছে। এদেশে কোনো ভারতীয়কে দেখ্লে আমার হৃদয় প্রীতিতে উদ্বেল হয়। কিন্তু কোনো ইংরেজকে দেখ্লে [illegible] সটা অজানাকে জান্বার উত্তেজনা ও সুলভকে দুর্ল্লভ ক[illegible] যে দরের মানুষের সঙ্গে মিশে তুই রোমাঞ্চ বোধ ক[illegible] তাদের থেকে ঢের উঁচু দরের।”

বাদল অনুধাবন করতে লাগল। বাস্তবিকই সুধীদার অন্তর্দৃষ্টি আছে। যা বলছে তা নেহাৎ ভ্রান্ত নয়। তবে কিনা, তবে কিনা— বাদলের উদ্দেশ্য ও উপায় আলাদা, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আলাদা, সে যা করছে তা অন্যের পক্ষে মিথ্যা হলেও তার নিজের পক্ষে সত্য। মোহ এবং উত্তেজনা যদি বিষ হয় তবে বাদল হচ্ছে নীলকণ্ঠ; অপরে যা আত্মসাৎ করে লাভবান হতে পারে না বাদল তা পারে। গর্ব্বে বাদলের বুক ফুলে উঠল। তার সত্যের সন্ধান সর্ব্বজনপরিত্যক্ত পথে। মধ্যযুগে জন্মালে সে বোধ করি তান্ত্রিক হত।

বাদল আবেগের সঙ্গে বল্ল, "আসবে, সে দিন আসবে। আমি আমার অপথে চলতে চলতে একদিন এমন পরশ পাথর পেয়ে যাব যে এই আপাত অর্থহীন flirt করা পরম অর্থপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। যে আগুন আমার প্রাণে জ্বলছে, সুধীদা, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু আজও তার তেজের পরিমাপ পাওনি। আমার সব তুচ্ছতা, সব ভ্রান্তি, সব পাপ সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব মা ভৈঃ।"

সুধী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল।

৬

সুধীদার অভিযোগ বাদলের আচরণে দাগ রেখে গেল না, কিন্তু মনের ভিতর বিঁধে রইল। রাত্রে যখন সামাজিকতার উৎসাহ ও মোহ মিইয়ে আসে তখন শুয়ে শুয়ে বা[illegible] সুধীদার কথাগুলোকে ভিতর থেকে উপরে তুলে রোমন্থন [illegible] বাদল ও রাত্রের বাদল যেন দুজন মানুষ। রাত্রে ক[illegible]নায় পড়ে বেশ একটু ভূতের ভয় পায়, পুরু কম্ব[illegible] গরম জলের

চামড়া-বোতলটাকে কাঁকড়ার মত আঁকড়ে ধরে, হাঁটু দুটোকে ক্রমে ক্রমে মাথার কাছে এনে কুকুর-কুণ্ডলী পাকায়।

রাত্রের বাদল ভারি অসহায়, বড় দুর্ব্বল। থেকে থেকে তার পা কন্ কন্ করে, সর্দ্দিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ সবের প্রতিক্রিয়া তার মনের উপর হয়। সে হঠাৎ খুব অনুতাপ-প্রবণ হয়ে ওঠে, দিনটা যে একেবারে নষ্ট গেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না, জীবনটা মোটের উপর ব্যর্থ যাচ্ছে। এই রকম সময় সুধীদার উক্তির দাম বেড়ে যায়। সুধীদা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে আয়ু ক্ষয় করছে না, একটা লক্ষ স্থির করে নিয়েছে, হোক না কোন স্থিতিশীল লক্ষ। বাদলের লক্ষ দিন দিন বদ্‌লাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। এত ছুটাছুটি করেও ত বাদলের প্রত্যয় হচ্ছে না যে বাদল কিছুমাত্র এগুচ্ছে।

বাদলের বয়সের ইংরেজ যুবক ঐ কলিন্স্, কি নিখুঁৎ স্বাস্থ্য তার, কি উদ্দাম হাস্য, কি গম্ভীর অর্গ্যান-কণ্ঠস্বর। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ এতটুকুও অহংকার নেই তার মনে, এতটুকু হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নেই তার স্বভাবে। বাদল যখন কলিন্সের বগলে হাত পুরে দিয়ে রাস্তায় চলে তখন তার এমন লজ্জা করে। সেই যে গল্পে আছে দৈত্যের সঙ্গে বামনের বন্ধুতা। কলিন্সের প্রণোচ্ছলতার নিত্য নূতন নিদর্শন বাদলকে ঈর্ষান্বিত করে কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা তার অক্ষমতাই বৃদ্ধি করে। পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে গল্‌ফ্ খেল্‌তে গেছ্‌ল। হাস্যাস্পদ হ[illegible] ফিরেছে, অবশ্য নিজের চোখে। কলিন্স্ তার পিঠ চাপ[illegible] "হবে, হবে, অভ্যাসে কি না হয়?" এই বলে নিছ[illegible] দিয়ে ভুর্‌র ভুর্‌র আওয়াজ করেছে! তারপরে [illegible] খেয়ে উঠে বিলিয়ার্ড খেলেছে।

বাদলের খাওয়া দেখে চোখের কোণে দুষ্টু হাসি হেসেছে—একটা পাখীর খাওয়া।

এই যে ইংরেজ এর মত ইংরেজ হতে পারবে কি? এরই মতো প্রাণ-প্রস্রবণ? এমনি প্রাণপূর্ণ, অথচ মৃত্যুভয়শূন্য? একদিন কলিন্স্ বলেছিল, "যুদ্ধ? আবার বাধুক না? ভয় কি? সেই সুযোগে এরোপ্লেন চালান শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।" বাদল বলেছিল, "মরণ ঘটবে না?" কলিন্স্ ভীষণ হল্লা করেছিল। বলেছিল, "রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে মোটর চাপা পড়ে ও বাড়ীতে বসে হার্ট ফেল হয়ে যত লোক মরে যুদ্ধে তার চাইতে এমন কি বেশী লোক মরে? যদি মরেই, তাতে কি? তুমি কি ভাব্‌ছ মরাতে কেবলি দুঃখ, মজা একেবারেই নেই?"

এর মত ইংরেজ না হতে পারে যদি, তবে বৃথা এ সাধনা। সুধীদার সাধনায় সিদ্ধি হবে, আরো কত যুবকের সাধনায় সিদ্ধি হবে। সকলে এগিয়ে যাবে নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথে, বাদলকে ধাক্কা দিয়ে কত টম্ ডিক্ হ্যারী এগিয়ে যাবে বাদলের নির্ব্বাচিত পথে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে কলিন্স্ যে start পেয়ে গেছে সেটা কেবল তার মগজে নয়, তার স্বাস্থ্যে তার শৌর্য্যে তার জীবনীশক্তিতে। বাদলের মত সে রাত ভোর করে দেয় না ভাবনায়। ভাবে সে অতি অল্প সময়। তবু তার ভাবনাটুকু পাকা, কারণ সে ভাবনা বাদলের ভাবনার মত দুর্ব্বল দেহ এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তির ফল নয়, রুগ্না জননীর সন্তান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় প্রকৃ[illegible] দ্বারা প্রভাবিত নয়। বিশুদ্ধ মননক্রিয়া ভারতবর্ষে নেই, [illegible] চাষ করতে গেলে হাজার আগাছার সঙ্গে আপোষ কর[illegible] [illegible]ত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে, [illegible]তর মঙ্গলামঙ্গল

বিবেচনা। সুধীদা বিজ্ঞের মত ইন্‌টুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে-সম্বন্ধে ইউরোপে কোন অথরিটি বলে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বল্‌বে, হ্যাঁ, ইণ্টেলেকচুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ-টু-ডেট্ থাক্‌বার জন্য প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মত প্রাণ অবশিষ্ট নেই। পাল্লা দিয়ে সঙ্গ রাখ্‌বার জন্য যৎপরোনাস্তি করেছে, তাই চিন্তানায়ক হবার ক্ষমতা খুইয়েছে।

হায়, হায়, সেও যদি start পেয়ে থাকৃত, সে যদি ইংরেজ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকৃত, তবে তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত কোন ধৃষ্ট? তাকে চেষ্টা করে ইংরেজী শিখ্‌তে হত না, বাংলার বদলে শিখ্‌ত ফরাসী, সংস্কৃতের বদলে ল্যাটিন্। পারিবারিক জীবনে পেত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ইস্কুলেও বিজ্ঞানচর্চা কর্‌বার সুযোগ পেত। কলেজে ইউরোপের ভাবী ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে রাখ্‌ত কাদের সঙ্গে তার জীবনব্যাপী প্রতিযোগিতা; এবং তাদের শক্তিরও পরিমাপ করে রাখ্‌ত। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটাই বোকামি, ওদের দৌড় চাকৃরির ও বিয়ের বাজার অবধি। ওদের মধ্যে প্রথম হতে চাওয়াটা রীতিমত misleading—তাতে করে শক্তির চালনা হয় ভুল দিকে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলো বাদলের প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর, সুতরাং বাদলের অপাঠ্য। হায়, হায়, কি মহামূল্য চারটি বৎসর সে কলেজে নষ্ট করেছে! ইস্কুলে যা নষ্ট করেছে তার জন্য অনুতাপ করা মিথ্যা, কেননা তখন তার জ্ঞান ছিল না সে জীবনে [illegible] চায়, কোনখানে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কলেজে ঢুকৃতে [illegible] দেয়নি, নেহাৎ তার বাবা তাকে বিলেত পাঠাতে [illegible] চারটি বছর একটা পিঁজরাপোলে অপব্যয় কর্‌তে [illegible]ন, ম্যাট্রিকের পর দু বছর পায়ে

হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়িয়েছে, নন্‌কোঅপারেশনের কল্যাণে খদ্দরের ভেক ধারণ করে সুধীদা যেখানেই যায় সেখানকার কংগ্রেসওয়ালাদের দলে ভিড়ে যায়, 'স্বরাজ-আশ্রমে' খায়। তারপর একদিন বাদলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাদলের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বাদলের সঙ্গী হল বটে, কিন্তু পড়াশুনায় সেইটুকু মনোযোগ করল যেটুকু থার্ড ডিভিসনের পক্ষে আবশ্যক। দিনের পর দিন সুধীদা ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে শুয়ে নৌকার গুণটানা নিরীক্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের আকাশে নানা আকারের নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের মেঘ অভিনয়ের আসর জমায়। তাদের প্রাত্যহিক আসরে সুধীদা কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। প্রতিবেশীর রোগে শোকে তথা শুভকর্ম্মে সুধীদাকে সমান ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। সুধীদা বুদ্ধিমান, বাদলের মত দ্বিধায় আন্দোলিত উৎসাহে উদ্বেলিত অবসাদে অবনত হতে হতে জীবন-প্রবাহের অপচয় করেনি। তীরের মত এক লক্ষ্যের অভিমুখীন হয়েছে।

৭

দিনের বাদল লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে এলার্ম দেওয়া টাইমপীস্‌টার ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দেয়। ভাবে ঘুমিয়ে কোনো দিন তৃপ্তি আমার জীবনে আসবে না, তৃপ্তিকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধোয়া [illegible] যায়। পোষাক পরে নিতে হয় সারা দিনের মত। এক [illegible] র থেকে একটা বেছে নিতে হবে, প্রতিদিন ঐ এ[illegible] ছেড়ে কোন্‌টা নিই। সকাল বেলার এই যে প[illegible] দিনের পরীক্ষার

অগ্রদূত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ভাবি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা করি। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবে, সতেরোই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ জগতের ইতিহাসে মাত্র একটিবার এসেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মাত্র একটী দিনের জন্য। আজ রাত্রি বারটার পর থেকে আর এর নাগাল পাওয়া যাবে না, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না। এই দিনটিকে কি-ভাবে-কাটান ছেড়ে কি-ভাবে কাটাতে হবে সেই হচ্ছে আজকের ধাঁধা।

ধাঁধার জবাব ধাঁ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু ধাঁ করে একটা টাই টেনে নিয়ে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেখাপ। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা নিয়ে কতক সন্তোষ পায়। এ ছাড়া উপায় নেই, এর নাম trial and error-এর মার্গ, এই মার্গ বাদলের। সুধীদার চলা বাঁধা রাস্তায়, তাকে ভাব্‌তে হয় না। কিন্তু বাদলের চলা একশোটা পথ থেকে বেছে একটাতে। সে যতই এগোয় ততই দেখে তার সাম্‌নে একশোটা পথ একশো দিকে চলে গেছে। একবার এটাতে একবার ওটাতে কিছুদূর চলে। মনঃপূত হয় না। ফিরে এসে তৃতীয় একটা পথ নেয়। এইটেতে কতক সন্তোষ পায়। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়ে দেখে যে এই পথেরও একশো শাখা। আবার সেই trial, সেই error এবং অবশেষে সেই আপাত-সত্য। সুধীদার এ বালাই নেই। সুধীদার সাম্‌নে মাত্র একটি পাকা সড়ক, পাড়াগাঁয়ের সদর রাস্তা, ঐ রাস্তা ধরে একটা অন্ধও অক্লেশে আর একটা অন্ধকে চালিয়ে ি[illegible]ক পারে। সুধীদা গেঁয়ো, বাদল শহুরে।

একথা মনে হ[illegible]তি বাদলের করুণা সঞ্চার হল। সে আর একবার [illegible]য়ে টাইটা-তে দুই টান মেরে তর্ তর্ করে [illegible]মিসেস্ উইল্‌স্ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ

তার অপেক্ষায় আছেন। মিষ্টার ত খুব সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে বিদায় হন। ডেলি প্যাসেঞ্জার কিনা, যেতে হয় সেই কোন্ মুল্লুকে—ঈষ্ট্ এণ্ডে।

বাদলকে দেখে মিসেস্ উইল্‌স্ বল্লেন, "আজ কে একজন তোমাকে ফোনে খুঁজ্‌ছিল, বার্ট।"

বাদল খপ করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "কে, কলিন্স্?"

মিসেস্ উইল্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ঢঙ্গে বল্লেন, "হবে। বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে খেয়ে থিয়েটারে যেতে। যাচ্ছ, কেমন?"

বাদল বল্ল, "যাওয়া ত উচিত। ওকে আগে থাক্‌তে কথা দিয়ে রেখেছি যে যেদিন ওর সুবিধা হবে সেদিন এক সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া যাবে।"

"বেশ, বেশ। মিষ্টার উইল্‌স্‌কেও তুমি হার মানালে। তিনি ত সাতটায় ফেরেন, তুমি কিছুদিন থেকে ফির্‌ছ বারটায়।"

বাদল আফশোষ জানিয়ে বল্ল, "কি করি মিসেস্ উইল্‌স্। ওয়াই-এম্ সি-এতে হপ্তায় দিন দুয়েক না গেলে চলে না, একটু গান বাজনা হয়, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ। Rationalist Press Associationএর বুড়োদের সঙ্গেও একদিন ভাব কর্‌তে যাই। King's Collegeএ একটা লেকচার নিচ্ছি। এ ছাড়া বন্ধুদের প্রায়ই সোহো অঞ্চলে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।"

মিসেস্ উইল্‌স্ শ্লেষের সুরে বল্লেন. [illegible] সোহোর কাছে বাসা কর্‌লে হয়। বারটা রাত্রে গৃহস্থবাড়ী [illegible] জেগে থাক্‌বে বল? গরম কোকো না খেলে [illegible] না বলে কে অত রাত্রে উনুন ধরাবে রোজ রোজ?"

বাদল ক্ষমা প্রার্থনা করে বল্ল, "আমার জন্য আপনাকে এতটা কষ্ট কর্‌তে হয় আমি জান্‌তুম না, মিসেস্ উইল্‌স্, বিশ্বাস করুন।"

মিসেস্ উইল্‌স্ নরম হয়ে বল্লেন, "বার্ট, আমি তোমার দিদির মত; সেই অধিকারে তোমাকে যদি কিছু বলি তুমি অনধিকার চর্চ্চা মার্জ্জনা কর্‌বে ত?"

"নিশ্চয় কর্‌ব, কেট্।" মিসেস্ উইল্‌স্‌কে ভাইয়ের অধিকারে "কেট্" বলে সম্বোধন করা এই প্রথমবার। বাদলের বুক নূতনত্বের হর্ষে অথচ পাছে মিসেস্ উইল্‌স্ কিছু মনে করেন সেই ভয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠ্‌ল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শান্ত হল না। যেন নদীর উপর দিয়ে একটা ষ্টীমার চলে গেল।

মিসেস্ উইল্‌স্ কৌতুক-হাস্য চেপে বল্লেন, "তা হলে বলি। তোমার বয়সের ছেলেরা নিজের মা-বোনেরও মুরুব্বিয়ানা পছন্দ করে না আজকাল। তোমাকে অভয় দিচ্ছি যে মুরুব্বিয়ানার অভিপ্রায় নেই তোমার দিদির। তোমাকে বিবেচনা কর্‌তে বলি, এই যে তুমি রাত করে বাড়ী ফির্‌তে সুরু করেছ এতে কি তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না? যে উদ্দেশ্যে তোমার মা-বাবা তোমাকে এত দূর-দেশে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হবে না?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "আমি সাধারণ ছাত্র নই, কেট্। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমি বাড়ীতে বই না ছুঁয়েও অন্য সকলের চেয়ে ভাল করে পাস্ হতে পারি।"

কেট্ বল্লেন, "অন্য সক[illegible] ত ভারতীয় নয় এক্ষেত্রে। এটা ইংলণ্ড।" —তাঁর স্বজাতি-স[illegible] ঘাত পেল। তিনি বল্লেন, "মান্‌ছি আমাদের ছাত্র[illegible] মাদের মত অবলীলাক্রমে একটা বিদেশী ভাষায় [illegible] পারে না, অমন সবজান্তাও নয়।

তবু, বার্ট্, খাটুনিরও একটা পুরস্কার আছে, মেধা দিয়ে খাটুনির অভাব পুরণ কর্‌তে পার্‌বে না।"

বাদলের আজ তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। একটি দিদি পেয়ে সে গোপন পুলকে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছিল। বল্ল, "কেট্, আমার জীবন অন্যরকম, আদর্শ অন্যরকম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি পাস্ করা না করা নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত নই। মনটাকে রোজ কস্‌রৎ করিয়ে fit রাখ্‌ছি, মনের ক্ষুধাকে অখাদ্য না দিয়ে সুখাদ্য দিচ্ছি, মনের দিক থেকে ধীরে অথচ স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, এই আপাতত যথেষ্ট। তবে এইটুকুতে আমার সন্তোষ নেই, আমি পৃথিবীর সমস্ত বড় মানুষের সমস্কন্ধ হতে চাই—সাধনায়, বেদনায়, উপলব্ধিতে ও আবিষ্কারে। মনের মত উন্নতি হচ্ছে না, আয়ু নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, মাঝে মাঝে নিরাশায় নুঁয়ে পড়্‌ছি ও অনুশোচনায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখ্‌ছি—না, অনুশোচনা জিনিষটা এমন খারাপ যে তাতে ক্ষতির পরিমাণ শুধু বাড়ন্ত দেখায় না, বেড়ে ওঠেও—তবু আমার মনে হয় আমি আর কিছু না হই বাদলচন্দ্র সেন ত হচ্ছি।"

কেট্ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, "তোমার সমস্ত কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না বার্ট্, কিন্তু তোমাকে আমার আন্তরিকতম শুভকামনা জানাই।"—হেসে বল্লেন, "তা বলে রাত করে বাড়ী ফেরার সমর্থন কর্‌তে পারিনে। কোনদিন কোন স্ত্রী-জানোয়ারের কবলে পড়্‌বে, সোহো তো বড় সুবিধের জায়গা নয়। ছাত্রদের পক্ষে লণ্ডন যে ঘোর প্রলোভনসংকুল একথা কি তোমার মা-বাবা জান্‌তেন না? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নাম কি তাঁদের অজানা?"

বাদল জোরে ঘাড় নেড়ে বল্ল, "[illegible] ফোর্ড কেম্ব্রিজের ছেলেরা জীবনের কি জানে, কি বো[illegible] [illegible]ন নেই সেখানে জীবন নেই। আমি জীবনের দ্বা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের

সদর দরজা।" এই বলে সে এক সেকেণ্ড থেমে বল্ল, "কেট্।" তার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল ঐ সম্বোধনটি।

কেট্ বল্লেন, "কি ?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে বল্ল, "না কিছু না। বাক্যটা সমাপ্ত কর্‌বার সময় সম্বোধন কর্‌তে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। ওটা বাক্যের শেষাংশ, কেট্। যেমন এটা।"

বাদলের রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

৮

গাওয়ার ষ্ট্রীট রাসেল স্কোয়ার ইত্যাদি অঞ্চলে বাদল পা দেয় না, যেহেতু ওসব অঞ্চলে সর্ব্বদাই দশ বিশ জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ও দেখা হতে হতে আলাপ হয়ে যায়। ভারতীয়দের চিন্‌তে পারা সহজ। কি পরস্পর সাদৃশ্য-ই যে তাদের মধ্যে আছে!—মারাঠা মাদ্রাজী বাঙ্গালী কাশ্মীরী হিন্দু মুসমান পার্শী সকলেই দেখ্‌তে একরকম। ভারতবর্ষের বাইরে এসে সবাই পরেছে ইংরেজী পোষাক, তাই দিয়ে তাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য চাপা পড়েছে, অথচ তাদের আকৃতিতে এমন কিছু আছে, যেটা কেবল ভারতবর্ষীয়ের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের জোরে তারা সহজেই চিহ্নিত।

বাদল তাদের এড়িয়ে চলে। তাদের কাছ থেকে তার শেখ্‌বার কিছু নেই। জীবনের বিশটি বছর তাদের দিয়েছে, তার বেশী দিতে পারে না, দিলে অন্যদের [illegible]বিচার করা হয়। সাম্‌নের বিশ বছর ইংলণ্ডকে ও ইউ[illegible] পরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌বে, সর্ব্বত্র বক্তৃতা দে[illegible]ন, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার অধিকারী [illegible] [illegible]ত্ব! এত বড় মানব জাতিটার

ঐক্য, প্রগতি ও শান্তি যে কজন চিন্তাশীল মানুষকে উত্যক্ত কর্‌ছে বাদলও তাদের একজন। বার্ণার্ড শ’, বারট্রাণ্ড রাসেল্‌, বাদল সেন—এঁরা বয়সে ছোট-বড় হলে কি হয়, এঁরাই সকলের হয়ে আগ বাড়িয়ে দেখ্‌ছেন, এঁরাই মানব সেনানীর স্কাউট্‌ দল, এভোলুশন-তরণীর এঁরাই পাইলট। শ’, রাসেল, ক্রোচে, ডিউই (Dewey), ওয়েল্‌স, রলাঁ,—এঁরা ত চিরকাল বাঁচ্‌বেন না. এঁদের স্থান পূরণ কর্‌বার জন্য যাঁদের এগিয়ে যাবার কথা তাঁদের অনেকেই গত মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা অর্থাৎ ডি-এইচ্‌-লরেন্স, টি-এস্‌-এলিয়ট্‌, মিড্‌লটন্‌ মারী, জেম্‌স্‌ জয়েস্‌. জাঁ-রিশার ব্লশ্‌, ষ্টেফান ৎসোইগ্‌, টোমাস মান ইত্যাদিও একদিন মানবের দেশ থেকে বিদায় নেবেন। তখন বাদলের পালা।

বাদল তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উত্তর সীমানা মাড়ায় না। ভারতীয়দের মধ্যে এক সুধীদার সঙ্গেই তার যা-কিছু সম্বন্ধ।

কিন্তু সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল, Mudie-র দোকান থেকে বেরিয়ে বাস্‌ ধর্‌তে যাচ্ছে এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাক্‌ল, “মিষ্টার সেন।” ফিরে দেখে একজন ভারতীয়। ভারতীয়টি বল্‌ছে, “চিন্‌তে পারেন?” বাদল কিছুক্ষণ চিন্তা করে। ভারতীয়টি বলে, “সেই যে বম্বের জাহাজে মিথিলেশকুমারীকে তুলে দিতে এসে দেখা হয়েছিল—”

বাদলের মনে পড়ে যায়। বাদল খুসী হয়ে বলে, “আপনি কি মিষ্টার নওলকিশোর?”—পাটনার [illegible] পরিচিত। অমায়িক। ভারতীয়দের প্রতি দূর থেকে বাদ [illegible] ঙ্গেও নিকট থেকে ততটা নয়, দেখা গেল। সে [illegible] নিয়ে ঘণ্টাখানেক পায়ে হেঁটে গল্প করে বেড়ান [illegible] ত তার দিব্যি

ইচ্ছা কর্‌ছিল। ভারতবর্ষের খবর কাগজে যা পায় তা অকিঞ্চিৎকর, পড়েও না। নওলকিশোরের মুখে শুন্‌তে মন যাচ্ছিল গান্ধী কেমন আছেন, কি তাঁর ইদানীন্তন কর্ম্মপন্থা, মডারেটরা সাইমনের উপর বিরূপ হয়ে থাকবে কদিন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধ্‌ছে কিনা। খুব আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিল এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত কথাও তার মনে আছে! পরিত্যক্ত দেশ সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলই বা তার এল কোত্থেকে।

নওলকিশোর কিন্তু ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল তার নিজের খবর বল্‌তে। সে এক রকম পালিয়েই এসেছে, বাড়ী থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। দিন সাতেক একটা বোর্ডিং হাউসে আছে, শীঘ্রই মিথিলেশকুমারীর বাসায় জায়গা খালি হবে, বাদল যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না। মিথিলেশকুমারীর ঠিকানাটা দিল। বল্ল, "তিনি ও আপনি ছাড়া এদেশে আর ত কেউ নেই আমার!"

মিথিলেশকুমারীর কথায় বাদলের মনে পড়্‌ল কুবেরভাইয়ের কথা। আহা, তার সঙ্গে আবার দেখা হয় না? খাসা লোক কুবেরভাই, সে না থাক্‌লে জাহাজের দিনগুলো মিথিলেশকুমারীর ভক্তের দলে যোগ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে ব্যর্থ যেত।

কিন্তু অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। নওলকিশোরের পাল্লায় পড়ে তার একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। আর না। বাদল দমকা হাওয়ায় মত বিদেশে সহায়বন্ধুহীন বেচারা নওলকিশোরকে হতভম্ব করে দিয়ে বল্ল. "[illegible]চ্ছা, গুডবাই, মিষ্টার প্রসাদ, আপনাকে দেখে খুব খুসী [illegible] করি ইংলণ্ড আপনার উপভোগ্য হবে। গুড বাই [illegible]টা চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল [illegible]

কলিন্স্ ও মিল্‌ফোর্ড বাদলকে দেখে একবাক্যে বল্‌লেন, "মর্ণিং, সেন।" কলিন্স্ কাজ কর্‌বার ফাঁকে ও মিল্‌ফোর্ড বই ঘাঁটার ফাঁকে Prayer Book Measuie সম্বন্ধে মত বিনিময় কর্‌ছিলেন। কলিন্স্ বল্ল, "সেন, তুমি কি ?"

বাদল বুঝ্‌তে না পেরে বল্ল, "হাউ ডু ইয়ু মীন্ ?"

কলিন্স্ বল্ল, "ওঃ! আই বেগ্ ইওর পার্ডন্। মিল্‌ফোর্ড হচ্ছেন হাই চার্চম্যান্, আমি মডার্ণিষ্ট। তুমি কি ?"

বাদল বল্ল, "তাই ত!"—একটু চিন্তিত হল। ইংরেজ হতে যাচ্ছে, অথচ চার্চের সঙ্গে অল্পাধিক যুক্ত নয়, এ কেমন কথা? কলিন্সের মত আধুনিকপন্থীও ওয়াই-এম্-সি-এ'তে থাকে, খৃষ্টান বলে নিজের পরিচয় দেয়। মডার্ণিষ্ট হচ্ছে চার্চ অব ইংলণ্ডের সেই সব সদস্য যারা একবারে চার্চ ছেড়ে দিতে চায় না, তাকে একালের উপযোগী করে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চায়। খৃষ্টধর্ম্মের এরা এক বিজ্ঞানশোধিত সংস্করণে বিশ্বাসী।

বাদল বল্ল, "আমি ? আমি ফ্রী-থিঙ্কার।"

মিলফোর্ড বল্লেন, "ভারতবর্ষের সকলেই কি তাই ? আমি শুনেছিলুম ওরা মূর্ত্তিপূজা করে।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "ভারতবর্ষের ওরা যা করে আমিও যে তাই কর্‌ব এমন কোনো কথা নেই। তা ছাড়া মূর্ত্তিপূজা রোম্যান ক্যাথলিকরাও করে, মিষ্টার মিলফোর্ড।"

কলিন্স্ চোখ টিপে বল্ল, "এবং এ্যাংলো ক্যাথলিকরাও।"

বাদল জান্‌ত হাই চার্চম্যানরা [illegible] রোম্যানক্যাথলিক ভাবাপন্ন। বস্তুত তাদের সেই রোম[illegible] [illegible]থে পার্লামেন্টের সন্দেহ হয় যে তারা রো[illegible] [illegible] ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে চায়। তাই তাদের সমর্থিত Prayer Book Measureকে পার্লামেণ্ট বাতিল করে। তবু ওটার সামান্য পরিবর্ত্তন করে আবার ওটাকে পার্লামেণ্টে পেশ করবে ওরা। এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাদল বল্ল, "আচ্ছা, মিষ্টার মিলফোর্ড, কেন আপনাদের এই অধ্যবসায়? দেশ যে এগিয়ে চলেছে তা কি আপনার আর্চবিশপদের চোখে পড়ে না?"

মিলফোর্ড গম্ভীরভাবে বল্লেন, "এগিয়ে যাওয়া আপনি কাকে বলেন, মিষ্টার সেন? যে মানুষটা সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যায় সেও ত এগিয়েই যায়।"

কলিন্স্ বল্ল, "'কেন' ছেড়ে এখন 'কেমন-করে' নিয়ে আলোচনা করা যাক্। পার্লামেণ্ট যদি এবারেও বাতিল করে তা হলে কি উপায়?"

মিলফোর্ড shrug করলেন। বল্লেন, "পার্লামেণ্টের সুমতির উপর আমাদের আস্থা আছে। থ্যাঙ্ক গড্, এখনো এ দেশটা সোশ্যালিষ্টদের হয়নি।"

ইংলণ্ডের চার্চ সরকারী টাকায় চলে, তার বিশপরা সরকারী চাকুরে। সোশ্যালিষ্টরা রাজ্যভার পেলে চার্চের ভাতা বন্ধ করে দিতে পারে, কারণ এ যুগে ষ্টেট্ ও চার্চ একাত্ম নয়, এ যুগের অনেক প্রজার ধর্ম্মমত চার্চের থেকে ভিন্ন, তাদের খাজনায় পরিচালিত হবার অধিকার চার্চের নেই।

বাদল বল্ল, "সে [illegible] মিও চাইনে। কিন্তু ষ্টেটের কর্ত্তব্য সকলের প্রতি [illegible] খাজানা দেব আমি, আর তার ফলভোগ করবে [illegible] অবিচার।"

মিলফোর্ড একবার কাশ্‌লেন। বল্লেন, "Sorry. কিন্তু খাজনার ফলভোগ কর্‌তে আপনাকেও ত বারণ করিনি, আপনাকে আমরা আহ্বান কর্‌ছি। চার্চের চোখে সকলেই সমান, চার্চের কাছে সকলেই প্রিয়—যেমন রাজার চোখে, রাজার কাছে। আচ্ছা, রাজতন্ত্রেও ত অনেকের আপত্তি দেখি, তাঁদের খাজনায় রাজপরিবারকে পোষণ করা তা হলে অন্যায় ?"

বাদল বল্ল, "রাজতন্ত্র কি ইংলণ্ডে আছে ভাব্‌ছেন? রাজতন্ত্রের বেনামীতে গণতন্ত্র কাজ কর্‌ছে। রাজা যাঁকে বল্‌ছেন তিনি আসলে একজন আম্‌লা। তাঁকে তাঁর মাইনে দিতে হবে বৈ কি।"

মিলফোর্ডের বয়স বেশী নয়, তিনি King's Collegeএ থিয়লজীর ছাত্র। থিয়লজীর ছাত্রের সঙ্গে বচসা করা নিস্ফল জেনে কলিন্স কাজে মন দিয়েছিল ও চুপি চুপি হাস্‌ছিল। বাদল বল্ল, "এই কলিন্স্‌, ভারি স্বার্থপর ত, তর্কে যোগ দাও না কেন ?"

কলিন্স্‌ বল্ল, "দেখ্‌ছ না ওঁর কত বড় বড় দাড়ি। একেবারে মধ্যযুগের মানুষ। তর্কের গিলেট-ক্ষুর দিয়ে ওঁর ঐ সব মধ্যযুগীয় সংস্কার কামিয়ে সাবাড় করা কি এক আধ ঘণ্টার কাজ, মাই ডিয়ার চ্যাপ্‌?"

মিলফোর্ড বল্লেন, "এমন দাড়ি বহু সাধনায় মেলে। চার্চের মত এর একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তোমাদের সোশ্যালিস্‌মের মত ভুঁইফোড় নয়। চেঁছে সাফ করা ত দু মিনিটের কাজ, পনের ষোল শতাব্দী ধরে গজিয়ে তুল্‌তে পার ?"

কলিন্স্‌ বল্ল, "তোমার দাড়ির [illegible] না কি জান্‌তুম, ডিয়ার ওল্ড বয় ?"

মিলফোর্ড বল্ল, "ঠ [illegible] একটা আইডিয়া

রয়েছে এর পিছনে! একটি রাজা, একটি রাষ্ট্র, একটি চার্চ—যেমন একটি ভগবান, একটি খ্রীষ্ট, একটি Holy Ghost.”

কলিন্স্ টেবিল চাপড়ে বল্ল, “হিয়ার, হিয়ার।”

বাদল ভাব্‌ছিল, মিলফোর্ডের মতামত যে অমন হবেই তার আর আশ্চর্য্য কি! সে যে থিয়লজীর ছাত্র, পাস্ কর্‌লে চার্চের অধীনে চাকরী পাবে। যে ডালে তার বাসা সেই ডালকেই সে কাট্‌বে কোন দুরাশায়? কিন্তু পার্লামেণ্ট যখন ভর্ত্তা ও চার্চ ভার্য্যা তখন পার্লামেণ্টের সুমতির (অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার) উপর আস্থা রাখা ছাড়া চার্চের গত্যন্তর নেই। চার্চের আত্মসম্মান থাক্‌লে চার্চ নিজের থেকেই পৃথক হয়ে যেত। এতগুলো বিরাট হাঁসপাতাল চাঁদার উপব চল্‌ছে; রোম্যান ক্যাথলিক ও নন্‌কন্‌ফর্ম্মিষ্টরা রাষ্ট্রের বিনা সাহায্যে নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেছে; এ্যাংলিকানরা কেন চাঁদা করে চার্চের ভার নেয় না? তা হলে ত ইংলণ্ডের লোকের কর-ভার কমে। যেমন ফ্রান্সের লোকের কর-ভার কম। “কি বল, কলিন্স্?”

কলিন্স বল্ল, “আমিও তাই বলি, সেন। পরের খাজনার চেয়ে নিজের লোকের চাঁদা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা বাড়ায়। চাঁদার আশায় নিজের লোকের প্রতি কর্ত্তব্য কর্‌তেও চাড় হয়। কিন্তু ওরা কি একথা শোনে? প্রেষ্টিজ ওদের বড়ই প্রিয়। পিছনে রাজশক্তি থাকার প্রেষ্টিজ, অতীতকালের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার প্রেষ্টিজ, নিছক টাকা পয়সার দিক থেকেও দিলদরিয়া ভাব—লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন!”—মিলফোর্ড ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন। কলিন্স্ বলে চল্ল, “তা ছাড়া আরো ফ্যাকড়া আছে। স[illegible] না পেলে অনেকগুলো বেসরকারী endowments [illegible] কথা। তাতে চার্চের ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হয়[illegible]

৯

সুধীর দিনগুলি ঘটনাবিরলভাবে কাটছিল। মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে তুলনামূলক দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য পড়া তার প্রাত্যহিক কাজ। রবিবার জন-কয়েক ভারতীয় বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে হয়, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনে হয় ভারতবর্ষে আছে, তাদের কারুর সঙ্গে বাংলাতে, কারুর সঙ্গে হিন্দীতে কথা কয়ে আরাম পায়। আড্‌ওয়ানী নামের একটি সিন্ধি ছেলে তার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছে, মিউজিয়ামে তার পাশের আসনে বসে, লাঞ্চের সময় তার সঙ্গে ঘোরে এবং সে যখন যা বলে নিজের নোট বুকে সযত্নে টুকে রাখে। বলে, "নতুন একটা আইডিয়া। আমায় থিসিসের মধ্যে কোথাও এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।" বেশ নম্রস্বভাব ছেলেটি, মুখে বিনয়ের হাসি লেগেই আছে, সুধীকে ডাকে "চক্রবর্ত্তীজি", গোঁড়া স্বদেশী। তার গবেষণার বিষয় "ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ।"

আডওয়ানী বলে, "চক্রবর্ত্তীজি, জাত বা caste আপনারা যাকে বলেন সিন্ধুপ্রদেশে তা নেই। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের কথা তো জানেনই, আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের মধ্যে মোটামুটি ছুটি শ্রেণী—যারা লেখাপড়ার কাজ করে আর যারা গতর খাটায়। অনেকটা ইংরেজদের Professional and working classes আর কি! পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের চেয়ে কায়স্থ নাকি বড়। এমনি করে সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কত যে বিচিত্র, স্বতোবিরুদ্ধ ও জটিল তার ইয়ত্তা হয় [illegible] ঙ্গে একাকার করে দেওয়া যায় না, চক্রবর্ত্তি [illegible] কমিউনিসম—?"

আডওয়ানী কথাটা শেষ ন[illegible]

সুধী হেসে বলে, "কেন? আপনার থীসিস লেখার সুবিধা হবে বলে?"

আডওয়ানী অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক বলে, "না, না তাই কি আমি বলেছি? জাতীয় ঐক্যের খাতিরে যাবতীয় বিভিন্নতা দূর হওয়া উচিত, এই আমার বিশ্বাস।"

"আপনি ও আমি বাঙ্গালী ও সিন্ধী; ব্রাহ্মণ ও 'আমিল'। তা বলে কি আমরা কোনো দু জন ইংরেজের তুলনায় পর? দুজনের মধ্যে একটি সহজ ঐক্য-বন্ধন নেই কি?"

"সেটা—সেটা—বুঝ্লেন কিনা? সেটা আমরা ইংলণ্ডে আছি বলে। ভারতবর্ষে থাকলে আমরা নিজেদের অনৈক্যের কথাই আগে ভাব্তুম।" —এই বলে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। যেন তার যুক্তির কোনো মূল্য নেই যদি সুধী না সমর্থন করে।

সুধী বলে, "ইংরেজ তার স্বদেশে থেকেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত আছে, স্বদেশে থেকেও সকলের সংবাদ রাখে। তার খবরের কাগজগুলি খুলে দেখুন, আদার খবর থেকে জাহাজের খবর পর্য্যন্ত সব রকম খবর সেগুলিতে থাকে এবং সেগুলিতে সম্পাদকীয় আলোচনা হয় বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে। কেমন?"

আডওয়ানী মাথাটাকে অত্যধিক নুইয়ে বলে, "ঠিক্।"

সুধী বলে, "অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে অহর্নিশ নিজেদের জাতিটিকে তুলনা কর্তে পায় বলে ওরা ঐক্যের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তা বলে ওদের চেতনায় যে ওদের ঘরোয়া অনৈক্যের অংশ নেই তা নয়। কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচের সময় [illegible] ন্টি-প্রীতি মাথা নাড়া দেয়, ভাষাগত প্রসঙ্গ উঠলে ওদের [illegible] [illegible] দেয়।"

আডওয়ানী [illegible] বছে। বলে, একেবারে

ঠিক্। Devonshire-এর ভাষা, Lincolnshire-এর ভাষা, স্কটল্যাণ্ডের ভাষা এই নিয়ে কি কম তামাসা বাধে!"

সুধী বলে চল্ল, "আমাদের যখন বিশ্ব-চেতনা বাড়্বে তখন জাতীয় ঐক্যবোধ বাড়্বে, তা আমরা স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই থাকি। 'জাতি' 'জাতি' কর্লে জাতীয়তা আসে না, 'বিশ্ব' 'বিশ্ব' কর্লে আসে।"

আডওয়ানী চট্ পট্ টুকে নিল।

সুধী বলে চল্ল, "ঐক্যবোধই অনৈক্যবোধকে স্বীয় অঙ্গীভূত কর্বে, যেমন সাদা রং সকল রংকে আত্মসাৎ করে। সব কটা রংকে মুছে দিলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে কাল রং। অর্থাৎ কোনো রং নয়। কিছু নয়। অনৈক্যকে বেবাক লুপ্ত কর্লে ঐক্যও থাক্বে না, আডওয়ানীজি। সেই ভয়ে কমিউনিস্‌ম্‌ও শ্রেণীগত অনৈক্যকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় করেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে।"

আডওয়ানী উৎসাহের সহিত টুক্‌তে থাক্‌ল।

দে সরকারের সঙ্গে রবিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা হয়। ছোট খাট একটি আড্ডা বসে। আড্ডার সকলেই বাঙালী। আমেরিকা-ফেরৎ সেই যে ছেলেটির নাম মৃণাল চৌধুরী সেও তার হাইগেটের বাসা থেকে মেস্‌বেরীতে আসে।

দে সরকার বলে, "আমাদের এই মিলনটিকে বলা যাক্ 'ত্র্যহস্পর্শ'। একজন মিষ্টিক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড্।"

সুধী বলে, "আমি মিষ্টিক হলুম কবে?"

মৃণাল চৌধুরী বলেন, "আর আমি বা কিসের বৈজ্ঞানিক? জানি ত যৎসামান্য রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং।"

দে সরকারের বলে, "F [illegible] ক হাত তাস খেলা [illegible]যত। চক্রবর্ত্তী, আপনি [illegible]

সুধী বলে, "নিশ্চয়।"

দে সরকার বলে, "তবে আর আপনি ওরিয়েণ্টাল 'ইওগী' বলে বুড়ীদের মহলে পসার জমাবেন কি করে? কৃষ্ণমূর্ত্তি স্মার্ট ইংরেজী পোষাক পরে অর্দ্ধেক মক্কেল হারিয়েছে। Rudolf Steineıএর নাম শুনেছেন?"

সুধী বলে, "না?"

দে সরকার বলে, "Rudolf Steiner অবশ্য মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর Anthroposophist সম্প্রদায় আপনার কৃষ্ণমূর্ত্তির Theosophist সম্প্রদায়কে Back number করে তুলেছে। Eurhythmy জানেন?"

সুধী ও মৃণাল ঘাড় নেড়ে "না" জানায়।

দে সরকার তাদের অজ্ঞতায় 'শক্' পাবার ভাণ করে বলে, "Well, I never!" মনে মনে খুসী হয়ে বলে "শুধু বিলেত এলেই হয় না, তুটো চোখ, তুটো কান, একটা মন সঙ্গে করে আন্‌তে হয়। আরে মশাই আপনিই বা কেমন আমেরিকা ফেরৎ? আমেরিকায় Eurhythmy নেই?......জানেন না! তাই বলুন। কোনো বিষয় 'জানিনে' একথা বলার চেয়ে মরা ভাল। 'জানিনে' বলে একটা শব্দ আমার অভিধানে নেই।"

তারপর ঘটা করে Eurhythmyর প্রিন্সিপল বোঝায়। একটু নেচে দেখিয়ে দেয়ও। রসিক মানুষ, রসে টস্ টস্ করছে। চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, কোনো ব্রিজখোর মহিলার নাম ঠিকানা জানা আছে আপনার?"

চৌধুরী বলেন, '

"তাও বল্‌তে দশ থেকে যা পাই তাতে

কুলোয় না। আর এ শালারা ত আমাদের দেশে থাক্‌তে নিজের দেশ থেকে এক পেনীও নেয় না, আমিই বা কেন গরীব দেশের টাকা এনে ধনীর দেশে ছড়াব? সুযোগ পেলে দুদশ শিলিং উপার্জ্জন কর্‌তে ছাড়িনে। Public Barএ ঢুকে বিলিয়ার্ড খেলি, প্রায়ই জিতি। ব্রিজ খেলার নিমন্ত্রণ জুটিয়ে নিই। ব্রিজের বৈঠকে নৈশভোজনটা মেলে, সেই সঙ্গে খেলা জেতার দক্ষিণাও।"

চৌধুরী বলে, "বাস্তবিক কত টাকাই যে আমরা বিদেশে পড়্‌তে এসে বিদেশীকে দিই! আবার সেই টাকা দেশে ফিরে শ্বশুরের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে, করদাতার কাছ থেকে আদায় করি!"

দে সরকার উষ্মার সহিত বলে, "আদায় করেন, না, কাঁচকলা! আপনার নিজের দিক থেকে ওটা হয় ত একটা investment, কিন্তু দেশের দিক থেকে dead loss। বিলেতের কাছ থেকে কেউ কোনো দিন একটা পাউণ্ড ফিরে পেয়েছ?

সুধী তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়। বলে, "না, না, শুধু আর্থিক লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখ্‌লে চল্‌বে না। বিদেশে এসে আমরা চড়া দাম দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও যে মানসিকতা কিনে নিয়ে যাচ্ছি সেটার ফল আমাদের সাহিত্যে সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। অপ্রত্যক্ষ ভাবে সে যে আমাদের সভ্যতাকে ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে এবং বিশ্বের গ্রহণ-যোগ্য করছে এও আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ তাঁদের বয়সে আমাদেরি মত মূল্যদান করেছিলেন।"

দে সরকার পরিহাসচ্ছলে বলে, [illegible] . সেই জন্য বুঝি বাদলচন্দ্র সেন মাসে মাসে পঁচিশ [illegible] য়ে আমার কিন্তু কোনো আশা নেই, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, [illegible] আমি অভিজ্ঞতাও

নিচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে দামও নিচ্ছি। মাছের তেলে মাছ ভেজে খাচ্ছি আর কি !"

৯০

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ না পেলে সুধীর দিন কাটে না। যে বাড়ীতে শিশু নেই সে বাড়ীতে বাদলের উল্লাস, সুধীর অসোয়াস্তি। মার্সেলকে আদর কর্‌তে তার অনেক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট কর্‌বার জন্যই ত সময়ের সৃষ্টি, যে মানুষ সময়কে সোনার বাসনের মত সিন্দুকে বন্ধ রাখে সে নিজেকেই বঞ্চিত করে।

"আয়, আয়, কেমন আছিস্ আজ? গল্প শোনাতে হবে? 'ধ্রুব'র গল্প শুন্‌বি? 'ধ্রুব' বলে সেই যে ছেলেটি বনে গিয়ে একমনে ভগবানকে ডাক্‌ছিল আর তার চার দিকে বাঘ সিংহ গর্জ্জন করে বেড়াচ্ছিল, শুন্‌বি তার গল্প?...বাঘ সিংহ কেমন গর্জ্জন করে শুন্‌তে চাস্? তুই-ই শুনিয়ে দে না?...দুর, ওটা কি বাঘের মত হল? ও ত বাঘা কুকুরের ঘেউ ঘেউ!...কখনো বাঘ দেখিস্‌নি? আচ্ছা, রোস্ তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব একদিন। কি করে যাবি তুই? তোর যে গাড়ীতে চাপ্‌লে বমি আসে।...হাঁট্‌তে পার্‌বি কেন অতখানি—হেণ্ডন থেকে রিজেণ্ট্‌স্ পার্ক! তুই বেজায় ভারি, তা নইলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে যেতুম।"

মার্সেলকে সুধী এক নতুন ধরণে ইতিহাস শেখায়।

"তুই যখন আরো ছোট ছিলি তখনকার কথা তোর মনে পড়ে?... পড়ে?...কি মনে পড়ে?...তুই একবার বিছানার থেকে পড়ে গেছ্‌লি, ভারি কাঁদছিলি, তোকে [illegible] এসে তুল্‌লেন, তুলে একটা 'টেডি' ভালুক ধরিয়ে দিলেন। [illegible] তোর যেমন এত কথা মনে আছে তেমনি তোর [illegible] আছে। তাঁর যে বাবা

ছিলেন তাঁরও কত কথা মনে ছিল। তিনি মারা গেছেন। মানুষ মারা গেলে তার মনে-রাখা কথাগুলো যদি কেউ জানতে চায় তবে বড় মুস্কিলে পড়ে। তোর ঠাকুরদাদা বেঁচে থাক্‌লে তোকে তাঁর গল্প বল্‌তেন, এখন তুই কার কাছে তাঁর গল্প শুন্‌বি ?…তোর বাবার কাছে ? তোর বাবা যদি আজ মারা যান তবে কার কাছে শুন্‌বি ?—"

মার্সেল মাথা দুলিয়ে বলে, "না, বাবা মারা যাবে না।" তার চোখ ছল ছল করে।

সুধী বলে, "না রে, আমি কি তাই বলেছি ? আচ্ছা, ধর্ তোর বাবা তাঁর ঠাকুরদাদার গল্প শুন্‌তে চান। তাঁর বাবা ত বেঁচে নেই, কে তবে ও সব গল্প মনে রেখেছে যে বল্‌বে…বুঝ্‌লি ? সেই জন্য বইতে করে সব কথা লিখে রেখে যেতে হয়। আগেকার লোকের গল্প বড় বড় বইতে লেখা রয়েছে। আমরা যতই বড় হই ততই বড় বড় বই পড়ি, পড়ে জানতে পাই আমাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, তাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, এমনি সব বুড়ো বুড়ো মানুষদের ছেলেবেলার গল্প, বেশী বয়সের গল্প, খাওয়াপরার গল্প—কি খেত ওরা, কোথায় পেত ঐ সব খাবার, মাটীতে ফলাত, না শীকার করে আন্‌ত, কি পর্‌ত ওরা, কোথায় পেত ঐ সব কাপড়, কল দিয়ে তৈরী কর্‌ত, না, জীবজন্তুর চামড়া থেকে বানাত—এই সব গল্প। আর গান গাওয়া, ছবি আঁকা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, আসবাব, বাসন, খেলানা তৈরী করা, এই সকলের গল্প। আর জঙ্গল কাটা পাহাড়-পর্ব্বতে চড়া, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, বিদেশী মানুষদের সঙ্গে জিনিষের বেচাকেনা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, [illegible]স্থুলু ব্যাপার।"

মার্সেল চক্ষু বিস্ফারিত [illegible]রে শোনে। গম্ভীর ভাবে বলে, "হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

সুধী তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে, "এই সব গল্পকে বলে ইতিহাস। কোন্ কাল থেকে কত মানুষ তাদের গল্প তাদের ছেলেপুলে নাতি নাতনীদের জন্যে রেখে গেছে। কেউ বইতে লিখে রেখে গেছে, কেউ পাথরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছে, কেউ লিখ্‌তে জান্‌ত না বলে তৈজসপত্রের মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। অনেক দিনের গল্প জমেছে রে মার্সেল। সব ত এক দিনে বলা যায় না। কিছুটা আমি তোকে বল্‌ব, বাকীটা তুই বইতে পড়্‌বি।"

মার্সেল খুসী হয়ে বলে, "হুঁ।" কিন্তু তার খুসী চাপল্যে ব্যক্ত হয় না। সে যেন ঝরণা নয়, দীঘি। শান্ত, সমাহিত, বিরলধ্বনি।

১১

উজ্জয়িনীর আকস্মিক "ভাগবত উপলব্ধি"র সংবাদ সুধীকে কেবলমাত্র হাসি জোগাল না, সে বাদল এবং উজ্জয়িনী উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে গভীর বেদনা বোধ কর্‌ল। রসিকতা করে হাল্‌কা ধরণের চিঠি লিখে, উজ্জয়িনীকে কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সে ত ছোট খুকীটি নয়।

বাদল যদি তাকে সামান্যমাত্র প্রশ্রয় দিত তাহলে উজ্জয়িনী অনেক দুঃখ সয়েও মোটের উপর সুখে থাক্‌ত, নিয়মিত স্বামীর চিঠি না পেলে ভাব্‌ত তিনি ব্যস্ত আছেন ও নিয়মিত তাঁর কুশল সংবাদ অন্য কারুর চিঠিতে পেলেই নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু বাদলটা এমন অমানুষ, ভদ্রতার খাতিরেও তাকে এক লাইন লেখে না। বাদল কি তবে সত্যি সত্যিই তাকে ছাড়্‌বে? ছি, ছি! এমন গুণবতী সদ্বংশীয়া পাত্রী সে [illegible] কোথায়? ইংরেজ বিয়ে করাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল ত [illegible] ইকে সেই কথা খুলে বল্‌লেই হত, তার ফ[illegible] বন্ধ হত তাও সই।

বিলেত আসার নানা উপায় ছিল, অপেক্ষা কর্‌লে হয়ত ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাওয়া যেত, যদিও বেহারের ওরা বাঙ্গালীকে ও জিনিষ কিছুতেই নাকি দেবে না। কয়েক বছর চাকরী করেও ত টাকা জমান যেত। বাদলের যদি এতই আগ্রহাতিশয্য তবে সুধীকে বল্লে সুধী নিজের আসা বন্ধ করে বাদলকে অর্থ সাহায্য কর্‌ত, অন্তত টাকা ধার দিত।

কিন্তু একটি মেয়েকে এমন করে বঞ্চনা করা, শুধু একটি মেয়েকে নয় তার ও নিজের পিতাকে পাকা খেলোয়াড়ের মত চালমাৎ করা—এ দুর্ব্বুদ্ধি বাদল পেল কোথায়? যার ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় অন্যায় সে বিশ্বের অন্যায় দূর কর্‌বে, মস্ত চিন্তানায়ক হবে? বিশ্ব কি কখনো তার এ অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে?

বিয়েতে বাদলের মত ছিল না, সুধী সে কথা জান্‌ত। কিন্তু বিয়ের পরে সকলেরই মত বদ্‌লায়, একথাও সুধীর অজানা ছিল না। বৌ অপছন্দ হলে কেউ কেউ ভারি চটে যায়, এও সত্য। কিন্তু তা বলে কোনো ভদ্র সন্তান বৌকে বয়কট্ করে না, বাদল যেমন করেছে।

বাদলকে এই বিয়েতে সুধী প্ররোচনা দিয়েছিল, দেবার সময় ভেবেছিল বিয়ের পর তার পাগ্‌লামি সেরে যাবে। এখন যে এর পরিণাম এমন হবে তা ত সে কল্পনায় আন্‌তে পারেনি? এই ত তার বন্ধু চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের নাম শুন্‌লে মার্‌তে আস্‌ত, কিন্তু যেই বিয়েটি করা [illegible]মনি ভায়ার চেহারা আহ্লাদি-গোছের হয়ে উঠ্‌ল। ভা[illegible] এসে অবধি দুবেলা দুখানা করে প্রেমপত্র লিখে [illegible] খাম ডাকে দিচ্ছে—

একখানা লিখ্‌লে পাছে সেখানা হারিয়ে যায়, তুখানা লিখ্‌লে পাছে তুখানাই হারিয়ে যায়! তাই চোদ্দ খানা। সেগুলো মেল্‌-ডে'র তুদিন আগে পোষ্ট করা চাইই—পাছে মেল ফেল্‌ হয়।

না, বাদলের শুভ বুদ্ধির উপর সুধীর আস্থা আছে। এই সাময়িক ইংরেজিয়ানা সময়ের ধোপে টিঁক্‌বে না। বাদল দেশেও ফির্‌বে, উজ্জয়িনীকে গ্রহণও কর্‌বে। আর উজ্জয়িনী? স্বামীর কাছে আদর না পেলে সব মেয়েরই ধর্ম্মে মতি যায়। বিশেষত উজ্জয়িনীর কাছে ঠাকুর দেবতা যখন খুব একটা নতুন জিনিষ। ওটাও সাময়িক। ধোপে টিঁক্‌বে না।

তবু কি জানি কেন সুধীর অন্তর থেকে হাহাকার উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাদল হয়ত সত্যিই ভারতবর্ষে ফির্‌বে না, ভারতবর্ষের প্রতি কোনো দিন তার মমতা ছিল না, দেশে থাক্‌তে সে সারাক্ষণ বিদেশী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাক্‌ত, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ভুলেও দৃকপাত কর্‌ত না। কলেজে তার বন্ধু ছিল না একটিও —এক সুধী ছাড়া। যারা তাকে শ্রদ্ধা কর্‌ত তারাও তাকে দাম্ভিক মনে করে ভয়ে তার কাছে ঘেঁষ্‌ত না। যারা তাকে গ্রন্থকীট ইত্যাদি বলে তার প্রতিভাকে উড়িয়ে দিত তারাও তার সম্মুখীন হতে সাহস পেত না। অধ্যাপকদের বাদল অবজ্ঞা কর্‌ত, অধ্যাপকরাও বাদলকে কথাটি কইতেন না। এ হেন বাদল দেশে ফিরে বিদেশীর মত বোধ কর্‌বে। তাই নাও ফির্‌তে পারে।

আর উজ্জয়িনীই কি ব[illegible]লের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের সহধর্ম্মিণী হতে পার্‌বে? প্রতি [illegible]ক্তির সহধর্ম্মিণী হতে পারা অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। [illegible] আত্মবিলোপসাপেক্ষ।

উজ্জয়িনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। সেই বা বাদলকে সইতে রাজি হবে কদিন ?

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিচ্ছেদ, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মত কুৎসিৎ ব্যাপার অল্পই আছে। বনিবনা হল না, অত্যন্ত খেদের বিষয়, তুমিও পৃথক থাক, আমিও পৃথক থাকি। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ ! ছি, ছি! জীবনে শুধু একবারমাত্র বিবাহ করা যায়, সে উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।

উজ্জয়িনীর মনটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর উদার অনুশোচনাহীন বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত কর্‌তে হবে। সে যেন নিজেকে হতভাগিনী ভেবে জীবন্মৃত না হয়, যেন রক্তমাংসের ক্ষুধায় জর্জ্জর না হয়, যেন কঠিন আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা জীর্ণ না হয়। অবিবাহিত থেকেও ত কত নারী মহীয়সী হয়েছেন। যেমন এলেন কেই। উজ্জয়িনীও প্রকৃতপক্ষে অবিবাহিতা।

বেশ্, বেশ্, সিষ্টার নিবেদিতাই হোক সে। কিম্বা মীরা বাই। দুটিই বড় মনোহর আদর্শ। কিন্তু উজ্জয়িনী নিজেই তৃতীয় একটি মনোহর আদর্শ স্থাপন করুক। তার প্রতিভাশালী স্বামীকে সে অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তি দিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ থেকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা কর্‌ল। অন্যথা তাঁকেও ক্ষতিগ্রস্ত কর্‌ত, নিজেকেও। এইরূপ যে বিচ্ছেদ এ ত প্রকারান্তরে মিলন।

উপেক্ষিতা

১

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

বীণা নিবিষ্ট মনে ও বিনম্র স্বরে পাঠ কর্‌ছে, বীণার শ্বাশুড়ী মালা জপ করতে করতে ব্যাখ্যা কর্‌ছেন, উজ্জয়িনী স্তব্ধ হয়ে শুন্‌ছে। তার চোখে জলের আভাস।

শ্বাশুড়ী বল্‌ছেন, "স্বধর্ম্মাচরণ বেশ ভাল জিনিষ বৈকি; জীবমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন কর্‌লে তবে ত সৃষ্টি থাক্‌বে; কিন্তু ওর ভিতরে একটু কথা আছে মা। সেই জন্যই গৌরচন্দ্র বল্‌লেন এটা বাহ্য। না, না, বাজে নয়, বাজে নয়।"—মুচ্‌কি হেসে আপন মনে বলে যাচ্ছেন, "বাহ্য। তার মানে বাহ্যিক! তুমি আমি স্বধর্ম্মাচরণ কর্‌ছি কিছু একটা ফল কামনা করে। নিজে সেই ফল ভোগ কর্‌ব এই আমাদের অভিলাষ। গৌরহরি বল্‌লেন, এ ত বাহ্যিক। এর থেকে গূঢ় কিছু জান তো বল। রায় রামানন্দ বল্‌লেন, আছে বৈকি প্রভু।"—হাসিমুখে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "আছে। ফলটুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর্‌তে হবে। আমি কাজ করে যাব, তিনি ফল ভোগ কর্‌বেন। আমি রাঁধ্‌ব, তিনি খাবেন। আমি ঘর বাঁধ্‌ব, তিনি[illegible] বাস কর্‌বেন। আমি ধন সংগ্রহ কর্‌ব, তিনিই মালিক হবেন। বু[illegible] মা[illegible]!"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে

বীণা আবার পাঠ কর্‌ছে :—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্য সার।

শ্বাশুড়ী বল্‌লেন, "ওমা আমার কি হবে! বল কি গৌর, এও বাহ্য? এঁ্যা!"—মুচ্‌কি হেসে বল্‌ছেন, "একটু মজা আছে। কর্ম্ম কর্‌ব কেন? কি দরকার? যিনি এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন তিনি কি আমারই সামান্য কর্ম্মটুকুনের উপর নির্ভর করেন? বল ত মা। আমি খাওয়ালে তিনি খাবেন, নইলে খেতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হল?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—না, তা কি হয়!

শ্বাশুড়ী বল্‌ছেন, "মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ? কত বড় বড় নৈয়ায়িককে তর্কে পরাস্ত করেছেন যিনি, রায় রামানন্দ কিনা তাঁকে কর্‌তে চান পরীক্ষা। বলে ফেল্‌লেই ত হয় যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। না, সে কথাটি বল্‌বার নাম কর্‌বেন না। এটা বল্‌বেন, ওটা বল্‌বেন, সেটা বল্‌বেন না। ভারি বুদ্ধিমান লোক, তার সন্দেহ কি! কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় কি পার্‌বেন? দেখো তোমরা শেষে তিনি কেমন—না, না, আগে থেকে বলে ফেল্‌ব না, মা।"

থেমে বল্‌ছেন, "হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম। একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে। তাঁকে বল্‌তে হবে, ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও ত করিয়ে নাও। যা তোমার খুসী। আমি তোমাকেই জানি, তোমাকেই ভালবাসি, তোমাকে ভেবে আনন্দ পাই, তোমাকে দেখে কৃতার্থ মানি। আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও ত নাও, কিন্তু আমি তোমার সুমুখ থেকে স্বেচ্ছায় এক পা নড়্‌ব না।"

উজ্জয়িনী এবার [illegible] সেকথা স্বীকার করতে

সংকোচ বোধ কর্‌ছে। শ্বাশুড়ী সেটা অনুমান করে বল্‌ছেন, “বুঝ্‌বে, মা, বুঝ্‌বে ক্রমে বুঝ্‌বে। সব কি এক দিনে হয়। তোমার বয়সে আমরা কি অবোধ ছিলুম, কি পাতকী ছিলুম। তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ কিছু বুঝ্‌তে পারে! তোমার উপর তাঁর এখন থেকেই কৃপা দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি, মা।”

উজ্জয়িনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বীণার শ্বাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে কি বল্‌তে চাইছে, কিন্তু তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তার হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হয়ে তার চোখ দিয়ে ঝর্ণার মত ফুটে বেরচ্ছে ছুটে বেরচ্ছে।

শ্বাশুড়ী বল্‌ছেন, “থাক্, মা থাক্। হয়েছে, খুব হয়েছে। পাগ্‌লী মা আমার। কত বড় লোকের মেয়ে, কত বড় লোকের বৌমা, কিন্তু কি চমৎকার স্বভাব! ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ!”—তিনি উজ্জয়িনীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাত নিজের মুখে ছোঁয়ালেন।

রোজ দুপুরে উজ্জয়িনী বীণাদের বাড়ী যায়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হয়। কোনোদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোনোদিন শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, কোনোদিন শ্রীপদকল্পতরু। এমন জিনিষ পৃথিবীতে ছিল সে জান্‌ত না। এত দিন কেউ তাকে জানায়নি বলে সকলের উপর তার অভিমান—বাবার উপর, স্বামীর উপর, সুধীদার উপর। ওঁরা নিজেরাও যেমন বঞ্চিত উজ্জয়িনীকেও তেমনি বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবান ত আছেন, তিনি উজ্জয়িনীর উপর কৃপা করে বীণাকে ও বীণার শ্বাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন। করুণাময়ের করুণা! যতদিন তাঁর করুণা না হয় ততদিন বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায় [illegible]।

দিবারাত্র একটা আবেশের [illegible]র—স্নান করে, আহার করে, আলাপ করে, চিন্তা[illegible]র [illegible]ন করে। অকারণে

তার মন কেমন করে, কারুর জন্য নয়, এমনি। চোখ দিয়ে হু হু করে গরম জল উথলে পড়ে, দেহে রোমাঞ্চ লাগে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ রেখা ছুটে যায়। বীণার শ্বাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে ভাবে কিন্তু লজ্জায় পারে না—"মা, হবে ত? আমার মুক্তি হবে ত? অধম পাতকী আমি, মূঢ়মতি দুর্ম্মতি!"

বীণা সেদিনকার মত পাঠ শেষ কর্‌ছে :—

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।"

শ্বাশুড়ি সগর্ব্বে বল্‌ছেন, "কেমন মা, শুন্‌লে ত? শুন্‌লে ত রায় নিজ মুখে স্বীকার হলেন যে প্রভুর সঙ্গে এ ভুবনে কেউ পার্‌বে না। কাল শুনো রায় আরো কি বল্‌লেন। সে ভারি মজা। একেবারে নাকে খৎ যাকে বলে। বল্‌লেন, আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।"

শ্বাশুড়ী জোরে হেসে উঠ্‌ছেন। বীণা বাধ্য হয়ে হাসির ভাণ কর্‌ছে। এত বড় একটা তামাসার কথা, না হাস্‌লে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হাস্‌তে পার্‌ছে না। সে ভাব্‌ছে শ্রীরাধার প্রেম কি মানুষে সম্ভব? জীব যতদিন শ্রীরাধার মত প্রেমিক না হয়েছে ততদিন কি তার মুক্তি সম্ভব?

শ্রীরাধার কথা ভাব্‌তে [illegible] ল লাগে। পদাবলীর শ্রীরাধার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার প[illegible] "ঢ[illegible] ঢুল কাঁচা অঙ্গের লাবনি

অবনী বহিয়ে যায়," "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা," "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," ইত্যাদি তার মুখস্ত হয়ে গেছে। গান তার আসে না। তবু যখন একা থাকে তখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গায়। বেচারি রাধিকার জন্য তার শোক উথ্‌লে ওঠে। যে কৃষ্ণ তাঁকে এত ভাল-বাস্‌লেন ও ভালবাসালেন সেই কৃষ্ণ কিনা একদিন তাঁকে ফেলে মথুরায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। রাধার দুঃখ জানাবার জন্য নাকি ব্রজের গোপবালকরা অবশেষে তাঁর কাছে গেছ্‌ল। তিনি নাকি তাঁদের চিন্‌তেই পার্‌লেন না, পার্‌বেন কেন, তিনি যে তখন মথুরায় রাজা!

নিজের জীবনের সঙ্গে রাধিকার জীবনের মিলিয়ে উজ্জয়িনীর ব্যথা দ্বিগুণ হয়। বাদল কি কোনোদিন বিলাত থেকে ফির্‌বে? উজ্জয়িনী যখন শ্বশুরের সঙ্গে বিলাত যাবে তখন তাকে কি বাদল স্ত্রী বলে স্বীকার কর্‌বে?

উজ্জয়িনীর চিন্তার জল কোথা থেকে কোথায় গড়ায়!

২

উজ্জয়িনী তার বাবাকে ভোলেনি। সে নিজে যে আনন্দ পাচ্ছিল তার বাবাকে—শুধু তার বাবাকে কেন, বিশ্বের সব সংশয়বাদীকে—সেই আনন্দের বার্ত্তা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। তার সংশয় ছিল না যে অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তারই মত আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হবে এবং উদ্বাহু হয়ে হরিসংকীর্ত্তনে নাম্‌বে। তাই তার বাবাকে অতি গদ্‌গদ ভাবে তার অভিনব অভিজ্ঞতার সংবাদ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি [illegible]খেছেন;—

মা, তোর দিদিদের আ[illegible] [illegible] তেমন ব্যথিত করেনি কোনোদিন, তোর [illegible] শো[illegible] আজ যেমন করছে।

ছি ছি খুকী, তুই কর্‌ছিস্ কি, হয়েছিস্ কি! এতদিন তোকে হাতে গড়্‌লুম, তোর মনটা যাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় তার জন্ম তোকে শিশু বয়স হতে বিজ্ঞানশিক্ষায় ব্রতী কর্‌লুম, যুক্তি এবং তথ্য এই দুই অশ্বকে দিয়ে তোর কৈশোরের রথ পরিচালন কর্‌লুম সারথি স্বয়ং আমি। আজ দেখি তুই শত্রুপক্ষের শিবিরে ভাবাবেশে ধেই ধেই করে নাচ্‌ছিস্, অবসাদে ঢলে পড়্‌ছিস্, অশ্রুরসে গলে পড়্‌ছিস্। ধিক্!

তোর মধ্যে আমার সনাতন স্বদেশের সনাতন দুর্ব্বলতাকে প্রত্যক্ষ করে আমার আর কিছুতে মন বস্‌ছে না। দূর হোক্, কি হবে এ দেশে দর্শন-চর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশুদ্ধ যুক্তি তথ্যের উপাসনা, scientific attitude! রক্তের মধ্যে নেশার প্রতি টান ইংরাজের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছিল কিন্তু ইংরাজ ত স্থায়ী হবে না, কাল ওরা গেলে পরশু আমরা তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ নিয়ে বোতল হাতে-করা মাতালের মত বুঁদ হয়ে যাব, চুর হয়ে যাব। ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের রক্তে মেশেনি তার প্রমাণ ত ভূরি ভূরি দেখ্‌ছি। বৃথাই এতদিন এত ইন্‌জেক্‌শন নেওয়া, দুর্ব্বলতা ত জীবাণু নয় যে ইন্‌জেক্‌শনে মর্‌বে।

হতাশ হয়ে গেছি, খুকী। তুই যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তবে ভারতবর্ষের অতীত কে!

বাদলের উপর এখনো আমার ভরসা আছে। সেই হয় ত এই মরা দেশে ভাগীরথীর ধারা আন্‌বে। যতটুকু তার সঙ্গে আলাপ করেছি, করে আশান্বিত হয়েছি। টাকা সিকি আধুলি দুয়ানি কোনো কিছুকে সে না বাজিয়ে নেয় না। [illegible] ক্ না কেন তার বাজার দর, যতই থাকুক্ না কেন তার উ[illegible]র ছাপ। মানি না বল্‌তে পারা

সহজ, আজকালকার অনেক ছেলে ত কিছু মানে না, তার কারণ দর্শাতে পারে একমাত্র বাদল। বাদল যেমন মানে না তেমনি মানেও। বিচার ফল; পরীক্ষা ফল, গবেষণার ফল তার কাছে আসল টাকার মত দামী।

বাদল হয়ত জীবনে কিছু করে যেতে পারবে না, আমাদের দেশে আমরা কাকে কিছু করে যেতে দিই না, কেবল বিবাহ চাকুরি ও বক্তৃতা ছাড়া। আমার জীবন যেমন স্ত্রী-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যয়িত হল ওর জীবনও হয় ত তেমনি ব্যর্থ যাবে। বড় জোর চাঁদা দিয়ে দু-চারজন দরিদ্র ছাত্রকে কলেজে পড়াবে, দু-একটা ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি হাঁসপাতাল বসাবে, সরকারী চাকুরে হয়ে খদ্দর পরে তাক লাগিয়ে দেবে। এমনি করে তার নিজের জীবন আমাদের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের মত ট্র্যাজিক হবে। না, না, ট্র্যাজেডী অত সস্তা নয়, অত একঘেয়ে নয়, আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কবি ট্র্যাজেডী লিখ্‌বেন না। বীরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে ট্র্যাজেডী, স্থবিরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে প্রহসন। আমরা মনের দিক দিয়ে জন্ম-স্থবির। ছাত্র জীবনে দু দিনের জন্য দপ্‌ করে উঠি, চাকুরী জুটলে বিবাহ করে নিভে যাই।

তবু বাদলের উপর আমার এইটুকু ভরসা আছে যে সে কিছু না কর্‌তে পারুক তার scientific attitudeটিকে সারা জীবন জীইয়ে রাখ্‌বে। ওটা বড় কম কঠিন কাজ নয়, ওই ত সত্যকারের দেশের কাজ। আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রের অভাব হয়ত ঘুচ্‌বে না, দারিদ্র্য এই রকমই লেগে থাকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বে পরীক্ষা কর্‌বে সিদ্ধান্ত গড়্‌বে সিদ্ধান্ত ভাঙবে, কোনোরূপ সহজ মীমাংসাকে প্রশ্রয় দেবে না, প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধ [illegible] কর্‌বে। যখনি অলৌকিক কিছু দেখ্‌বে বা শুন্‌বে অমনি [illegible] গরকে দিয়ে চক্ষু বা কর্ণ

পরীক্ষা করিয়ে নেবে। ম্যাজিককে প্রাণপণে ঘৃণা করবে, miracleকে যতদিন নিজে ঘটাতে না পারে ততদিন হেসে উড়িয়ে দেবে। তা বলে কেবল বৈনাশিক হবে না, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বে ও ঈশ্বরভক্তকে প্রণাম করবে। তবে এও সমস্তক্ষণ মনে রাখবে যে অল্প বয়সে কোনো নদীর গভীরতা নির্ণয় করতে নামা নিরাপদ নয়। বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা মনকে মজবুৎ করে পাকা ডুবারীর মত আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবতরণ করবে। দর্শনের সঙ্গে ভক্তির, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের, নীতির সঙ্গে লোকাচারের ও জ্ঞানের সঙ্গে পারলৌকিক পাটোয়ারীবুদ্ধির গোঁজামিলন দেখতে দেখতে বুড়া হয়ে গেলুম। যেমন প্রাচীন ভারত তেমনি আধুনিক ভারত—গোঁজামিলনের দুই বিরাট ওস্তাদ। গোঁজামিলনকে সমন্বয় নাম দিয়ে বিবেকানন্দের দল বেশ কিছু-দিন কালোয়াতীর আসর জমালেন। এতদিনে এরা এঁদের যথোপযুক্ত কর্ম্ম পেয়ে গেছেন। সেটা দরিদ্র নারায়ণ সেবা। এদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মরা উপনিষদের সহিত বাইবেলের ও উভয়ের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের গোঁজামিল ঘটিয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন; ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সমাজ সংস্কারই তাঁদের প্রকৃত কাজ। আমার পিতা আনুষ্ঠানিকতা পরিত্যাগ করে শুদ্ধমাত্র সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হলেন।

আজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল হতে কি এক উদ্যমের বার্ত্তা কানে আসছে। কামনা করি তা গোঁজামিলনের অতীত হোক্। তবু দেশের মাটীর উপর সন্দেহ ধরে গেছে, খুকী। দেশের জল বাতাস মানুষকে পূরাদমে খাটতে দেয় না। মানুষ চালাকি দিয়ে ফাঁকি পুষিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখনি ত শুনছি ওঁরা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা ও করুণা করছেন। বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলো নাকি [illegible]লে আবিষ্কার করা যাতে পারে, scientific method-এ[illegible]ত্র প্রয়োজন নেই। এ সব

শোনা কথা, সত্য কি না জানি না, সত্য হলে ভীত হব। চিরকাল একদল মানুষ লোহাকে অবজ্ঞা করে সোনা তৈরি কর্‌বার কৌশল খুঁজেছে। অথচ আজ আমরা জানি লোহা বড় তুচ্ছ ধাতু নয়; লোহা ছিল বলেই এত বড় সভ্যতার বিপুল উপকরণসম্ভার সম্ভব হল। নইলে এঞ্জিন হত না, যন্ত্র হত না, রেল হত না, পুল হত না, এমন কি সামান্য একটা ছুঁচ্‌ হত না। লোহা এবং কয়লা মিলে সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে, লোহা এবং পেট্রলিয়াম মিলে আরো অনেক দূর নিয়ে যাবে। তোমার সোনা ত অত্যন্ত সৌখীন ধাতু, ওর কাজ উপকরণ নির্ম্মাণ নয়, উপকরণ বিনিময়সৌকর্য্য। তাও আজ বেহাত হয়ে কাগজের হাতে পড়্‌ল। পণ্ডিচেরীর alchemistগণ মানবপ্রকৃতির লোহাকে সোনা কর্‌বার প্রক্রিয়া অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে সেকালের alchemist-গণের মত ভ্রান্ত পথে ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হলে পরে "al"-টুকুর মোহ কাটিয়ে শুধু chemist হবেন। তখন এই লোহাকে এর যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে এর দ্বারা কত কি করিয়ে নেবেন। সোনার দ্বারা এত কিছু করান যেত না, সোনার যথার্থ কাজ অলঙ্করণ।

আমি বলি মানব-প্রকৃতিকে সকলে এক জোট হয়ে অবজ্ঞা করায় মানব-প্রকৃতির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। মানুষকে মুক্তি নির্ব্বাণ Salvation ইত্যাদির আশায় বিপথগামী না করলে মানুষ তার বিচিত্র প্রকৃতির অনুশীলন কর্‌তে কর্‌তে এতদিনে পথ পেয়ে যেত। স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন যেমন লৌহযুগকে পিছিয়ে দিল, নইলে দুই হাজার বছর আগে রোটারি মেশিনে বই কাগজ ছেপে বার হত, তেমনি দেব-প্রকৃতির মিথ্যা সম্মোহন মানব ও [illegible]কে দুই তিন হাজার বছর পিছিয়ে রেখেছে।

সময় নষ্ট করতে নেই, মৃত্যুর পরের কথা পরে বোঝা যাবে, আপাতত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেন মানব-প্রকৃতিকে সহজ চরিতার্থতা দিই—খাই, শুই, কাজ করি, খেলা করি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করি, আঁকি, লিখি, গাই, বাজাই, নাচি, ঝগড়া করি, সন্ধি করি, ঘরে ডেকে আতিথেয়তা করি, ছুটে যেয়ে সেবা সাহায্য করি, ভালবাসার মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাই ও দুজনে মিলে বংশরক্ষা করি। "Give human nature a chance"—এই আমার বাণী।

৩

পত্রসূত্রে পিতার সঙ্গ পেতে উজ্জয়িনীর বিশেষ ভাল লাগে। তার পিতা তিনি, বন্ধু তিনি, গুরু তিনি। কিন্তু অধুনা তাঁর পত্র উজ্জয়িনীকে পীড়া দিচ্ছে। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল হলে মায়ের মনে যেমন পীড়া লাগে। বিশেষত সে মত যদি ধর্ম্মবিশ্বাসসংক্রান্ত হয়। উজ্জয়িনী তার ঘরের দেয়ালে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে বলে, "প্রভু, তুমি রাগ কোরো না, বাবা অতবড় পণ্ডিত হলে কি হয় সার্ব্বভৌমের মত একদিন পরম ভক্ত হবেন।

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি
নাচে গায়, কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি।

বেচারা বাবা! কোনোদিন তোমার কৃপা হল না তাঁর উপর, আপনা থেকে ত কেউ হরিভক্ত হতে পারে না!"

বাবার চিঠি দুতিনবার পড়লে হয় ত তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু না, পড়তে চায় না, কি হবে প[illegible]! যারা জন্মান্ধ তারা জন্মান্ধের মতই তর্ক করবে, সূর্য্য চ[illegible]ব, তর্কের স্বপক্ষে এমন সব কথা বানিয়ে বলবে যার উত্ত[illegible]লাইটহাটি জ্বাললেও ঢের হয়,

কিন্তু জন্মান্ধ যে! তার থেকে আলোর সত্যতার প্রমাণ পাবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারুর হাতে নেই। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

উজ্জয়িনী বীণার শাশুড়ীর ইষ্টদেবতা অষ্টধাতুর গোবিন্দজী মূর্ত্তির সেবা দেখ্‌তে যায়। তার শ্বশুর আজকাল প্রায়ই সফরে বেরন, অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছেন।

ভোর হল, শাশুড়ী ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, ফুল তুলে এনেছেন। গোবিন্দজীর ঘুম ভাঙ্গল, গোবিন্দজী স্নান করলেন, প্রসাদ সেবন করলেন। এ তাঁর প্রাতর্ভোজন। যথাকালে মধ্যাহ্ন ভোজন হবে, গোবিন্দজী শয়ন করবেন, চামর ঢুলানর দরকার হবে। অপরাহ্নে তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে আর একবার ভোজন। নূতন সজ্জা। ফুলের মালা পরিধান। তারপর তাঁর আরতির সময় হবে। ধূপধুনা জ্বলবে। শাঁখ বাজ্‌বে, কাঁসি বাজ্‌বে, ঘণ্টা বাজ্‌বে। স্বয়ং কমলবাবু ঘণ্টা বাজাবেন, বীণা বাজাবে শাঁখ, উজ্জয়িনী কাঁসি। গোবিন্দজী কিছুক্ষণ ঢুল্‌বেন। রাত্রিভোজন করবেন। নিদ্রা যাবেন।

উজ্জয়িনী এতদিন জান্‌ত বীণারা মাত্র তিনজন মানুষ। তা ত নয়। ওরা চারজন। গোবিন্দজী ওদেরই একজন। তাঁকে ওরা ধাতুমূর্ত্তি বলে ভাবতে পারে না, তিনি যদি ধাতুমূর্ত্তি হন্ তবে ওরাই বা এমন কি! ওরাও ত মৃৎপিণ্ড মাত্র। গোবিন্দজী খাচ্ছেন, পাখা হাতে করে হাওয়া কর্‌তে হবে, বড় গরম খাবার মুখে দিতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হবার কথা। গোবিন্দজী ঘুমচ্ছেন। চুপ, চুপ, চুপ। জোরে কথা কইলে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। বাইরে কে ডাকা[illegible]কি করছে, ওকে চুপ কর্‌তে বল ত, ঝি।

প্রতিমা যে কত জীবন্ত, ক[illegible]ারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ

কর্‌ল। কে বল্‌বে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা দেখ্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কি হাসি, কি চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুন্‌ছেন, শুনে টিপে টিপে হাস্‌ছেন। শ্বাশুড়ী বলেন, "ও কি কম পাজী! ঐখানে বসেই সমস্ত সৃষ্টি চালাচ্ছে, গোপিনীদেব সঙ্গে কেলি কর্‌ছে, শুক-সনকাদি মুনিরা তপস্যা করে ওর দেখা পাচ্ছেন না, ঐটুকুটুকু পা দিয়ে বলি রাজাকে পাতালে চেপে রেখেছে।"

উজ্জয়িনীর কল্পনাচক্ষু স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পরিক্রমা করে, বৃন্দাবনে আট্‌কে যায়। আছে, আছে, এখনো বৃন্দাবন ঠিক সেই রকমটি আছে। রাধা তেমনি অভিসারিণী, কৃষ্ণ তেমনি বংশীধারী। কেউ চর্ম্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পায় না, মানবীয় শ্রুতিপথে শ্রবণ কর্‌তে পায় না। তবু কল্পনাবৃত্তির চালনা কর্‌লে আভাসটা ইঙ্গিতটা পায়। ভক্তিবৃত্তির চালনা করলে কিছুই অগোচর থাকে না। ধন্য বীণার শ্বাশুড়ী। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর্‌ছেন সৃষ্টি পরিচালন, বৃন্দাবনলীলা, শুক-সনকের তপস্যা, বলির প্রতি ছলনা! কি সাহস তাঁর, বলেন কিনা "পাজী!" ভক্তি কত বেশী হলে সাহস এত বেশী হয়!

এই উপলব্ধির কাছে দরিদ্রসেবা, সমাজ সংস্কার, দেবপ্রকৃতি পরিগ্রহ, দেশের স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব—সব তুচ্ছ, সব উপেক্ষণীয়। সারাক্ষণ তাঁকে দর্শন কর্‌তে স্পর্শ কর্‌তে সেবা কর্‌তে চাই। অন্য কিছু কর্‌বার জন্য সময় কই? উজ্জয়িনীর ঘুম মাঝরাত্রে ভেঙ্গে যায়, ভোর হতে আর কত দেরী? ফুল তুল্‌তে হবে যে! গঙ্গাস্নানে যাবার জো নেই, শ্বশুর শুন্‌তে পেলে বক্‌বেন, ভোরবেলা স্নান করে উঠ্‌লে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভারি ত ঠাণ্ডা লাগা। লা[illegible]ক না একটু। ঠাণ্ডা লাগ্‌লেই যদি নিমোনিয়ায় দাঁড়াত, [illegible]নিয়া হলেই যদি মরণ হত তা হলে ত্বনিয়া উজাড় হয়ে [illegible] হলেই বা কি! কৃষ্ণনাম জপ

করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে, গোপীরা ত মুক্ত হয়েই আছে, মুক্তির ভাবনা করতে হবে না।

৪

বিলাতী মেল! সুধীবাবুর চিঠি। পাটনার ঠিকানায় উজ্জয়িনীর নামে সুধীবাবুর চিঠি এই প্রথম এল। বিলাতে কি অন্য কোনোরকম ডাকটিকিট চলে না কিম্বা বার হয় না? ঐ সনাতন রাজার মাথা, তাও মুকুটহীন ও প্রায় টাকপড়া? আমেরিকার ডাকটিকিটে কেমন ওয়াসিংটন ফ্রাঙ্কলিন লিঙ্কন। জার্ম্মাণীর ডাকটিকিটে কেমন গোটে কাণ্ট বিস্‌মার্ক। ফ্রান্সের টিকিটে কেমন—

সুধীর চিঠি পড়ে উজ্জয়িনী থ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার নিঃশ্বাস পড়্‌ল না, যখন পড়্‌ল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। অনেকক্ষণ তার চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে রইল, যখন বইল তখন দুচোখ বেয়ে বইল।

বাদলকে ত সে সত্যি ভোলে নি। 'ভুলে থাকা সে ত নয় ভোলা।' তার কঠিন গভীর তপশ্চর্য্যা বাদলেরই মুক্তির জন্য, তার নিজের মুক্তি এমন কিছু জরুরি নয়। কিন্তু এ কেমন মুক্তি বাদল চায়? উজ্জয়িনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে মুক্তি? বাদল তা হলে অন্যকে তার সঙ্গিনী করবে? উজ্জয়িনী এখন থেকে কি বাস্তবে কি কল্পনায় সর্ব্বতোভাবে নিঃসঙ্গ? সুদূর ভবিষ্যতেও বাদলের সঙ্গ পাবে না জান্‌লে কল্পনাও ফাঁকা হয়ে যায় যে! নীরস হয়ে যায় যে! কি নিয়ে উজ্জয়িনীর দিন কাট্‌বে? ধর্ম্ম নিয়ে? হঠাৎ তার মনে হল ধর্ম্মকর্ম্ম সব মিথ্যা, স্বামীই সব। বীণার ধর্ম্মে মতি আছে, কারণ তার স্বামী আছে। বীণার শাশুড়ীর ধর্ম্মে প্রেরণা আছে, কারণ তাঁর স্বামীর চিহ্ন [illegible]

কিন্তু সেটা শুধু ক্ষণকালে[illegible] [illegible]মুহূর্ত্তে সে নিজেকে দৃঢ়

করল। নিবেদিতার কেউ ছিল না। পাশ্চাত্য মনস্বিনীরা কুমারী। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করেছিলেন। উজ্জয়িনীও ত্যাগ করবার জন্য বিয়ের আগে প্রস্তুত ছিল। ছেলেখেলার মত একটা রাত্রের বিয়ে, তার দরুণ এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে উজ্জয়িনী বাদলকে ধ্রুবতারা করে জীবনান্তকাল অবধি পথ চলবে?

উনিই আমার স্বামী, উনি আমার সঙ্গী হবেন।—এই বলে সে শ্রীকৃষ্ণের পটখানার দিকে চাতকের মত চেয়ে রইল। আবার তার চোখ দিয়ে ও গাল বেয়ে ঝরণা ছুটতে লাগল, তার জামায় বাধা পেয়ে ছপ ছপ করতে লাগল। হেতুহীন অবাধ্য অশ্রুর উপর তার রাগ হল, রাগ করে চোখ দুটোকে অতিরিক্ত মুছতে মুছতে পদ্মের মত লোহিত করে তুলল। তবু জল ক্ষরে, লোহিত পদ্মে শিশিরবিন্দু টলমল করে, ক্রমশ যখন জলাধিক্য হয় তখন সরোবরগর্ভে লোহিত পদ্ম ঢল ঢল করে।

সেদিন বীণা তাকে দেখে বল্ল, "সত্যি ভাই, কেমন করে পার?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কি পারি?"

বীণা তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচের সঙ্গে বল্ল, "কিছু না, এমনি বলছিলুম।"

উজ্জয়িনী চেপে ধরল। বীণা বল্ল, "উনি এক দিনের জন্য কোথাও গেলে আমি মরে যাই। বিলেতে যাবার কথা ওঁরও উঠেছিল। আমি বল্লুম, যাওনা? কে ধরে রাখছে? উনি বল্লেন, বিলেতে না গিয়েও বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। হ্যাঁ ভাই, তুমি ত ফিজিকস্ পড়েছ, না?"

উজ্জয়িনী আবেগ দমন করে বল্ল, "পাগল!"

বীণা টের পেল না আঘাত কো[illegible]ানে লাগল। বলে চল্ল, "কোনো কাজে লাগলুম না, ভাই [illegible]কবারে অযোগ্য। কেন যে তিনি এত ভালবাসেন জানে[illegible]

উজ্জয়িনী সহসা বল্ল, "বল দেখি আমিই কেন এত ভালবাসি ?"

"কাকে ?"

"তোমাকে ?"

"যাঃ। তোমার যা কথা। ভারি দুষ্টু। আমাকে মুখ্যু দেখে ঠাট্টা করছ।"

"না ভাই বীণা। তোমা বিনা আমি আর কারুকে ভালোবাসিনে।"

"ওমা আমার কি হবে! আর কারুকে ভালোবাসো না? সত্যি বলছ? তিন সত্যি? ইস্! মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি কেমন সত্যবাদী।"

"তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কি করব বল!"

উজ্জয়িনীর ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর বীণাকে দমিয়ে দিল। কিছু একটা ঘটেছে নাকি? শুনেছ বটে সে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য কোনো কোনো পরিবারে হয়। কিন্তু তার জানাশুনা সকল স্বামীস্ত্রীই সুখী। সে ও তার স্বামী ত জন্মজন্মান্তর সুখী হয়ে এসেছে। যদিও তার একরত্তি যোগ্যতা নেই, তবু উনি নিজগুণে অভাগীর সব দোষ ক্ষমা করেন।

অন্য কোনো মেয়ে হলে পীড়াপীড়িপূর্ব্বক উজ্জয়িনীর মন থেকে কথা বার করত। কিন্তু বীণার স্বভাব অমন নয়। সে ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাক্ল। তারপর উঠে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দিল। বল্ল, "কল্যাণ হবে।" তবু উজ্জয়িনীর মুখখানা বিমর্ষ দেখে তার আর সহ্য হল না। সে আঁচলের খুঁটে দিয়ে নিজের চোখ মুছ্তে লাগ্ল।

উজ্জয়িনী হেসে উঠে বল্ল, [illegible] ...য়ে ত। ভালবাসি শুনে খুসী হয়ে কিছু খাওয়াবে, না, কেঁদে [illegible]

বীণা লজ্জিত হয়ে বল্ল, "যাও। কি যে বল। আমার বুঝি ওসব শুন্‌বার বয়স আছে!"

উজ্জয়িনী নেহাৎ অরসিক নয়। মাঝে মাঝে তারও মুখ খুলে যায়। বল্ল, "তার চেয়ে বল, যার তার কাছে কি ওসব শুন্‌বার বয়স আছে! সকলে ত কমলবাবু নয়।"

বীণা খপ করে উজ্জয়িনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তারপর কি মনে করে সরিয়ে নিল এবং নিজের দুই কান হাতে বন্ধ কর্‌ল।

৫

উজ্জয়িনী কথাটা ভেঙ্গে বল্ল না, বল্‌তে পার্‌ল না। বীণা তার বন্ধু বটে, কিন্তু বন্ধুকেও কি সব কথা বলা যায়? হয়ত বলা যায়, যদি তেমন-তেমন বন্ধু হয়, যদি সমদশাপন্ন বন্ধু হয়। স্বামীপরিত্যক্তার ব্যথা স্বামীসোহাগিনী কি বুঝ্‌বে! মনে মনে করুণা কর্‌বে, কিন্তু করুণা কে চায়?

বাবাকে লিখ্‌তে পারে না, মাকে জানাতে পারে না, বোনেরা পর। শ্বশুরকে বল্‌বার মত নয়, বীণার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বয়সের দূরত্ব অনেক। সুধীবাবুকে ভাল করে চেনে না। তিনি তার দাদার মত, তার ইচ্ছা করে তাঁকে দাদা বলে ডাক্‌তে, কিন্তু অধিকার নেই। তিনি যদি দাদা হতে অসম্মত হন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে মতেরও অমিল ঘট্‌বে। উজ্জয়িনীর ধর্ম্মকর্ম্মকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, অমর্যাদা করেছেন। তুচ্ছ গৃহকর্ম্ম, রাঁধা আর খাওয়া আর খাওয়ান—যা পশুতেও করে—তাই কিনা সুধীবাবুর ম[illegible] ধর্ম্মের মত করণীয়। বীণা ওকাজ করে, তার স্বামীর জ[illegible]নীর জন্য, উজ্জয়িনী কার জন্য করে মর্‌বে? তার স্বামী [illegible]য় শ্বশুরও নেই

এ বাড়ীতে থাকা বিবেকসঙ্গত কি না উজ্জয়িনী ভাব্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বাবার কাছে ফিরে যেতেও মন চায় না। বাপ্‌রে! সেখানে শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে সেটা মার অনুশাসনাবলী। তুমি এখন বিবাহিতা মেয়ে, তোমার এটা করা উচিত, ওটা শেখা উচিত, সেটা বলা উচিত। অমন করে হাস্‌তে নেই, এমন করে চল্‌তে নেই, তেমন করে পর্‌তে নেই। মা ইতিমধ্যে বহুবার চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই মিশনারী বন্ধুনীকে পাঠাতে চেয়ে উজ্জয়িনীর উত্তর পান্‌নি।

বীণাদের গোবিন্দজীকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনী মনকে চোখ ঠারে—বাদলের মুখ থেকে ত ওকথা শোনেনি, শুনেছে সুধীর মারফৎ। বাদল নিজে বলুক, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই একটা উপায় গোবিন্দ দেখাবেন। হয়ত বৃন্দাবনেই নিয়ে যাবেন, রাখ্‌বেন কোনো কুঞ্জে। কিম্বা তীর্থে তীর্থে ঘোরাবেন। কোথাও থাক্‌তে দেবেন না। লীলাময়ের লীলা। ভক্তকে দুঃখ দেওয়াই ত তাঁর চিরকেলে রীতি।

বাদলের উপর উজ্জয়িনীর অভিমান অন্য রূপ ধারণ কর্‌ল। সে পদাবলী মন্থন করে অভিমানের কবিতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শ্রীরাধাকে অবহেলা করে কিম্বা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকথা চিন্তা কর্‌ছেন, কৃষ্ণরূপ ধ্যান কর্‌ছেন ও আত্মনিপীড়নের সীমা মান্‌ছেন না। উজ্জয়িনী চোখের জলে ডুব্‌তে ডুব্‌তে এই সব পড়ে। তার ভারি তৃপ্তি হয়। সে যে সকলের থেকে দুঃখিনী, সে যে যৌবনে যোগিনী, [illegible]স যে প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা এই পরম গৌরব। হবে, হবে, তেমন দি[illegible] [illegible]দিন বাদল অনুতপ্ত হয়ে উজ্জয়িনীর পায়ে ধরে সাধ্‌বে। [illegible] [illegible]ল্‌বে, তখন বুঝ্‌তে

পারিনি তুমি কি মহীয়সী, তখন চিন্‌তে পারিনি তুমি দেবী। এত বড় তপশ্চর্য্যা ব্যর্থ যাবে না, এ কঠোর নিষ্ঠা এর নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে।

বাদল যদি তাকে চিঠি লেখে উজ্জয়িনী ঘটা করে উত্তর লিখ্‌বে। বাদলের রথ বাদলকে মথুরায় নিয়ে গেছে, বাদল রাজা হোক, অভাগিনী উজ্জয়িনীকে মন থেকে মুছে ফেলুক, বৃন্দাবনকে—ভারতবর্ষকে—ভুলে থাক্। উজ্জয়িনীর জীবন ত ব্যর্থ হয়ে গেছেই, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে তার পরম সার্থকতা সে এক হিসাবে শ্রীরাধার চাইতেও দুঃখিনী, শ্রীরাধার ললিতা বিশাখাদি সখী ছিল, তার এমন কেউ নেই যার কাছে প্রাণের ব্যথা বলে হৃদয়ভার লঘু কর্‌তে পারে।

উজ্জয়িনী মেজের উপর শোয়া সুরু করল। একটি হাতকে বালিশ করে, অন্য হাতটি দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টায় চোখ মোছে। ঘর সংসারের কাজ দেখা চুলোয় গেল, ছাই ঘর সংসার, ঘর সংসারের কাজ তাকে কোন্ স্বর্গে নিয়ে যাবে শুনি? নিজের জন্যে সে কিছু দাবী কর্‌ছে না, একবেলা চারটি ভাত (গোবিন্দজীর প্রসাদ হলেই ভাল হত, কিন্তু তার উপায় নেই), একটু দই (উজ্জয়িনী দই বড় ভালবাসে), যে-কোনো ফল। বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে এই অনেক, কিন্তু কেন বেঁচে থাক্‌তে হবে হে ভগবান বলে দাও। পৃথিবীতে কার জন্য, কি জন্য, বেঁচে থাকা দরকার? যারা দেশকে স্বাধীন কর্‌ছে, জন-সাধারণের দৈন্য দারিদ্র্য দূর কর্‌ছে, পীড়িতের সেবা ও রুগ্নের শুশ্রূষা কর্‌ছে তারা দীর্ঘজীবী হোক্, কিন্তু আমি উজ্জয়িনী কারুর উপকার কর্‌তে পার্‌ব না, আমি চাই নিজের মুক্তি, আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।

উজ্জয়িনী ভক্তিমার্গে বীণাকে ছাড়িয়ে গেল। বীণা তার ঐকান্তিকতা দেখে উল্টো বুঝ্‌ল। [illegible] রি বুঝি তার প্রবাসী স্বামীর জন্য কাতর হয়ে পড়্‌ছে [illegible] তবু মুখ ফুটে বল্‌ছে না। বিরহ

বীণার জীবনে দীর্ঘকালীন হয়নি, তার স্বামী থাকেন পাটনায় ও পিতা আরায়, সে বাপের বাড়ী গেলে স্বামী শনি রবিবার সেইখানে কাটিয়ে আসেন। কয়েকদিনের বিরহও বীণাকে কান্না পাইয়ে দেয়, তাই থেকে সে জানে যে মাসের পর মাস যে নারী প্রোষিতভর্তৃকা সে নারী জীবন্মৃত না হয়ে পারে না। পারে বটে তারা, যাদের কোলে শিশু ও হাতে বৃহৎ সংসারের ভার, অধিকবয়স্কা গিন্নীবান্নী মানুষ। আহা বেচারি উজ্জয়িনী!

বীণা বলে, "বাস্তবিক, ভাই, এ বড় অন্যায়। ছেলে বিলেত যাবে, যাক্; কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে পাঠান কেন? তার নিজের মনেও কষ্ট, তার বৌয়ের মনেও কষ্ট। দুদিনেই মায়া পড়ে যায় যে। বেচারা বাদলবাবুরও কি কম কষ্টটা হচ্ছে! বিরহ, ভাই, এমন ধারাল জিনিষ, এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। ওর দেশবিদেশ নেই। বিলেতেও বাদলবাবু ঠিক তোমারি মত দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

উজ্জয়িনী রসিকতা করে বলে, "হিম লাগ্‌লে কমল শুকিয়ে যায় জানি, কিন্তু বাদল যে নিজেই হিমশীতল।"

বীণা কানে আঙ্গুল দিয়ে মিষ্টি হাসে। বলে, "যাও! যত সব বাজে কথা!"

৬

পাটনায় আসার দুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনীর এমন পরিবর্তন হবে কে জান্‌ত। যোগানন্দের কাছে বাদলের কাছে রায়বাহাদুরের একটা দায়িত্ব আছে। যোগানন্দ যদি বেড়াতে এসে বলেন, "ম্যাঁ! এ কি করেছ, মহিম! মেয়েটাকে ভদ্র-সমাজের অযোগ্য করে তুলেছ!" কিম্বা বাদল যখন ফি[illegible] [illegible]বে, "এই আমার স্ত্রী!" তখন রায়বাহাদুরকেই কৈফিয়ৎ দি[illegible] [illegible]বে।

বেশ ত ছিল সে বহরমপুরে, তার মা-বাবার কাছে, তাকে পাটনায় এনে বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেই হত। তাকে বাধা দিতে সাহস হয় না, পরের মেয়ে, হাজার হোক। পাশের বাড়ীর সেই বুড়ীটা ও ছুঁড়ীটা কখন এসে দীক্ষা দিয়ে যায়, তারা ভদ্রমহিলা না হলে তাদের ধম্‌কে দেওয়া যেত, কিন্তু ভদ্র পুরুষের এটুকু অধিকার নেই যে নিজের বাড়ীতে অপরিচিতা ভদ্রমহিলার যাতায়াত ঠেকায়।

এই দুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনী বড় কোথাও বেরয়নি। যাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেনি। রায়বাহাদুরের ব্যারিষ্টার ও সিবিলিয়ান বাঙ্গালী মুরুব্বিরা ইতিমধ্যেই পরিহাস করে বলেছেন যে জুনিয়ার মিসেস্ সেন নাকি সিনিয়র মিসেস্ সেন-এর মত পর্দ্দানশীন। (যদিও বাদলের মা বহুকাল মৃত তবু রায়বাহাদুরের সমবয়সীদের পক্ষে পনেরটা বছর যেন সেদিন।)

অগত্যা রায়বাহাদুর মিসেস্ গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস্ শ্যামুয়েল্‌স্‌কে আনাবার চেষ্টা কর্‌লেন, উজ্জয়িনীর অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র চল্‌তে থাক্‌ল। মিসেস্ শ্যামুয়েল্‌স্ নিজের দুই ছেলেকে ইউরোপীয় ইস্কুলে দিয়ে দেশীয় মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার জন্যে একটি প্রাইভেট ইস্কুল খুলেছেন, কাজেই তিনি সহজে আস্‌তে রাজী নন্। তবু তাঁর টাকার টানাটানি এবং ইস্কুলের থেকে টাকা যা হয় রায়বাহাদুর তার দুগুণ দিতে প্রস্তুত।

একদিন রায়বাহাদুর মফস্বলে গেছেন, একখানা ট্যাক্সি তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। উজ্জয়িনী প্রাতঃস্নান করে সবে ধ্যান কর্‌তে বসেছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্রমশঃ বাদলের মূর্ত্তি হয়ে উঠ্‌ছে, ঠিক এমন সময় কে এসে বল্ল, "মা · মেম [illegible] র এসেছেন।"

কোনো মেমসাহেবে [illegible] আসার কথা ছিল না, বাঙ্গালী

মেমসাহেব না ইংরেজ মেমসাহেব তাও জানা নেই। উজ্জয়িনী রাম-পিয়ারীকে জেরা করবে ভাবল। কিন্তু ততক্ষণ মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই, তাঁর প্রতি অভদ্রতা হবে। নূতন করে কাপড় পরতেও সময় লাগে। উজ্জয়িনী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সেই কাপড়েই নেমে গেল, যা থাক্ কপালে।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বোধ করি আশা করেছিলেন মিসেস্ গুপ্তের কন্যাকে দেখবেন, তাঁরই মত সুবেশা সুন্দরী, তাঁরই মত সপ্রতিভ। উজ্জয়িনীকে চিনতে পারলেন না। বল্লেন, "আমি কি একবার মিসেস্ সেনের সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "মিসেস্ সেন! কে তিনি? আপনি ভুল বাড়ীতে আসেননি ত?"

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। "পিওন ত বলে এইটেই রায়বাহাদুর এম্-সি সেনের বাড়ী।"

"কিন্তু তাঁর স্ত্রী ত বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁকে চাই তিনি তাঁর পুত্রবধূ।"

তখন উজ্জয়িনীর মনে পড়ল যে তাকেও মিসেস্ সেন বলে ডাকা যেতে পারে। বাদল তাকে পত্নীত্ব থেকে বঞ্চিত করলেও পত্নীপদ থেকে বিচ্যুত করেনি।

সে লজ্জিত হয়ে বল্ল, "আমিই সেই।"

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স তাঁর নামের কার্ড দিয়ে বল্লেন, "বটে? এত বড়টি হয়েছ? যখন তোমাকে বাঁকুড়ায় দেখেছিলুম তখন বোধ করি তোমার বয়স বছর দশেক ছিল। কিন্তু তোমার খৃষ্টান নামটি ভুলে গেছি, মাই ডিয়ার।"

উজ্জয়িনী খ্রীষ্টান নয়। মনে ম[illegible] [illegible]। কিন্তু এই স্নেহপরায়ণা

মহিলাটির কাছে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারল না। বল্ল, "বাড়ীতে আমাকে খুকী বলে ডাক্‌ত, কিন্তু আমার নাম উজ্জয়িনী। আমি বৈষ্ণব।"—গম্ভীরভাবেই বল্ল।

মিসেস্ স্থামুয়েলসের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঋজু, সুঠাম গড়ন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। যতক্ষণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসেছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখদুটির সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েছিল, হ্যাট খুলে রেখে বল্লেন, "ডার্লিং, আমি তোমার মায়ের বন্ধু, মায়ের মত। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে এসেছি। তোমার দিদিরা আমাকে আন্টি বলে ডাক্‌ত মনে পড়ে। তুমিও তাই বলে ডেকো।"

মায়ের উপর উজ্জয়িনী কোনোদিন প্রসন্ন ছিল না। সে ছোটবেলায় ভাব্‌ত তার মা নেই, সে আকাশ থেকে তারার মত খসে পড়েছে। বড় হয়ে বুঝ্‌ল, মা আছে বটে, কিন্তু না থাক্‌লেও চল্‌ত। এখন তার মনে হতে লাগ্‌ল, না থাক্‌লেই ভাল হত।

মিসেস্ স্থামুয়েল্‌স্‌কে নিয়ে সে করে কি! তার ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে তিনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন। তাঁর কাছে সর্ব্বদা হাজিরা দেওয়া যায় না, অথচ তাঁকে সঙ্গ দেবার তাঁর তত্ত্ব নেবারও লোক চাই। বাঙ্গালী হলে বাঙ্গালীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাড়া বেড়াতেন। এঁর রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই হতে পারে, বাড়ীতে বাবুর্চি আছে, কিন্তু কে এঁর সঙ্গে বসে খাবে? মায়ের উপর উজ্জয়িনীর রোষ অহেতুক নয়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়্‌ল যে তার শ্বশুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি যে কয় দিনের জন্য মফস্বলে গেছেন ও কবে ফিরবেন এটা উজ্জয়িনীর অবিদিত হলেও [illegible] মুয়েল্‌সের নয়। শ্বশুরের প্রতি মমত্ব তার এদানীং কমে [illegible] বাবুর চিঠি পাবার পর। বাদল

যখন তার কেউ নয় তখন বাদলের পিতাও অনাত্মীয়।' তাঁর উপর উজ্জয়িনীর অশ্রদ্ধা ধরে গেল। পুত্রবধূকে কোনো শ্বশুর এমন বিপদেও ফেলে যায়! তাও অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ।

রায় বাহাদুর ইচ্ছা করেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, পাছে মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সকে অভ্যর্থনা করবার মুহূর্ত্তে উক্ত মহিলার সম্মুখেই উজ্জয়িনী শ্বশুরের কাছে কৈফিয়ৎ চায়! ব্যাপারটা এতক্ষণে তার ঠাহর হয়ে গেছে, এখনো যদি বা তার রাগ থাকে তবু বিস্ফোরকের মত শব্দ করে ফেটে বেরবে না। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি সফর থেকে ফির্‌লেন।

উজ্জয়িনী শ্বশুরের সঙ্গে কথাটি কইল না। মিসেস স্যামুয়েল্‌সের কাছে শ্বশুরকে ইনট্রডিউস করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বল্লেন, "দিনটি চমৎকার। না?" রায় বাহাদুর বল্লেন, "হেঁ-হেঁ হেঁ হেঁ। হবেই ত, হবেই ত। আপনার আগমনে আনন্দে গিয়াছে দিক ছেয়ে। সিগ্‌রেট খান ত, ম্যাডাম?"

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ বল্লেন, "না। ধন্যবাদ।"

রায়বাহাদুরের বাস্তবিকই আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌ছিল। একটা জ্যান্ত মেমসাহেব তার বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? কালকেই বাঙ্গালী মহলে তাঁর প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। পরশু ইংরেজ তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাবে। তার পরের দিন গেজেট। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কায়েমী হলেন। রাজার জন্মদিনে নতুন খেতাবের বোল আনা সম্ভাবনা [illegible] ...ষর আর কি কাম্য থাকতে পারে?

"মাফ করবেন, ম্যাডাম, ট্রেনে আপনাকে আন্‌তে যেতে পারিনি। চাপরাশী মোটর নিয়ে গেছ্‌ল ত ঠিক?"

"গেছ্‌ল বৈ কি। আপনার করুণা।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ। Please don't mention it. মহাসম্মানিত অতিথি আপনি। আমি হিন্দু। আমাদের কাছে অতিথি হলেন স্বয়ং নারায়ণ।"

রায়বাহাদুর সাড়া না পেয়ে একটু উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "You are divinely beautiful."

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ সতের বৎসর এদেশে আছেন। চাটুবাকল ইতিপূর্ব্বে অসংখ্যবার শুনেছেন। সেকেলে ধরণের ভারতীয়রা ওটাকে একটা নির্দ্দোষ আর্ট জ্ঞান করে থাকেন। যেমন ইংরেজ দোকানদারও করে থাকে। তিনি শুধু একবার মুচ্‌কে হাস্‌লেন।

রায়বাহাদুর আরো উৎসাহিত বোধ করলেন। প্রথম দিনেই অতিথির প্রতি এমন সব বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা প্রথম বয়সে আত্মীয় বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য। অকস্মাৎ তাঁর তারুণ্য ফিরে এল বুঝি। কিম্বা ভীমরতি এগিয়ে এল। যা হোক এমন কোনো ব্যবহার তিনি করলেন না যা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বা অসাধু। এক জাতীয় পুরুষ আছে তারা পোষা কুকুরের মত। তারা মনিবকে কামড়ায় না, পরকে তাড়া করে যায়। মিসেস্ স্যামুয়েলস্ রায়বাহাদুরকে এক আঁচড়েই চিনে নিলেন। নিরীহ প্রাণীর উপর রাগ করে কি হবে। একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়াই বিধি।

মিসেস্ স্যামুয়েলস্‌কে সঙ্গ দেবার জন্য রায়বাহাদুর টেবিলে খেলেন, আমিষ খেলেন ও উজ্জয়িনী [illegible] রতে না পেরে বাইরে বিরক্ত হলেও অন্তরে আশ্বস্ত হলেন। [illegible] ত থাক্‌লে রসের কথা হত না।

উজ্জয়িনী মেয়েটা যে আস্ত পাগল এবং তাকে সর্ব্বতোভাবে মানুষ কর্‌বার ভার যে তিনি একা বহন করতে অপারগ এই কথাটা মিসেস্‌ স্যামুয়েলস্‌কে বাছা বাছা ইংরেজী ফ্রেজ ও ইডিয়মের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করালেন। পরিশেষে বল্লেন, হিন্দু আমিও। কিন্তু ঐ যে কুসংস্কার—ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার কর্‌ব না কিম্বা ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচ্‌ব না—খাঁটি হিন্দুত্ব ওর বহু ঊর্দ্ধে। পাশের বাড়ীর মেয়েরা ওটা বোঝ্‌বার মত বুদ্ধিবিদ্যার অধিকারিণী নন্‌। উজ্জয়িনীকে ওঁদের কবল থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনি ওর সেভিয়ার।”

মিসেস্‌ স্যামুয়েলস্‌ শুধু ওষ্ঠবিকাশ কর্‌লেন। উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর পুনরায় তাঁকে হিন্দুত্বের মর্ম্ম অবগত করালেন। ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার কর্‌ব না, ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচ্‌ব না, এগুলো অন্ধবিশ্বাসী-দের বাড়াবাড়ি। রায়বাহাদুর এইমাত্র আহার করে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি বাড়াবাড়ির বিরোধী। এবার একটু নাচ্‌তে পার্‌লেই প্রমাণটা সর্ব্বাঙ্গীন হত, কিন্তু কেউ শিখিয়ে না দিলে তিনি কেমন করে নাচ্‌বেন ?

আফশোষের বিষয়, ইঙ্গিতটা মাঠে মারা গেল। মিসেস্‌ স্যামুয়েল্‌স্‌ পাদ্রীর মেয়ে, নাচ সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ ছিল, তাঁর স্বামীও ছিলেন মিশনারী কলেজের প্রোফেসার। সুতরাং তাঁর কাছে সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর ধারা ওদিক দিয়ে বয় না। রায়বাহাদুর যদি পরিষ্কার ভাষায় বল্‌তেন, “আমাকে একটু নাচ্‌তে শিখিয়ে দিন না” , তা হলে তিনি সম্ভবত শক্‌ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন, সাম্‌লে নিয়ে বল্‌তেন, “আমাকে মাফ কর্‌বেন। আমি পার্‌ব না।” কিন্তু ইঙ্গিতটা সূক্ষ্ম, সুতরাং তিনি [illegible] বুঝ্‌লেও ভদ্রতার খাতিরে আর একবার ওষ্ঠবিকাশ ক[illegible] [illegible]হাদুর এর উত্তরে

গ্রামোফোনে jazz রেকর্ড চড়ালেন। নাকী সুরে গান চল্‌তে লাগ্‌ল। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বাজনা বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কেবল বাহুতে বাহু জড়িয়ে পায়ে পা মিলাবার লোকের অপেক্ষা। রায়বাহাদুর একলাই একটু ঘুর ঘুর কর্‌লেন। তাঁর ধারণা তিনি Waltz নাচ্‌ছেন। চিড়িয়াখানার ভালুকেরও ধারণা ঐ। তবু মিসেস্‌ স্যামুয়েলস্‌ ইঙ্গিতটা গ্রহণ কর্‌লেন না। তিনি ভাব্‌লেন এ বাড়ীর বুঝি এইটেই রীতি। তিনি একটা গদীমোড়া চেয়ারে বসেই থাক্‌লেন। অনড়, অচল, বেদরদী। "বয়" যখন ছোটা পেগ নিয়ে এল রায়বাহাদুর অনুরোধ কর্‌লেন, "What about some drink, Madam ?" তিনি ঘাড় নাড়্‌লেন এবং একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন।

৮

উজ্জয়িনী কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে পার্‌ছিল না। বাদল তার কেউ নয়। কাজেই এ বাড়ী তার বাড়ী নয়। এখানে যা ঘটছে ঘটুক, সে বাধা দেবার কে ? কিন্তু বাদল ওকথা নিজ মুখে বলেনি, নিজে চিঠি লিখে জানায়নি। সুধী বাবুর কথাই কি চূড়ান্ত হতে পারে ? তা যদি না হয় তবে উজ্জয়িনী এ বাড়ীর উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার কর্‌বে না, এখানেই থাক্‌বে এবং এর অনাচার সহ্য কর্‌বে। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে সে আমন্ত্রণ করেনি, তিনি তার মায়ের পরামর্শে তার শ্বশুরের অতিথি এবং অতিথির যেটুকু প্রাপ্য তদতিরিক্ত পাবার দাবী রাখেন না। শ্বাশুড়ীর অবর্ত্তমানে উজ্জয়িনীই এ বাড়ীর গৃহিনী, অতিথি যেন সেটা স্মরণ রাখেন।

আবার তার চিন্তার ... য়ে যাচ্ছিল। অতিথি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুরের কা ... র্থনা পেয়েছেন সেইরূপ চল্‌তে

থাক্‌লে অচিরেই গৃহিণীর স্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধ্‌বে। তখন উজ্জয়িনীকেই সরে যেতে হবে। তখনকার লজ্জা থেকে সে বাঁচ্‌বে কেমন করে? বাপের বাড়ী চলে যাবে—কিন্তু সে বাড়ীতেও লজ্জা, সে বাড়ীতে তার শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান। আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। অত আগে থাক্‌তে ভেবে কি হবে! কোথাও যদি আশ্রয় না মেলে তবে ত ভালই, তবে ত প্রভু নিজেই তাকে আশ্রয় দেবেন তাঁর বৃন্দাবনে। মীরার মত সে গাইবে।—

চাকর রহসুঁ বাগ লগাসুঁ
নিত্ উঠ দরশন পাসুঁ
বৃন্দাবন কি কুঞ্জে গলিন্‌মে
তেরি লীলা গাসুঁ।

আহা, সে কি জীবন, কি সৌভাগ্য! বৃন্দাবন! শ্রীবৃন্দাবন! নীপতমালতরুপুঞ্জিত কুঞ্জ, কালিন্দীর উজান গতি, অদৃশ্য রাখালের বেণুধ্বনি, চির বসন্তের গীতগন্ধরূপময় উৎসব। আহা!

উজ্জয়িনী ভাবে, মানব মানবীর ছদ্মবেশে এখনো সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীদাম সুদাম ললিতা বিশাখা চিত্রলেখা ইত্যাদি বিচরণ কর্‌ছেন, কেবল চিনে নিতে পার্‌লে হয়। ধবলী শ্যামলীর গোষ্ঠ হয়ত নেই, অঘাসুর বকাসুর পুতনা ইত্যাদি অবশ্য রূপকথা, কিন্তু যা শাশ্বত যা সাধকসাধারণ আবহমানকাল দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, যা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাসের যুগেও বিদ্যমান ছিল তা কি আজ না থাক্‌তে পারে! ঐতিহাসিক ঘটনা একবার ঘটে, ইতিহাসের মানুষ একবার জন্মায় ও একবার মরে, ইতিহাসের জগতে আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসরচয়িতার অগোচর [illegible]লোক আছে, তার সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা বলেন যে তা[illegible]স্তন্ত, তার অধিবাসীগণ

অজরামর। এবং সেই মায়ালোক আমাদের এই পৃথিবীতেই ছদ্মবেশে অবস্থিত।

উজ্জয়িনী অতিথিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করল, কিন্তু তাঁকে ধরাছোঁয়া দিল না। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে বন্ধ থাকে, বই পড়ে, ধ্যান করে, চিন্তা করে। হঠাৎ খেয়াল হলে নেমে গিয়ে বীণাদের বাড়ীর দরজায় টোকা মারে। বীণা দরজা খুলে দিলে কৈফিয়ৎ দেয়, "এক জায়গায় ঠেক্‌ছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেন? কি তাঁর অপরাধ?" বীণাটা সত্যিই মুখ্‌খু। জন্মাবধি এই সব পড়ছে, তবু এমন প্রশ্নের উত্তর জানে না, বোধ হয় কোনো প্রশ্নই তার মনে ওঠে না। তার শাশুড়ী ত স্পষ্ট বল্‌ছিলেন সেদিন, "আমরা সারা জীবন চর্চ্চা করেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের যা জানিনে উজ্জয়িনী এই এক মাসের মধ্যে তা জেনেছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আর শ্রীগোবিন্দের করুণা! নইলে এমন ত কখনো দেখা যায় না।"

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ উজ্জয়িনীর শিক্ষায় ও সামাজিকতায় সাহায্য করতে এসেছেন, তার শ্বশুরের চাটুবাক্য শুন্‌তে আসেননি। তিনি এসে অবধি উজ্জয়িনীর নাগাল পাচ্ছেন না। সে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে, মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের সঙ্গে দেখা হলে বলে, "কেমন আছেন? রান্না পছন্দ হচ্ছে ত? ওবেলা আপনার কি কি ভাল লাগ্‌বে? আচ্ছা, আপনি স্যালাড্ ভালবাসেন কি?" এর পর বলে, "দেখুন আন্টি, আমি পাগল মানুষ। আমার দোষ ধর্‌বেন না। আমার নিগূঢ় সাধনায় আমি যে আনন্দ পাচ্ছি সেই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।" মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ এর উপর বল্‌বার মত কথা পান না। বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি স্নেহপ্রবণ [illegible] তার সন্তানরা দূরে। এই মেয়েটিকে আপনার করতে পার[illegible] [illegible]নবিরহ উপশমিত হয়। কিন্তু

দুজনের দুই স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। তিনি শুনেছেন কৃষ্ণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও কুটিল ব্যক্তি ছিলেন, মোটেই যীশুর মত নির্ম্মলচরিত্র না। হিন্দুরা যে কেন তাঁর মূর্ত্তি পূজা করে তা নিয়ে তিনি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। অথচ বিশুদ্ধ কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা কর্‌তেও পারেন না। গীতার অনুবাদ তাঁকে স্থলে স্থলে আশ্চর্য্য করেছে। কিন্তু ওগুলির উপর নিশ্চয়ই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব পড়েছে। কেমন করে পড়েছে ও কবে পড়েছে তিনি বল্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু Farquhar সাহেব মিথ্যা বল্‌বার পাত্র নন্। যেমন করে হোক্ হিন্দুদের ধর্ম্ম যে লৌকিক কুসংস্কারের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ এইরূপ একটা ধারণা মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ পোষণ করে আস্‌ছিলেন।

অন্যান্য খ্রীষ্টান মিশনারীবংশীয়ার মত তাঁর ধর্ম্ম প্রচারের বাতিক ছিল না,. তিনি অপরকে ভজান-র জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্‌তেন না। তাঁর মনে কষ্ট হত এই বলে যে শিক্ষিত লোকেও স্বেচ্ছায় salvationএর সুযোগ হারাচ্ছে। তিনি মনে মনে সেই সব ভ্রান্ত আত্মার জন্য প্রার্থনা কর্‌তেন।

৯

ক্রমশ রায় বাহাদুরের অন্য মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি চাকর মহল লণ্ডভণ্ড করে ধমকে বেড়াতে লাগ্‌লেন। মেম সাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটাকে বলেন, "এই উল্লুক, হামারা মকানমে ইতনা রোজ কাম কর্‌তা হায়, আবহিতক পাঁকচুয়ালিটি দুরস্ত নেহি কিয়া ?" আর-একটাকে দেখ্‌তে না পেয়ে বং "কাঁকা গিয়া শূয়ারকা বাচ্চা ? উস্‌কা কমন্‌সেন্স্ কব্ হোগা ? (লিফ্ হোতা রহা।"

ঘেউ ঘেউ করে পরকে তাড়া করে নিয়ে যাবার পর ডালকুত্তা যেমন প্রভুর পায়ে ফিরে এসে ল্যাজ নাড়ে ও জিভ বার করে রায়বাহাদুর তেমনি মিসেস্ স্যামুয়েল্সের চেয়ারের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন ও অকারণে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করেন। একজাতীয় মানুষ আছে তাদের হাসি অবিকল কুকুরের জিভ-বের-করা মাথা-কাঁপান চোখ জ্বল্‌জ্বল-করা আনন্দ-জ্ঞাপনের মত।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্‌কে তিনি নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। উজ্জয়িনীরটাই ছিল সব চেয়ে বড় এবং সাজান ঘর। কিন্তু তাকে বেদখল করতে তাঁর সাহসে কুলায়নি। আই এম এস্ অফিসারের কন্যা, ওর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এখন গবর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার মেম্বার। উজ্জয়িনীকে তিনি ভয় এবং সমীহ করে থাকেন। তাকে পুত্রবধূরূপে পাওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় সম্মানের বিষয়। তাই তাঁর ইচ্ছা থাক্‌লেও উজ্জয়িনীকে তার ঘর থেকে নড়্‌তে বল্লেন না।

মেম সাহেবকে বল্লেন, "ম্যাডাম, এ বাড়ীতে আপনার যারপরনাই অসুবিধা হচ্ছে জানি। কিন্তু আর দেরি নেই।"—হেঁ হেঁ হেঁ কর্‌লেন। ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলে তারপর সেই রহস্যের নিরাকরণ কর্‌লেন।—"আর দেরি নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ হিসাবে পাকা হব। তারপর উঠে যাব ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে। কিন্তু—"

ব্যাপারটাকে আর একটু ঘোরাল করার জন্য চশমার নীচে ও গালের ভাঁজে আর একবার হাসির লহর তুল্লেন। শালগ্রাম শিলার মত মাথার গড়ন। অর্থাৎ মাথার পিছনটা একটা ঢিবির মত। সেদিক থেকে কপালের দিকটা ঢালু। যৌবনকালে যখন চুলের জঙ্গল ছিল তখন এই অদ্ভুত চড়াই উৎরাই [illegible]ছিল। এখন কানের উপরকা[illegible] দুটি ওয়েসিস্ ছাড়া বাকী [illegible]

"কিন্তু পাটনাতে হয় ত রাখ্‌বে না, ম্যাডাম। ছোটখাট একটা জেলা দেবে। যথা,.পুরী। পুরী গেছেন, ম্যাডাম ?···গেছেন। ঘোর পৌত্তলিক স্থান। ভাল লাগেনি নিশ্চয়।···লেগেছে ? হেঁ হেঁ হেঁ !...সমুদ্র কার না ভাল লাগে ? বিশেষতঃ আপনার !"

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ নীরব। বেশী কথা বলা তাঁর জাতীয় স্বভাবে নেই। অল্পকথা বল্‌তে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। বাক্যের অভাবে হাস্য বিধেয়। তাই সমস্তক্ষণ তাঁর মুখে মৃদু হাসির সল্‌তে জ্বল্‌ছিল। তিনি স্বভাবত লজ্জাশীলাও বটে।

রায়বাহাদুর একতরফা বকে চল্লেন। "রিটায়ার কর্‌তে এখনো বছর সাতেক দেরি। কমিশনার হতে পারা খুব বেশী অবিশ্বাস্য নয়।" ওটুকু গদ্‌গদভাবে বল্লেন। যখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর গলার সুরের সঙ্গে নাকের সুর যোগ দেয়। "তবে ঐ যে হতভাগা স্বরাজিষ্টগুলো কমিশনার পদ তুলে দেবার ধুয়ো ধরেছে তার ফলে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা ত ধীরভাবে বিবেচনা কর্‌ছে না। বাস্তবিক, ম্যাডাম, কমিশনার পদ উঠে গেলে শান্তি ও শৃঙ্খলাও উঠে যাবে।"

স্যামুয়েল্‌স্-জায়া এদেশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানেন যে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সাহায্যে রাজকার্য্য চালান। কমিশনারের প্রয়োজন ও পদমর্য্যাদা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিতে না চেয়ে টিপে হাস্‌তেই থাক্‌লেন।

রায়বাহাদুর থাম্‌লেন না। কমিশনারের বেতন, নিজের বেতন, নিজের ব্যয়তালিকা, নিজের ব্যাঙ্ক্ ব্যালান্স্, আর একখানা মোটর কেনার আবশ্যকতা, নূতন কুঠির [illegible] কথা এই সব নিয়ে ঘণ্টার উপর[illegible]টা বক্ বক্ কর্‌লেন। আ[illegible] ঘটা করে আফশোষ

জানালেন।—"একলাটি আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, গল্প কর্‌বার সাথীর অভাব, সে কি আমি বুঝ্‌তে পারিনে? অল্পবয়সীদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল হবে কেন? ওরা জীবনের কতটুকু জানে, কি-ইবা দেখছে। খালি বুড়ো মানুষের মত নিরামিষ খেলে ও মালা গড়ালে হল!"—উত্তেজিত হয়ে নাকী সুরে বক্তব্য সমাপন করলেন।—"কোনো কোনো বুড়ো মানুষ আছেন তাঁদের লজ্জা নেই, অল্প বয়সীর কানে পাকামির মন্ত্র দেন। নিছক ঈর্ষা—তাছাড়া আর কিছু নয়, ম্যাডাম। নিজের ছেলে বিলেত যেতে পার্‌ল না, আই-সি-এস্ হবার সুযোগ হারিয়ে দেড়শ টাকা মাইনের লেকচারার হল, অতএব পরের ছেলের উপর শোধ তুল্‌তে হবে সে বেচারার বৌকে বিগ্‌ড়ে দিয়ে। ধনী মানুষ কৃতী মানুষ দেখ্‌লে কারুর কারুর চোখ টাটায় কেন বল্‌তে পারেন? নানাদিক থেকে তাকে অসুখী করে তুলে তারপর বলা হয় কিনা, ধনের শাস্তি ও মানের সাজা বিধাতা দিয়েছেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্!" (পাঠক ইচ্ছামত চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে নেবেন।)

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বুঝ্‌তে পার্‌লেন না কার প্রতি কটাক্ষ করা হল।

৬০

মনের কথা খুলে না বল্লে মনের ব্যথা হাল্‌কা হয় না। বীণার শিক্ষা দীক্ষা হয় ত হাই স্কুল অবধি গেছে, কিন্তু তার বুদ্ধির দৌড় ও কল্পনার গতি উজ্জয়িনীর সম-দূর নয়। উজ্জয়িনীর সমস্যা বীণার অভিজ্ঞতার বাইরে। তার জগতে সবাই সুখী, সকলে সপ্রেম। ব্যথা বড় জোর বিরহব্যথা। দুঃখ সাধারণত রোগভোগের বা চাকরী না হবার দুঃখ। খেদ একমাত্র নিঃসন্তান রইবার খেদ। উজ্জয়িনী ইতিমধ্যেই বীণার অন্তর চিনে নিয়েছে। ভিতর দিকে হিসাবে বীণার তুলনা [illegible]

নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ নিরভিমান, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহসেবার অবতার। কিন্তু সখী হিসাবে বীণা অচল।

বীণাকে সে বারম্বার পরীক্ষা করেছে, পাস্-এর সুযোগ দিয়েছে। কদমকুঁয়ার একটু দক্ষিণে রেলরাস্তা। রেলরাস্তা ছাড়িয়ে খাল ডিঙ্গিয়ে পাকা সড়কের দুধারের বুনো ফুল তুলে বেড়ান উজ্জয়িনীর অপরাহ্নকালীন নিত্যকর্ম্ম। সেই সব ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বীণাদের গোবিন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। বীণা মাঝে মাঝে তার সহকর্ম্মী হয়। বীণাকে সঙ্গে না নিলে যে তার ভয় করে এমন নয়। উজ্জয়িনী মানুষকে ভয় করে না। কে তার কি করতে পারে? গায়ে হাত তুল্লে কান মলে দেবে। হাত চেপে ধরলে লাথি চালাবে। উজ্জয়িনী বীণার মত সরলা অবলা নয়। পিতার সঙ্গে টেনিস্ খেলেছে, শীকার করেছে, তার কব্জিতে পুরুষমানুষের কব্জির সমান জোর। সে শাড়ী পরে শাড়ীকে খাটো করে নিয়ে। তাই তার পক্ষে দৌড়ান অস্বচ্ছন্দ নয়, দৌড়ানর অভ্যাসও তার আছে। সে হাঁটে পুরুষমানুষের মত জোরে জোরে পা ফেলে। তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানর দরুণ সে সামরিক কায়দায় হাঁটতে অভ্যস্ত। বীণাটা নেহাৎ মেয়েমানুষ। হাঁটে যেন কেন্নোর মত crawl করতে করতে। মাথায় কাপড় দিয়ে পুরুষ পদাতিকদের চোখে নিজেকে এত রহস্যাচ্ছন্ন করা কেন? ওরা প্রাণভরে চেয়ে দেখুক, দেখে হাসি পায় ত হাসুক, কান্না পায় ত কাঁদুক, পিছু ধরে ত ধরুক। যতক্ষণ না গায়ে হাত তুলেছে কিম্বা পথের বাধা হয়েছে ততক্ষণ ওরা নিরাপদ। তারপরে কিন্তু ওদের অপরাধের মার্জ্জনা নেই। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় ওদের খুন করে ফেলতে পারে। তার বৈষ্ণব ধর্ম্ম আততায়ীকে প্রশ্রয় দিতে বলে না, বল্লেও সে শুনবে না। উস্কাও যে কংসারি।

বীণাকে সঙ্গে নিয়ে যায় মনের বোঝা নামাতে। কিন্তু বীণাটা এমন নির্ব্বোধ যে ঠিক জায়গাটিতে সাড়া দেয় না। কথা উঠ্‌ল, "বিলেত দেশটা মজার। সেখানে যেই যায় সেই হয়ে যায় ভারি কাজের লোক।" এক্ষেত্রে বীণার বলা উচিত ছিল, "তাই নাকি ভাই উজ্জয়িনী? বাদল বাবু চিঠি লেখেন না প্রতি সপ্তাহে?" প্রশ্নটা শুন্‌লে উজ্জয়িনী সুদীর্ঘ উত্তর দিত। তার উত্তর শুনে বীণা হয়ত বল্‌ত, "বল, বল উজ্জয়িনী কেন এমন হল? তুমি ত কোনো অপরাধ করনি? তুমি ত সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও তন্বী। বিলেতের মেয়ের না হয় রং সুন্দর, কিন্তু তোমার যে মন সুন্দর, উজ্জয়িনী।" উজ্জয়িনীর চোখের বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ত। বীণা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ঝরা জল মুছে নিত, ঝরন্ত জলকে বাধা দিত। দুই সখীতে অনেকক্ষণ চুপ করে বাণীবিনিময় করা হলে বীণা বল্‌ত, "ভয় কি? বিরাট বিশ্ব, তারার মেলায় পৃথিবী একটা জোনাকি, সামান্য পার্থিব ব্যথা তোমাকে অভিভূত কর্‌তে পারে না, উজ্জয়িনী। তুমি বিশ্বদেবের পায়ে সুখদুঃখের পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হও।" কিম্বা বল্‌ত, "স্বামী সব নয়। স্বামীর চেয়ে যিনি প্রিয় যিনি নিকট, তিনি তোমার উপায় কর্‌বেন। ভাবনা কিসের?"

কিন্তু বীণা উজ্জয়িনীর কাল্পনিক বীণা নয়, কাজেই মজার কথাটা শুনে বলে, "আমি জানি। আমার সেজকাকা যখন বিলেতে ছিলেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কর্‌তেন কিনা, তাই তাঁর চিঠি আস্‌ত দুমাসে একবার। তা বলে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সাজে না, উজ্জয়িনী। এবারকার মেলে না আসে আস্‌ছে বারের মেলে আস্‌বে, না এলে আমাকে বোলো।" তার ডাগর দুটো চোখে সরল বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ব্যঞ্জিত হয়। উজ্জয়িনী মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে, প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

অন্য একদিন আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলে, "আচ্ছা,

কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী, এটা পূর্ব্ব জন্ম থেকেই স্থির হয়ে থাকে। না?"—একথা শুনে বীণা যদি বল্‌ত, "নিশ্চয়। বাদলবাবুর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হল সেইদিন হঠাৎ তোমার ওকথা মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয় হ'ল কেমন? ঠিক্‌ বলেছি কি না, ভাই উজ্জয়িনী।" এর উত্তরে উজ্জয়িনী বিয়ের রাত্রের একটা স্মৃতি-সুরভিত বর্ণনা দিত। তার পরের সেই কয়েকটি পরম মহার্হ দিন সেগুলিকে বিস্মৃতির বৈতরণীর ওপার থেকে এপারে আন্‌ত। বীণার প্রশ্নকে উপলক্ষ করে নিজে আর-একবার সেই বিগত অবস্থার মধ্যে বাঁচবার স্বাদ পেত। বীণা তার বর্ণনা শুনে বল্‌ত, "এক জন্মে এর বেশী সুখ কেউ পায় না। তুমি যা পেলে তা অমৃত, তার স্মৃতিও অমৃত, তার চিন্তা ত অমৃত-ই, তার কল্পনাও অমৃত।" উজ্জয়িনীর সাধ যেত কাঁদ্‌তে। বীণার কাঁধে মাথা রেখে সে আমবাগানের নির্জ্জনতার মধ্যে অলস চরণে চল্‌ত, চল্‌তে চল্‌তে দাঁড়াত। আর-একবার অতীতের মধ্যে বাস করে নিত।

কিন্তু বীণা ত উজ্জয়িনীর মানসী সখী নয়, সে যা সে তাই। সে অতি সরল গদ্য। সে বল্ল, "শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মেও সেই একই স্বামীস্ত্রী। জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ—যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।"

পলায়ন

১

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস্। খাচ্ছে, কিন্তু কি খাচ্ছে খেয়াল নেই. সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মত শুনছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলছে, "ক্ষমা চাইছি, কেট। কি বলছিলে ঠিক্ ধর্‌তে পারিনি।" ট্রেনে কিম্বা বাস্-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাসছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নাম্‌বার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুনছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কি এক ভাবে চেপেছে, সে কিছু একটা দেখ্‌লেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফির্‌ছি, ফিরে দেখ্‌ছি দেশের তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানে এখন ফাকা জমি, শুনছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠ্‌বে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny! অত বড় একটা পুরাতন ইমারৎ আমি দেখ্‌তে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙ্গে ফেলেছে। এই ত সেদিন Grosvenor Houseটাকেও ফেল্ল ভেঙ্গে। ১৯২৪ সালে ভাঙ্গ্‌ল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল আর ফ্ল্যাট্। মন্দ নয়, কিন্তু funny

ষ্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand ত এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্ক-লেন-এর অভিজাত্য গর্ব্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্ব্বিতদের রুচি অনুযায়ী প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্ম্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবী মান্‌তে হবেই ত, কিন্তু funny! আমার অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটীর নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেক-ট্রিসিটির দ্বারা চালিত হত না কোনো ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস্ কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথপ্রান্তীয় গারাজ্ এগুলি অধুনাতন। ট্র্যাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখ্‌ছি। রেলের মত সিগ্‌ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্‌ন্যাল। দেশটাকে আর একটু modernise কর্‌তে হবে। না, না, "modernise করা" বলে কোনো কথা থাক্‌তে পারে না। অর্থহীন বুলি। Rationalise কর্‌তে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। অবস্থা বদ্‌লে যাচ্ছে, ব্যবস্থা বদলে না গেলে ঘোর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফির্‌তে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাব্‌তে পার্‌তে? আর লয়েডে্স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্ব্বত্র আবিষ্কার কর্‌ছে। ধর, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়ম ত প্রাগ্‌যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্দ্ধেক রাত্র অবধি আলো-ঝল্‌মল্ উস্‌কান। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো দেখ্‌লে বোমা ছুঁড়বে বলে D. O.

R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন! মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নীচে সাব্‌মেরিন কিলবিল কিলবিল, ডাঙ্গার উপর "Tank" গড়গড় গড়গড়! তখন বাদল ছিল বহু দূরে, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে! তখন তার বয়স আট থেকে বার। তার বয়সের ইংরেজ ছেলেরা বোমা ফাট্‌ছে শুনে ভয় পাওয়া দূরে থাক্ পুলকিত হয়ে বল্‌ত, ডিম ফাট্‌ছে। আহা, তখন যদি বাদল বিলেতে থাকৃত! অমন একটা যুদ্ধ শতাব্দীতে একবার আসে, যদি এল দশ বছর পরে এল না কেন? দশ বছর আগের কথা বাদলের মনে পড়ে যায়। তখন সে ইংরেজী দৈনিকপত্রের বড় বড় হেড্‌লাইনগুলো পড়ে তার বাবাকে শোনাত। সব কথা বুঝ্‌তে পারৃত না। বল্‌ত "বাবা, GERMAN OFFENSIVE AGAINST ROUMANIA—এর মধ্যে একটা কথা আছে, offensive। ওটার মানে কি?" বাবা বল্‌তেন "ডিক্সনারী থেকে নিজেই খুঁজে বার কর্।" বাদল বিরক্ত হয়ে ডিক্সনারী খুলে বস্‌ত। ইংরেজী-বাংলা ডিক্সনারী বাড়ীতে রাখা বারণ। চেম্বার্স্ ডিক্সনারীতে ইংরেজী কথার ইংরেজী অর্থ বাদলের বোধগম্য হত না, তবু তার বাবার আদেশে তাই মুখস্থ করৃতে হত। সেই থেকে বাদলের চিন্তার ছাঁদটা ইংরেজী। তা বলে তার বাবার ইংরেজী জ্ঞানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যে তাকে ডিক্সনারী দেখ্‌তে বাধ্য করৃতেন সেটার মূল কারণ তাঁর নিজের অজ্ঞতা কিম্বা অনিশ্চয়তা। সেদিন CAMOUFLAGE শব্দটা নিয়ে তিনি বিষম ফাঁপরে পড়েছিলেন। বাদল বল্ল "ডিক্সনারীতে নেই।" বাবা বল্লেন, "অসম্ভব। আমার যৌবনকালে আমি A থেকে E পর্য্যন্ত

ডিক্সনারীর সমস্তটা কণ্ঠস্থ করেছি। আমি জানি, আছে।” তারপর সত্যিই যখন ডিক্সনারীতে নেই দেখা গেল তখন তিনি বল্লেন, “কি করে থাক্‌বে! এটা ত একখানা চটি ডিক্সনারী। আচ্ছা আমি আজ ওয়েবষ্টার আনিয়ে দেখ্‌ছি।” তাতেও পাওয়া গেল না। তখন তিনি বল্লেন “শব্দটা একটু archaic হয়ে গেছে বলে ডিক্সনারীর নতুন এডিশন থেকে তুলে দিয়েছে। ঠিক মনে পড়্‌ছে না, ওর মানে পতাকা টতাকা কিছু হবে। ঐ যে শেষের দিকে flag আছে কিনা।”

ওসব মনে পড়্‌লে বাদলের হাসি পায়। তার বাবা বলেছিলেন, “জার্ম্মানরা রুমেনিয়ার প্রতি offence অর্থাৎ অপরাধ করেছে। জার্ম্মানগুলো অত্যন্ত নীচমনা নীচপ্রকৃতির লোক। ইংরেজের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, রুমেনিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যের পিছনে লেগেছে। ওরা ঠিক হেরে যাবে দেখিস্‌। অধর্ম্মের পরাজয় হবে না?” বাদল অত শত বুঝ্‌ত না। জার্ম্মান কাইজারের চেহারাটা তার মনে ধরেনি। ইংরেজ পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি তার পছন্দ হয়েছে। কাইজারটা বদ্‌মাইসের মত দেখ্‌তে। বাদলের শত্রুরা কাইজারের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ক্লাসের কয়েকটা গুণ্ডা ছেলে বাদলকে একলা পেলে তার গাল টিপে দেয়, তার সঙ্গে পাঞ্জা কষ্‌বার ভাণ করে, তার হাতখানাকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে চায়, তাকে আচম্‌কা প্যাঁচ দিয়ে চিৎপাত করে। ঐসব ডাকাতদের রাজা কাইজার, আর বাদলের মত ভদ্রলোকদের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ। বাদল তার এক শত্রুর সঙ্গে বাজি রেখেছিল, যদি কাইজার জেতে তবে বাদল চার আনার চানাচুর খাওয়াবে, যদি পঞ্চম জর্জ্জ জেতেন তবে সুকুমার চার আনার জলছবি কিনে দেবে। দুঃখের বিষয় বেচারা সুকুমার ঠিক সেইদিন মারা গেল যেদিন আর্ম্মিষ্টিস্‌ ঘোষণা হয়। বাদল উস্‌কার জন্ত কেঁদেছিল, ভগবানকে প্রার্থনা করেছিল—“হে প্রভু, সুকুমারকে

বাঁচিয়ে দাও। ও ত এখন আমার বন্ধু। আর্মিষ্টিস্ হয়ে গেল, আর কিসের কলহ? ওকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" বেচারা সুকুমারের জন্য এখনো বাদলের কান্না পায়। তাকে এখনো স্বপ্নে দেখে। সে তেমনি দুর্দ্দান্ত, তেমনি বাদলের প্রাইজ্ বই চুরি করে নিজের বলে চালায়, বাদলের মাথায় চাঁটি মারে ও হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, "আহা রাগ করিস্‌নে, লক্ষীটি।" স্বপ্নে এখনো বাদল ক্ষেপে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে।

মহাযুদ্ধের কত কথাই মনে পড়ে যায়। কিন্তু ওসবকে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না। বাদলের নিজস্ব স্মৃতি বলে কিছু থাক্‌বে না। ইংরেজ ছেলেদের যে স্মৃতি বাদলেরও সেই স্মৃতি। বাদল কল্পচক্ষুতে দেখে বোমা পড়ে ফেটে চৌচির হচ্ছে, সে উল্লসিত হয়ে বল্‌ছে, ডিম ফাট্‌চে। পচা ডিম। হা হা হা।

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলদের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিকল আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিষ্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেআব্রু মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখ্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু কেট বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা করলেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পার্‌বে। মানুষ কি না পারে? "What a man has done a man can do!" ইচ্ছা কর্‌লে বাদল

বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পারত। বৈজ্ঞানিক কিম্বা মেরু-আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিম্বা ফিল্ম্ ষ্টার, বণিক কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার যা খুসী তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপোলিয়নের অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কেট্ এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ ত খুব কঠিন বিষয় নয়, বার্ট। চাও ত তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কি জান, ও জিনিষটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিষ মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল, কেট্। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পারিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্ মেয়ে দেখ্‌লে আমাদের গায়ে জ্বর আসে।" এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠিনীরা সাম্‌নের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner, Fortyniner" ইত্যাদি হাস্য সঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে।" বাদল বলেছিল, গানটা জানা থাক্‌লে ত?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান ধরুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার উপহাস করবে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জানত যে গানটা

এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

"Then I kissed her little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের ত লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্ত্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কি হয়েছিল? চুম্বন করা ত কথা বলার মতই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে ত ভাইবোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে। কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে চুপটি করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচ্‌তে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিম্বা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী কর্‌ছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্‌স্ থেকে এসেছে, জোন্স্ তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আস্‌তে বস্‌তে গল্প কর্‌তে ও পালাতে থাক্‌ল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ওলন্দাজ?" ভ্যান্ কোপেন বিরক্তি চেপে বল্ল, "মা ইংরেজ, সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাব্‌বে এটা কি তার সহ্য হতে পারে! যাক্, ভ্যান্ কোপেন সৌখীন মানুষ। তার গোঁপ ছুঁচল। পোষাক পরিপাটী। জোন্স্ টম্‌লিন্‌সন ও ভ্যান্ কোপেন তিন-জনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব [illegible] গেল। কথা

জোন্স্ বল্ল, "ভ্যান্ কোপেন আজ বড় বেশী নাচছে।"

টম্‌লিনসন বল্ল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।"

ভ্যান্ কোপেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্ল, "তেমন খুবসুরৎ ত কাউকেও দেখ্‌ছিনে। ঐ ছুঁড়িটা বকের মত ঠ্যাং ফেলে। ঐ ছুঁড়িটা ঘোড়ার মত গ্যাল্‌প্ করে। কেউ নাচতে জানে না। আর কিই বা চেহারা। কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মুখে লাবণ্য নেই। শুষ্কং কাষ্ঠং।"

জোন্স্ শব্দে ও টমলিনসন নিঃশব্দে মতৈক্য জানাল। তখন ভ্যান্ উঠে গিয়ে সেই বেড়াল-কোলে-করা মেয়ের সঙ্গে নাচ্‌তে সুরু করে দিল।

জোন্স্ বল্ল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টম্‌লিন্‌সন বল্ল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে জানে।"

বাদলের মনটা তিক্ত হয়ে গেছ্‌ল। আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মানপ্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরম পক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কি থাক্‌তে পারে? পুরুষ যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবী করে ও পায় নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দ্দক আদায় করে নিক্। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্ম্মে পীড়া লাগ্‌ছিল।

[illegible]দিন ব[illegible] গল্প কেটকে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য কর্‌লেন। বল্লেন, উসকা[illegible] এ[illegible]ব humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কি প্রত্যাশা কর্‌তে

হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, মেলার সময় মেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজের সময় কাজ। এই আমাদের রীতি। আফিসের পোষাক পরে জলকেলি করিনে, জলকেলির পোষাক পরে টেনিস্ খেলিনে, টেনিসের পোষাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমিও চাও আমরা শবানুগামীর পোষাক পরে পেচকের মত গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই ?"

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বল্লুম ?"

কেট্ বলেন, "প্রকারান্তরে বল্লে। কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান নিয়ে কি করবে শুনি ? একেই ত দুঃখের জীবন ওদের সাম্নে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই কটা দিন ওদের যা খুসী করতে দাও, বার্ট তোমার মত মহাপুরুষ ত সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।"

কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন, "তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভূত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মত কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামাসায় দ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় ত সকলে সব সময় ভাল ছেলে ভাল মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড় বিষয় ভাববে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মত ক্ষ্যাপাদের মগজে গজায়।"

বাদল এর উপর কথাটি কইল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কেটের সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয় ছাড়া বাক্যালাপ করবে না।

কেট্ তার ভাবটা আঁচ্তে পেরে বল্লেন, "অমনি রাগ হল ? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল ত আগে। [illegible] না হলে রাগ করবে কি দিয়ে ?"

৩

সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি। বিশ বছর আগে পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নথাগ্রগণ্য। আজ লেবার পার্টি ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল। ইতিমধ্যে ট্রেড্ ইউনিয়নস্ কাউন্সিল্ পার্লমেণ্টের দোসর হয়ে উঠেছে। হয়ত এমন একদিন আস্‌বে যে দিন ট্রেড্ ইউনিয়নস্ কাউন্সিল্ একচ্ছত্র হবে। বাদল ভারতবর্ষে থাক্‌তে ইংলণ্ডের General Strike-এর খবর পেয়েছিল। ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখ্‌তে পায়নি। তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু ছুট্‌কো বিক্ষোভ চোখে পড়ে না। কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না। বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান। বাদলের পোষাক থেকে তাকে বড়লোকের মত মনে হয়। সেই জন্য হোক্ কি সে বিদেশী বলেই হোক্ বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোষ্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোরাঁর লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে "সার" বলে। ভিক্ষুকরা তার কাছে মন খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চক্‌খড়ি দিয়ে যে সব খোঁড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী।

এই সব বেকার মানুষের জন্য কি যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে, নিজেও ভাবে। কিছু দিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক্, পতিত জমি আবাদ [illegible] হোক্ [illegible] জঙ্গল রোপণ করা হোক্। দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার [illegible] [illegible] টবে। লিবারলরা গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে এসব করাতে

চান না। ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন। গবর্ণমেণ্ট কেবল বাধা না দিলেই হল। লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও করছেন না, পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে সন্ধি হয়ে যেত।

সার আলফ্রেড্ মণ্ড্-এর সঙ্গে শ্রমিক প্রতিভূদের কথাবার্ত্তার বিবরণ বাদল মনযোগ সহকারে পড়ছিল। কিন্তু অব্যাপারীর পক্ষে ওর পরিভাষায় দন্তস্ফুট করা দুর্ঘট। বাদলের বন্ধু কলিন্স্ অবশ্য দোভাষীর কাজ করে। তবু অর্থনীতির ভাষা বড় দুর্ব্বোধ্য। বাদল যদি আজন্ম ইংলণ্ডে থাকৃত তা হলে মুখে মুখে সেই সব শব্দের সংজ্ঞা জেনে নিত যে সব শব্দ ইংরেজ সাধারণের পক্ষে সহজ এবং বাদলের পক্ষে দুরূহ। Safeguarding, derating প্রভৃতির উপর সবাই পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করতে পারে, একা বাদল কিছু বলতে ভয় পায়। তারপর Free Trade ও Protection—এ নিয়ে এখনো ইংলণ্ডের লোক ঠিক তেমনি উত্তেজিত রয়েছে যেমনটি ছিল সত্তর আশী বছর আগে কব্‌ডেন্‌-এর যুগে। লিবারল্‌দের অধিকাংশই Free Trade চায়, কন্‌সারভেটিভ্‌রা অধিকাংশেই চায় Protection। লেবার পার্টির লোক কোনটা যে চায় ওরাই জানে কিম্বা ওরাও জানে না। ওদের এক কথা, সোশ্যালিস্‌ম্ চাই। ছোট ছেলের মুখে যেমন একটি মাত্র দাবী, "খাব।" খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা বোঝে না, দুনিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় মুখগহ্বরের মধ্যস্থতায়।

ইংলণ্ডের পার্টি পলিটিক্স ইংলণ্ডের প্রধান জিনিষ।

বছর কোনো না কোনো আকারে ইংলণ্ডে পার্টি আছে। বংশানুক্রমে কোনো কোনো পরিবারের লোক টোরী কিম্বা হুইগ্। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ হয়ে জন্মায় ইংলণ্ডে জন্মায় কন্সারভেটিভ কিম্বা লিবারল্ হয়ে। বাদল কোন্ পার্টির লোক? গোড়ায় কন্সার্-ভেটিভদের প্রতি তার টান ছিল। কিন্তু ওরা সাধারণত হাই চার্চের সভ্য। বাদল নাস্তিক। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, Non-Conformist, ইহুদী ইত্যাদি বাধ্য হয়ে লিবারল্ দলের দিকে ঝোঁকে। তারপর Free Tradeএর আদর্শ বাদলের মনের মত। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে বাণিজ্য অবাধ হোক্, কোথাও শুল্ক না লাগে। যার যা খুসী বেচুক, যার যা খুসী কিনুক। বেচাকেনা অবাধ হলে এত মনকষাকষিও থাক্‌বে না। ইস্, জ্বালাতন করে তুলেছে। মেছোহাটার মত ব্যাপার। ফ্রান্স ও আমেরিকা ত একেবারে নির্লজ্জ।

বাদল "টাইম্‌স্" বন্ধ করে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" নিতে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু সোজাসুজি নিজেকে লিবারল বলে ঘোষণা কর্‌লনা। পীল, পামারষ্টন, গ্লাডষ্টোন, রোস্‌বেরীর নামের কুহক তাকে লিবারল্ দলের দিকে আকর্ষণ কর্‌ছিল। কিন্তু যে দলের কেবল অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে দলে যোগ দিয়ে বাদল কার কি উপকার কর্‌বে? কিন্তু ভবিষ্যৎ যে নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়। লিবারল্ গবর্ণমেণ্ট হয়ত অসম্ভাব্য, কিন্তু যতদূর মনে হয় ভাবীকালের ইংলণ্ডে দুই দলের বদলে তিন দল কায়েমী হবে। এক সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল সত্য মিথ্যা বলে পরস্পরবিরোধী দুটি মাত্র দিক আছে, এখন আরো একটা [illegible] চোখে পড়্‌ছে। লিবারল দল দেশের লোকের তৃতীয়

৪

বাদল ছিল হাড়ে হাড়ে ডেমক্রাট। তার ইউটোপিয়ায় সকলে স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধায় এটুকু দেখ্‌তে হবে। এটুকু দেখার জন্য সকলের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডল এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকতক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা মন্ত্রী। রাষ্ট্র যার নাম সেটা আর কিছু নয়, সেটা তোমার আমার স্বাধীনতার সীমা-নির্দ্দেশের জন্য তোমার আমার কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার আমার হাতে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রী তুমি আমি।

তাই ফাসিস্‌ম ও বোলশেভিসম্‌ বাদলের চোখের বিষ। আমি যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্রের অঙ্গ কিম্বা অধীন, যন্ত্রই ভগবান আমি তার পূজারী—ওঃ। বাদলের নাস্তিক মন যুদ্ধং দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে। চাইনে শান্তি চাইনে আরাম, অন্ন বস্ত্রের স্বাচ্ছল্য যাদের কাম্য তারা ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আমার প্রতিবেশীর খাতিরে আমার অধিকারের খানিকটা আমি ছাড়্‌তে রাজী আছি, কিন্তু সবটা ত্যাগ কর্‌তে আমি কস্মিন্‌কালে পার্‌ব না।

ডেমক্রেসী রাজাদের সমাজ। আমরা সবাই রাজা। কেবল নিজ নিজ রাজ-অধিকারকে সংঘর্ষমুক্ত কর্‌বার জন্য আমাদেরি কতক অধিকার আমরা ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখেছি, ঘর থেকে সরিয়ে সভায় ন্যস্ত করেছি। আর ফাসিসম্‌-বোলশেভিসমের সমাজ দাসের সমাজ। কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা অস্বীকার করেছি, যা নিজেদেরি রচনা তার ক্ষমতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বল্‌ছি, আহা, রাষ্ট্র! সে কি যে-সে

যদি হয় জগন্নাথের রথ তবে আমরা সামান্য পোকা মাকড়। সে হচ্ছে অব্যক্ত, অব্যয়, সর্ব্বক্ষম, পরম রহস্যময়। ভাগবত বিভূতি বিশিষ্ট অথবা অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমরা কেবল তাকে মান্য করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, তার জন্য মরতে ও মারতে পারি।

ইংলণ্ডের প্রতি বাদলের পক্ষপাত প্রধানত ইংরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ। রাষ্ট্র যেদিন রাজার মধ্যে মূর্ত্ত ছিল সেদিন সে রাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কুচিত করেছে, প্রজার অধিকার প্রসারিত করেছে। Magna Cartaর অনুরূপ অন্য কোনো ইতিহাসে আছে কি? রাজাকে ক্রমশ ডেমক্রাট করে আনা হয়েছে। নাম ছাড়া রাজা-প্রজায় প্রভেদ বড় কিছু নেই। ফ্রান্স ও ডেমক্রেসীর দেশ। কিন্তু তার ডেমক্রেসী ভুঁইফোঁড়। ফরাসী বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং উক্ত আন্দোলন ইংলণ্ডত্যাগী ইংরেজেরই কীর্ত্তি (কিম্বা কুকীর্ত্তি)। বাদলের মনে হয় আমেরিকা ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই ভাল করত। অবশ্য অধীনের মত নয় সমানের মত।) ফরাসী যে লিবার্টি মন্ত্রের উপাসক সে বিষয়ে বাদলের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু লিবার্টির চেয়ে ইকুয়ালিটীর উপর ফরাসীর বেশী ঝোঁক। ফরাসী যদি সাম্য পায় তবে স্বাধীনতা ছাড়তে রাজী। কিন্তু ইংরেজ মোটের উপর উঁচু নীচু ভালবাসে, তার সমাজে অনেক ধাপ, কিন্তু বাক্যের ও কর্ম্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, তার চেয়ে যা দামী—চিন্তার স্বাধীনতা—তা ক্যাথলিক ফরাসীর নেই প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরেজের আছে।

বাদল সাম্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকে কাম্য মনে করে। সে যেদিকে দুচোখ যায় সে দিকে চলতে চায়, কেউ যদি তাকে ঠেকাতে আসে তবে [illegible]ক্তির সীমা থাকে না। ইংলণ্ডে এসে অবধি সে প্রতি সন্ধ্যায় [illegible] ডিয়েছে অন্ধকার গলির ভিতর ঘুরেছে, কেউ তাকে বাধা

দেয়নি, সন্দেহ করে তার পিছু নেয় নি। ইংলণ্ডের পুলিশ ভদ্র। তার কারণ পুলিশের কাজই হল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির। যখনি পুলিশের দ্বারা ব্যক্তির অমর্য্যাদা ঘটেছে তখনি তার প্রতীকারের জন্য লোকমত জাগ্রত হয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনা বাদলের মনে পড়ে। হাইড পার্কে একজন স্বনামধন্য বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি শ্রমিক শ্রেণীর অনূঢ়া তরুণীকে কুরুচিকর অবস্থায় পুলিশে দেখ্‌তে পায় এবং ধরে নিয়ে থানায় আট্‌কে রেখে মেয়ে পুলিশের বিনা সহায়তায় তাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জর করে। পার্লামেন্টে এ নিয়ে কথা উঠ্‌ল, অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বস্‌ল। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ!

স্বাধীনতা যদি থাকে তবে সাম্যের কি যে প্রয়োজন বাদল বুঝ্‌তে পারে না। সে ত কারুর সঙ্গে সমান হতে চায় না? সে নিজেই একটা দিক্‌পাল, একটা গৌরীশঙ্কর কি কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরে তার সমান হতে সাধনা কর্‌তে চায় ত করুক, কিন্তু বাদল কর্‌বে সাম্যের কামনা! তবে আইনের চোখে সবাই সমান হোক্; যথা ডিউক অব ইয়র্ক তথা জন স্মিথ্‌ কয়লার খনির মজুর। পার্লামেন্টের নির্ব্বাচক হবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক্। সকলের প্রাণের দাম সমান হোক্, একটা বুড়ো ভিখারীকে খুন কর্‌লে যে অপরাধ একজন ধনকুবেরকে হত্যা কর্‌লে তার চেয়ে বেশী অপরাধ যেন না হয়। এগুলো সাম্যবাদের অঙ্গ নয়, এগুলো স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সামিল। কাজেই বাদল সাম্যবাদের কাম্যতা দেখ্‌তে পায় না।

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করুক, অনবরত কর্‌তে [illegible] প্রত্যেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাক্, ধনে মানে জ্ঞানে কর্ম্মে চিন্[illegible] ত একটা শোভাযাত্রার মত। পিছনে জায়গা পাওয়া [illegible]

পেছিয়ে পড়াটাই লজ্জার। বাদল ত ক্লাসে সকলের শেষ সারিতে বস্‌তে বসে।

বাদলের মতবাদ অবিকল লিবারল দলের মতবাদ। কন্‌সারভেটিভরা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, সোশ্যালিষ্ট্‌রাও তাই। দু'পক্ষই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়ে ঐ ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তির উপর জবরদস্তি কর্‌তে কৃতসংকল্প। একপক্ষ গাঁথ্‌বে উঁচু tariff দেয়াল। বিদেশী পণ্যের উপর চড়া শুল্কের হার উশুল কর্‌বে। অপর পক্ষ চায় বড় লোকের উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়ে সেই টাকায় বেকারকে অলসকে প্রতিপালন কর্‌তে। কেলেঙ্কারী! Dole-এর টাকায় ওরা বিয়ে করে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হয়। ধনীর চাঁদায় চল্‌তে-থাকা হাঁসপাতালে চিকিৎসা পায়, ধনীর চাঁদায় সমুদ্রকূলে হাওয়া বদ্‌লাতে যায়। ছিঃ ছিঃ ওদের আত্মসম্মান নেই!

৮

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস্ উইল্‌স্ তর্ক করেন না। মিষ্টার উইল্‌স্ বাদলের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবেই বাক্য বিনিময় করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর থেকে আসেন। পেট ভরে রোষ্ট বীফ খান, আস্ত জন বুলের মত চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে। (বাদল ক্রমশ জান্‌তে পেরেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত কর্‌তে একদা ভালবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী[illegible]দিন থেকে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনি স্ত্রী[illegible]হঠাৎ সশ্রদ্ধ হয়েছেন।) তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় [illegible] ব[illegible]য় অবশেষে কর্‌ছেন ডক্‌-এর ম্যানেজারী। অদ্যাপি তাঁর

ভূতপূর্ব্ব দোকানের পুরান ছাপান কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নী তাতে বাজার-হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিষ্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বন্‌ছে না। মিষ্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিষ্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মত ট্রেণে কিম্বা বাস্-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ্ গজ্ করেন, কন্‌সারভেটিভ্‌রা arn't playing the game। কিম্বা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশনগুলোতে লেবার পার্টি'র লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে যান :—Darlington, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northampton না, না—Stourbridge, Northampton, Hull, বাদলের দিকে চেয়ে বলেন, "Now what do you say to that ?"

আগামীবার জেনারল ইলেকশনে লেবার পার্টি'ই যে পার্লামেণ্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিষ্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ্জ। 'Jerusalem on England's green and pleasant isle'—এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিষ্টার উইল্‌স্। লেবার পার্টি এবার পার্লামেণ্টে লাট বহর নিয়ে ঢুক্‌বেই।" বাদল কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিষ্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে লেবার যদিও কন্‌সারভেটিভ্‌দের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে ত হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে [illegible] লঘু।"

মিষ্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বল্লেন, "Damn the Liberals." তাঁর মনে ১৯২৪ সালের সেই Zinovieff letterএর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাকল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বল্ল, "আমি আপনাকে বলে রাখ্‌ছি দুপক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য কর্‌বে না। নেমক হারাম লেবার, চিরশত্রু কন্‌সারভেটিভ্‌ কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রীত্ব কর্‌তে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গবর্ণমেণ্ট চালাবে।"

উত্তেজনার মুখে বাদল ওকথা বল্ল বটে, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল্‌ পাশ না হলেই ত পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক কর্‌তে হয়।

সে মুখ তুলে দেখল যে মিষ্টার ও মিসেস্ দুজনে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন। হয়ত ভাব্‌ছেন ছোকরা বদ্ধ পাগল!

অবশেষে মিষ্টার বল্লেন, "ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?"

বাদল আহত বোধ কর্‌ল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়া দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস্ উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, "বার্ট, তোমাদের ভাষায় scissorsকে কি বলে?" বাদল বলেছিল, "কি জানি, কেট আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।" তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটা[illegible], সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত [illegible] হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হল।

[illegible] বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয়

নি। হল, যখন মিষ্টার উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘট্‌তে লাগল। একদিন সে বল্‌ছিল, "আজ এক পাদ্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St. Joseph, St. Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে কর্‌তেন সেভাবে?"

মিসেস্ উইল্‌স্ খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন "পাদ্রী-সাহেবের রসবোধ আছে"

বাদল বল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু মজা সেখানে নয়, কেট্। একটু পরেই পাদ্রী পুঙ্গব বল্‌ছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়্‌ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোন এক ব্যক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।"

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার কর্‌ছিলেন। আহার্য্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্ত্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্য তিনি ভাল করে ঠেস দিয়ে বস্‌লেন ও বিনাবাক্যব্যয়ে পাইপ ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে মাফ কর্‌বে কেমন?"

তিনি বাদলকে জেরা কর্‌লেন। "কেন? কি দরকার? জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে কি ক্ষতি ঘট্‌ছে?"

বাদল হতাশ হয়ে বল্ল, "আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিষ্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।"

মিসেস্ উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্লেন, "বা[illegible]ান নেই। কীটপতঙ্গের মত সন্তান বৃদ্ধি না কর্‌লে লেবা[illegible]

সংখ্যা বাড়্বে কি করে শুনি? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন-ভার ত সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী?"

মিষ্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন কর্‌লেন। বাদলকে বল্লেন, "ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হটে যাব। ওরা আগে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদের কর্‌ব।"

৬

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কেট সব কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মতবাদ যে কি তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ল না। বাদলের ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কেটের প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠ্‌ছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাক্‌ত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে কেটের প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান এবং অর্থাভাববশত নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভাণ কর্‌তে হয়।

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজাদের টেনে আন্‌তেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রা[illegible] হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব [illegible]। কাজেই বাদলও ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর [illegible] সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌঁছায়নি তা নয়। "The

wicked bania" ! অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মত। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন একে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাড়ী ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে আন্‌ছে। কেটকে উপহার দিচ্ছে। একটা সুন্দর রিষ্ট্‌ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

জর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির কর্‌ল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাক্‌বে না, এ সঙ্কল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কেটকে না জানিয়ে অন্যত্র থাক্‌বার জায়গা খুঁজ্‌ল। কলিন্সকে বল্ল, "ওয়াই-এম্‌-সি-এ'তে হবে ?" কলিন্স্‌ বল্ল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায় নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ কর্‌বে, টো টো কর্‌বে, লণ্ডনের মধ্যস্থলীর হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর্‌বে। তার ফলে হয়ত এমন অনিদ্রায় ভুগ্‌বে যে হাঁসপাতালে ঢুক্‌বে। সেও ভাল, হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব কর্‌বে। কি মজা !

ব্লুমস্‌বেরীতে দেদার ইণ্ডিয়ান। রাসেল স্কোয়ারেও ইণ্ডিয়ান দেখা যায়। ওদিকে নয়। হ্যাম্পষ্টেড ত ইণ্ডিয়ানদের পাড়া হয়ে উঠেছে। ওদিকে নয়। সিটিতে রাত্রে মানুষ থাকে না, ওদিকে নয়। স[illegible]-এ থাক্‌লে লণ্ডনের জনসংঘাতমদিরা পান করা যায় না।

বাদল হাইড্‌ পার্ক ও কেনসিংটন পার্কের সংলগ্ন অঞ্চল পাড়

এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্য বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্য খরচ কর্‌তে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায় ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ান'র আশা রইল না। কত বড় ফ্যাসানেব্‌ল্ জিনিষ সে হারাল। স্বয়ং বার্ণার্ড শ সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগ্‌লে রাত্রে তার ভাল ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভাল হয় সে জন্য সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয় নি।

চেল্‌সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল। চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্, ষ্টীল্, স্মলেট, লি হাণ্ট, কার্‌লাইল, টার্ণার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্ব্বাধি-বাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল; বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস্ উইল্‌স্ যখন সমস্ত শুন্‌লেন তখন শুধু বল্লেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন কর্‌তে থাক্‌ল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাব্‌ল, যাক্, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌লেন। আমি কি কম জ্বালিয়েছি তাঁকে। সাড়ে বারটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্যে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কি মূল্য আমি তাঁকে দি[illegible] পেরেছি। ডিয়ার ওল্ড্ কেট। বিদায়কালে তাঁকে সে কি [illegible] [illegible]য়ে যাবে ভাব্‌ল।

[illegible] কা[illegible] ব[illegible]মাদ গুণ্‌লেন। বাদলকে পেয়ীং গেষ্ট্ রূপে পেয়ে তিনি

ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাক্‌বে না।" জর্জ লক্ষ্মী-পেঁচার মত মুখ করে থাক্‌লেন। কি ভাব্‌লেন, হঠাৎ বল্লেন, "বার্ট, শুনেছ? লিবার‍্যাল্‌রা ল্যাঙ্কাষ্টার বাই-ইলেকশন জিতেছে? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ, মিষ্টার উইল্‌স্‌। আর একটা কথা শুনেছেন? আমি চেলসীতে উঠে যাচ্ছি? বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট্‌ করে দেয়! ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্‌ নেই! মিস্‌ মেয়ো যে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে—বিশেষত বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে—তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি! বাড়ীর ছেলের মত থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব!

বাদল বল্ল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু ত দুটি তিনটির বেশী নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়্‌বেন বলে ত মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দুহাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিষ্টার উইল্‌স্‌।"

মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ রঙ্গ করে বল্লেন কি সত্যি সত্যি বল্লেন বোঝা গেল না—বল্লেন, "কিন্তু আর একটিও বার্ট নেই, মিষ্টার [illegible]

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় [illegible] যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্যন্ত [illegible] ফিরে চাইলে [illegible]তে পেত মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ তার দিকে এক দৃষ্টে [illegible] তাঁর [illegible]। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা। [illegible]

৭

হোটেলের জীবন বাদলকে প্রমত্ত করল। কোলাহলবিরল বৃহৎ ভোজনাগার, এক একটি টেবিলের চারিধারে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী। করিডর পদশব্দ মুখর, মেয়েদের জুতোর খট্ খট্ পুরুষদের জুতোর গুম্ গুম্। কোন্ ঘরে কে থাকে বাদল জানে না, কিন্তু একটু সকাল সকাল উঠ্‌লে দেখ্‌তে পায় বন্ধ দরজার বাইরে জোড়া জোড়া মেয়েলি জুতো, পুরুষালি জুতো কিম্বা বুট। বাদলের দুই পাশের দুই ঘরে থাকেন দুজন মহিলা, সাম্‌নের ঘরে একজন ভদ্রলোক। একটু দূরে কয়েকটি দম্পতী। ওঁদের কারুকেই বাদল দেখেনি, কিন্তু ওঁদের জুতো দেখেছে। রাত্রে বাদল সকাল সকাল ঘুমতে যায়, ওঁরা দেরি করে ফেরেন। আবার যেদিন বাদল দেরি করে ফেরে সেদিন হয়ত ওঁরা আগেই ফিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা ভোজনাগারে বসে বাদল প্রায়ই অনুমান করার খেলা খেলে; অপরিচিত অপরিচিতাদের মধ্য থেকে নিজের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের নিশানা করে। একদিন যাদের নিশানা করে পরদিন তাদের পছন্দ হয় না, অন্যদের নিশানা করে।

হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট। ঘরে বসে পড়াশুনা করা যায় না। অবশ্য পড়াশুনার জন্য যদি না আলাদা ঘর নেওয়া হয়। চিত্রকরদের জন্য ষ্টুডিওর বন্দোবস্ত এ হোটেলে নেই, কিন্তু এর আশে পাশে ষ্টুডিও ভাড়া [illegible] যায়। বাদল তার বইপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জ-এ বসে থা[illegible] [illegible]দলের শৈত্যবোধ কিছু বেশী [illegible] তুলোর এবং প[illegible] [illegible]জোড়া [illegible]ড়িয়ার উপরে শার্ট এবং পুলোভার এবং তার উপর [illegible] তবু [illegible]ব ভাবল। গরম বোধ হয় না, সে ঠিক আগুনের [illegible] [illegible] চেয়ে [illegible]লেন। [illegible] আগুনের লক্‌লকে শিখা, তার দিকে

এগিয়ে আসে, তার ব্রাউন মুখ রাঙ্গা আলোয় দীপ্তিমান দেখায়। ক্রমশ লাউঞ্জ থেকে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাজে চলে যায়। বাদলের কাজ থাকলেও কাজে মন নেই; বাইরে বড় ঠাণ্ডা, বিশ্রী টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, আকাশ ঘোলাটে। এই লণ্ডনে দুহাজার বছর অর্দ্ধসভ্য, সভ্য ও অতি-সভ্য মানুষ বাস করে কাজ করে সৃষ্টি করে আস্‌ছে। তবু এমন ওয়েদার কিছুতেই বাদলের বরদাস্ত হচ্ছে না, যতই কেন সে বলুক, "এই ত আমাদের খাঁটী স্বদেশী শীত, খাঁটি স্বদেশী বৃষ্টি! আহা! কি পুলক জাগ্‌ছে!"

প্রতিদিন নূতন লোক আসে, পুরান লোক যায়। বাদলের পাশের ঘরের দরজার বাইরে ভৃত্যকর্ত্তৃক সাফ কর্‌বার জন্য রাখা জুতোর আকার প্রকার থেকে বুঝা যায় প্রতিবেশী পরিবর্ত্তন হয়েছে। মনটা প্রথমে একটু উদাস হয়ে যায়—আহা কে লোকটা ছিল, তার সঙ্গে একবার চোখের দেখাটাও হল না। পরমুহূর্ত্তে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কে এসেছে একবার দেখ্‌তে হচ্ছে কিন্তু। কিছুদিন পরে জন্মায় ঔদসিন্য। শুধু যাওয়া, শুধু আসা। কি হবে কারুর চেহারা দেখে। দেখ্‌লে ত মনে থাক্‌বে না? এই ছমাসে বাদল লাখ লাখ মানুষ দেখেছে লণ্ডনের পথে পথে। চোখ বুঁজলে কারুর চেহারা স্মৃতির নিকষে ফুটে ওঠে না ত?

তার কারণ বাদল অন্যমনস্ক মানুষ। দেখেও দেখে না কিছু। তবু তার দেখার সাধটি আছে, সকলের যেমন থাকে। [illegible]ণ্ডনে আছি, অথচ সেণ্ট্ [illegible] দেখিনি? অমনি চল্ল বাদল [illegible] দেখ্‌তে। কিন্তু তার [illegible] তার বাস্ কখন ব্যাঙ্ক [illegible] পৌঁছেছে। যাক্ গে, [illegible] যাবে এখন। [illegible]স্ ত পা[illegible] [illegible]ছ না, [illegible] স্মৃতি[illegible] [illegible] স্থায়ী বাসিন্দে[illegible] [illegible]

কৌতূহলের চাইতে মনের কৌতূহল বেশী। মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন্ ঊর্দ্ধে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা "না", সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্ত্তমান সত্য, ভবিষ্যৎ বহুগুণ সত্য।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়া কিম্বা কিছু ভাবা, মাঝে মাঝে হাই তুলে গত রাত্রের অনিদ্রা ঘোষণা করা, হঠাৎ মগজে একটা আইডিয়ার আবির্ভাব হলে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করা, পায়চারি করতে করতে দুই হাত দিয়ে চুলগুলোকে জড়িয়ে ধরা (তাতে মাথা ব্যথা কিছু কমে), এবং পরিশেষে চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অসাড় হয়ে থাকা, বাদল তার এই সমস্ত মুদ্রাদোষের জন্য অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তার হোটেলে খেয়ালী শিল্পীদের পদার্পণ ঘটত অহরহ। তাদের মুদ্রাদোষের তুলনায় বাদলের ওগুলো অতি সাদাসিদে, অতীব আর্ট শূন্য। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দুই একবার পাগলা গারদ ঘুরে এসেছে। কাজেই বাদলের মুদ্রাদোষ তাদের চোখ কাড়ে না।

তবে এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে তাদের আগ্রহ জন্মায়। তাদেরি সমধর্ম্মা, যদিও রংটা অন্যরকম বলে দলে টেনে নিতে দ্বিধা বোধ হয়। বাদল চোখ না তুলে বুঝতে পারে অনেকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শোন্‌বার জন্য কোন পেতে রাখে ওরা তার কথা বলাবলি করছে কি না। [illegible]া ত মুখে বলে না, চাউনিতে বলে। কথনো কদাচ চোখ তুলে [illegible] টের পায় ঘরের লোক বি[illegible] বলাবলি করছে [illegible]শীটি ইংরে[illegible] এত বড় বড় দুরূহ ব[illegible]রে কি [illegible] তার প[illegible]টিয়ে চলেছে দু[illegible] [illegible]কুল [illegible] বোঝা যায়

পড়ছে ও পড়ে বুঝছে। পড়তে পড়তে মুচকে হাস্‌ছে এক আধ বার, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাদলের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের ভারি কৌতূহল, কিন্তু ইংরেজ যতই বোহিমিয়ান বা খেয়ালী হোক, গায়ে পড়ে আলাপ করতে জানে না। বাদলও লাজুক মানুষ। বিলেতে আসা অবধি কতক সপ্রতিভ হয়েছে বটে তবু সুলভ হবার ভয়টি তার যায়নি। কারুর সঙ্গে কথা বলার আগে মহলা দেয় কি কি বলবে ও কি ভাবে বলবে। বাক্যের গড়ন শব্দের যোজনা উচ্চারণের ঝোঁক ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক কথা আরেক হয়ে দাঁড়ায়, তবু বাদলের জেদ—সে যা বলবে তা distinguished হওয়া চাই। কে বলছে? না, বাদল বলছে। যে সে লোক নয়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার ব্যক্তিত্ব বড়। একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে যাবার পরে বাদল নিজের উক্তির রোমন্থন করতে লেগে যায়। যা বল্ল তাই অন্য কত রকম ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় বলতে পারত, বল্লে হয়ত তার যোগ্য হত, একথা ভাবতে ভাবতে সে সঙ্কল্প করে—যেচে কারুর সঙ্গে কথা কইবে না, গায়ে পড়া প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হলে এমন কিছু বলবে যার থেকে আবার প্রশ্ন না উঠে। কিন্তু কার্য্যত তা ঘটে না। বাদল তর্কশিরোমণি। সামান্য বিষয়েও তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বন্দ্ব বাধায়।

৮

জাহা[illegible] ভাইয়ের কাছে বাদল দা[illegible] শিখেছিল। অতি আনা[illegible] [illegible]র অভাবে এক[illegible] অভাবে [illegible] অর্জ[illegible] [illegible]ায় ভুলে গেছল[illegible]। [illegible] বই পড়ার [illegible] না[illegible]

মতন একটি যুবক, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, প্রতিদিন দাবা খেলেন। তাঁর খেলার সাথী কিন্তু প্রতিদিন এক নয়। কোনো দিন প্রৌঢ়া, কোনো দিন কিশোরী, কোনো দিন বৃদ্ধ, কোনো দিন যুবক। পরম নিঃশব্দে খেলা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিপক্ষকে কাঁচা খেলোয়াড় দেখ্‌লে তিনি নিজেই প্রতিপক্ষের চাল বাৎলে দেন। প্রতিপক্ষকে কোনোমতে খেলার আসরে টেনে রাখ্‌বার জন্য তিনি সুবিধের পর সুবিধে করে দেন, নিজের ঘুঁটি গুলিকে একে একে মার্‌তে দেন। তাঁর মত ধৈর্য্য ত সকলের নয়।

বাদল পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে এক একবার খেলার কাছে দাঁড়ায়। মনে মনে উভয় পক্ষের চাল দেয়। অন্যথাচারণ দেখ্‌লে বিরক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আবার কিছুকাল পরে পা বাড়ায়। ততক্ষণে হয়ত খেলার ছক্ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যুবকটির এক একটা বোড়ে এক একটা মন্ত্রী (Queen) হয়ে পুনর্জন্ম পেল বলে। প্রতিপক্ষের অন্তরাত্মা খেলায় ইস্তফা দিয়া পলায়নের জন্য উন্মুখ। কিন্তু যুবকটি তা হতে দেবেন না। পলাতককে খোরাক দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বেন বলে তাঁর অশ্বের আড়াই চালের ঘরে নিজের একটি বোড়েকে নিঃসহায় অবস্থায় এগিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল হাতের বইখানাকে মাথার উপর ঘোড় সওয়ার করে চোখ বুঁজে কি একটা ভাবছে, তার সাম্‌নের চেয়ারে কে একজন এসে নিঃশব্দে বস্‌লেন [illegible] ল চোখ চেয়ে দেখ্‌ল সেই দাবা-খোর যুবক। বাদল ইতিমধ্যে [illegible] জান্‌তে পেরেছিল। মিষ্টার [illegible]

[illegible] একটু [illegible] র বল্ল, "আজ দাবা [illegible] মিষ্টার

ও [illegible]

[illegible] ীর [illegible] ক নীল, মু [illegible] নো [illegible]

হাসেন না। তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলো নিথর, ভাবের আবেশে কাঁপে না। অথবা তাঁর মনের ভাব সব সময় একই রকম। তাঁর চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু চোখের তারা নড়ে না। তাঁর সেই স্থিরদৃষ্টিকে তিনি বাদলের অভিমুখীন কর্‌লেন, যেন তার উপর সার্চলাইটের আলোক ক্ষেপ কর্‌লেন।

অতি ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণ, যেন কামানে গোলা দাগ্‌ছেন।—"আপনি কি আজ আমার খেলার সাথী হবেন?"

বাদল প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল।—"অল্‌ রাইট্‌।"

সার্চলাইট তার মুখের থেকে অপসৃত হয়ে দাবার ছকের উপর নিবদ্ধ হলে পরে বাদল স্বস্তি বোধ কর্‌ল। কাঁচা খেলোয়াড়ের যা দোষ, বাদল একধার থেকে যাকে হাতের কাছে পেল তাকে মেরে সাবাড় কর্‌ল। তবু শেষকালে চালমাৎ হয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পার্‌ল না। ওয়েলী লোকটা যাদুকর। বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে ওয়েলীর করমর্দ্দন কর্‌ল।

দিন কয়েক পরে ওয়েলীর সঙ্গে বাদলের আলাপ দাবার ছক ডিঙিয়ে দার্শনিক মতবাদে উপনীত হল। ওয়েলী হচ্ছেন বিশুদ্ধ র‍্যাসনালিষ্ট। সব জিনিষের উৎপত্তি উপাদান প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেন। মায়ের কবর খুঁড়ে botanise কর্‌তে ভয় পান না। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হয় physicsএর, নয় biologyর, নয় psychologyর অধিকারভুক্ত।

ওয়েলী কোনো জিনিষকে ভাল বা মন্দ [illegible] কারুর ভাল বা মন্দ চা[illegible] [illegible]র জিজীবিষা নেই। তি[illegible] আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়[illegible] কর্‌তে পারেন না, ক[illegible] যে নেই [illegible]হত্যা বা[illegible] [illegible]ব না অথবা আ[illegible] [illegible]তে হবে [illegible] [illegible]হ. মতা যা[illegible] [illegible]আস[illegible]

আস্‌বে তখন বোঝা যাবে যে, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বেঁহুশিয়ার কিম্বা ব্যাধি বীজরা শরীর যন্ত্রকে অচল করেছে।

"আমরা যে এত 'আমি' 'আমি' করি, এই 'আমি'টা কে বল্‌তে পার, সেন? একটা cell অসংখ্য হয়েছে, একত্র রয়েছে। তারা আপন প্রণালীতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন একদল পিপীলিকা করে থাকে। তাদের আশ্রয় করে অসংখ্য ব্যাক্‌টিরিয়া বাস কর্‌ছে। আমি কিছুই টের পাইনে। আমি প্রত্যক্ষ করিনি যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুট্‌ছে। আমি স্বচক্ষে দেখিনি আমার পাকস্থলী কিম্বা যকৃত। নিজের ঘর সংসার সম্বন্ধে এই ত আমার জ্ঞান। তবু বল্‌তে হবে এসব নিজের?

বাদল কোনোদিন এদিক থেকে ভাবেনি। ওয়েলীকে সে বিশেষ সমীহ কর্‌তে লাগ্‌ল।

" 'ইচ্ছা' কাকে বল্‌বে, সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষটা কি? আরও কিছুকাল জীবন ধারণ? দুদিন কম বেশীতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও, তবে এমন কি আসে যায়? cell-গুলো বাড়্‌তে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত atom-গুলো ত থাক্‌বে? personal immortalityর কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality ত স্বতঃসিদ্ধ।"

বাদল চিন্তা ব [illegible] ার মতবাদের থেকে ওয়েলীর [illegible]বাদ উত্তর মেরুর থেকে দক্ষি[illegible] মত স্বতন্ত্র। তবু দুই [illegible] কি যেন সাদৃশ্[illegible]। বাদল[illegible] কে ওয়েলীর কাছে [illegible] চ্ছা, মিষ্টা [illegible] বিষ[illegible] । আইডিয়া [illegible] র [illegible] পা[illegible] ত বড় তার্কি [illegible]

যেন যাদু জানেন। ওয়েলীকে বাদল ভয় করে। লোকটা যেন মানুষ নন্। উত্তাপশূন্য, আবেগশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, রিপুজিৎ। তাঁর সুখের আশা কিম্বা দুঃখের আশঙ্কা নেই। না নিজের জন্য, না পরের জন্য। মানবজাতি থাক্ বা লুপ্ত হয়ে যাক্, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দেশের গৌরব, জাতির প্রগতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তাঁকে মাতায় না, ভাবায় না। নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজকে ঢেলে সাজবার অভিলাষটি বহু র‍্যাসনালিষ্টের আছে যদিও তার প্রয়োজন যে কি তা তাঁরা বল্‌তে পার্‌বেন না। পৃথিবীই বা থাক্‌বে কদিন! মানব জাতিই বা থাক্‌বে কদিন! ব্যক্তিবিশেষ ত বীজ বপন করে ফল ভোগ কর্‌বার আগে মর্‌বে। তবে কেন বিশুদ্ধ র‍্যাসনালিস্‌ম্ ফেলে ফলের পশ্চাদ্ধাবন?

"ভাল মন্দ বলে কিছু নেই। আজ যেটাকে ভাল বলে তার পিছু নিচ্ছি কাল সেটাকে মন্দ বলে নিজের বুদ্ধিকেই বিদ্রূপ কর্‌ব। না, সেন, কোনো কিছুই ভাল কিম্বা মন্দ নয়। Nothing matters in the last analysis."—একটু থেমে বলেন, "তোমাদের একালের ইউটোপিয়া আর কিছু নয়, সেকালের স্বর্গের নামান্তর ও রূপান্তর। তার মূল হচ্ছে বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ, বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। তার ফুল হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতা, কাল-সাপেক্ষ perfection."

ওয়েলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বাদল তাঁকে নিজের সুখ দুঃখের কথা বল্ল। রাত্রে তার ঘুম হয় না বিশ্বের ভাবনা ভেবে। সুধীদার নাম করে বল্ল সুধীদা ইনটুইশনের ও বাদল ইন[illegible]টের মার্গ অবলম্বন করেছে[illegible] রোজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাদ[illegible] না। বাদল যেন এক[illegible] দিকে (?) ঘুর্‌ছে, [illegible] সেই এ[illegible] জায়গায় [illegible] আনন্দ সে[illegible] টের [illegible] ঘর [illegible] দেশ, ইংলণ্ড[illegible]

ওয়েলী অনবরত পাইপ টানেন। টান্‌তে টান্‌তে বাদলের কথা এক মনে শুনে যান্। নিজের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে চান্ না, কিন্তু বাদল যখন পীড়াপীড়ি করে তখন বলেন, "আমি নিজে এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে আছি কি না তার প্রমাণ পাচ্ছিনে, সেন। আমি একেবারে আছি কি না তুমিই বল্‌তে পার। ওরা বলে, 'I think, therefore I am.' কিন্তু সেটা হচ্ছে begging the question, কারণ 'I think', এই বাক্যের যে 'I' শব্দটি সেইটির অস্তিত্ব নিয়ে ত যত প্রশ্ন। না, সেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই।"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে যায়! সে ভগবান মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। ওয়েলীর কথা শুনে তার সন্দেহ জন্মায়। তাইত, আত্মা কি নেই? আত্মা যদি না থাকে ত চিন্তার কি প্রয়োজন? অকারণ এত অনিদ্রা। অর্থহীন ঐ ইন্‌টুইশন ও ইন্‌টেলেক্‌ট। না, না, এ হতেই পারে না। আত্মা আছে। অন্তত অহং আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদল নাস্তিক, অহং সম্বন্ধে আস্তিক।

ওয়েলীকে যেই একথা বলা অমনি উনি বলেন, "Illogical.".— বাদল মূক হয়ে যায়। দিগ্বিজয়ীর নিঃশব্দ পরাজয়।

৯

রাত্রে বাদল ... ...ল শয্যা শূন্য পড়ে আছে, সে নেই। ঘরে নেই, বাইরে নেই, আক... বাতাসে নেই। সে নেই ... বিছানার উপ... ...ঠো ছাই ... স্তূ।

...হয়ে বেঁ... ...। তার ঘুম ... ...স

...ছে ... ...য়ে উঠে স্ব...

আহ্লাদের বেগ সম্বরণ না কর্‌তে পেরে মিষ্টার ও মিসেস্ উইল্‌স্‌কে ডেকে তুল্‌বে কিনা ভাবতেই তার মনে পড়্‌ল এটা হোটেল।

বিছানায় ফিরে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি আবার তেমন স্বপ্ন দেখে। তখন ভোর হ'য়ে আস্‌ছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। বাদল চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বস্‌ল। সাম্‌নের দিকে ঝুলে-পড়া টুপি মাথায় গোঁপওয়ালা ক্ষুদে গাড়োয়ান আপাদবক্ষ চটের থলে মুড়ি দিয়ে পশুবোধ্য ধ্বনি বিশেষ উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। লোমশপাদ অশ্বের খুর থেকে খট খট আওয়াজ উঠ্‌ছে।

বাদল রাত্রের দুঃস্বপ্ন ভুল্‌ল। নিজের ও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার সহজ প্রত্যয় তাকে আনন্দে আপ্লুত কর্‌ল। ওয়েলী মানুষটা পাগল। এত বড় একটা স্বতঃসিদ্ধকে কিনা সন্দেহ করেন। ইণ্ডিয়াতে একদল মানুষ আছে, তাদেরকে বলে মায়াবাদী। বাদল তাদের উপর সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অপ্রসন্ন। তাদের অপরাধ তাদের সঙ্গে বাদল তর্ক কর্‌তে পারে না, তারা আগাগোড়া সব উড়িয়ে দেয়। যার সঙ্গে তর্ক করতে পারে না তাকে বাদল নিজের ব্যক্তিগত শত্রু জ্ঞান করে। তার মুখ দর্শন করে না। তার নাম বাদলের অশ্রাব্য। শুধু মায়াবাদী না, যারা কর্ম্মফলবাদী তারাও বাদলের শত্রু। বাদলের ইচ্ছা করে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বল্‌তে, "এও তোমাদের কর্ম্মফল।"

ইংলা[illegible] [illegible] ব্যতন্ত্রের মায়াবাদী দেখে [illegible] বিস্ময় এবং বিতৃষ্ণা [illegible] মনতর মানুষের [illegible]। এবে [illegible]ায় চায়[illegible] [illegible] গিয়ে আ[illegible]গ [illegible] মঠ [illegible]স্বা প[illegible] [illegible]ানে বলে র[illegible] [illegible] [illegible] কিন্বা

পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে বাদলের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না! এবং সন্ন্যাসীদেরকে বাদল outlaw জ্ঞান করত বলে তাদের দিক থেকে যে বল্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে সে বিষয়ে তার খোঁজ ছিল না, হুঁস ছিল না।

একটু পরে ওয়েলীর সঙ্গে ব্রেকফাষ্টের সময় দেখা হবে তখন তাঁকে বাদল বল্‌বে কি? মনে মনে একটা বক্তৃতা তৈরী কর্‌তে গিয়ে বাদল সেই ঘোর শীতকালেও ঘেমে উঠ্‌ল। এমন কিছু বলা চাই যার উত্তরে ওয়েলী একটা কথাও বল্‌তে পার্‌বেন না। তেমন যুক্তি কই? ওয়েলী যদি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ আবার কি? বর্ব্বরের কাছে বেড়াল যে বাঘের মাসী এও ত একটা স্বতঃসিদ্ধ।

বাদল অবশেষে স্থির কর্‌ল সুধীদার কাছে বুদ্ধি ধার কর্‌বো। যেই চিন্তা সেই কাজ। ছুট্‌ল টেলিফোন কর্‌তে।

"হ্যালো।"

"মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি?"

সুজেৎ সুধীর সন্ধানে সিঁড়ি ভেঙ্গে দৌড়ল। সুধী নেমে এল। "কে?"

"আমি বাদল। ভয়ানক মুস্কিলে পড়েছি।"

"সে কি রে! বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস্, মিসেস্ উইল্‌স্ ঠিকানা দিতে পার্‌লেন না। কি হয়েছে!"

"আত্মা আছে, তার স্বপক্ষে কি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে?"

সুধী অবাক [illegible]ল।

বাদল বল্ল, [illegible]লোকের সঙ্গে তর্কে [illegible]। ভীষণ মক[illegible]।"

[illegible] "আম[illegible] সঙ্গে অনেক দি[illegible] [illegible]দ্ধি

বিনি[illegible] কে[illegible]

বাদল বল্ল, "না, সুধীদা। আমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে।"

বাদলের প্রশ্নের উত্তরে সুধী বল্ল, "আত্মা আছে, এর স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি—আত্মা আছে। ওর বেশী আমি জানিনে। এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই, বাদল।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "আমি তোমার মত defeatist হতে পারব না। আমি পরাজিত হয়েছি বলে লজ্জায় মৃতপ্রায়। তবু জিৎবার জন্য প্রাণপণ করব।"

বাদল ভাবল, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে সুধীদাটা একটা vegetable বনে গেছে। আমি কিন্তু বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি দেব না। বাদল টেলিফেনের রিসিভার স্বস্থানে ন্যস্ত করতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার তুলে নিল। সুধী বল্ল, "বাদল, শোন। একদিন মিউজিয়ামে আয়।"

বাদল বল্ল, "কি দরকার? তোমার ও আমার সাধন মার্গ এক নয়। দুজনে দুই পথে চলতে চলতে যদি কোনো দিন কোনো এক চৌমাথায় মিলিত হই তবে সেই দিন কাফেতে বসে পথের গল্প করা যাবে। আমাকে নিজের মত চলতে দাও, প্রভাবিত কোরো না।"

সুধী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকল। বাদল ডাকল, "সুধীদা।"

"কি?"

"তোমাকে defeatist বলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে তুমিই সুখী। তোমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই, তুমি [illegible] স কর তার প্রমাণ খুঁজ[illegible] নাস্তানাবুদ হও না, তা[illegible] করতে যাওই না!"

[illegible] কাছে প্রমাণ[illegible] চেষ্টা

নিজে[illegible] প্রয়াস। [illegible] র [illegible] য়ের

পরিচয় দেয়। তা ছাড়া ওটাতে পরকে অনাবশ্যক প্রাধান্য অর্পণ করে বিচারকের সিংহাসনে বসিয়ে। যা সাদা চোখে দেখছিস্ তাকে বিশ্বাস করে তার থেকে রস সংগ্রহ কর। সাদাকে সাদা বলে প্রমাণ করে তর্কে জিৎবার নাম commonsense-শূন্যতা।"

বাদল ত ভারি চটে গেল। ফোন ফেলে দিয়ে দিগ্বিদিক ভুলে যে ঘরে ঢুকল সে ঘরে ওয়েলী বসে পাইপ টান্ছিলেন। বাদল পালাবার পথ পেল না। ওয়েলীর নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ তাকে চলৎশক্তিরহিত করল। সে মূঢ়ের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বল্ল, "গুড্ মর্ণিং।" ওয়েলী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে গুড্ মর্ণিং জানালেন, বাদল আশ্বস্ত হল। তার কেমন যেন ভয় ওয়েলীর কণ্ঠস্বরকে, স্বল্পসংখ্যক শব্দকে। ওয়েলী যখন একটিও কথা কইলেন না তখন বাদলের শঙ্কা দূর হল। সে ধীরে ধীরে পিছু পিছু হট্‌তে হট্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৯০

অসহ্য। ওয়েলীর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা অসহ্য। থাক্‌লে বাদলের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, বাদলকে যেতে হবে পাগলা গারদে। ওয়েলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তার চিন্তার গোলমাল হয়ে যায়—হয়ত ভাব্‌ছিল পার্লামেণ্টীয় নির্ব্বাচন-রীতি-সংস্কারের কথা, হঠাৎ ওয়েলী [illegible] দেখে মনে পড়ল, নিজে আছে কিনা তারই ঠিক নেই, কা[illegible] [illegible]বেদনা!

[illegible] সাধারণ [illegible] লিবারল ও লে[illegible] [illegible] মিলে [illegible] পেয়ে[illegible] [illegible]রভেটিভ দলে[illegible] [illegible] দশ লা[illegible] [illegible]ক্রম [illegible] তারাই হ[illegible] [illegible]য়িষ্ঠ

দল, তাদের সদস্যসংখ্যা অন্য দুই দলের সমবেত সদস্যসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। যে প্রথার দ্বারা এমন অঘটন ঘটে তার পরিবর্ত্তন চাই। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা কার প্রতিনিধি? দেশের বহুতর লোকের নয়। দেশের নানা ভগ্নাংশের স্বতন্ত্র সমস্যা আছে। ঐ সব স্থানীয় সমস্যার ধ্বজা বয়ে যারা লণ্ডনে আসে তারা দেশের বৃহত্তম সমস্যার কি জানে? আদার ব্যাপারীর দল জাহাজের খবর রাখে না।

তা বলে বাদল মুসোলিনির মত গোড়া ঘেঁষে সংস্কার চায় না। ওটা ত সংস্কার নয়, এক জনের হাতে দেশের সব কটা লাগাম ধরিয়ে দেওয়া। পার্লামেণ্ট তাঁর মতে দেশের ভাগ্যবিধাতা হতে পারে না, দেশের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র (State)। জনসাধারণকে যে যত ভোলাতে কিম্বা ঠকাতে পারে জনসাধারণের সেই তত বড় প্রতিনিধি ও পার্লামেণ্টের তত বড় সদস্য। সাধারণত সে কোনো একটা দলের লোক। কাজেই দলের স্বার্থকে সে দেশের স্বার্থের থেকে বড় করে থাকে। এরূপ মানুষের পার্লামেণ্ট দেশের কর্ত্তৃত্ব করবে মুসোলিনীর মতে তা অনুচিত। বিশেষ করে অনুচিত এইজন্য যে অখণ্ড অবিভাজ্য দেশকে এরা নিজের নিজের ছোট ছোট জেলার সমবায় বলে ভাবতে শিখেছে। মুসোলিনি রাজনৈতিক দলাদলি ও জেলা অনুসারে প্রতিনিধিবিভাগ এই উভয় প্রথার উচ্ছেদ চান। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কের কারবার, রেল, ষ্টীমার ইত্যাদিতে যত লোক নিযুক্ত তারা সকলে উভয় পক্ষের প্রতি[illegible] আটশ জনের নাম পাঠা[illegible] [illegible]d Council এই আটশ [illegible]কে কতক ও বাইরে [illegible] [illegible]য় চারশ জনের ন[illegible] [illegible]মে ঘো[illegible] ও এ[illegible] [illegible]আপনারা এই [illegible] [illegible]মনো[illegible] এক[illegible] [illegible]বা একসঙ্গে[illegible] [illegible] ক[illegible] [illegible]টে

মনোনীত ব্যক্তিগণের পরাজয় ঘট্‌লে অন্য এক জটিল উপায়ে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হবে। মোট কথা রাষ্ট্রবিধাতা যাঁর যাঁর উপর প্রসন্ন সেই সেই ব্যক্তি হবেন পার্লামেণ্টের সদস্য। তবু তাঁদেরি অভিমত যে গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য হবে কিম্বা তাঁদেরি কথায় যে গবর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ কর্‌তে হবে তা নৈব নৈব চ।

এই হল মুসোলিনির নির্ব্বাচনরীতিসংস্কার। এর উদ্দেশ্য ডেমক্রেসীর সংহার। এর সঙ্গে সেদিন লর্ড সভায় আল গ্রের বক্তৃতার তুলনা করে বাদল কন্‌সারভেটিভ দলের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। কন্‌সারভেটিভরা মুসোলিনির মত স্পষ্ট করে বলুক কি তারা চায়—ডেমক্রেসী না ফাসিস্‌ম্‌। সেকেলে নির্ব্বাচনরীতির সুযোগ নিয়ে তারা পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্র হাত করেছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক ত তাদের ভোট দেয়নি। ডেমক্রেসীকে যদি শ্রদ্ধা কর্‌তে হয় তবে অধিকাংশের অভিমত যাতে পার্লামেণ্টের অভিমত হয় সে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। তারপর পার্লামেণ্টের অভিমত যাতে মন্ত্রীসংসদের অভিমত হয় সেটার ব্যবস্থা ত ইংলণ্ডের মত দেশে দুই শতাব্দীকাল আছে। ইংলণ্ডে ডেমক্রেসী সম্পূর্ণ নিরাপদ হলে ডেমক্রেসীর প্রধান শত্রুরা ইটালী কিম্বা রাশিয়া যেখানেই থাকুক তাদের আদর্শের আক্রমণ থেকে ইংলণ্ড হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাদল হঠাৎ দেখ্‌তে পায় ওয়েলী দাবার ছক নিয়ে এক্‌লা বসে। হয়ত দুই চালে কি তিন চালে কিস্তিমাৎ করার proble[illegible] কর্‌ছেন। ওয়েলীর তৈরী প্রব্লেম মাঝে মাঝে কাগজে বেরয়। [illegible] তার কিছুই বোঝে না। [illegible]ার চেষ্টা ক[illegible] করে ছে[illegible]। ও বিষয়ে তা[illegible]। [illegible] দেখে [illegible] মনে পড়ে যায় [illegible] in the [illegible]ysi[illegible] অত ভেবে ? [illegible]তর

সংস্কার যদি হয় তাতে কি? কার কি লাভ, কার কি ক্ষতি? কেই-বা আছে? ভগবান নেই, আত্মা নেই, ওয়েলী নেই, আমি নেই।

সান্ধ্য আহারের পর রাস্তায় রাস্তায় বেড়ানর অভ্যাস বাদল হোটেলে এসেও ত্যাগ করেনি। হাতে দস্তানা, দুই হাত ওভারকোটের পকেটে পোরা, পায়ে বুট—বাদল বেড়ায় ফুটপাতে। বড় বেশী শীত করে বলে বড় বেশী জোরে পা চালায়, একটু থাম্‌লে জমে হিম হয়ে যাবার মত হয়।

এক একটা বিষয় নিয়ে যখন ভাবে তখন উঠে পড়ে ভাবে, এ হচ্ছে বাদলের স্বভাব। নির্ব্বাচনরীতিসংস্কার নিয়ে ভাবনা চলেছে। Proportional Representation চাইই। গত শতাব্দীতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তার চাহিদা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন ছিল মাত্র দুটি দল। কোনো দলের নির্ব্বাচক সংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা কম হলেও মোটের উপর অবিচার হত না। যেখানে মাত্র দুই পক্ষে প্রতিযোগিতা সেখানে একটা না একটা পক্ষ পরাজিত হবেই। পরাজয়ও স্থায়ীভাবে কোনো এক পক্ষের ছিল না। কাজেই কোনো পক্ষ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি গ্রাহ্য করেনি। এখনকার ইংলণ্ডে তিনটি দল, তিন পক্ষ। ছোট ছোট দুটা একটা দলও আসরে নাম্‌ছে। যে দলের ভোটার সংখ্যা যত সে দলের প্রতিনিধি সংখ্যা যদি তদনুপাত না হয় তবে এমনো হতে পারে যে দলবিশেষের একটিও প্রতিনিধি কোনো কেন্দ্রেই নির্ব্বাচিত হয়ে উঠ্‌বে না, যদিও উক্ত দলের ভোটার সংখ্যা সমগ্র দেশের ভোটার সংখ্যার এক [illegible] এবং ন্যায়ত পার্লামে[illegible] [illegible]০টি আসন উক্ত দলের [illegible] [illegible]ক জানে, বাদলের নিজে[illegible] [illegible]প দশা হবে।

[illegible] [illegible]ত্রে বিছানার [illegible] থা[illegible] [illegible]ঘুম আঁ[illegible]

১১

পরদিন সকালবেলা ওয়েলীর মুখ দেখে বাদল ঠিক করে ফেল্ল এ হোটেলে থাকা পোষাবে না। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, তবু পালাতেই হবে। তার বয়স অল্প, প্রাণে অনন্ত অভিলাষ, সে যে হতে হতে কি হয়ে উঠ্‌বে কল্পনা কর্‌তে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, জগতের যত মহাপুরুষ তাদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বস্‌বার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দ্দন তাঁরা কলিন্স মিলফোর্ড দে সরকার নন্‌, আত্ম অবিশ্বাসী ওয়েলী নন্‌, তাঁরা দান্তে গ্যেটে শেক্‌সপীয়ার প্লেটো য়্যারিষ্টট্‌ল্‌ গৌতম বুদ্ধ। তাঁরা অতি পুরাতন হয়েও অতীব নবীন। আপনার উপর তাঁদের অটল বিশ্বাস। আপনাকে তাঁরা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করেছেন সেই পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। বাদল দুবেলা জপমন্ত্রের মত উচ্চারণ করে—আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, আমি নিজেকে আরো শ্রদ্ধা কর্‌তে চাই। আমি শ্রদ্ধেয় বলেই আমি আছি, আমি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়ে থাক্‌লে আমার অস্তিত্ব থাকৃত না।

পলায়ন করাতে শক্তির পরিচয় দেয় না, কাজটা শ্রদ্ধাযোগ্য ত নয়ই। তবু বাদল পালাবে স্থির কর্‌ল। ভেবে চিন্তে স্থির কর্‌ল এমন নয়। হঠাৎ পাগ্‌লা কুকুর কিম্বা ষাঁড় দেখ্‌লে যেমন দৌড় দেওয়া সাব্যস্ত কর্‌তে হয় এক্ষেত্রেও [illegible]মনি। বাদলের মন দ্বিধা কর্‌লেও প্রবৃত্তি অস্থির হল। অতএব বাদল [illegible]বী কর্‌ল না। জিনিষগুলো [illegible]টা ট্যাক্সিতে চাপি[illegible] ম্যানেজার[illegible] "টাকা ফেরৎ চাইনে [illegible] ব্যবস্থায় অ[illegible]। অ[illegible] অন্যত্র যাচ্ছি [illegible] ভাগ ক[illegible]পা ক[illegible] কোনো দিন [illegible] [illegible]নটা [illegible] হাল্‌কা হ[illegible] মনে

হল তার কেউ নেই কিছু নেই কোনো ভাবনা নেই কোনো দায়িত্ব নেই। দিনটি পরিষ্কার ছিল। কোনো পার্কের কাছ দিয়ে যখন মোটর চলে যায় রাশি রাশি almond মুকুল বাদলের চোখে অরুণ রঙ্গের নেশা লাগিয়ে দেয়। অকবি বাদল উপমা খোঁজে। অতি মূল্যমান যার সময় সে খানিকটা সময়ের অপব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই ত হোলি খেলার দিন। এদেশেও গাছে গাছে ডালে ডালে হোলি খেলা চলেছে।

বাদলের বিশেষ কোনো ঠিকানায় যাবার কথা ছিল না। খুব সম্ভব ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু সেখানেও তিন চারদিনের বেশী রাখে না, যদি না অনেক আগে থেকে আবেদন করে স্থায়ী বোর্ডার হওয়া যায়।

সোফারকে বল্ল, "ভিক্টোরিয়া।"

যাক্, কিছুদিনের মত লণ্ডনের বাইরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করা যাক্। মন স্বীকার না কর্‌লেও আত্মারাম জানেন কি শীত! কি বৃষ্টি! কি কুয়াশা! কি ধোঁয়া! কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলে কি ফগ্! কি অন্ধকার!

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন। একপ্রান্তে ইউরোপ-অভিমুখী ও ইউরোপ-আগত ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম। অপর প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ট্রেন সমাবেশ।

যে গতি-হিল্লোল মোটরে আস্‌বার সময় বাদলকে [illegible]তয়ে রেখেছিল মোটর থেকে [illegible]মও বাদল তার প্রভাব সর্ব্বাঙ্গে [illegible]ছিল। বিলম্ব কর্‌ল ন[illegible] অব ওয়াইটের গাড়ী [illegible]ছিল। [illegible]লকে কো[illegible] ড় দিল যে [illegible] এ পৌ[illegible]টা তুয়ে [illegible]

[illegible] দেশকে [illegible]র [illegible]ক্ষুসাৎ

করছিল। লণ্ডনের আশে পাশে ফ্যাক্টরী। লণ্ডনের আওতা অতিক্রম করলে ছোট ছোট গ্রাম। মাঠে ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। বন্ধুর অনুর্ব্বর ভূমির উপর সবুজ রঙ্গের বার্ণিশ করা। গাছে গাছে নতুন পাতা ও নতুন পাখী। গাছ কিম্বা পাখী কারুর নাম বাদল জানে না, ওদের সম্বন্ধে বাদলের কোনোদিন কৌতূহল বোধ হয় নি।

বাদল কখনো ভাবছিল, আচ্ছা, গাছের সঙ্গে পাখীর এমন মিতালি কেন ও কবে থেকে? গাছ মাটী ছেড়ে নড়তে পারে না, পাখী আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্থিতির সঙ্গে গতির পরিণয় অদ্ভুত নয় কি?

কখনো ভাবছিল, এখনো ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল? এরা tractor কেনে না কেন? বাণিজ্যে আমাদের দেশ যেমন অগ্রসর কৃষিতে তেমন নয়, এ বড় আফশোষের কথা।

এক একবার ওয়েলীকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাদলের সাজান বাগান শুকিয়ে যেত যদি ওয়েলীর 'লু' বাতাস প্রতিদিন তার উপর দিয়ে ছুটে যাবার পথ পেত। ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের উদারমতি গবর্ণমেণ্ট, অবাধ বাণিজ্য, উন্নত শিল্প, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, যানের উৎকর্ষ ও দ্রুতগতি, জাতিতে জা[illegible] অক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, কচিৎ এক আধটা যুদ্ধ—যা কিছু বাদ[illegible] জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে ওয়েলী এক ফুৎকারে নি[illegible]দেন।

[illegible] ইওর [illegible] গাম্ ইওর ওয়েলী [illegible] থেকে প[illegible] এ ল[illegible] ভুলতে পারছি[illegible] বের জন্য। [illegible]লী[illegible] দিয়ে ভা[illegible]।

তারপর তার মনে পড়ে গেল সুধীদাকে। কি মজা! সুধীদা টের পাবে না বাদল কোথায়। কেউ জানতে পাবে না সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শুধু জানবে তার ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক একজনকে অপর জনের ঠিকানা জানায় না। ওটা ওদের নীতি-বিরুদ্ধ। কাজেই সুধীদা জব্দ।

ব্যাঙ্কে বাদলের শ'দুই পাউণ্ড জমা রয়েছে। ছমাসের মত সে নিশ্চিন্ত। এই ছমাস কাল সে নিভৃত চিন্তা করবে। মননের মত আনন্দ কিছুতে নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা নিয়ে বাদল মন খাটাবে না। মনের মত দেশ, মনের মত ঋতু, একটু নিরিবিলি একটি কুটীর, দুবেলা লঘুপাক আহার্য্য, সারাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ান কিম্বা মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—অবশ্য ওয়েদার যদি আজকের মত প্রসন্ন হয়। কি আনন্দ! কি মুক্তি!

পোর্টস্মাথ্। খেয়া জাহাজ অপেক্ষা করছিল। ওপারে ওয়াইট দ্বীপ। দূর থেকে তার বনবীথি দেখা যায়!

বাদল ভাবছিল, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, দাদা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। আছে নিজের উপর শ্রদ্ধা। তাই থেকে অনুমান হয় নিজে আছি। আমি আছি, আর আছে আমার মন। আমরা দুটি সঙ্গী।

"Come along, Mr Mind"—বাদল তা[illegible] বল্ল।

আপনার নিমন্ত্রণ রইল, মিষ্টার—।" সুধী তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল।

রিম্‌লেস্ চশমার পিছনে তাঁর ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু পরিহাসকালে প্রায় নিমীলিত দেখায়। বয়স ষাটের এদিকে কিম্বা ওদিকে। চুল এখনো সেকেলে ধরণে বাঁধা, সব পেকে গেছে। গাল বেশ ফুল্‌কো, স্বাস্থ্যের বর্ণচ্ছটায় রঙ্গিন। ভরাট গড়ন, দীর্ঘ ঋজু আকার। সুধী এলেন টেরীর সঙ্গে তুলনা কর্‌ল। পোষাক মসৃণ কাল সাটিনের। বাম হাতের একটী আঙ্গুলে একটী আংটি, দেখে মনে হয় বাগ্‌দানের।

রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের সময় ডক্টর মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট সুধীকে দেখে বল্লেন, "One more unfortunate! এলিনর, তুমি এঁকে কবে ভজালে ?"

মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট নিরামিষ turtle soup পরিবেশন করে নিরামিষ lamb cutlets-এর ঢাকা খুল্‌তে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে কনভার্ট করা যেন নিউকাস্‌লে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, মিসেস্ বেসান্টের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে ?"

সুধী বল্ল, "আমি থিয়সফিষ্ট নই।"

এলিনর বল্লেন, "নন্? তবে কেমন করে নিরামিষা ...লেন ?"

সুধীকে ...তবর্ষের সাত্ত্বিক আদর্শের প্রস ... ত হল। শেষে সুধী বল্ল ... নাম শুনেছেন ?"

...ছি বৈ কি। ... র শব ... য়।

উঃ ...

...াদের কথা ... দের

"ওঃ পার্শী! How dreadful! শুন্‌লে আর্থার? তোমার গ্রীকদের পরম শত্রু সেই যে পার্শিয়ানরা, তারাই—মানে তাদের বংশধররাই—ওঃ How dreadful!"

সুধী জান্‌ত না যে মিস্‌ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইটের দুই নম্বর বাতিক ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত করা। এজন্য তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা একটি সমিতি করেছেন। যাঁরা চাঁদা দিয়ে সভ্য হবেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের শব সমিতি কর্ত্তৃক দাহ করা হবে। শবদাহ-কার্য্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সমগ্র দেশের মধ্যে হয়ত একটি কি দুটি Crematorium আছে।

মিস্‌ মেলবোর্ণ-হোয়াইট সুধীকে সভ্য হবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। সুধী প্রথমটা আশ্চর্য্য ও পরে কৌতুক বোধ করে বল্ল, "আমি ত পার্শী নই। আমি হিন্দু। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য সকলে তাকে ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টির রাত্রেও; একটি পেনী মজুরি নেয় না।"

ডক্টর মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট গম্ভীরভাবে বল্লেন, "প্রাচীন গ্রীক্‌রা শব দাহ কর্‌ত, না শবকে গোর দিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" অন্যমনস্ক অধ্যাপককে দাবড়ি দিয়ে তাঁর ভগিনী বল্লেন, "কিন্তু আধুনিক পার্শীদেরকে আমাদের সমিতির সভ্য কর্‌তে হবে, আর্থার।"

মেল্‌বোর্ণ [illegible] য়াইট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে সুধী জান্‌তে পার্‌ল এঁদের [illegible] স কেউ রাণী ভিক্টোরিয়ার [illegible] ান মন্ত্রী লর্ড মেল[illegible] র আ[illegible] মন। লর্ড মেল্‌বোর্ণের [illegible] প্রতিকৃতি এঁ[illegible] বার [illegible] ত কর্‌ছে। [illegible] মিস্‌ মে[illegible] াইট [illegible], "the M[illegible] দের পরি[illegible] শেষ [illegible] বিষয়ে সুধী [illegible] তাঁর

ভাইটি বড় বেচারা মানুষ। বয়সেও তাঁর বড়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মস্ত ক্লাসিকাল স্কলার, গিল্‌বার্ট মারের মত প্রখ্যাত না হলেও তেমনি বিদ্বান। ভাইবোন দুজনেই অনূঢ়, তবে ভাইয়ের জীবনে কখনো কোনো রোমান্স ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর আঙুলে অঙ্গুরীয় নেই। আকারে আয়তনে ভাইটি খর্ব্ব ও ক্ষীণ; কিন্তু তাঁর দাড়ির বহর তাঁকে বাড়িয়ে দেখায়। বোনের অতি-সজাগ চক্ষু তাঁর পরিচ্ছদকে মলিন কিম্বা কুঞ্চিত হতে দেয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উপর বোনের অত্যাচার অবিরত লেগে রয়েছে। বোনটি এতটা পটু না হলে ভাইটিও বোধ করি এতটা অপটু হতেন না। আক্ষেপ করে বল্‌ছিলেন, "হতে চেয়েছিলুম ক্লাসিকাল নায়ক, হয়ে দাঁড়ালুম ক্লাসিক্সের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে পড়া আর পড়ান।"

সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ছাত্র?"

সুধী উত্তর দিয়েছিল, "হাঁ, সার।" প্রবীণ ব্যক্তিকে সার বলে সম্মান দেখিয়ে সুধী সম্মান বোধ করে। বাদলের মতে সকলেই সমান। সমানে সমানে সহজ ভদ্রতা চলুক, উচ্চতা নীচতার ভাণ কেন?

ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট বলেছিলেন, "কিসের ছাত্র?"

সুধী বলেছিল, "জীবন শিল্পের।"

"তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারস্থ হতে হয়।"

"কিন্তু তারা কি বেঁচে আছে?"

"আছে বৈ কি। যে একবার বেঁচেছে সে [illegible] বেঁচেছে। মরে তারাই [illegible] পকে মরা। প্রকৃতি [illegible] ক্ষেত্রেই [illegible]ৎসা, মিষ্টার [illegible]

[illegible] "মৃতের জন্য [illegible] ন [illegible] [illegible]না, সার [illegible] লক্ষ লক্ষ বীর [illegible]

বিক্রয় করে সাম্রাজ্যদানের দক্ষিণা জুটিয়েছিলেন। ইতিহাসে হর্ষবর্দ্ধনের সম্বন্ধে পড়েছি তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যথাসর্ব্বস্ব দান করে নিঃসম্বল হতেন। অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। কতকগুলো লোক বলবান বিদ্বান ধনবান ও অন্য কতকগুলো লোক নিরাশ্রয় মূর্খ ও দরিদ্র হয়েই থাকে। সমাজ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকলে দক্ষিণ অঙ্গের অতি বৃদ্ধি ও বাম অঙ্গের অতি ক্ষয় ঘটবে এবং পরিশেষে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ ডিগ্‌বাজি খাবে। এই চেয়ারখানার একটা পায়া ভাঙ্গলে যে দশা হয় সেই দশা। সেই জন্য দান করাটা দাতার গরজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দান করতে হয় এবং দানের সঙ্গে দিতে হয় দক্ষিণা।"

মিস্ যে সব কথা শুনছিলেন তা কাউকে জানতে দেননি। হঠাৎ মুখ তুলে বল্লেন, "শুনলে ত আর্থার? সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার সংকেত? তোমার গ্রীকরা অপঘাতে ম'ল ক্রীতদাস পুষে। রোমানরা ম'ল ক্রীত-দাসকে সিংহের খাঁচায় পূরে মজা দেখতে দেখতে। তুমি কি তোমার স্বজাতির তেমনি মৃত্যু চাও? আমি জানি তুমি বলবে মৃত্যু যার ঘটে রয়েছে তারই ঘটবে। কিন্তু আমি গ্রীক নই, আমি Destiny মানিনে। যাকে প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ যতদূর সাধ্য ততদূর প্রতিরোধ করব। যা ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দেব না।"

সুধীর দিকে ফিরে বল্লেন, "দেখুন দেখি [illegible] র্ত্তী, যুদ্ধ একটা [illegible] সভ্য মানুষের কলঙ্ক। [illegible] লড়া করে তিল [illegible] —ওঃ সে অকথ্য [illegible] দ্ধিমা [illegible] থ্যা-কথা [illegible] বিয়ে মনের মা[illegible] নি[illegible] এবং বেশ [illegible] আমরা নারী[illegible] ঠ [illegible] তার

শেষোক্তটার—শিক্ষাদীক্ষার—উপর ঝোঁক দিয়েছেন। আপনাদের উদ্যমের প্রশংসা করি।”

মিস্ মনোযোগপূর্ব্বক সমস্ত শুন্‌ছিলেন। কাগজপত্র ব্যাগে পূরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, “আপনি বোধ করি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত না দেখে কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌বেন না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কথায় কথায় আমাকে ভোলাতে পার্‌বেন না যে আপনার কাছে আমার অনাথ বালকবালিকারা একশোটি ডিমের আশা রাখে।”

সুধী তাঁর দিকে একখানি পাউণ্ড নোট বাড়িয়ে দিল।

ডক্টর বল্লেন, “আসুন কঠোপনিষৎ পড়া যাক।”

৩

Bayswater অঞ্চলে মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইটদের বাগান-বেষ্টিত বাড়ী। দুজন মানুষের পক্ষে বেশ বড় বল্‌তে হবে। বেস্‌মেণ্ট নেই। নীচের তলায় বস্‌বার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। উপর তলায় আর্থার এলিনর ও প্রৌঢ়া পাচিকা মিস্ ডব্‌সনের তিনটি সুইট্ (suite)। তেতালায় আর্থারের মস্ত লাইব্রেরী। তিনি থাকেন বেশীর ভাগ সময় সেইখানে কিম্বা কলেজে আর তাঁর ভগিনী থাকেন নীচের তলার বস্‌বার ঘরে—যার একদিকে একটি গ্র্যাণ্ড পিআনো এবং অপর দিকে [illegible] -কিম্বা সভা-সমিতি [illegible]

ভাই [illegible] আমন্ত্রণে সুধীকে [illegible] ঘন আস্‌তে [illegible] র্থার বলেন, “চ [illegible] প্রকৃতি ও স [illegible] আজ তুলে [illegible]

আমার দুএকদিন লাগ্‌বে অথচ শ্রোতার জন্য সাতদিন অপেক্ষা কর্‌লে সমস্ত ভুলে যাব। কাজেই তুমি পরশু আমার সঙ্গে কলেজে দেখা কোরো, একসঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী আসা ও চা খাওয়া যাবে।" অন্যদিন এলিনর বলেন, "সুধী, অন্ধ কারুশিল্পীদের দেখ্‌তে চেয়েছিলে, কাল সুইস্ কটেজ ষ্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। কেমন? সেখান থেকে বাড়ী ফেরা যাবে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য জন কয়েক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি।"

ভাইবোনের মধ্যে ভাবসংক্রান্ত বিবাদে সুধী মধ্যস্থ হয় ও শেষ পর্য্যন্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়কেই খুসী করে। ওঁরা ভাবেন, তাই ত, আমাদের মতবাদে মিল যত আছে অমিল তত নেই ত। তাঁরা একদিন প্রস্তাব করেছিলেন সুধী তাঁদের বাড়ী স্থায়ী অতিথি হলে তার জন্য জায়গা করে দিতে পার্‌বেন। সুধী বলেছিল, মার্সেলকে ছেড়ে কোথাও নড়্‌তে পার্‌বে না। বাস্তবিক ঐ মেয়েটার প্রতি সুধীর মায়া পড়ে গেছল। দেশ ফের্‌বার সময় তাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে ভাব্‌তে তার এখন থেকেই মন কেমন করে। বিদেশে আসার এই এক কষ্ট, বিদেশী মানুষের সঙ্গে স্নেহ মমতার জোড় লোহার সঙ্গে চুম্বকের মত যত সহজে লাগে তত সহজে ভাঙ্গে না।

আর্থার তাঁর প্রকাণ্ড পুস্তকাগারের এক কোণে হারিয়ে যান। আত[illegible] লন না [illegible] আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কোনো কোনো পশুপক্ষীর ব[illegible] পক্ষা [illegible]তো বালু মাটির সমান [illegible]ল, শিকারী যে[illegible]লন, [illegible] পায়। ডক্টর [illegible] দাড়িতে তাঁকে [illegible] দিলে [illegible] নতুবা চেষ্টা [illegible] নি, [illegible]রী [illegible] মিক

যায় এবং তিনি যেখানে বসে পড়েন সেখানে এত বই গাদা করেন যে তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখ ঢাকা পড়ে যায়। বিবরের ভিতরে বীভার নামক প্রাণীর মতো প্রবেশ না কর্‌লে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। যতক্ষণ না অন্তত চল্লিশ খানা মোটা মোটা কেতাব তাঁর টেবিলের উপর পার্‌নাসাসের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তিনি স্নায়ুতাড়িত ভাবে ছুটাছুটি কর্‌তে থাকেন।

তাঁর লাইব্রেরীতে তাঁকে চা দিয়ে আস্‌তে হয়, যেদিন তিনি চায়ের সময় বাড়ী থাকেন। লাইব্রেরীর পাশে ছাতের খানিকটে খোলা। সেখানে তিনি পায়চারি কর্‌তে ভালবাসেন। কোনো কোনো দিন তাঁর প্রিয় শিষ্য বা প্রিয় বয়স্য সমাগত হলে তিনি ডেক্‌ টেনিস খেলেন সেখানে!

এদিকে তাঁর ভগিনীর দৃষ্টি নিম্নগামী। মালীকে খাটিয়ে ও নিজে খেটে তিনি তাঁর বাগানে যে মাসের যে ফুল সে মাসে সে ফুল ফুটিয়ে থাকেন। একটি কোণে একটী কুঞ্জের মত আছে। সেখানে একটি ফোয়ারা আছে, সেটি তাঁর বিশেষ প্রিয়বস্তু। তার মূলদেশে রাজ্যের ঝিনুক জড় করা, কেবল ঝিনুক নয় শাঁখ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা। এগুলি তাঁর নিজের সংগ্রহ! বস্‌বার ঘরের যে দিকটাতে বাগান সেই দিকে [illegible]টি বারান্দা আছে। সেখানে বসে তিনি বাগানের শোভা [illegible] জামা তৈরি ক[illegible] [illegible]ই একটি লতা দেয়াল [illegible] তাঁর শোবার [illegible] উঠে গেছে।

র [illegible] ঘর হল মিস্ [illegible] মিস্ মেল্[illegible] পদার্পণ কা[illegible] [illegible]স্

ডব্‌সন আহ্বান করেন। মিস্ ডব্‌সন ভদ্রঘরের মেয়ে। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাঁর হাতে রান্না ও বাজার ছেড়ে না দিলে তিনি হয়ত কাজ ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিরামিষ রান্নার হাত ভাল, স্বভাব চরিত্র ধাত ভাল। মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট ঠিকা ঝি রাখ্‌তে পারতেন, কিন্তু আজকালকার দিনে এমন ঝি পাওয়া যায় না যার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে। তাঁর প্যান্ট্রিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর Old China (চীনে মাটীর বাসন) যা আছে তার দাম এখনকার বাজারে হাজার পঁচিশ টাকা। বাড়ীখানার চাইতেও সেগুলিকে তিনি প্রিয় মনে করেন। পাছে সেগুলি চুরি যায় সেজন্য তিনি প্যান্ট্রিতে ডবল চাবীর ব্যবস্থা করেছেন। মিস্ ডব্‌সনও এ বাড়ীতে আছেন প্রায় ষোল সতের বছর। মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট্‌কে "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করেন না, বলেন "মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্।"

সুধীর পাগ্‌ড়ি ও গায়ের রং মিস্ ডব্‌সনকে প্রথমটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলে দুপা পিছিয়ে যেতেন। সুধী ইংরেজী বল্‌তে পারে জেনে তিনি আশ্চর্য্য হলেও আশ্বস্ত হন। ক্রমশ সুধীর ভক্ত হয়ে পড়্‌লেন। একদিন হাত পেতে বলেছিলেন ভাগ্যগণনা কর্‌তে। সুধী পরিহাস করে বলেছিল, নিকটেই আপনার বিবাহ [illegible] খ্‌ছি, মিস্ ডব্‌সন। মিস্ ডব্‌সন লজ্জায় সেই থেকে [illegible] নন না আর [illegible] তবে সপ্তাহে একদিনের [illegible] দুদিন হাফ ছুটী [illegible] পক্ষা [illegible] দেখে মিস্ মেল [illegible] আশঙ্কা [illegible] লেন, হতে [illegible] ডব্‌সন সত্যিই [illegible] ছেড়ে দেন [illegible] দিলে [illegible] দি[illegible]।

[illegible] "পর [illegible]

৪

মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট বাড়ী ছিলেন না। ডক্টর সুধীকে লাইব্রেরীতে বসিয়ে মিস্ ডব্‌সনকে ডেকে বল্লেন দুজনের মত চা দিতে।

সুধীকে বল্লেন, "বল্‌ছিলুম ট্র্যাজেডী কথাটার অপপ্রয়োগ দৈনিক কাগজে প্রতিদিন দেখ্‌তে পাই, তাই তোমাকে গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি যে অমন ট্র্যাজেডীর ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রত্যাশা কোরো না, চক্রবর্ত্তী।"

সুধী বল্ল, "না সার, আমি যার কথা পেড়েছিলুম সেটা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া ট্র্যাজেডী।"

তিনি বল্লেন, "সেটাতে পরিণামের কথাই বলে, যে পরিণামে শোকাবহ তার কথা। আরম্ভ হল হয়ত সুখ সম্পদের মধ্যে, শেষ হল দুঃখ দারিদ্র্যে অকাল মৃত্যুতে, এই আমাদের ইংলণ্ডীয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডী অমন নয়, চক্রবর্ত্তী। তুমি যে বল্‌ছিলে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডী নেই সেটা বোধকরি তুমি ইংরেজী অর্থে বল্‌ছিলে।"

সুধী বল্ল, "গ্রীক অর্থটা কি তাই আগে শুনি।"

ডক্টর চা ঢেলে দিতে দিতে বল্লেন, "ক টুক্‌রা চিনি খাও?"

তারপর হেসে বল্লেন, "গ্রীক অর্থ হচ্ছে ছাগলের গান। এর উপর টীকা করা হয়েছে, ডাইওনিসাসের মন্দিরে ছাগবলি দেবার পরে নিহত ছাগলের উদ্দেশে যে গান করা হত সেই গান [illegible] তোমার কি তাই [illegible]

[illegible] মৃদু হাস্‌ল।

[illegible] কোরাসদের নাম [illegible] নামে।

যৎ [illegible] মিকলের কো[illegible] [illegible]াস।

রামছাগলের কোরাস যে একটা গম্ভীর ভাবাত্মক ও করুণ রসাত্মক ব্যাপার হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? কোনো কোনো টীকাকার বলেন য়্যারিষ্টফেনিসের 'ব্যাং' নামক কমেডি যেমন ব্যাং-এর কোরাস থেকে, সর্ব্বপ্রাচীন ট্র্যাজেডী তেমনি রামছাগলের কোরাস থেকে।"

সুধীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাস্‌ল।

তিনি শান্ত হয়ে বল্লেন, "আড়াই হাজার বছর পরে শব্দের ধাতুগত অর্থ দিয়ে তার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা যায় না। গ্রন্থগুলি পড়ে তাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তোমার আমার যা ধারণা তাই তাদের তাৎপর্য্য। সদৃশতাৎপর্য্যবিশিষ্ট নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডী আখ্যা দিয়ে তারপর ট্র্যাজেডীর অর্থ কর্‌লে মোটের উপর সেইটেই হবে যথার্থ অর্থ। আমি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ও বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতের বিচার করে থাকি, চক্রবর্ত্তী। যারা কেবল-মাত্র পণ্ডিত তাঁদের সঙ্গে আমার সেই কারণে বনে না।"

তিনি সুধীকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লেন সুধী সম্প্রতি সফক্লিসের "রাজা ঈডিপাস" পড়েছে। ঈডিপাসের পিতা পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুন্‌লেন যে সে একদিন পিতৃহত্যা করে নিজের জননীকে বিবাহ কর্‌বে। তিনি তার জন্মের অল্পদিন পরে তাকে বধ কর্‌বার জন্য এক রাখালকে দিলেন। রাখাল দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক বিদেশী পথিকের হা[illegible] দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। বিদেশী রাজা ছিলেন অপুত্রক। পথিকে[illegible] এই শিশুকে পেয়ে অতি যত্নে লালন কর্‌লেন। [illegible]নন না[illegible] বড় [illegible]পক্ষা[illegible]ক পিতাকে আপন [illegible] জান্‌ল। হঠাৎ [illegible]ল্লন, [illegible] প্রকার দৈববাণী [illegible]হঘাতী হতে হ[illegible]দিলে[illegible] ছেড়ে পালাচ্ছে [illegible]ভ্রান্ত ব্যক্তি[illegible]পুর[illegible] পথ থেকে হ[illegible] দি[illegible]র

ফলে সারথি ও রথী উভয়েই হলেন তার দ্বারা নিহত। সে পালাতে পালাতে শেষকালে যে দেশে উপনীত হল সে দেশের লোক তাকে তাদের মৃত রাজার স্থলে অভিষিক্ত করল ও বিধবা রাণীর সঙ্গে বিবাহ দিল। কালক্রমে তাদের সন্তান হল। অকস্মাৎ দেশে এল মহামারী। খোঁজ, খোঁজ, কোন্ মহাপাপে এমন ঘট্‌ল। সব প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাণী দিলেন গলায় দড়ি। ঈডিপাস আপন হাতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করে আপন ইচ্ছায় নির্ব্বাসিত হলেন।

সুধী বল্ল, "সফক্লিসের রচনার গুণে গল্পটি এমন ঘোরাল আর কথোপকথন এমন জোরাল হয়েছে যে আড়াই হাজার বছরে কোনো নাট্যকার ঐ দুই দিকে উন্নতি দেখাতে পারেন নি। তবে চরিত্র-চিত্রণ বড় মোটা তুলিতে মূল রং-এর সাহায্যে হয়েছে।"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে একমত হলেন। সফক্লিস তাঁর প্রিয় নাট্যকার। তিনি বল্লেন, "সমস্যাসংক্রান্ত নাটক আধুনিক যুগে রাশি রাশি লেখা হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য ঈডিপাসের সমস্যাকে কোনো সমস্যাই অতিক্রম কর্‌তে পার্‌ছে না। পিতামাতার জন্য, পুত্রকন্যার জন্য, আপনার জন্য কি খেদ কি লজ্জা কি গ্লানি ঐ একটা মানুষের। কিন্তু ট্র্যাজেডী আমি সেইটুকুকে বল্‌ব না। ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাই যার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে চুপ করে ঘট্‌তে দেওয়া ও অসহায় ভাবে সয়ে যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। এই যেমন গত মহাযুদ্ধ। ঐ নরকের ভি[illegible] [illegible]তেই হল আমাদে[illegible] [illegible], কেউ প্রাণে মরে সক[illegible] [illegible] গেল, কে[illegible] [illegible]রিয়ে মানসিক যন্ত্রণ[illegible] [illegible] আমার ম[illegible] [illegible] থেকে বেশী ভুগ[illegible]

[illegible]ল। বল্ল, "ঈ[illegible] [illegible]তা না

জেনে করেছিলেন, তার দরুণ অনুশোচনার আবেগে আত্মপীড়ন করা তাঁর উচিত হয়নি। নিজের দুর্ভাগ্যকে সাধ্যমত খণ্ডন করাতেই মনুষ্যত্বের জয়।"

ডক্টর বাধা পেয়ে বিরক্তি দমন করে বল্লেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড্। হয় বিধাতার নয় প্রকৃতির নয় অপরাপর মানবের stern necessity আমাদের দুর্ভাগ্যের মূলে। যেমন এক একটা ঝড় বা ভূমিকম্প তেমনি মানব সংসারের এক একটা ট্র্যাজেডী। ঝড়ের পরে যেমন আকাশ নির্ম্মল হয়, বাতাস ঝির ঝির করে বয়, নব জীবনের উল্লাস অনুভূত হয় তেমনি ট্র্যাজেডীর পরে। A stern necessity works itself out. দুই আর দুই মিলে চার হয়। তারপর আমরা বুঝি যা হয়ে গেছে তা মঙ্গলের জন্য। ঈডিপাসকে দিয়ে দেবতারা প্রমাণ করলেন যে মানুষ যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের অধিকারী হোক অহংকারে আত্মহারা হোক তার পতনের বীজ তার উত্থানের মধ্যে গুপ্ত আছেই, সে বীজ অঙ্কুরিত হতে বিলম্ব করলেও ক্রমান্বিত হয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করবেই।"

সুধী তাঁকে স্তব্ধ হতে দেখে ভরসা করে বল্ল, "বুঝেছি, আপনি যাকে ট্র্যাজেডী বলেন তাকে আমরা বলি কর্ম্মফল।"

সুধী তাঁকে বোঝাল। তিনি বল্লেন, "আমি আমার অজ্ঞাতসারে যা করছি [illegible] কি আমাকে ভোগ করতে হবে? তা কি কর্ম্মের [illegible] ন না [illegible]
ও কর্ম্ম [illegible] পক্ষা [illegible]

সুধী [illegible] াইন জানিনে ব [illegible] গলত [illegible] ল্লেন, আমাকে [illegible] সেইজন্যই ত জ [illegible] গুলো [illegible] দের [illegible] দিলে [illegible] নিত্য [illegible] ন [illegible] জ্ঞান মানুষকে [illegible] দিয়ে [illegible] ছ "পর [illegible]

পারে না। ঈডিপাসের জীবনে কি প্রমাণ হল? প্রমাণ হল এই যে সে যেন অত্যুচ্চ গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে মাটীর থেকে পাঁচশো হাত দূরে; তাই দেখে তার মাথা গেল ঘুরে; সে দিল লাফ। এটা ত কর্ম্মফল নয়, নূতন কর্ম্ম।”

ডক্টর মেনে নিতে পারলেন না। বল্লেন, “তোমার দেখা ও আমার দেখা দুই স্বতন্ত্র ভূমি থেকে। আমি দেবতাদের স্বর্গ থেকে ঈডিপাস নামক একটি মানব ম্যারিয়নেট্‌কে দেখ্‌ছি। তাকে দিয়ে একরকম খেলা দেখান হল। খেলার থেকে শিক্ষা—Wait to see life's ending ere thou count one mortal blest. সব ট্র্যাজেডীই খেলা এবং প্রত্যেক খেলার পিছনে শিক্ষা উহ্য আছে। তা বলে আমি বল্‌ছিনে যে সকলের জীবনে ট্র্যাজেডী ঘটে। না, ওজিনিষ অত সস্তা নয়, চক্রবর্ত্তী। যাদের জীবন মহৎ উপাদানে তৈরি কেবলমাত্র তারাই ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে থাকে। ঈডিপাস এই হিসাবে ভাগ্যবান।”

সুধী কি বল্‌তে যাচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চা ঢেলে টেবিলটাকে নোংরা করে রেখেছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতের ঘা লাগিয়ে একটা পেয়ালাকে দিলেন মেজের উপর কাৎ করে। মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট ঘরে ঢুক্‌তেই দেখেন এই ট্র্যাজেডী। তাঁর বিরাট বপু শ্রমক্লান্তিতে ঘন ঘন আকু[illegible] হচ্ছিল। তিনি ক[illegible] বলে একগাদা বইয়ের উপ[illegible] ড়্‌লেন। তখন সরকা[illegible] আস্‌ছিল। সুধী [illegible] ণ দিল। অ[illegible] তিকে বাস[illegible] কিছু সইতে না পে[illegible] দিয়ে চোখ [illegible]

৫

"এই যে সুধী, এ বেলা এইখানেই খেয়ো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"সে কি করে হবে মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট? আমার মাদাম যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা কর্‌তে থাক্‌বে। আর মার্সেল গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমতে যাবে না।"

"আঃ, মার্সেল!"

"ওকে আজকাল ভগবানের গল্প বলি, মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট। ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কি করেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, তাঁর জন্য আমরা কি কর্‌তে পারি। এই সব।"

"চমৎকার। তোমার মার্সেলকে দেখ্‌তে হবে একবার। তাকে নিয়ে আস্‌তে পার না?"

"উহুঁ। গাড়ীতে চড়্‌লে তার অসুখ করে।"

মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট সামান্য একজন শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাড়ী যাবেন মার্সেলকে দেখ্‌তে, এটা আশা করা অন্যায়। কাজেই সুধী তাঁকে আমন্ত্রণ কর্‌তে পার্‌ল না। তিনিও প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন। সুধীকে ছেড়ে আর্থারকে নিয়ে পড়্‌লেন।

"তারপর আর্থার, কতক্ষণ বাড়ী এসেছ? চা খাওয়া হয়েছে? ভুলে যাও [illegible] তোমার পেয়ালা কোথায়? সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ টুকরা [illegible] ? অধ্যাপক হলে কি [illegible] লানাথ হতে হয় [illegible] র সেই পুরাণ হল [illegible] এর একটি পেয় [illegible] মিস্ ডব্‌সনকে [illegible] করেছি [illegible] র বুদ্ধি শুদ্ধি লো [illegible] দি [illegible]

পেয়ালার ভাঙ্গা অংশগুলি একত্র করে ধরে তিনি আস্ত পেয়ালার অনুকরণ কর্‌লেন। লোহার শিক দিয়ে ওগুলিকে ফুঁড়ে লোহার তার দিয়ে ওগুলিকে বেঁধে জোড়া যায়। সেজন্য কালকেই তিনি বণ্ড ষ্ট্রীটের এক দোকানে যাবেন সংকল্প কর্‌লেন।

আর্থার প্রথমটা অপদস্থের মত অধোবদনে ছিলেন। কিন্তু সুধীর সামনে এতখানি উচ্ছ্বাস দেখান এলিনরের পক্ষে অশোভন হয়েছে মনে করে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু বোনকে রীতিমত ভয় করে চল্‌তেন। সুধীর সামনে একটা কাণ্ড বাধাতেও তাঁর অপ্রবৃত্তি। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সুধী ভাব্‌ল এই সুযোগে বিদায় নেওয়া যাক। বল্ল, "মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্—"

"এত বড় একটা গালভরা নামে নাই বা ডাক্‌লে সুধী। বোলো আণ্ট এলিনর। আমি ত কবে থেকে তোমাকে সুধী বলে ডেকে আস্‌ছি। কিন্তু দেখ দেখি আর্থারের পাগ্‌লামি! বিয়ে করে থাক্‌লে বৌটাকে ক্ষেপিয়ে তুলে ছাড়্‌ত। আমি বলে সহ্য করি। অন্য কোনো বোন তাও পার্‌ত না। তুমিই বল না কেন, সুধী।"

"কিন্তু আণ্ট এলিনর, বয়ঃকনিষ্ঠের উপস্থিতে ওঁকে অমন কথা শোনান ঠিক হয়নি আপনার। আমাকে বিদায় দিয়ে আপনি যান্ ওঁকে প্রসন্ন করুন।"

"সে কি! তুমি খেয়ে যাবে না? তোমার [illegible] যে অনেক কথা ছিল। আমি একটা দোকান আবিষ্কার করে[illegible] [illegible]র কাপড় পাওয়া[illegible] [illegible]তোমরা যাকে 'কাডার' [illegible] এনেছি। কা[illegible] সরকা[illegible]ছি—[illegible]কর্‌ব বসে।"

[illegible]তিকে বাস[illegible] কিছু প্রস্তাব কর্‌তে [illegible] কাল এসে [illegible] বল্‌ "[illegible]কাল[illegible]"।

পরদিন আণ্ট এলিনর বাগানের দিকের বারান্দায় বসে রঙ্গিন পশমের খদ্দরের উপর কাঁচি চালাচ্ছিলেন, সুধীকে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, “ভিতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বস।...পেয়ালাটা নিয়ে বণ্ড ষ্ট্রীটে যাব ভাব্ছিলুম। তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।...তোমার সেই ঈষ্টার ডিমের কথা মনে আছে? লেডী হেনরিয়েটা ব্লুমফিল্ড তোমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন। যদি তোমার কোনো দিন সময় হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করে আসা মন্দ নয়।...ও কি? আমার জন্য ফুল এনেছ? কি ফুল? স্নোড্রপ্। বহু ধন্যবাদ!”

সুধী বল্ল, “একটি বুড়ো ভিখারী পথে পাকড়াও করে এইটি হাতে গুঁজে দিল। ভাবলুম নতুন আণ্টকে উপহার দিয়ে সম্বন্ধটার সম্বর্দ্ধনা করি।

আণ্ট এলিনর শুধু বল্তে থাক্লেন, “Too nice of you, too nice of you.” উঠে গিয়ে একটি ফুলদানীতে যত্ন করে স্নোড্রপগুচ্ছটি রাখ্লেন। বাগান থেকে ভায়োলেট ফুল তুলে একটি ছোট্ট তোড়া বেঁধে সুধীর বাটনহোলে পরিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন তার বাটনহোল নেই।

“তাই ত সুধী। অতটা লক্ষ করিনি। মিছি মিছি ফুলগুলিকে কষ্ট দিয়ে তুল্লুম। এখন কি করি! আচ্ছা, নিয়ে তোমার মার্সেলকে দিও।”

“ধন্যবাদ, আণ্ট এলিনর। মার্সেল খুব খুসী হবে।”

আণ্ট [illegible] যে বল্বার ছিল বল্তে ত্বরা দেখা গেল না।

সুধীর [illegible] ক্রস্ ষ্টেশনে গিয়ে দেশ [illegible] আস্তে

থাকা [illegible] র্থনা করতে হবে। [illegible] চনে

না, যোগা[illegible] থেকে তার ন[illegible] ার

নিজের [illegible] পৌছানর তারিখ, স[illegible]

বহুকাল উজ্জয়িনীর সংবাদ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে বাদলও নিরুদ্দেশ। কাকামশাই যথেষ্ট বড় চিঠি লেখেন না, কেবলমাত্র বাদলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ও সুধীর কুশল আশা করে ইতি করেন। নবাগত যুবকটি হয়ত দেশের ও দশের খবর দিতে পার্‌বে। যুবকটির সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য সুধী ব্যগ্র হয়ে রয়েছিল। আণ্ট এলিনরের সঙ্গে আলাপ জম্‌ছিল না।

আধ ঘণ্টাকাল বাগানের দিকে চেয়ে থেকে সুধী বল্লে, "দেশ থেকে একটি ছেলের পৌঁছানর কথা আছে আজ, আণ্ট এলিনর।"

"বটে? তোমার বন্ধু বুঝি?"

"না, আণ্ট এলিনর। বন্ধু আমার একটিমাত্র। সে আজ মাস খানেক নিরুদ্দেশ।

"নিরুদ্দেশ! অসম্ভব। স্থির জান নিরুদ্দেশ?"

সুধী চিন্তামৌন থাক্‌ল। চিন্তার কিছুটা দুশ্চিন্তাও বটে। মনটা কেমন করে উঠ্‌ছিল। আণ্ট এলিনর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বল্‌ছিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিয়েছ? দাও নি? চল আজই দিয়ে আসি। বিদেশী ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোথায় যেন একটা সমিতি ছিল। খুঁজে বার কর্‌তে হবে সেটাকে। আচ্ছা, একটু বস, আমি কোটটা নিয়ে আসি, ছাতাটাও। ইস্‌, বৃষ্টিটা জোর নাম্‌ল।"

এপ্রিল মাস। এই বৃষ্টি, এই রোদ। উইলিয়াম ওয়াটসন তার বর্ণনা করেছেন,

> [illegible]pril, April,
> [illegible] thy girlish laug[illegible]
> [illegible] moment after
> [illegible] thy girlish tears[illegible]

সুধীর সেই কথা মনে পড়্ল। অমনি বাদলের চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ সুধীকে সব ভোলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আহার নিদ্রার গণ্ডী লঙ্ঘন করে। তার প্রাণ শীতল হয় হৃদয় স্নিগ্ধ হয় অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও আত্মা পরিপূর্ণ হয়। আবেশ কিম্বা উত্তেজনা, মূর্চ্ছা কিম্বা গদগদভাব তাকে মত্ত কিম্বা মূঢ় করে করে না। বেগবিহীন বর্ষাধারা সবুজ তৃণের উপর এমনভাবে পড়্ছিল যেন ঘুম পাড়ানর সময় শিশুর মাথার উপর মায়ের হাতের চাপড়। জোরে নয়, পাছে শিশুর ঘুম না আসে। অথচ আস্তেও নয়, পাছে শিশু আদরের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে থেকে থেকে চোখ মেলে চায়।

৬

আণ্ট এলিনর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধী বল্ল, "আগে তার ব্যাঙ্কে একখানা চিঠি লিখে দেখি।"

আণ্ট বল্লেন, "তবে চল কিংস্ ক্রস্।" চায়ের পেয়ালা সারাবার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে সুধী বল্ল, "ওকে একদিন এখানে নিয়ে আস্ব, আণ্ট এলিনর। আগে ও কোথাও উঠে বিশ্রাম করুক।"

একসঙ্গে খানিকটে পথ গিয়ে সুধী বিদায় নিল। কিংস্ ক্রস ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে কি[illegible] অপেক্ষা করবার পর গাড়ী এলে দেখ্তে পেল একটি কামরা[illegible] ভারতীয় যুবক। কোন্‌টি বিভূতিভূষণ নাগ— সুধীর [illegible] সুধী একজনকে একটু [illegible] ডকে প্রশ্ন কর্তেই [illegible] বিভূতি। আপনি [illegible]

"হাঁ, [illegible] র সঙ্গের জিনিষগুলি [illegible]

[illegible] রকারের ওখানে [illegible] রকার

বাসায় ছিল না, তার বাড়ীওয়ালী সুধীকে চিন্‌ত। একটি ঘরে জায়গা করে দিল। সুধী বল্ল, "এইবার আপনি বিশ্রাম করুন বিভূতিবাবু, আমি ওবেলা আস্‌ব।"

বিভূতির বয়স সুধীর থেকে দু'একবছর বেশী। নাদুস নুদুস গড়ন। গায়ের রং মিশ কাল। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য তার চোখে ও গোঁফে। ডাগর কাল চোখ, পদ্মপলাশাকৃতি। সূক্ষ্ম কোমল গোঁফ, চিত্রার্পিতের মত। তার চলন শান্ত মন্থর, ভাষা জড়ান, টান বাঙ্গাল।

বল্ল, "একটু বসুন। আচ্ছা, বাথ রুমটা কোন দিকে?"

সুস্থ হয়ে সে যখন ফির্‌ল তখন সুধী বল্ল, "উঠি তা হলে?"

বিভূতি অসহায়ভাবে বল্ল, "উঠ্‌বেন? ভাব্‌ছিলুম, একবার সার নিকোলাস বিটসন বেলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব, বাবাকে বড় ভালবাস্‌তেন। পথ হারিয়ে ফেল্‌ব না?"

সুধী বল্ল, "সে কি মশাই? স্নানাহার করে বাকী ঘুমটা ঘুমিয়ে নিন। দে সরকার ফিরুক। আমিও ফিরি। গল্পগুজব চলুক। ইংলণ্ডের জলহাওয়া সহ্য হোক। তারপর সার নিকোলাসের পালা।"

বিভূতি এক তাড়া কাগজ সুধীর সাম্‌নে ফেলে দিল। সাহেবদের সুপারিশ পত্র। বিভূতির বাবা শ্যামাচরণ বাবুকে দেওয়া। Certified that Babu Shyama Charan Nag is a Sub-Deputy Collector of rare abilty......

সুধীর চেয়ারের পেছন থেকে ঝুঁকে [illegible] ত পুত্র টিপ্পনি [illegible] সাহেব বাবাকে [illegible] ডেপুটি কর্‌ল। সরকা[illegible]সন না নিয়ে [illegible]পুটি না করে [illegible]তিকে বাস[illegible] কিছু [illegible]র চক্রবর্ত্তী। [illegible] সাহেবকে ধরে মো[illegible] "[illegible]কাছে চিঠি লেখাতে পারি।"

একটু পরে দে সরকার ফির্‌ল। কাজেই সুধীর ওঠা হল না। দে সরকার সম্পূর্ণ পরিচিতের মত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্ল, "হাউ ডু ইউ ডু।" পেশাদার চালিয়াতের হাতের ঝাঁকানি খেয়ে বেচারা বিভূতির অন্তরাত্মা বুঝ্‌ল দে সরকারের তুলনায় সে একটা গেঁয়ো ভূত। আম্‌তা করে বল্ল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসহায় মানুষ দেখলে দে সরকার তাকে নিয়ে তামাসা কর্‌তে ভালবাসে। জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ওয়েল্‌, মিষ্টার স্যাগ, স্যাগিনীটিকে কি এই দেশে সংগ্রহ কর্‌বেন, না দেশে রেখে এসেছেন?"

বিভূতি প্রথমটা বুঝতে পার্‌ল না। যখন বুঝ্‌ল তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্ল, "দেখ্‌বেন? এই দেখুন। সর্ব্বক্ষণ বুকে করে রেখেছি।" পকেট থেকে একখানি ফটো বার করে বিভূতি দে সরকারের চোখের সাম্‌নে ধর্‌ল। একটি অতি রুগ্না কৃশকায়া তরুণী, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে যারপরনাই ফর্‌সা। টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, ছুঁচল চিবুক, কাতর চাউনি।

দে সরকার ফস্‌ করে চারটে পকেট থেকে চারখানি ফটো বার করে টেবিলের উপর চারখানা তাসের মত ফেলে দিল। প্রথমটা বিভূতির মুখ থেকে তার মনের ভাব অধ্যয়ন কর্‌ল। বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দে সরকার বল্ল, "ইস্কাবনের বিবি, চিঁড়ি[illegible] বিবি, হরতনের বিবি, রুহিতনের বিবি। বলুন দেখি [illegible] হয়?"

বি[illegible] চাইল। সুধা মুচ[illegible] হল। দে সরকার [illegible] যথাস্থানে ন্যস্ত [illegible] বল্ল, "অসময়ে [illegible] সত্ত্বে যারা পড়্‌তে [illegible] বেরের আগে, সে [illegible]

বিভূতির এবার মুখ ফুট্‌ল। সে ফস্ করে বল্ল, "আস্‌ছে আগষ্টে আই সি-এস্ দেব।"

দে সরকার বল্ল, "বয়স আছে ত ?"

বিভূতি সখেদে বল্ল, "একবার দেবার বয়স আছে, দুবার দেবার নেই। কি করি বলুন, শ্বশুর মশাই পাঠাতে চান না, তাঁর ঐ একটি মেয়ে কিনা—"

"বুঝেছি। পাছে বিধবা হয় !"

"ছি। আপনি যা তা বল্‌বেন না। আমার ছেলে দুটি—"

"ইতিমধ্যেই ? ভাল করেছেন, মশাই। বেশ করেছেন। বিদেশে এসে স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন ? না ? দেশী খাবার পছন্দ করেন ত রাঁধ্‌তে লেগে যাই।"

বিভূতির মুখভাব থেকে মনে হল তার বিলম্ব সইবে না। অগত্যা দে সরকার তাকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চল্ল। তাকে এক হাতে ও সুধীকে অন্য হাতে। এ পাড়ার লোক বোহিমিয়ান হোক না হোক বোহিমিয়ানের কদর বোঝে। তিনটি কাল মানুষ দল বেঁধে চলেছে, দুজনের বগলে এক জনের দুই হাত ভরা, কেউ ভ্রূক্ষেপও কর্‌ল না। একটা ইটালিয়ান রেস্তোঁরায় তিনজনে টুমাটোর সঙ্গে Spaghettiর ফরমাস দিল।

৭

দে সরকা[illegible]ছ—[illegible]থায় যেন এন্‌গে[illegible] সুধীকে ও বিভূতিকে বাস[illegible] কিছু[illegible] দিয়ে ছুটী নিল।

সুধী বল্ল; "বি[illegible]বাবু, ক্যাপটেন গুপ্ত[illegible]

বিভূতি বল্ল, "শুনছিলুম তিনি বেলুচিস্থান বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আগে খুব মিশ্‌তেন। আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তবে বাবাকে বড় ভালবাসেন। দেখা করতে গেলে দোতালায় ডেকে পাঠান। বলেন, খবর কি শ্যামাচরণ, তোমার নাতিরা কেমন আছে? বাবা বলেন, ছেলেটিকে এবার বিলেত পাঠাচ্ছেন তার শ্বশুর। আমার সাধ্য কি, বলুন, যে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিই। যদি একখানা চিঠি লেখেন আপনার জামাইকে—! গুপ্ত সাহেব বলেন, দুঃখের কথা কেন বল ভাই। মেয়ে কিম্বা জামাই কেউ আমার খোঁজ নেয় না। King Lear এর মত সবাই আমাকে ছেড়েছে।...বাবার চোখে জল এল তাঁর দশা দেখে।"

সুধী উজ্জয়িনীর সংবাদ জান্‌তে চাইল।

বিভূতি বল্ল, "ওটা একটা পাগলী। ওর বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা যেত ধোপাদের একটা ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। অবিশ্যি সে ছেলেটাও ভদ্রলোকের ছেলের মত স্মার্ট। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, তোর নাম কি রে? ও বল্‌বে, মাই নেম ইস শ্রীহারাধন রজক। হা হা হা। ব্যাটা একদিন করেছে কি আমার ছোট ভাই কান্তির একটা শার্ট গায়ে দিয়ে টেরি কেটে এসেন্স মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আট কি দশ তায় বয়স, তবু চাল দেয় যেন বিলেতফেরা[illegible] মত। আমি বল্লুম, দাঁড়া, আমি বিলেত থেকে ম্যাজি[illegible]বি। ব্যাটাকে Reformatoryতে পাঠাব। হা হা [illegible] করেন না? ধন্য। আমি [illegible] পাই, ঐ ধোপার ছেলের [illegible] যবধি স্মোক করা চে[illegible]য়েছি।"

উজ্জ[illegible]য়াণের সংবাদ দি[illegible]ভূতি বল্ল, "আশ্চর্য্য হবেন, শো[illegible]তে হাস্‌তে শ্বশুরবাড়[illegible]। আর দেখ্‌তেন

যদি গুপ্ত সাহেবের চেহারা ! কি বলে—ইসের মত ! না মনে পড়্ছে না কিসের মত।"

হেসে উঠে বিভূতি বক্তব্যের জের টেনে চল্ল। "আর সেই ছোঁড়াটা, যে বল্‌ত আই য়্যাম এ ওয়াশারম্যান, সার, সেও গেছ্‌ল ষ্টেশনে। তার যা কান্না ! কিন্তু কাঁদবার সময়ও চাল দিতে ছাড়ে না। বলে, ফর্‌গেট মি নট্। খুকী বাবা, ফর্‌গেট মি নট্।"

সুধী বল্ল, "সে এখন কি করে ?"

বিভূতি বল্ল, "যার যা স্বভাব। তেমনি টেরি কাটে, সিগ্‌রেট খায়, গাধাগুলোকে পিটাতে পিটাতে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যায়। Reformatoryতে না গেলে শোধ্‌রাবে না। ইংরাজী যা শিখেছিল বেবাক ভুল বকৃছে: মাই নেম ইস্ ওয়াশারম্যান, সার। কখনো কখনে বলে, ওয়াশার ওম্যান, সার। হা হা হা। কে নাকি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, ম্যান নয়, ওম্যান। মধ্যে মধ্যে বলে, আই য়্যাম এ ডাঙ্কি—আমার একটি গাধা আছে।"

সুধী এই সরল মানুষটির প্রাণ-খোলা কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ কর্‌ছিল। কিন্তু যা জান্‌তে চাচ্ছিল তা শুন্‌তে পাচ্ছিল না। উজ্জয়িনী কেমন আছে ? খুব ভজন পূজন কর্‌ছে নাকি ? পার্থিব ব্যাপারে একান্ত উদাসীন ? চিঠির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করে না ? কিন্তু বিভূতি ওদিক দিয়ে যায়ই না। ধোপার ছেলের গল্প শেষ করে সে তার নিজের ছেলের [illegible] করেছে। "বড়টির বয়স সবে তিন বছর। এরি মধ্যে [illegible] পারে, মশাই ! দেখ্‌বে[illegible]ও বড় হলে আ[illegible] ছোটটা সয়তান। কথা [illegible] পারে না। কিন্[illegible]র তেড়ে আসে, হাতে [illegible] মারে। বড় হলে [illegible] সৈনিক

হবে, দেখ্‌বেন। আমি এসেছি, সমস্ত খোঁজ খবর না নিয়ে ফির্‌ছিনে।"

এমন সময় বিভূতির একটি জাহাজী বন্ধু এসে সুধীকে অব্যাহতি দিল। সুধী বল্ল, "আজ তবে উঠি, বিভূতিবাবু। আমার ঠিকানা ত জানেন, কখনো দরকার হলে ফোন কর্‌বেন। দে সরকার রইল, কোনো অসুবিধা হবে না। নমস্কার। গুড্‌ বাই মিষ্টার—"

"ডোঙ্গরে।" (মারাঠা যুবক।)

উজ্জয়িনীকে সুধী সেই রাত্রেই চিঠি লিখ্‌ল। বাদল যে হারিয়ে গেছে সে কথা প্রকাশ কর্‌ল না, কিন্তু মিথ্যা কুশলসংবাদও দিল না। চিঠিতে থাকল শুধু উজ্জয়িনীরই কথা। সে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অংশ সুধীকে কেন দেয় না। তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্বন্ধে সুধী সশ্রদ্ধ ও সুকৌতূহলী। তার বাবার সঙ্গে তার মতবিরোধ যেন তাকে নির্ম্মম ও রূঢ় করে না, যুক্তি-মাধুর্য্যের দ্বারা উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করা বিধেয়। সুধী জান্‌তে পেরেছে তিনি অতি মর্ম্মাহতভাবে দিন যাপন কর্‌ছেন। মত-বিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুতা সম্ভব তার সাক্ষী সুধী ও বাদল। অল্পবয়স্কদের কাছে মতবিরোধ ঘট্‌লে অধিকবয়স্করা সেটাকে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞান করে ভগ্ন-হৃদয় হন। অতএব মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয়, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত কর্‌তে হয়। মতবিরোধ পথবিরোধ উপলব্ধিবিরোধ সত্য। সত্যকে প্রিয় করা আমাদে[illegible] নতুবা চরম অকল্যাণ যে প্রিয়-বিরোধ তাই ঘটে।

৮

ব্যাঙ্কে[illegible] কে চিঠি লিখবার [illegible]দিন পরে সুধীর অবর্ত্তমা[illegible] সু[illegible] [illegible] ধর্‌ল। বাদ্‌ল ব[illegible] [illegible]কোনখান থেকে

কথা বল্‌ছি জিজ্ঞাসা করো না, প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স্‌ কাগজের Personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

সুধী বুধবার অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা কর্‌ল। বাদলের এক লাইন বিজ্ঞাপন। "BADAL TO SUDHIDA.—ALL'S WELL."

দেশে চিঠি লিখ্‌বার সময় ঐটুকু খবর সুধীর কাজে লাগ্‌ল। বাদল কোথায় আছে সেটা সুধী চেপে গেল। কেমন আছে সেইটে জানাল। বাদল যে কেন তাকে চিঠি লিখে জবাব দিল না এর কারণ অনুধাবন কর্‌তে সুধীর বিলম্ব হল না। পাছে চিঠির পোষ্ট মার্ক থেকে তার ঠিকানা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কেন এ সতর্কতা? ছেলেমানুষী—বাদলটা চিরকাল ছেলেমানুষ। সুধীর সঙ্গে এই বয়সে লুকোচুরি খেলতে চায়। সুধীর আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের লোক ঐ তামাসার মর্ম্ম বুঝ্‌বে না। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন কর্‌বে কোথায় আছে সে। তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় কি না। দেখা হলে কি বলে। তার পড়াশুনা কেমন চল্‌ছে ইত্যাদি। মহিম, যোগানন্দ, উজ্জয়িনী তিন জন মানুষ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন, সুধীর চিঠির দূরবীণ দিয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ কর্‌ছেন, সুধীর চিঠির যা কিছু মূল্য তা বাদলের খাতিরে। "বাদল ভাল আছে"—কেবলমাত্র এইটুকু শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। মহিমচন্দ্র জান্‌তে চাইবেন কোন কোন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হ[illegible] জান্‌তে চাইবেন তার [illegible]ক্লাস্থ্যর হাওয়া কোন দিকে [illegible] জান্‌তে চাইবে সে উজ্জ[illegible] সম্বন্ধে নতুন কিছু [illegible] তাঁদের সম্বন্ধে যেমন উদা[illegible] কিছু[illegible]রাও বাদল সম্বন্ধে [illegible]

যা হোক ব[illegible] যখন অজ্ঞাতবাস [illegible] সুধী

তার সহায়তা করতে বন্ধুতার খাতিরে বাধ্য। তার খোঁজ করে তার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা সুধীর পক্ষে পীড়াকর। সুধী বাদলকে লিখল, "আচ্ছা। কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে কুশলবার্ত্তা চাই।" বাদল এর উত্তরে বিজ্ঞাপন দিল, "SUDHIDA—I AM ALRIGHT."

সুধী কিম্বা বাদল কারুর খেয়াল ছিল না যে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন অন্য কারুর চোখে পড়তে পারে। তারা কেমন করে জানবে যে যোগানন্দ ইতিমধ্যে Quettaয় বদলি হয়েছেন ও সেখানকার ক্লাবে টাইম্‌স্ কাগজের দৈনিক সংস্করণ নিয়ে থাকে? কিন্তু সে কথা যথাসময়ে।

বাদলের যাতে ধ্যানভঙ্গ না হয় তাই সুধীর লক্ষ। বাদলের আত্মীয়দেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসুক রাখবার ভার সুধী নিল। লিখল, "বাদল ভালই আছে। চোখে দেখা না পেলেও লেখায় দেখা পাই।"

এদিকে দে সরকার বিজ্ঞাপনটা পড়ে বিভূতিকে দেখিয়েছে। দুজনেই সুধীকে চেপে ধরল। দে সরকার বল্ল, "Ariel to Miranda: Take... কি হে ব্যাপার কি? খবরের কাগজে ত তারাই বিজ্ঞাপন দেয় জানি যারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কিম্বা যাদের চিঠি পরের হাতে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যথা অল্পবয়সী আইবুড় মেয়েকে লেখা [illegible]ঠি তার মায়ের হাতে।"

বিভ[illegible] সে চাকরবাটী, হোয়াট্‌স্ দ' ম্যাটার?" এই কদিনে[illegible]কারের নকল করতে ক[illegible]ত দারুণ স্মার্ট হয়েছে। [illegible] পেয়েছে, ধার কে[illegible] 'টেণ্ট লেদারের জুতো থেকে [illegible] বোলার হ্যাট পর্য্য[illegible]নেছে। নিজের এক ড[illegible] ফে[illegible]দেশে রপ্তানি করতে যা[illegible]।

সুধী খুলে বল্ল না। বল্ল, "ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে সপ্তাহে একবার কুশল সংবাদ জানাবে।"

দে সরকার মাথা হেলিয়ে ভঙ্গী বিস্তার করে বল্ল, "বুঝেছি। পোষ্ট কার্ড লিখ্‌লে এক পেনি খরচ হয়, ওটা আমাদের মত গরীব ছাত্রদের জন্য। টাকা আছে সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান চাই ত।"

বিভূতি বল্ল, "হায়! আমার যদি টাকা থাকৃত আমি দিনে একবার Cable কর্‌তুম।"

দে সরকার তার মাথায় চাঁটি মেরে বল্ল, "বল ও টাকা যদি আমার হত। ও টাকার উপর বাদলের কি অধিকার আছে? কমিউনিস্‌ম্‌ চাই।"

বিভূতি অমনি বল্ল, "কমিউনিস্‌ম্‌ চাই। গিভ্‌ মি কমিউনিস্‌ম অর গিভ্‌ মি ডেথ্‌।"

দে সরকার সুর নামিয়ে বল্ল, "চুপ চুপ চুপ। ও ঘরে স্পাই আছে। ঐ যে আহ্লাদী মেয়েটা—"

বিভূতি তোৎলাতে তোৎলাতে বসে পড়্‌ল। তার কাল মুখ কালী হয়ে গেল। আহ্লাদীর সঙ্গে যে সে আজ সিনেমায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে।

মিস্‌ মেলবোর্ণ-হোয়াইটও জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, "সুধী, তোমার বন্ধুর খোঁজ পেলে?"

"না আণ্ট এলিনর। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞা[illegible] ভাল আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কি ভাব্‌ছে [illegible] কেন আত্মগোপন করেছে—কিছু জানায় নি।"

আণ্ট এলিনর কিছুমাত্র সংকোচ না [illegible]লেন, "এই ব্যাপারের পিছনে কোনো গার্ল নেই ত?"

সুধী মৃদু হেসে বল্ল, "না। আমার বন্ধুকে আমি ভাল করেই চিনি।"

বাদলের জীবন কাহিনী, তার সাধনমার্গ, তার অসাধারণ মনীষা ও একাগ্র সংকল্প বক্তা ও শ্রোত্রী উভয়কে প্রীতি দিল। আণ্ট এলিনর আবেগের সঙ্গে বল্লেন, "আমি যদি তোমাদের দুজনের মা হয়ে থাক্তুম।" তাঁর বাগ্দানের আংটি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝকমক করে উঠ্ল।

বাদলের গল্প শেষ করে সুধী পাড়ল উজ্জয়িনীর গল্প। সে উজ্জয়িনীকে চাক্ষুষ না চিন্লেও আন্তরিক চিন্ত। প্রতিদিন উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা কর্তে কর্তে তার চিঠিপত্রের কাঠামোকে ঘিরে সুধী নির্ম্মাণ করেছিল একটি সজীব প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যার যে পরিচয় পেয়েছে সেই তার একমাত্র পরিচয় না হলেও সেও তার সত্য পরিচয়। তাতে যদি কিছু বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটুকু সুধীর নিজের স্বভাব কিম্বা বয়স থেকে লব্ধ। সাক্ষাৎকার সেই বাহুল্যের প্রতিষেধক কিম্বা প্রতীকার নয়।

উজ্জয়িনীর সমস্যা আণ্ট এলিনরকে বিচলিত কর্ল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, "Men must work and women must weep."

৯

মে মাস [illegible]। মে মাসের মায়ামন্ত্র সুধীকে সব ভোলাল। আকাশ মেঘবি[illegible] গাঢ় নীল। দৃষ্টি সেই গভীর সরোবরে ডুব দিয়ে তলি[illegible] সাঁতার দিয়ে কূল পায় না, স্নান করে উঠে যাই দেখে [illegible] সবুজ মখমলকে পটভূমি করে ফুলের আলপনা আঁকা। [illegible]ল্পা, কত রং, কত আকার, কত প্রকার। টুলিপ[illegible] [illegible]ন্জ ব্লুবেল হায়াসিন্থ সুইট পী স্ন্যাপড্রাগন

ড্যাণ্ডিলায়ন মারগেরিট ডেসি—একশ নাম, হাজার নাম, একশ রূপ, হাজার রূপ। কেউ আপনা হতেই গাজায়, কারুর আবাদ করতে হয়। কিন্তু সকলেই অমূল্য, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। সুধী বিস্মিত হয়ে ভাবে, আকাশের রামধনু কি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে মিহি গুঁড়া হয়ে বাতাসে উড়ে এসে মাটীতে ছড়িয়ে গেল ? প্রতিদিন সূর্য্যের সাতরঙ্গা আলো বৃষ্টির জলের মত মৃত্তিকা ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে উৎসের মত উত্থিত হয়ে ভূমিপটে চারিয়ে গেল। আলোর রং ভেঙ্গে ও জুড়ে ফুলের রং ; আলোর রূপের আদল আলোর ছেলে ফুলের মুখে, ফুলের স্বভাবে আলোর মৌন চঞ্চল স্বভাব।

গরম বোধ হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বলে এদানীং সুধী টিউবে চড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময় যত লাগে লাগুক বাস্-এর মাথায় বসে দু ধারের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসা যাওয়া করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তন্ময় হয়ে যায়, দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকে। নানা দিগ্‌দেশাগত পাখীর সাময়িক নীড় নির্ম্মাণের ব্যস্ততা তাকে আমোদ দেয়। তাদের একো জনের একো রকম রঙ্গ তাকে মুগ্ধ করে। তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, একটি অদৃশ্য অর্গ্যানের সুর কি এগুলি, কার আঙ্গুলের স্পর্শ এদের খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যার আগে থাম্‌তে দেবে না। নাইটিঙ্গেলের গান শুন্‌বার জন্য সুধী লণ্ডন ছেড়ে দিন কয়েকের জন্য পাড়াগাঁয়ে যাবে স্থির করেছে। ওরা নিস্তব্ধ রাত্রি ও নির্জ্জন পল্লী না হলে গান করে না। লার্কের ও থ্‌াসের গান শুন্‌বে বলে সুধী ভোরে [illegible] কিম্বা কেনউড্‌-এ গেলে তার মনে হয় পাখী [illegible] ছে। মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই [illegible] ছেড়ে তান ধরেছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, কখনো ঘা [illegible] র করছে, কখনো গাছের আগডালে দুই পা জোড়া অব [illegible] বসে নীচের

দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। সুধী যতক্ষণ তাদের সঙ্গ পাচ্ছে ততক্ষণ যেন কি একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করল কিম্বা নূতন রাজ্যে পদার্পণ করল এইরূপ বোধ করে উৎফুল্ল হয়।

শাখায় শাখায় অগুনতি মুকুল, চেরীর শাখায় পেয়ারের শাখায় মে-গাছের শাখায়। শীতের দিনের শাদা বরফের কুচি যেন গলে যাবার সুযোগ পায় নি, দানা বেঁধে বোঁটায় বোঁটায় আটকে রয়েছে। ওক পাইন ফার বীচ বার্চ ইত্যাদি বনস্পতির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুধী যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের চেয়ে এদের আয়ু, এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, এদের প্রাণ ও এদের ধৈর্য্য কত বেশী। আহারের জন্য ছুটাছুটি করে চোখে আঁধার দেখাটা কিছু নয়, পরকে মেরে নিজের পথ্য করা ত বর্ব্বরতা। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ উদ্বেগে আন্দোলিত সুখে শফরীর মত ফরফরায়িত, অধিকাংশ মানুষের জীবন ত এই। এই সমস্ত বনস্পতি তাদের তুলনায় সব দিক দিয়ে বৃহৎ। সুধীর মনে হয় এভল্যুশন থিওরীর দ্বারা জীবসৃষ্টির কিনারা হয় না। সুধী ভাবে মানুষ বানর বিড়াল বাঘ কোকিল কাক তাল তমাল সকলেই সৃষ্টির আদিতে ছিল, আদি থেকে আছে, অবসান পর্য্যন্ত থাকবে—অবশ্য আদি ও অবসান কেবল কথার কথা, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার মত সৃষ্টিও অনাদ্যন্ত। মানুষের রূপের এভল্যুশন সুধী মানে, মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নরূপী। কিন্তু অ-মানুষ বা অর্ধমানুষ থেকে মানুষ? অসম্ভব।

মে [illegible] সুধী তার পড়াশুনা কমিয়ে দিল। এমন দিনে ঘরে বন্ধ থ[illegible] মিউজিয়াম থেকে সকাল সকাল ফেরে, সকাল সকাল [illegible] নিয়ে মাঠে বেড়াতে বেরয়। তার বাসার অনতিদূরে [illegible] ঠ। মাঠ বেয়ে দুজনে অনেক দূর হাঁটে। যেদিন [illegible] সুধী [illegible] য় সেদিন হাঁটতে হাঁটতে গোল্ডার্স গ্রীনের

উত্তরাংশ ছড়িয়ে হাইগেট অবধি চলে যায়। ফের্‌বার সময় বাস্‌-এ করে হ্যাম্পষ্টেড হীথ চিরে স্প্যানিয়ার্ডস্‌ রোড বেয়ে গোল্ডার্স গ্রীন ষ্টেশনে বাস বাদল করে বাসায় ফিরে আসে। এক একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা যাপন করে তার যে আনন্দ ও যে মুক্তি তাকে বাদল কিম্বা উজ্জয়িনীর হাতে চিঠির পাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দ্বিগুণ উপভোগ কর্‌ত, কিন্তু একজন নিরুদ্দেশ, অপরজন নীরব। হাতের কাছে আছে মার্সেল। ভাবনার ভাগ তাকে দেওয়া চলে না, সেদিক থেকে তার বয়স অল্প, কিন্তু সূর্য্যাস্তকালীন আভা যখন ঘন সবুজ ঘাসের উপর শেষবার তুলি বুলিয়ে যায় তখন সুধীর চিত্তে যে ভাব জাগে মার্সেলকে সহজেই সেই ভাবের ভাগী করা যায়। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমা উভয়ের দৃষ্টিকে হাতছানি দেয়; উভয়ের বাহু হঠাৎ ডানা হয়ে উঠ্‌বার তাড়না অনুভব করে, উড়ে যাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের নিশ্চিত নিস্ফলতা উভয়ের অন্তরকে অবমর্দ্দিত কর্‌তে থাকে। মার্সেল মুখ ফুটে বলে, "দাদা, ঐ দেখ, ওরা কেমন উড়ে যাচ্ছে।" সুধী বলে, "তোর বুঝি উড়তে ইচ্ছা কর্‌ছে রে মার্সেল?" মার্সেল উত্তর দেয়না, সোয়ালো বলাকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।"

বৃষ্টি কদাচ হয়। ইংলণ্ডের বৃষ্টির যা স্বভাব, হুড়মুড় করে হাজির হয় বিনা খবরেরই। মাঠের মধ্যখানে বৃষ্টি নামে। সুধী ও মার্সেল দৌড়াদৌড়ি করে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গাছতলায় আশ্রয় [illegible]। একদিন এক পথিক মোটরকারে দয়া করে তাদের বাড়ি [illegible]য়েছিল। তবু তাদের শিক্ষা হয় না, তারা ছাতা না [illegible] বেরয় তখন তাদের কি কোনো খেয়াল থাকে? [illegible]কু-পাখীর ডাক। মার্সেল বায়না ধরেছে, "দাদা, চল [illegible]তে যাই।" সুধী বলে, "আচ্ছা। আগে তোর খাওয়া [illegible]

একবার নিয়ে চল্লে ফিরিয়ে আনা শক্ত। সে কুকু দেখ্তে হয়ত দেখ্ল কাদের কুকুর কিম্বা দেখ্ল তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কতগুলি ছেলে একটা খালের মধ্যে নেমে বাঁধ দেবার উদ্যোগ কর্‌ছে, অমনি তার চোখ আট্‌কে গেল, চোখের ব্রেক কষা হলে পায়ের গতিরোধ।

মে-মাসের মায়াজালে বাঁধা পড়ে আণ্ট এলিনর ও ডক্টর মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্‌কেও সুধী ভুল্‌ল। তা বলে তাঁরা তাঁকে ভুল্‌লেন না। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অন্যমনস্ক লক্ষ করে ঘন ঘন স্মরণ কর্‌লেন না। আর্থারকে এলিনর বল্‌ছিলেন, "ওর বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে।" এলিনরকে আর্থার বলেছিলেন, "তা হলে ওকে ও দুঃখ ভুলবার নিরিবিলি দাও।" সুধীর কাছে ওঁরা কোনোদিন বাদলের কথা পাড়েন না। ওকে পরিচিত করে দেবার জন্য পার্টিতে নিয়ে যাওয়া কিম্বা পার্টি দেওয়া আণ্ট এলিনর থামিয়ে দিলেন। তবে প্রতি রবিবারে তাকে চায়ে ডাকেন। তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য তাঁর মন উস্‌খুস করে, কিন্তু জিভ জড়িয়ে যায়। তিনি আশা করেন হয়ত সুধী নিজেই কথাটা পাড়বে। কিন্তু সুধী সম্প্রতি নক্ষত্র বীক্ষণে বিভোর আছে। সন্ধ্যা হলে কোন তারা কোন দিকে উঠ্‌বে সেই তার আপরাহ্নিক ধ্যান। ইংলণ্ডের নৈশ আকাশ এতকাল প্রায়হ মেঘগুণ্ঠিত থাকৃত। সেই রহস্যময়ী আবরণ উন্মোচন করেছে। তার চোখের ‌‌ারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে সুধা কি যে বিস্ময় [illegible] চিরন্তনকে নূতন করে চিন্‌তে পার্‌বার বিস্ময়। দেশ [illegible] কিন্তু আকাশ ত সেই আকাশ, ‌ুধীর আশৈশব [illegible] ভোমণ্ডল। সে যখন পুরাতন নক্ষত্রবন্ধুদের পরিচয় [illegible] ‌ন্দ আপ্লুত হয় তখন তার মনে থাকে না যে সে ইং[illegible]ণ্ডের [illegible] ‌াছে।

নক্ষত্র বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে গণনাকল্পনাতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী, ভারতবর্ষ তার ঘর, পৃথিবী তার পাড়া। মন তার কাল-পরাবারের পার পায় না, এক একটি নক্ষত্রের আয়ু যদি অমেয় হয়, যদি এক একটি রশ্মির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসকে লজ্জা দেয়, তবে আমাদের যাঁহা জীবন তাঁহা মৃত্যু, বাহান্ন আর তিপান্ন। এই জীবন নিয়ে এত ভাবনা! সুধী মাঠের হাওয়া প্রাণ ভরে সেবন করে, ঘ্রাণভরে শোষণ করে। আকাশের আলো অন্ধকার দুই চক্ষু ভরে লুট করে নেয়। সে আছে বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব আসুক তার মধ্যে, বিশ্ব হোক তার অধিবাসী। চিরন্তনকে সে স্বীকার করলে চিরন্তন করবে তাকে স্বীকার।

এতদিন রাত্রের মেঘাস্তরণ প্রায়ই সুধীর দৃষ্টিকে ঠুলি পরিয়ে রাখত। দিনের ধূমগুণ্ঠিত মুখ দেখতে পারত না বলে সুধী গ্রন্থ খুলে মনোজগতের রূপ দেখত। মে মাস এসেছে, তাপহীন রৌদ্র দীর্ঘদিনব্যাপী, বায়ু পুষ্পগন্ধমধুর বিহঙ্গগীতিমন্থর, রাত্রি শান্ত গম্ভীর দূরাতিদূর। সুধী আজকাল বাগানের দোলনায় ঘুমায়, দুটো গাছের শাখায় দোলনা খাটিয়ে।

৬০

দেশ থেকে যেদিন চিঠি আসে, অর্থাৎ শনিবা[illegible]ত্রে, সুধী পিয়নের পদশব্দ গোণে। আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক স[illegible]দলের বাবার চিঠি বন্ধ। বাদলের শ্বশুরের চিঠি [illegible]সে নি, যদিও সুধী প্রত্যেক বার ভেবেছে এইবার [illegible]াসুক বা না আসুক চিঠির জবাব দিতে সুধীর কসুর হ[illegible]ই বার হল। বাদলের খবর তাঁরা জানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, [illegible]কি[illegible]াদলের

বিদায়স্মৃতি তাঁদের মনে ম্লান হয়ে এসেছে কিম্বা ম্লান হয়েছে বহুদিন, শুধু অভ্যাসের জের চল্‌ছিল। সুধীর দিক থেকেও ওটা ছিল কতক কর্ত্তব্যবোধ কতক অভ্যাস। এক সপ্তাহ কাজে ফাঁকি দিয়ে সুধী দেখ্‌ল এই ভাল। চিঠি পেলে চিঠির উত্তর লিখ্‌ব। ওঁরা যে আমার চিঠির প্রত্যাশা করছেন তার প্রামণ ত আগে পাই।

দিন কয়েক বাদে সুধীর নামে এল এক cable, যোগানন্দ পাঠিয়েছেন কোয়েটা থেকে। "Where is Badal ? Why Times advertisement ?"

সুধী এর কি জবাব দেবে চিন্তা করে স্থির করতে পার্‌ল না। অথচ টেলিগ্রামের উত্তর টেলিগ্রামে না দিলে যোগানন্দের প্রতীক্ষা পীড়াবহ হবে। বাদলটা যে মানুষকে এমন বিপদে ফেল্‌বে কে জান্‌ত। সুধী বাদলের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাদের ঠিকানা জান্‌ত সবাইকে ফোন কর্‌ল, বাড়ীতে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা কর্‌ল। মিসেস্ উইল্‌স্ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সুধীকে প্রার্থনা কর্‌লেন বাদলের সংবাদ পেলে জানাতে। কলিন্স বল্ল, "ওর জন্য একখানা নতুন বই আনিয়ে রেখেছি, ও এসে নিয়ে যায় না কেন তাই দিন কয়েক থেকে ভাব্‌ছি।" মিলফোর্ড বল্লেন' "ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবার পর থেকে ওর খবর রাখি নি। ওকে আমার আফশোষ জানাবেন।" মিথিলেশকুমারী বল্লেন, "কোনো আকস্মিক ... যা ঘটেনি ত?"

ও ... যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা একখানা খামে ভর্ত্তি করে বাদলে ... ান' রওনা করে দিল। এবং যোগানন্দকে তার কর্‌ল, ... vate address unknown. Making enquiries

। চে ... ে বলা যায় না। যাই বলুক সন্দেহ তাঁর মনে

জন্মাবেই। সন্দেহ জন্মাক ক্ষতি নেই, আশঙ্কা দূর হলে হল। আণ্ট এলিনরের মত যোগানন্দও বোধহয় ভাব্‌বেন নারীঘটিত কোনো রহস্য আছে। কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠিয়ে কোন্ গুরুজন ও-বিষয়ে নিঃসংশয়? কিন্তু এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেবেন না যে বাদল অসুস্থ হয়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে।

যোগানন্দ টাইমস্ পড়ে চুপ করে বসে থাকেন নি, নিশ্চয় মহিমচন্দ্রকে তার করেছেন কিম্বা চিঠি লিখেছেন। উজ্জয়িনী এ ব্যাপার জান্‌তে পেরেছে। সুধীর চিঠির সঙ্গে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন মিলিয়ে পড়্‌লে তাঁরা চিঠিকে অবিশ্বাস করবেন ও বিজ্ঞাপনের নানা অর্থ করবেন। দিন দুই তিন পরে তাঁদের cable উপস্থিত হবে। ততদিনে যদি বাদল যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সুধী রক্ষা পায়, নতুবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে সুধীকেই।

বাদল যে লণ্ডনেই আছে এ সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কদিন লুকোচুরি খেল্‌তে পার্‌বে, দেখা না করে, কথা না বলে, তর্কে না জিতে ঘরে খিল দিয়ে রইবে? পাগ্‌লা, কি একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়, তার দুর্ভোগ গিয়ে পৌঁছচ্ছে বেলুচিস্থানে ও বিহারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলে কজন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে এই বুঝি বাদল পরীক্ষা কর্‌ছে?

বাদল বিজ্ঞাপন দিল, "BADAL TO CAPTAIN GUPTA. —CONCENTRATING ON GREAT THO[illegible] IN SECRET RETREAT."

সুধী বাদলকে মনে মনে বল্ল, "সারাজীব [illegible] করে আস্‌ছিস্, কেই বা তোকে বিক্ষিপ্ত করেছে। [illegible]ড়ার ঘর গিরিগুহার মত বিজন ছিল। এদেশে এসে [illegible] করে

বেড়ালি, এখন প্রতিক্রিয়াবশত কোন্ গৃহকক্ষে বসে আগুন পোহাচ্ছিস্, এই যে মাসে !”

বাদলকে সুধী চিন্‌ত। ওর যা জেদ তা শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখবে। ওর যা খেয়াল তা আপনা থেকে না ছুটলে পরের পরামর্শে ফুলতে থাকবে—বাঁধ দিলে পাগলাঝোরার জলের মত। দিন পনের পরে হয়ত টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে উঠবে কিম্বা দরজার বেল ক্রিং ক্রিং ধ্বনি করবে, বাদল ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে করতে পরিক্রমা করতে করতে বলবে, “কি বলছিলুম ? সুধীদা, কি বলছিলুম ?”

সেই বাদল! দুমাস তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এক সহরে থেকেও তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ নেই, চিঠি লিখলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় দু লাইন। দুঃখের কথা কাকে জানাবে। সুধী স্বভাবত চাপা। মনের দুঃখ মনে চাপল। আকাশের দিকে চেয়ে ভুলে গেল। দিনের পর দিন বর্ষণবিহীন, নীলোজ্জ্বল, দিগন্তপ্রসারী। দৃষ্টি যত গভীরে নামতে পারে তত গভীর। সুধী কখনো আশা করতে পারে নি, ভাবতে পারে নি, এমন আশ্চর্য্য ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটবে! ঋতু আসে আর যায় কিন্তু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির বিরাম হয় না। এই ত লোকে বলত ও সুধী জানত।

দিনগুলি এত রঙ্গিন এত সুগন্ধি এত উজ্জ্বল এত পূর্ণ। সুধী আহারকাল ভুলে যায়। কয়েকবার অপদস্থ হবার পর মাদামকে বল্ল, “আমা[illegible] [illegible]ছু তৈরী রেখো না, আমি যখন ফিরব তখন নিজে তৈরী করে[illegible] [illegible]টি মাখনের স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কোনো কোনো দিন বেরয়, [illegible] [illegible]রে হাঁটে, মাঠে কিম্বা হ্রদ নদীর ধারে শরীরকে বিশ্রাম [illegible] [illegible]তা দেয়, তার পরে বাস কিম্বা ট্রেন ধরে বাসায় ফেরে[illegible] ম[illegible] [illegible] গল্প করে, “আজ এতটুকুন একটি পাখী দেখে

এসেছি, মার্সেল। ওকে বুঝি Tit বলে।" মার্সেল ঠোঁট ফুলিয়ে চুপ করে থাকে। সুধী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বলে তার অভিমান হয়েছে। সুজেৎ তার গালে ঠোনা মেরে মানভঞ্জনের চেষ্টা করে। মার্সেল জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে নখ দিয়ে সুজেতের জামা ছিঁড়ে দেয়, তবু কথাটি বলে না। তখন সুধী দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করে। আণ্ট এলিনর খবর পেলে তাকে নোবেল পীস্ প্রাইজ পাইয়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম তার অদ্ভুত ইংরেজীতে বলে, "ত্যাঙ্ক্ ইউ, মিস্তার সাক্রাবার্ত্তী।"

১১

ঠিকানা লেখার ভুলে চিঠিখানা লণ্ডনের দুতিনটে পাড়া ঘুরে এসেছে। বুধবারে সুধীর হস্তগত হল। সুধী না খুলেই চিন্‌তে পারল উজ্জয়িনীর চিঠি। কি লিখেছে বেচারি উজ্জয়িনী?

লিখেছে,

"সুধীদাদা,

আপনাকে কত কাল লিখিনি। লিখে কি ফল হত বলুন। আপনারা ত কিছুতেই আমাকে বুঝ্‌বেন না। আমার প্রাণ কি যে চায় আমি নিজেই বা তার কতটুকু বুঝি। তবু এক কথায় বলি আমি আমার অবস্থাকে লঙ্ঘন করে অতীতকে অতিক্রম করে দেহমনকে পিছনে ফেলে কোথাও এক জায়গায় পালিয়ে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হ[illegible]র [illegible] চাই ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাব, [illegible] থাক্‌বে না, আমার চিহ্ন থাক্‌বে না।

পাগলের প্রলাপ। না?"

এই পর্য্যন্ত পড়ে সুধীর চোখে জল আসে [illegible] তুই বিভিন্ন

স্থানে দুটি বিভিন্ন মানুষ, মাঝে সাত হাজার মাইল ব্যবধান—বাদল ও উজ্জয়িনী একই সময়ে একই কথাই ভাব্‌ছিল। ওরা সত্যিকারের স্বামী স্ত্রী। দুজনেই চাইছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে—বাদল ত হয়ে গেলই, এখন উজ্জয়িনী কি করে দেখা যাক্।

“পাগলের প্রলাপ। না? আমারও তাই মনে হয়। কাজেই আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা মৌলিক নয়। কিন্তু পাগল মাত্রেই অশ্রদ্ধেয় নয়। এবং চেষ্টা কর্‌লে পাগলের প্রলাপেরও অর্থ-বোধ হয়। তারপর পাগলামীর দ্বারা এমন অনেক কাজ হাসিল করা যায় ভদ্রতার দ্বারা যা অসাধ্য। এই ধরুন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের বিদায়। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের পরিচয় দিই। মায়ের বন্ধু, মিশনারী, বিধবা। আমাকে সামাজিকতা শিক্ষা দিতে মায়ের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। ভাল মানুষ, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটা ভাণ নয়। কিন্তু আমার সাধনার বৈরীকে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? যা আমার ভাল লাগে না তা আমার ভালই লাগে না। এই চূড়ান্ত। আমি তর্ক না করে এই কথাটা প্রলাপের মত করে বুঝিয়ে দিলুম। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বুদ্ধিমতী। আমার সংসারে আমি মালিক, আমার মা নন্। তবে যদি তিনি আমার শাশুড়ীর শূন্য স্থান পূর্ণ কর্‌তেন তবে সে হত ভয়ানক ভাবনার কথা। আমার শ্বশুর আকারে ইঙ্গিতে অমন প্রস্তাব করেন নি তা নয়। কিন্তু মিসেস্ স্যাম‍ুয়েল্‌স্ একদিন আমাকে স্পষ্টই বল্‌ছিলেন, ‘বর্ণভেদ বিধাতার হাতে, [illegible] কে আমি অনাদর করিনে। কিন্তু ধর্ম্মভেদ? মানুষের কেবল [illegible] ত্রাণকর্ত্তা, সুতরাং একটি ধর্ম্ম। God so loved the w[illegible] He gave His only Son…’

মিসে[illegible] যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। [illegible] ন তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ভাব্‌ছি। বোধ করি

আমাকে পরীক্ষা করতে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমার শ্বশুরের হৃদয়ের আঘাত রেখে গেলেন। প্রথমটা তিনি এখনি বিলেত যাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। (সেখানে বিয়ে করা কি এতই সোজা?) ছুটী পাওয়া গেল না। এই সময়টাতে সাহেবরা ফার্লো নেয়, বাঙ্গালীকে ছ মাসের জন্য মোটা মোটা গদিগুলো ছেড়ে দেয়। কাজেই শ্বশুর মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট হবার আশ্বাস পেয়ে শীতকালের আশায় দিনপাত করছেন।

আমরা হয়ত পুরী কিম্বা পূর্ণিয়া যাচ্ছি। পাটনা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।"

সুধী বুঝল কার স্মৃতি! বেচারি উজ্জয়িনী—বাদলের উর্ম্মিলা! সুধী পড়তে লাগল।

"ইতিমধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছে। তার নাম করুণা। করুণাকে দেখে সত্যিই করুণা হয়। শুধু তার উপর করুণা হয় তাই নয় নিজের উপর করুণা হওয়া কমে। তার স্বামী থাকেন সমস্ত দিন আপিসে, বাড়ী ফিরেই পাড়ায় হাজিরা দিতে যান, অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি তাস খেলা চাই। আবার ভোরে উঠে বেরিয়ে যান বড় দেখে মাছ কিনতে, ওটি না হলে তাঁর চলে না। স্ত্রীকে ভালবাসেন না এমন নয়। কিন্তু সে ভালবাসায় কোথাও এতটুকু রং নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়ত চব্বিশটি কথা বলেন না স্ত্রীকে; [illegible]র দরকার বোধ করেন না। রাগ করেন না, হাসেন না, অভিমন্যুর [illegible]ন না, খুবই ভদ্র। কি যে স্ত্রীর অপরাধ তা ত আমরা অর্থাৎ [illegible] আমি অনুমান করতে পারলুম না। ভদ্রলোকের নামে [illegible] শোনা যায় না। চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত। লেখাপড়ায় ভা[illegible]া যেখানে পাত্রী স্থির করলেন সেইখানে বিবাহ করলেন। [illegible]ভাস পর্য্যন্ত

দিলেন না। মেয়েটি সুশ্রী, সরল, সৎ। শ্বাশুড়ীর নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্তক্ষণ খাটে। দেওরদের আব্দার অত্যাচার বিনা বাক্যে সয়। একটি ছেলে হয়েছে, সেটির যত্ন নিতে জানে না, কোনো দিন শিক্ষা পায় নি, সে জন্য দেওরদের কাছে বকুনি খায়। ছেলে যেন ওদেরই, তার নয়। স্বামীর কাছে নালিশ করে না, কর্‌লে কোনো প্রতীকার হত না। শ্বশুর তার পক্ষ নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেন, তাইতেই সে খুসী।

"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা নতুন দিক আমার চোখে পড়েছে। আমরা মেয়েরা স্বভাবত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি আমাদের মনোনয়ন করে ঘরে আনেন। স্বামীর চাইতে শ্বশুরকেই আমরা আপনার বলে জানি। তাই স্বামীবিয়োগে পুনর্ব্বার বিবাহ করিনে। স্বামীর স্নেহ না পেলে শ্বশুরের স্নেহ পেয়ে দুঃখ ভুলি। করুণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই শিক্ষা লাভ কর্‌লুম।"

সুধী বুঝ্‌লে উজ্জয়িনী নিজের দুঃখ ভুল্‌বার এই উপায়টা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, শ্বশুরের স্নেহ পায়নি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উজ্জয়িনী তা স্বীকার করেনি। সে বলে,

"এই মিথ্যা সংসার আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। এর ছলনা আমি ভেদ করেছি। এর মধ্যে কাণা কড়ির সত্য নেই, শান্তি নেই। সং[illegible]রের নিয়ম কানুন মেনে ঘোরতর সংসারী হয়ে যারা ধন মান পদমর্য্যা[illegible] ড় হয়েছে তারা মূর্খ। যারা সংসারের প্রশংসা কুড়িয়ে বাহবা[illegible] ল মানুষ হয়েছে তারা মূঢ়। আমি উল্কার মত ছুটে বেরিয়ে[illegible] নিবে হারিয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি। সংসারের বাইরে আমার জ[illegible]। না জানি কোন্ নক্ষত্রে আমার বাসা। তাই ত আমি রাত[illegible]র দিকে চেয়ে থাকি। আমার ঘরের জানালা

দিয়ে অনেকখানি আকাশ ঘরে আসে। জানালা খোলা রেখে মেজেতে গড়িয়ে পড়ি।"

ভাগবত উপলব্ধির কথা উজ্জয়িনী উত্থাপন করেনি। বোধ হয় সুধী পছন্দ করবে না অনুমান করে। বীণার কথাও বিশেষ উল্লেখ করেনি। বোধ হয় সুধী বীণার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবে ভেবে। বাদলের কথাও জানতে চায়নি। বোধ হয় না চাওয়াটাই সুধীর মনে লেগে ফলপ্রদ হবে জেনে। শেষে লিখেছে।

"আপনাকে কত কথা জানিয়ে ফেললুম, ফেলে অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে আমার স্বতঃ বিশ্বাস হয়। আমার বড় ভাই নেই। বড় ভাই কেন, কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই ভেবে আমার খানিকটে ভার নামে।"

১২

বাৎসল্যে সুধীর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। আহা, ছোট বোনটি। বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, স্বামীর প্রেম পায়নি, শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। কি যে তাকে নিয়ে করা যায়। দূর থেকে উপদেশ দেওয়া সোজা, এর মত হও, ওর মত হও বলতে পারা সুলভ, কিন্তু তার অবস্থায় পড়লে নিজে কি করতুম সেইটে বিবেচনা করতে [illegible]। উজ্জয়িনীর বয়স সতের আঠার, ও বয়সে কজন পুরুষ নিজে[illegible]র [illegible] দাঁড়াতে পেরেছে, যেখানে ইচ্ছা ভাগ্য পরীক্ষা করে বেড়ি[illegible] [illegible] ইয়োরোপেও ঐ বয়সের তরুণী মেয়েকে নিরাপদে ও সসম্মানে [illegible] সচরাচর দেখা যায় না। সুজেতের মত যারা দোকানে কা[illegible] [illegible]দের উপার্জন এত স্বল্প যে পৈত্রিক বাড়ী বা বাসা না থাকলে [illegible] [illegible]তে।

যে নারী ভাগ্যদোষে স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহ হারিয়েছে সে নারী পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যার সে আশ্রয়ও নেই আমাদের সমাজ তার কোনো ভদ্র আশ্রয় রাখেনি। বয়স একটু বেশী হলে সে রাঁধুনিবৃত্তি করে দাসী বৃত্তি করে কোনো ধনী পরিবারে একটুখানি মাথা গুজ্‌বার ঠাঁই পেতে পারে; বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয়সম্মত হলে চাকরী পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু উজ্জয়িনী কোনোটাই পাবে না। না পাবার সব চেয়ে বড় কারণ সে তার বংশ পরিচয় গোপন রাখ্‌তে পারবে না। অবশেষে তার বাবা কিম্বা তার শ্বশুর তাকে পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌বেন।

মহিমচন্দ্রের উপর সুধীর ভরসা ছিল। উজ্জয়িনীর এই পত্র পেয়ে কিছু কম্‌ল। এই বয়সে তিনি নূতন করে সংসার পাতবার উদ্যোগ কর্‌ছেন, সেই ঝঞ্ঝাটে ছেলেকে কয়েক সপ্তাহ চিঠি লিখ্‌তে পারেন নি, বাদল শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে। সুধী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ কর্‌ছিল। দূর থেকে এই! নিকট থেকে উজ্জয়িনী যা বোধ করেছে তার সমস্তটা জ্ঞাপন করেনি নিশ্চয়। যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে সে আবার মানুষ খুঁজ্‌তে থাকে। মহিমচন্দ্র মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের পদ শূন্য রাখ্‌বেন না বলে আশঙ্কা হয়। সকলেই কিছু মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের মত ভাল হবে না। তা হলে বেচারি উজ্জয়িনীর কি দশা হবে? [illegible]ষ্ণব জনোচিত সহিষ্ণুতা ও সুনীচতা উজ্জয়িনীর স্বভাবে শিকড় গা[illegible] সে তেজী মেয়ে। যেটা তার ভাল লাগে না সেটা তার ভাল[illegible]। এই যদি চূড়ান্ত হয় তবে সে হয়ত একটা কাণ্ড করে বস[illegible]াগ করে কোথাও চলে টলে যায়—ধর বীণাদের বাড়ীতে—ত[illegible]ছু না হোক একটা প্রহসন হবে। যে পাখীর ডানায় জোর [illegible] প্রাণে আকাশের আকুতি, সে পাখী মাটীর উপর

ডানা ঝট্‌পট্‌ কর্‌বে কিছু কাল, তারপর খাঁচায় ঢুক্‌বে, যদি না ইতিমধ্যে বিড়ালের মুখে পড়ে থাকে।

মহিমচন্দ্রকে স্থধী চেনে। চিন্তাশীলতা, সৌন্দর্য্যবোধ, কল্পনাবৃত্তি তাঁর নেই। আইডিয়ালিস্‌ম্‌ তাঁর স্বভাবে সয় না। হয় আর্থিক নয় পারমার্থিক লাভ ও লোভ তাঁকে অবিশ্রান্ত খাটায়। খাটুনির জোরে লোকটা সরকারী চাকুরেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। অসাধারণ তাঁর য়্যাম্বিশন। একটা উপাধি পেতে না পেতেই আর একটার জন্য দেহপাত। বছরে বছরে তাঁর পদোন্নতি হওয়া চাই, নতুবা জীবন বৃথা গেল, গবর্ণমেণ্ট তাঁর যোগ্যতার মর্য্যাদা রাখ্‌ল না। এক দিক দিয়ে এর ফল ভাল হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নি। স্ত্রী জাতির প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি। কেউ ঘুষ দিতে এলে তিনি ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করে গেছেন। পান দোষ থেকে মুক্ত। তবু তাঁর সঙ্গে বাস করা উজ্জয়িনীর পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হবে। শ্বশুরবাড়ীর মোহ যখন অবগত হবে তখন উজ্জয়িনী তাঁকে পরিহার করতে ইচ্ছা কর্‌বে। তারপর যদি সত্যই তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে সেই ইচ্ছা ব্যাকুলতায় পরিণত হবে। তখন কি উপায়? বাদলটা ত অবুঝ। যোগানন্দকে বোঝান যায় না।

উজ্জয়িনীর ভাগবত উপলব্ধির উল্লেখ না থাকায় স্থধীর আশা হল হয়ত উজ্জয়িনীর প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপরকে অংশ দেবার উৎসাহ অস্তমিত হয়েছে। তা যদি হয় তবে যোগানন্দের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া অল্লায়াসে ঘট্‌বে। যোগানন্দের প্রাথমিক বিস্ময় ও বিরক্তি এতদিনে পুরাতন হয়ে পূর্ব্বের উ[illegible]রয়েছে। তিনি হয়ত বাদলের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে কন্যার দুর্[illegible] নিজেকে অপরাধী কর্‌ছেন। পিতাপুত্রীর সন্ধির পক্ষে এ[illegible] এই মুহূর্ত্ত অনুকূল। স্থধী যোগানন্দকে চিঠি লিখ্‌ল!

লিখ্‌ল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন আমরা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠি। আমাদের পাপবোধ প্রবল হয়, আমরা নিজেকে নিপীড়ন করে শান্তি পাই, আহার নিদ্রা কমিয়ে দিই, স্নান করে ধ্যান কর্‌তে বসি, শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা দেখি, আমিষ ছাড়ি, হবিষ্যান্ন খাই, একাদশী করি। অনেকেই আমাদের গুরু হন্‌, অনেকের অজ্ঞাতে আমরা তাঁদের একলব্য হই, বাঁধান খাতায় বচন উদ্ধার করি, ডায়েরী রাখি, প্রতিদিন সংকল্প করি মহৎ হব, অক্ষেপ করি মহৎ হতে পার্‌ছিনে, ভগবানকে প্রার্থনা করি, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ি, অকারণে চোখের জল ফেলি।

উজ্জয়িনীর এখন সেই বয়স। এ বয়সকে আপনি এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবস্থা যেই অনুকূল হল বয়োধর্ম্ম অমনি চেপে ধর্‌ল। বাদল তার কাছে থাক্‌লে তার ভক্তিবৃত্তি স্বামী অভিমুখে ধাবিত হত। সে স্বামীর পট পূজা কর্‌ত, স্বামী সেবার নানা ছল খুঁজে স্বামীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিত, এমনি আত্মনিগ্রহ কর্‌ত। বাদল অকালে বিদায় নিল, সকল রকমে বিদায়। স্ত্রীকে সে অস্বীকার কর্‌ল। দেশকে সে অস্বীকার কর্‌ল। তার ভাব থেকে মনে হয় বন্ধুকেও সে অস্বীকার কর্‌বে। সাতদিনে একদিন তার বিজ্ঞাপন পড়্‌তে পাই। শুধু এইটুকু বার্ত্তা, SUDHIDA—I AM. উজ্জয়িনীর হয়ে তাকে আমি অনেক বলেছি। তার এক কথা, সে কারুর সঙ্গে বাঁধা [illegible] হতে অপারগ। তাতে তার মুক্ত মানসিকতা পীড়া পায়। [illegible] কদিন তার এ পাগ্‌লামি সার্‌বে। সৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার ন[illegible] স কোথায়?

কিন্তু বা[illegible] অপেক্ষা করা উজ্জয়িনীর পক্ষে দুরাশা হবে। সে কেমন [illegible] কথা বুঝ্‌তে পেরেছে বলে হরিভক্ত হয়েছে।

হাতের কাছে অন্য কোনো ভক্তির উপকরণ পায়নি, উপলক্ষ পায়নি। ইউরোপে থাক্‌লে বোধ করি কুকুর ভক্ত হত।

তার এ বয়স চিরস্থায়ী হবে না। কারুর জীবনে হয় না। এর পরবর্ত্তী বয়স সংশয়ের, অশ্রদ্ধার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। স্বামী থাক্‌লে স্বামীর উপর দিয়েই সুরু হত। স্বামীর অভাবে দেবতার উপর দিয়ে। উজ্জয়িনী নিজের বানান মূর্ত্তি নিজের হাতে ভাঙ্‌বে। যাদেরকে গুরু করেছে তাদেরকে দূর করে দেবে। এক আতিশয্যের স্থলে আর এক আতিশয্য। তারপরে সংযমের সময় আস্‌বে। কার জীবনে কখন আসে বলা যায় না। কারুর কারুর জীবনে কোনো কালে আসে না। আশা করি উজ্জয়িনীর জীবনে যথাকালে আস্‌বে।

বাদলের অপেক্ষা না রেখে কেমন করে এই সংযম সম্ভব হবে জানিনে। তবে বিধাতা আমাদের একান্ত পরনির্ভর করে গড়েন নি। নিজের মধ্যে নিজের পূর্ণতা উহ্য রয়েছে, খুঁজে নিতে হবে। উজ্জয়িনীর উপর আমার ভরসা আছে, সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।

ভরসা আছে, সেই সঙ্গে ভাবনা আছে। তার শ্বশুরবাড়ীতে সে তার স্বামীর অধিকারে আছে। স্বামী যদি তাকে অস্বীকার কর্‌ল তবে সে কার অধিকারে থাক্‌বে? শ্বশুর তাকে অস্বীকার কর্‌বেন না বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখাই ভাল। ধরে নেওয়া যাক্ শ্বশুরের অধিকার দুর্ব্বল হয়ে আস্‌বে, শ্বশুরের স্নেহ সে এখনকার মত পাবে না। তা হলে সে দাঁড়ায় [illegible]ায়? ভাত, কাপড়ের জন্য শ্বশুরের আশ্রয়ে পড়ে থাকা তার [illegible] মরণাধিক। অথচ স্বাবলম্বী হবার মত শিক্ষাও সে পায় নি[illegible] হাতে জোর নেই তার মনে উচ্চ চিন্তা থাকা কন্ট[illegible] এই জন্যই আমার ভাবনা। কিন্তু আমি ত তার স্বামী[illegible]ও পাতান ভাই,

আপনি তার পিতা ও প্রথম গুরু। আপনার ভাবনা আরো নিত্যকার, আরো সত্যকার। আমি জানি আপনি কেবলমাত্র তার মনের ভবিষ্যৎ ভাব্‌ছেন না, তার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের চিন্তাও কর্‌ছেন।

১৩

চিঠিখানা নিকটতম পিলার বক্স-এ দিয়ে সুধী বহুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হল। যোগানন্দ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাব গ্রহণ কর্‌বেন।

সুধীর সঙ্গে অনাহূত ছুটে গেছ্‌ল মার্সেলের কুকুর জ্যাকী। তাকে এদানীং বেঁধে রাখা হয় না, কিন্তু বন্ধ রাখা হয়। দুয়ার খোলা পেয়ে সেও সুধীর সঙ্গে চল্ল; মৎলবটা এই যে মার্সেলের কাছে বকুনি খাবার সময় জিভ লক্ লক্ কর্‌তে কর্‌তে সুধীর দিকে চেয়ে দোষটা সুধীর ঘাড়ে চাপাবে। যেন সুধীই তাকে আদর করে ডেকে সঙ্গী করেছিল।

সুধী ডাক্‌ল, "জ্যাকী, আয়, ফিরি।"

জ্যাকী শোনে না। সামনের বাড়ীর সামিল বাগানে ঢুকে একটা বিড়ালকে তাড়া করেছে। বিড়ালটা যেখানে লুকাতে চেষ্টা করে সেখানে জ্যাকী। বিড়ালটা চুপ করে বস্‌লে জ্যাকী একটা থাবা বাড়িয়ে একটু রঙ্গ করে, বিড়ালটা ফুল্‌তে থাকে। সুধী ডাকে, "জ্যাকী"। [illegible] না শোনার ভাণ করে। সুধী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে [illegible]লের ও বাগানের মালিক যদি দেখ্‌তে পান কি ভাব্‌বেন। [illegible]ক্ষর সুরে ডাকে "জ্যাকী"। কুকুরটা ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে সুধীর [illegible]ায়, যেন সেও লজ্জিত। কিন্তু বিড়ালকে এক পা এগোতে দেয়[illegible]

অগত্যা সুধীকে অপরিচিতের দরজায় কড়া নাড়্‌তে ও বেল টিপ্‌তে হল। দরকারটা জরুরি। একটি খোকা দরজা খুলে সুধীর রং ও পাগ্‌ড়ি দেখে পিট্‌টান দিল। একটি মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন। এসেই বল্লেন "No hawkers allowed." অর্থাৎ সুধীকে ঠাওরালেন ফিরিওয়ালা। সুধী মৃদু হেসে বল্ল, "ফিরি করবার মত কিছু নেই।" এই বলে দুই হাত ডানার মত মেলে দেখাল। মহিলাটি তার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকালেন। বল্লেন, "কি জন্য এসেছেন?" সুধী আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ করে বল্ল, "আমার কুকুর আপনার বিড়ালকে তাড়া করেছে, হুকুম মান্‌ছে না। বাগানে প্রবেশ করবার অনুমতি পেলে তাকে ধরে আন্‌তে পারি।" এ কথা শুনে খোকা বাগানের ভিতরে লাফ দিয়ে ছুট্‌ল। মহিলাটি বল্লেন, "আসুন।"

ততক্ষণে বিড়ালটি ভয়েই মরে গেছে। জ্যাকী তার সঙ্গে একটু পরিহাস করছিল। গায়ে আঁচড়টি দেয় নি। সুধীকে দেখে জ্যাকী ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে এগিয়ে এল। পরিহাসের পরিণাম বেচারাকে বড় অপদস্থ করেছে।

খোকা বিড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। নুয়ে পড়ে চোখে চোখ রাখ্‌ল। বিড়ালটিকে তুলে চার পায়ে খাড়া করবার চেষ্টা করল। অবশেষে কান্নার সুরে বল্ল, "O Mummy!" তার মা সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী তখন অন্যমনস্ক। জীবনমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাকে মুগ্ধ করছিল।

মহিলাটি বল্লেন, "এবার আপনার কুকুরটাকে নি[illegible]ধান।"

সুধী বল্ল, "কুকুরটাকে রেখে বিড়ালটিকে দিন[illegible]

মহিলাটি সুধীর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষ[illegible]লেন। খোকা

লাফিয়ে উঠে মায়ের মুখে চোখ রেখে আব্দারের সুরে বল্ল, "Yes, Mummy."

মা কঠিন হয়ে বল্লেন, "তা হয় না।"

খোকা কুকুরটার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল, বিড়ালটার কথা ভুলে গেল। কুকুরটা ততক্ষণে আবার খেলা করতে লেগেছে—এবার নিজের ল্যাজের সঙ্গে।

খোকার মা বল্লেন, "আপনি ওটাকে নিয়ে যান। আমরা আমাদের বিড়ালকে গোর দেব।"

সুধী অগত্যা তাই করল। জ্যাকী লক্ষ্মী ছেলের মত ধীরে ধীরে সুধীর সঙ্গ রাখ্‌ল। সুধী ভাব্‌ছিল, ব্যবধান ত নেই। একটা মুহূর্ত্তেরও ব্যবধান ত নেই। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিল কে? জ্যাকী। দুষ্টু ছেলেতে যা করে থাকে সে তাই করেছে। প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সমস্তক্ষণ চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। কিন্তু মরণের পিঠ পিঠ জীবন আছে কি? জীবনের বেলা ত দেখি জীবনের ভিতর থেকে জীবন আসে। তা আসুক। কিন্তু কি করে থাকে? জীবনের ঘড়িতে প্রতিদিন চাবি দেয় কে? মরণ। এই বিড়ালের মৃত দেহ বহু কীট কীটাণুর জীবনকালকে দীর্ঘতর কর্‌বে। মরণের পিঠ পিঠ আয়ু। কার মরণে কার আয়ু সে কথা তুচ্ছ। মরণ নামক সত্যের উত্তরাধিকারী আয়ু নামক সত্য।

বাসায় পৌঁছবার মুখে সুধী যাকে দেখ্‌ল সে একটা টেলিগ্রাফ পিয়ন। ইংলণ্ডে সাধারণত বাচ্চা পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। সুধী জিজ্ঞাসা কর্‌ল [illegible] নামে টেলিগ্রাম?"

ছোকরার [illegible] রায় রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্ল, "মনে পড়্‌ছে না ঠিক্। বো[illegible] ক্রষ্টফার—টী।"

সুধীর চোখ ও মুখ মুহূর্তে কাঁপ্‌ল। সে বাড়ীতে ঢুকতেই সুজেৎ অনুযোগ করে বল্ল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল এতক্ষণ? দশবার উপর-তল বার-ভিতর কর্‌তে হয়ে আমার পা যে ভেঙ্গে পড়্‌ল।" সে আজকাল মুখরা হয়েছে কাকে ভালবেসেছে বলা যায় না। হয়ত সুধীকেই।

তার হাত থেকে বাক্যো খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে পটাপট ছিঁড়ে টেলিগ্রাম খানার উপর যেই চোখ বুলিয়ে গেল অমনি ওখানা তার হাত থেকে খসে পড়্‌ল, নিবিনাবাক্যে।

"বাদলের শ্বশুর হার্টফেলে মারা গেছেন। মহিম।"

মরণ জীবনকে দেয়, আগুনকে দেয় ইন্ধন। কিন্তু আত্মাকে দেয় কি? আত্মাকে এত বিপুল কাল যে তাকে কাল বলা চলে না, এত বৃহৎ দেশ যে দেশ বলা চলে না। সসীম মানবের ঐতিহাসিক কাল ও ভৌগোলিক বিশ্ব; সীমার মধ্যে সে সোয়াস্তি পায় বলে সীমা খুঁজে নিয়ে কাল। তাকে অনন্ত বিরতি ও অপার বিস্মৃতি দিতে পারে কে দিতে পারে মৃত্যু। হে মৃত্যু, তুমি দেহের সীমা থেকে সীমাহীন দেশকে পৌঁছে দিলে, মনের সীমা থেকে সীমাহীন মনে মনস্বীকে নীত করলে, তুমি আরামকে দিলে বিরাম, ব্যস্ততাকে নিরস্ত করলে, দেহকে দিলে ক্ষান্তি, সঞ্চয়কে ব্যঙ্গ করলে। তোমায় নমস্কার।